মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

মূল ও অনুবাদ

ভট্টপল্লী-নিবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৪ সাল।

বঙ্গবাসীর বর্ত্তমান গ্রাহক-সংখ্যা পঁচিশ হাজার। ভারতবর্ষে, অধিক কি—জাপান ছাড়া, এসিয়াভূখণ্ডে,—কোনও সংবাদ-পত্রের এত অধিক গ্রাহক নাই।

এই সাত কোটি অর্থাৎ সাত শত লক্ষ বাঙ্গালী নর-নারীর মধ্যে পঁচিশ হাজার গ্রাহকসংখ্যা কখনই সমধিক বলিয়া বিবেচ্য হইতে পারে না।

এই সাত শত লক্ষের মধ্যে অন্তত সত্তর লক্ষ লোক লিখিতে পড়িতে জানেন।

সত্তর লক্ষ লেখা-পড়া-অভিজ্ঞ নর-নারীর মধ্যে পঁচিশ হাজার গ্রাহক-গ্রাহিকা কখন অধিক বলিয়া উল্লেখ্য হইতে পারে না। বঙ্গবাসীর অন্তত এক লক্ষ গ্রাহক হইলে, তবুও কিছু শোভা পায়। কিন্তু হঠাৎ এককালে পঁচিশ হাজার স্থানে এক লক্ষ গ্রাহক হওয়া সম্ভবপর কি? সেই জন্য উপস্থিত আমরা চাই বঙ্গবাসীর সর্ব্বশুদ্ধ

পঞ্চাশ হাজার গ্রাহক।

* * *

বঙ্গবাসীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ও দুইটী টাকা মাত্র। ইহার পরিবর্ত্তে পাইবেন কি? প্রতি সপ্তাহে ঘরে বসিয়া একখানি অতি বৃহৎ দুই পৃষ্ঠা মুদ্রিত কাগজ পাইবেন। সেই কাগজে স্বদেশের এবং বিদেশের যাবতীয় সংবাদ থাকি[illegible]

ইতিহাস থাকিবে; জীবন-চরিত থাকিবে; রাজনীতি সমাজনীতি থাকিবে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর গল্প থাকিবে; হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ থাকিবে; স্বধর্ম্মের দিকে যাহাতে লোকের মতিগতি যায়, তাহার যত্ন ও চেষ্টা থাকিবে; ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সংবাদ থাকিবে,—সবই থাকিবে। পৃথিবীতে যাহা সুন্দর এবং সারগর্ভ, লোকের যাহা সদা প্রয়োজন ও আবশ্যক হয়, তৎসমস্তই থাকিবে। ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসীতে ছবি থাকিবে, সুবিখ্যাত শিল্পিগণের প্রস্তুত সুন্দর ছবি প্রতিবারে প্রকাশিত হইবে। আর থাকিবেন,—সেই মধুরময় সদানন্দ,—শ্রীপঞ্চানন্দ। পুলিশের অত্যাচার, হাকিমগণের সুবিচার-অবিচার, উকীলের আচার অনাচার, মিউনিসিপালিটির যথেচ্ছাচার; ডাকাইতি, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ডের কথা, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের কথা, সাধুর কথা, ভণ্ডের কথা, গুপ্ত প্রণয়ের কথা, বড় বড় মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ,—সমস্তই বিশদরূপে বিবৃত থাকিবে। অথচ, বৎসরে দুইটী মাত্র টাকার অধিক দিতে হইবে না। প্রতি সপ্তাহে দুই পয়সার টিকিট ডাকমাশুল দিয়া একখানি করিয়া আমি যদি আপনাকে চিঠি লিখি, তাহা হইলে, বৎসরে এক টাকা দশ আনা পড়ে। ইহার উপর কালি, কাগজ ও পরিশ্রম ব্যয় আছে। তাহার মূল্য; খুব কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে অন্ততঃই এক টাকা হইবে। তবেই, দেখা গেল যে, প্রতি সপ্তাহে একখানি মাত্র পত্র লিখিতে হইলেও,—বৎসরে দুই টাকা দশ আনা খরচ পড়ে। কিন্তু পত্র অপেক্ষা শতগুণ বৃহৎ, শতগুণ লেখায় পূর্ণ এবং পৃথিবীর সার সংবাদে শোভিত কাগজের মূল্য বার্ষিক দুই টাকার অধিক কিছুতেই নহে। এখন তারতম্য বুঝিলেন?

* * *

আরও এক কথা,—প্রতি সপ্তাহে যে বঙ্গবাসী কাগজ আপনার নিকট যায়, তাহা যদি গুছাইয়া রাখেন এবং বৎসরান্তে সেই কাগজ পুরাণ কাগজের দরের হিসাবে ওজন দরে বিক্রয় করেন, তাহা হইলেও আপনার আট দশ আনার পয়সা হইবে। এই হিসাব ধরিলে, আপনি দেড় টাকাতেই এক বৎসর বঙ্গবাসী পড়িতে পাইতেছেন। বঙ্গবাসী-পাঠে জ্ঞানলাভ,—শিক্ষালাভ,—অভিজ্ঞতালাভ,—এ সব দূরের কথা, সে লাভ যদি ধরেন, তাহা হইলে, দুই টাকার বিনিময়ে আপনারা কি দুই সহস্র টাকা পান না?

সকল দিক্ দেখাইলাম; সকল দিক্ বুঝাইলাম। আর অধিক কথা বলিবার কিছুই নাই। এখন ঘরে ঘরে বঙ্গবাসী বিরাজিত হউক; প্রত্যেক বাঙ্গালীর হাতে হাতে বঙ্গবাসী সুশোভিত হউক। অচিরে বঙ্গবাসীর পঞ্চাশ হাজার গ্রাহক হউক এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনোরথও কতকটা পূর্ণ হউক।

* * *

কোন সংবাদ-পত্রের পঞ্চাশ হাজার বা

এক লক্ষ গ্রাহক,—কবির কল্পনা বা আকাশ-কুসুম বিবেচনা করিবেন না। পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ ত সামান্য কথা; বিলাতের ডেলিনিউস, ডেলি টেলিগ্রাফ বা ষ্টাণ্ডার্ড প্রভৃতি দৈনিক সংবাদ-পত্রের গ্রাহক-সংখ্যা আড়াই লক্ষ বা তিন লক্ষের কম নহে। আমেরিকার নিউইয়র্কহেরল্ডের গ্রাহক-সংখ্যা, শুনিতে পাই, ছয় লক্ষ। প্যারিসে—ক্ষুদ্রাকারের একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আছে। প্রত্যহ প্রভাতে প্রায় দশ লক্ষ করিয়া, এই সংবাদপত্র বিক্রীত হইয়া থাকে; কোন দিন বা বারো লক্ষ বিক্রয় হয়। সুতরাং পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ গ্রাহকের নাম শুনিয়া, শিহরিয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। তবে, ইউরোপ-আমেরিকা প্রদেশে একটু লেখাপড়া জানিলেই, লোক সংবাদপত্র পড়ে। ইউরোপীয় অধিবাসিগণের খাবার জিনিষ যেমন প্রত্যহ চাই, সেইরূপ সংবাদপত্রও প্রত্যহ চাই। আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত তাঁহাদের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় না; সংবাদপত্র ব্যতীত তাঁহাদের মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় না। আটা, গম,—দেহের আহার; সংবাদ-পত্র মনের আহার। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ সংবাদ-পত্রের এরূপ পাঠক বলিয়াই তাঁহারা রাজনীতি ও সমাজনীতির সহিত যোগদান করিতে সমর্থ এবং কিসে দেশের মঙ্গল হইবে, কিসে দেশের অমঙ্গল হইবে, তাহাও তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিতে ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রদেশের যে কৃষক লাঙ্গল দিয়া জমি চষে, সেও সংবাদ-পত্র পড়ে। যে ব্যক্তি কার্ণিক লইয়া প্রাচীর গাঁথে, বা'স লইয়া কাঠ কাটে,—ঘোড়ার গাড়ী হাঁকায়, তাহারাও সংবাদপত্র পড়ে। অধিক কি, ভারবাহী মুটে পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্র পড়িয়া থাকে। রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহার সামান্য দীন-দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্রের পাঠক। ঐ সকল দেশে সংবাদ-পত্র-পাঠ আফিমের নেশার স্বরূপ। প্রভাতে সংবাদ-পত্র আসিতে একটু বিলম্ব হইলেই, অমনি মন চঞ্চল হয়; হাই উঠিতে আরম্ভ করে। যে শ্রমজীবী উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না, সে শ্রমজীবীও সংবাদ-পত্র খরিদের জন্য প্রত্যহ এক পেনি করিয়া খরচ করে। বিলাতে যে ব্যক্তি সংবাদ-পত্র কেনে না বা সংবাদ-পত্র পড়ে না, সে যেন এক-ঘরে। তাহার সামাজিক সম্মান নাই, অতি মুর্খ বর্ব্বর বলিয়া, তাহার পানে কেন চাহিয়াও দেখে না। পশুর সহিত সে তুলনীয়।

হায়! এমন দিন কবে হইবে,—আমাদের দেশে যে দিন দেখিব, রাজা, জমিদার-সওদাগর হইতে, গাড়োয়ান কোচোয়ান মুটে পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্রের পাঠক হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গে কি সে শুভ দিন আসিবে না? আকাশ হইতে যেন দৈব-বাণী হইল,—

আসিবে বই কি?

ইতিহাস থাকিবে; জীবন-চরিত থাকিবে; রাজনীতি সমাজনীতি থাকিবে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর গল্প থাকিবে, হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ থাকিবে; স্বধর্ম্মের দিকে যাহাতে লোকের মতিগতি যায়, তাহার যত্ন ও চেষ্টা থাকিবে; ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সংবাদ থাকিবে,—সবই থাকিবে। পৃথিবীতে যাহা সুন্দর এবং সারগর্ভ, লোকের যাহা সদা প্রয়োজন ও আবশ্যক হয়, তৎসমস্তই থাকিবে। ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসীতে ছবি থাকিবে, সুবিখ্যাত শিল্পিগণের প্রস্তুত সুন্দর ছবি প্রতিবারে প্রকাশিত হইবে। আর থাকিবেন,—সেই যডুরসময় সদানিন্দ,—শ্রীপঞ্চানন্দ। পুলিশের অত্যাচার, হাকিমগণের সুবিচার-অবিচার, উকীলের আচার অনাচার, মিউনিসিপালিটির যথেচ্ছাচার; ডাকাইতি, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিকাণ্ডের কথা, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের কথা, সাধুর কথা, ভণ্ডের কথা, গুপ্ত প্রণয়ের কথা, বড় বড় মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ,—সমস্তই বিশদরূপে বিবৃত থাকিবে। অথচ, বৎসরে দুইটী মাত্র টাকার অধিক দিতে হইবে না। প্রতি সপ্তাহে দুই পয়সার টিকিট ডাকমাশুল দিয়া একখানি করিয়া আমি যদি আপনাকে চিঠি লিখি, তাহা হইলে, বৎসরে এক টাকা দশ আনা পড়ে। ইহার উপর কালি, কাগজ ও পরিশ্রম ব্যয় আছে। তাহার মূল্য; খুব কম করিয়া ধরিলেও বৎসরে অন্ততঃই এক টাকা হইবে। অতএব, দেখা গেল যে, প্রতি সপ্তাহে একখানি মাত্র পত্র লিখিতে হইলেও,—বৎসরে দুই টাকা দশ আনা খরচ পড়ে। কিন্তু পত্র অপেক্ষা শতগুণ বৃহৎ, শতগুণ লেখায় পূর্ণ এবং পৃথিবীর সার সংবাদে শোভিত কাগজের মূল্য বার্ষিক দুই টাকার অধিক কিছুতেই নহে। এখন তারতম্য বুঝিলেন?

* * *

আরও এক কথা,—প্রতি সপ্তাহে যে বঙ্গবাসী কাগজ আপনার নিকট যায়, তাহা যদি গুছাইয়া রাখেন এবং বৎসরান্তে সেই কাগজ পুরাণ কাগজের দরের হিসাবে ওজন দরে বিক্রয় করেন, তাহা হইলেও আপনার আট দশ আনার পয়সা হইবে। এই হিসাব ধরিলে, আপনি দেড় টাকাতেই এক বৎসর বঙ্গবাসী পড়িতে পাইতেছেন। বঙ্গবাসী-পাঠে জ্ঞানলাভ,—শিক্ষালাভ,—অভিজ্ঞতা-লাভ,—এ সব দূরের কথা, সে লাভ যদি ধরেন, তাহা হইলে, দুই টাকার বিনিময়ে আপনারা কি দুই সহস্র টাকা পান না?

সকল দিক্ দেখাইলাম; সকল দিক্ বুঝাইলাম। আর অধিক কথা বলিবার কিছুই নাই। এখন ঘরে ঘরে বঙ্গবাসী বিরাজিত হউক; প্রত্যেক বাঙ্গালীর হাতে হাতে বঙ্গবাসী সুশোভিত হউক। অচিরে বঙ্গবাসীর পঞ্চাশ হাজার গ্রাহক হউক এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনোরথও কতকটা পূর্ণ হউক।

কোন সংবাদ-পত্রের পঞ্চাশ হাজার বা

একলক্ষ গ্রাহক,—কবির কল্পনা বা আকাশ-কুসুম বিবেচনা করিবেন না। পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ ত সামান্য কথা; বিলাতের ডেলিনিউস, ডেলি টেলিগ্রাফ বা ষ্টাণ্ডার্ড প্রভৃতি দৈনিক সংবাদ-পত্রের গ্রাহক-সংখ্যা আড়াই লক্ষ বা তিন লক্ষের কম নহে। আমেরিকার নিউইয়র্কহেরল্ডের গ্রাহক-সংখ্যা, শুনিতে পাই, ছয় লক্ষ। প্যারিসে—ক্ষুদ্রাকারের একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আছে। প্রত্যহ প্রভাতে প্রায় দশ লক্ষ করিয়া, এই সংবাদপত্র বিক্রীত হইয়া থাকে; কোন দিন বা বারো লক্ষ বিক্রয় হয়। সুতরাং পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ গ্রাহকের নাম শুনিয়া, শিহরিয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। তবে, ইউরোপ-আমেরিকা প্রদেশে একটু লেখাপড়া জানিলেই, লোক সংবাদপত্র পড়ে। ইউরোপীয় অধিবাসিগণের খাবার জিনিষ যেমন প্রত্যহ চাই, সেইরূপ সংবাদপত্রও প্রত্যহ চাই। আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত তাঁহাদের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় না; সংবাদপত্র ব্যতীত তাঁহাদের মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় না। আটা, গম,—দেহের আহার; সংবাদ-পত্র মনের আহার। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ সংবাদ-পত্রের এরূপ পাঠক বলিয়াই তাঁহারা রাজনীতি ও সমাজনীতির সহিত যোগদান করিতে সমর্থ এবং কিসে দেশের মঙ্গল হইবে, কিসে দেশের অমঙ্গল হইবে, তাহাও তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ। ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রদেশের যে কৃষক লাঙ্গল দিয়া জমি চষে, সেও সংবাদ-পত্র পড়ে। যে ব্যক্তি কার্ণিক লইয়া প্রাচীর গাঁথে, বা'স লইয়া কাঠ কাটে,—ঘোড়ার গাড়ী হাঁকায়, তাহারাও সংবাদপত্র পড়ে। অধিক কি, ভারবাহী মুটে পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্র পড়িয়া থাকে। রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহার সামান্য দীন-দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্রের পাঠক। ঐ সকল দেশে সংবাদ-পত্র-পাঠ আফিমের নেশার স্বরূপ। প্রভাতে সংবাদ-পত্র আসিতে একটু বিলম্ব হইলেই, অমনি মন চঞ্চল হয়; হাই উঠিতে আরম্ভ করে। যে শ্রমজীবী উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না, সে শ্রমজীবীও সংবাদ-পত্র খরিদের জন্য প্রত্যহ এক পেনি করিয়া, খরচ করে। বিলাতে যে ব্যক্তি সংবাদ-পত্র কেনে না বা সংবাদ-পত্র পড়ে না, সে যেন এক-ঘরে। তাহার সামাজিক সম্মান নাই, অতি মুর্খ বর্ব্বর বলিয়া, তাহার পানে কেন চাহিয়াও দেখে না। পশুর সহিত সে তুলনীয়।

হায়! এমন দিন কবে হইবে,—আমাদের দেশে যে দিন দেখিব, রাজা, জমিদার-সওদাগর হইতে, দারোয়ান কোচোয়ান মুটে পর্য্যন্ত সংবাদ-পত্রের পাঠক হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গে কি সে শুভ দিন আসিবে না? আকাশ হইতে যেন দৈব-ল,—

আসিবে বই কি?

বঙ্গবাসীর উপহার।

প্রায় প্রত্যেক বৎসর বঙ্গবাসীর গ্রাহকগণকে আমরা কতকগুলি অভিনব এবং আবশ্যকীয় পুস্তক—অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ—স্বল্প মূল্যে;—কেবল কাগজের দাম মাত্র লইয়া, প্রদান করিয়া থাকি। এবারও তিনখানি গ্রন্থ,—কেবল মাত্র বার আনা মূল্য লইয়া দিতেছি।

১ম—সৌরপুরাণ। মূল এবং বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ। বৃহৎ পুস্তক। সাধারণতঃ এরূপ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ১।৷০ দেড় টাকা মূল্য ধার্য্য হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় সৌরপুরাণের অনুবাদ এই প্রথম হইল। যাহা পাঠ করিবার জন্য বহুলোক এতদিন লালায়িত ছিলেন, যে গ্রন্থের সার সুধারস পান করিয়া, পরিতৃপ্ত হইবার জন্য বহু-জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি এতদিন সতৃষ্ণ ছিলেন—সেই গ্রন্থ বঙ্গানুবাদের সহিত আজ সাধারণে প্রচারিত হইল। রুচিকর মনোহর সুন্দর নানা উপাখ্যান ইহাতে সন্নিবেশিত আছে এবং এই উপাখ্যানের ছত্রে ছত্রে ধর্ম্মের সারতত্ত্ব নিহিত আছে।

২য় গ্রন্থ,—অঙ্গুরীয় বিনিময়। ইহা একখানি নাটক। শ্রীযশোদানন্দন সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ।০ চারি আনা। মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর যদি কেহ কীর্ত্তিকলাপ সম্যক্‌রূপে জানিতে চাহেন, তবে তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করুন।

৩য়—১৩০৪ সালের বৃহৎ ফুল নূতন পঞ্জিকা। নবদ্বীপ গণ ঐ পঞ্জিকা দেখিয়া দিয়াছেন। বর্দ্ধমান রাজবাটীর জ্যোতির্ব্বেত্তা শ্রীযুক্ত জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখর কর্ত্তৃক গণিত। অন্য পঞ্জিকাতে নাই, এমন অনেক নূতন কথা ইহাতে আছে। অক্ষর বড় বড়; ছাপা পরিষ্কার। ঘরে অন্য পঞ্জিকা থাকিলেও এ পঞ্জিকা রাখা উচিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

এই তিনখানি গ্রন্থের মোট মূল্য ২৲ দুই টাকা। কিন্তু যিনি এক্ষণে ২৲ দুই টাকা পাঠাইয়া এক বৎসরের জন্য বঙ্গবাসীর গ্রাহক হইবেন, তিনি সেই সঙ্গে বার ৷৷০ আনা মাত্র দিলেই, ঐ তিনখানি গ্রন্থ পাইবেন। অর্থাৎ মণিঅর্ডার করিয়া এককালে ২৷৷০ দুই টাকা বার আনা পাঠাইলেই, এক বৎসর কাল বঙ্গবাসী পাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ তিনখানি গ্রন্থ বঙ্গবাসীর উপহার স্বরূপ পাইবেন। ভ্যালুপেবলে লইলে ২৷৷৵০ দুই টাকা চৌদ্দ আনা দিতে হইবে।

একবার সকলে অভিনিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি,—কিরূপ অনির্ব্বচনীয় এবং অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল! যেরূপ সুবিধায় ও সুলভ মূল্যে, বঙ্গবাসী গ্রাহকগণকে দিতেছি, তাহাতে পঞ্চাশ হাজার কেন,—বঙ্গবাসীর এক লক্ষ গ্রাহক হওয়া উচিত।

এই বঙ্গবাসী মহাব্যাপারে আমরা আর্থিক লাভবান্ হইতে চাহি না; যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা বঙ্গবাসীর জন্যই ব্যয় করিয়া থাকি। ইহাতেই আমাদের আনন্দ, ইহাতেই আমাদের সুখ-শান্তি। বঙ্গবাসীর উন্নতি,—গ্রাহকবৃদ্ধি দেখিলেই, আমাদের পরম লাভ; বঙ্গবাসী দ্বারা আর্থিক লাভে আমাদের প্রয়োজন নাই। এই আর্থিক লাভে উপেক্ষা করিয়াছি বলিয়াই আজ বঙ্গবাসী স্বদেশ মধ্যে এত শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সহৃদয় হিন্দুর নিকট এত গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে। হিন্দুর দেশে হিন্দুর নিকট যাহা গৌরব স্বরূপ, রাজার চক্ষে যাহা শক্তিস্বরূপ, সেই বঙ্গবাসীর আরও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত, আরও গ্রাহক-সংখ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত, আমরা অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইব না।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, ৩৪।১ কলুটোলা, কলিকাতা

মাসিক পত্র। মাসে মাসে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৷৵০ দশ আনা; স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগে না। ভ্যালু-পেবলে লইলে ৸৵০ তের আনা দিতে হয়।

জন্মভূমির বর্ত্তমান গ্রাহকসংখ্যা বারো হাজার। দিন দিনই ইহার গ্রাহকবৃদ্ধি হইতেছে। অল্পদিন মধ্যেই কোন মাসিক পত্রের এরূপ অধিক গ্রাহক হয় নাই। মূল্য কম অথচ জিনিষ ভাল বলিয়াই, ইহার এত অধিক গ্রাহক। সুলভ মূল্যে ভাল সামগ্রী লইতে কাহার না সাধ হয়?

দেশের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ জন্মভূমির লেখক। অতি গুরুতর গুরুতর বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়া থাকে। জন্মভূমিতে প্রকাশিত 'রাজলক্ষ্মী' উপন্যাস-পাঠে সংসার মোহিত। করুণরস এবং হাস্যরসের এরূপ সমাবেশ বাঙ্গালায় আর কোন উপন্যাস-গ্রন্থে নাই। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজনপ্রিয়,—সেই সর্ব্বজন-আদৃত,—সেই শ্রীপঞ্চানন্দ বাহির হইয়া, জন্মভূমিতে আনন্দনর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং জন্মভূমির আর ঐশ্বর্য্যের সীমা আছে কি? কিন্তু হায়, জন্মভূমি স্বভাব-সুন্দরী; মায়ের অলঙ্কার নাই, বেশভূষা নাই। মা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে দশ দিক্ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন! জন্মভূমি সাধারণ পাতলা মেটে কাগজে ছাবা হয়। তা হউক; রাজরাজেশ্বরী অল্প মূল্যের বসন পরিধান করিলে, রাজরাজেশ্বরীই থাকেন।

"ম্যানেজার জন্মভূমি।"
কলিকাতা, ৩৪।১ কলুটোলা, বঙ্গবাসীকার্য্যালয়।

দৈনিক।

শুক্রবার এবং শনিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রভাতে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুলভ,—অথচ শিক্ষাপ্রদ ও সংবাদ-পূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্র আর নাই। প্রত্যহ যাহারা স্বদেশের সংবাদ পড়িতে এবং জানিতে চাহেন, তাঁহারা দৈনিক পাঠ করুন। দৈনিকের গ্রাহক হইলে, যুদ্ধের সংবাদও পড়িতে পাইবেন। দৈনিকে রাজনীতি এবং সমাজনীতির প্রবন্ধসমূহ অতি উচ্চ দরের। মফস্বলে মায় ডাক-মাশুল দৈনিকের বার্ষিক মূল্য ৮৲ টাকা; কলিকাতায় ৪৲ চারি টাকা। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত দৈনিক পাঠান হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা।

হিন্দি-বঙ্গবাসী।

হিন্দি ভাষায় লিখিত। আকারে প্রকারে মূল্যে সমস্তই বাঙ্গালা বঙ্গবাসীর ন্যায়। তবে বাঙ্গালা বঙ্গবাসীর গ্রাহক বাঙ্গালী; হিন্দী বঙ্গবাসীর গ্রাহক হিন্দুস্থানী। যাহারা দেবনাগর অক্ষর না চিনেন এবং হিন্দীভাষা না বুঝেন, এ কাগজ লইয়া তাঁহাদের কোন ফল নাই। ইহার বর্ত্তমান গ্রাহক-সংখ্যা দশ হাজার। ক্রমশই ইহার গ্রাহক বাড়িতেছে। ভারতবর্ষে বহু স্থান ব্যাপিয়া ইহার গ্রাহক। বিহার, উত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা, পঞ্জাব, নেপালরাজ্য, কাশ্মীররাজ্য, রাজপুতনা, মধ্যভারত, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এডেনবন্দর, লঙ্কাদ্বীপ,—হিন্দী-বঙ্গবাসীর গ্রাহক সর্ব্বত্রই; হিন্দী বঙ্গবাসী এক্ষণে সর্ব্বস্থানে আদৃত এবং পূজিত। কলিকাতা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

বটিকাকে অভূতপূর্ব্ব শক্তিধর ঔষধ কে না বলিবে? কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই তাহা আরাম হয়। দশ পনের দিন অন্তর পুনঃ পুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন, বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।

বিজয়া বটিকা কোন্ কোন্ রোগে কার্য্যকারী?—

(১) মাথাধরা; (২) অক্ষুধা; (৩) গা হাত-পা কামড়ানি; (৪) বৈকালে চক্ষু-জ্বালা; (৫) মাথাঘোরা; (৬) সর্দ্দি-কাসি; (৭) গা-ভার-ভার; (৮) ধাতুদৌর্ব্বল্য; (৯) দাস্ত অপরিষ্কার; (১০) লাবণ্য-হীনতা; (১১) দুঃস্বপ্নাদি; (১২) পিঠে কোমরে বেদনা; (১৩) বুক-ভার; (১৪) আবিল্য।

ইহা ব্যতীত,—সর্ব্বরকম জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-কাসিযুক্ত জ্বর, শোথ, পালাজ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, আসামের কালাজ্বর, বঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, কম্পজ্বর, ত্রৈকালীনজ্বর, মেহ-ঘটিতজ্বর, মজ্জাগতজ্বর, ঘুষঘুষেজ্বর,—ইত্যাদি যত প্রকার জ্বর আছে, সমস্তই বিজয়া বটিকা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এরূপ ফলপ্রদ ঔষধ, একাধারে এত গুণাবিশিষ্ট ঔষধ—এদেশে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সেবন করুন, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফল পাইবেন।

মূল্যাদি।

বটিকার	সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮ ...	॥৵০ ...	।০ ...	৵০
২নং কৌটা	৩৬ ...	১৶০ ...	।০ ...	৵০
৩নং কৌটা	৫৪ ...	১॥৵০ ...	।০ ...	৵০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	১৪৪ ...	৪।০ ...	।০ ...	৵০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, মূল্য, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং চার্জ্জ ছাড়া গ্রাহকগণকে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

বিজয়া বটিকার পাইকারী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতে বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার ডাঃমাঃ ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

৩নং এক ডজন লইলে কমিশন দুই টাকা; অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও

ডাঃ মাঃ এক টাকা মাত্র। (বার কৌটার কমে কমিশন নাই)। ভিঃ পিঃ কমিশন ।০ চারি আনা।

মফঃস্বলে ভিঃ পিঃ খরচ গ্রাহকগণকে দিতে হয়।

বিজয়া বটিকা পাইবার টিকানা।

আদিস্থান—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেড়ুগ্রামে "বিজয়া বটিকার" একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য অথবা কলিকাতা ৭৯ নং হ্যারিসন রোড বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রশংসা-পত্র।

১ম পত্র।

আমার কোন বিশিষ্টা আত্মীয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। তাহার প্লীহা ছিল, যকৃতেরও সংযোগ ছিল। সে অষ্টপ্রহর মজ্জাগত জ্বর ভোগ করিত। আহারে অরুচি—উঠিতে বসিতে আলস্য-বোধ—কাজ কর্ম্মে অনিচ্ছা এ সমস্ত উপসর্গগুলিই তাহার ছিল। কবিরাজ কিছুই করিতে পারে নাই। ডাক্তারেও হার মানিয়া যায়। পরিশেষে হতাশ হইয়া আপনার এই বিজয়া বটিকা তাহাকে খাওয়াই। বিশেষ ফল পাইয়াছি। দিন কয়েকমাত্র সেবনেই তাহার জ্বর প্রায় ত্যাগ হইয়া আসিয়াছে। আহারে রুচি হইয়াছে। দৌর্ব্বল্য অনেকটা ঘুচিয়াছে। আশা হয়, আর কিছু দিন সেবনেই এ জটিল রোগ তাহার সজড় সারিয়া যাইবে। জানি না,—কি বলিয়া আজ আপনার বিজয়া বটিকার অপূর্ব্ব রোগ বিজয়ক্ষমতার প্রশংসা করিব!

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
সানিহাট, জেলা হুগলী।

২য় পত্র।

বিজয়া বটিকা আসামের কালাজ্বরের পক্ষে পরম উপকারী। আমার ছোট ভাই কালাজ্বরে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়াছিল। চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। শেষে বিজয়া বটিকা দেড় মাস কাল সেবন করিয়া, সে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত শর্ম্মা বড়ুয়া।
কুচাধল চা-বাগিচা, বেজবারি, আসাম।

৩য় পত্র।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোর রাজধানীর ছোট তরফের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী লিখিয়াছেন;—

"আপনার বিজয়া বটিকা সেবনে আমি আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। আমার চারি মাসের জীর্ণজ্বর আপনার মহৌষধে আরোগ্য হইয়াছে।"

৪র্থ পত্র।

আপনাদের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে দুই কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া আমার পরিবারকে সেবন করানতে যেরূপ আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমার বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। অনেক দিন যাবৎ আমার পরিবার প্লীহা ও জ্বরে ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারী কবিরাজি ইত্যাদি নানারূপ চিকিৎসায়ও কোন ফল পাই নাই। শেষে নিরুপায় হইয়া আপনাদের বিজয়া বটিকা ক্রমে দুই কৌটা আনাইয়া সেবন করাই, তিন সপ্তাহ কাল ঔষধ ব্যবহার করিলেই, রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া সবল ও সুস্থকায় হইয়াছেন। বিজয়া বটিকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। এই মহৌষধ-আবিষ্কর্ত্তার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

শ্রীকামিনীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের সদর কাছারী, গ্রাম, ও পোষ্ট ভৈরব, জেলা ময়মনসিং।

৫ম পত্র।

রাজপুতনার উদয়পুর-রাজ্যের সন্নিহিত রাজধানী ধর্ম্মজয়গড়ের মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মজিৎসিংহ দেব বাহাদুরের সুবিজ্ঞ গৃহচিকিৎসক (Family Doctor) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন ;—

"উদয়পুর রাজ্যখণ্ডে আমিই প্রথমে কয়েকটী রোগীর জন্য আপনার বিজয়া বটিকা আনাইয়া ব্যবহার করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছি। বিজয়া বটিকা উপদেশ মত সেবন করিলে, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাওয়া যায়, ইহা আমার পরীক্ষিত। ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ও মজ্জাগত জ্বরে আশু ফলপ্রদ। এই ঔষধ বেশী দিন নিয়মিত ব্যবহার করিলে দাস্ত পরিষ্কার, ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি সাধন হয়।"

৬ষ্ঠ পত্র।

আমার একটী ভাগিনেয় আজ প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ যকৃৎ ও প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। অনেক কবিরাজ ও ডাক্তারগণের ঔষধ ব্যবহার করান হয়, রোগ কিছুতেই উপশম হয় না। আমরা উহার জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ইতি- মধ্যে এক দিবস বঙ্গবাসী পত্রিকায় আপনার মৃতসঞ্জীবনী বিজয়া বটিকার বিজ্ঞাপন দেখিয়া ৩ নং এক বড় কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইলাম। আট দিবস ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। বিজয়া বটিকার ব্যবস্থাপত্রে রোগ- বিশেষে প্রবল জ্বর ফুটিবার কথা লিখিত থাকিলেও আমরা ভীত হইয়াছিলাম কিন্তু চৌদ্দ দিবস পরে জ্বর অল্প অল্প কমিতে আরম্ভ হইল, আমাদের আশা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে উক্ত বটিকা দুই মাস কাল সেবন করিয়া রোগী এক্ষণে

সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। প্লীহা ও যকৃতের জন্য যে পাচন ব্যবহার করান হইয়াছিল, উহার গুণ আরও প্রশংসনীয়। প্লীহা ও যকৃতের নাম মাত্রও আর নাই। বিজয়া বটিকার যেমন নাম, তেমনই ইহার আশ্চর্য্য রোগবিনাশক শক্তি। প্রকৃতই ইহা পুরাতন জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ।
আসিষ্টাণ্ট একাউণ্টেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ার ইন-চিফের আফিস, সাগর (মধ্যভারত) C. P.

৭ম পত্র।

বৰ্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি লিখিয়াছেন, দেখুন;—

এখানে যে কয়জনকে বিজয়া বটিকা খাওয়ান হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই বিশেষ উপকার হইয়াছে। শীঘ্র ফল হয় দেখিয়া লোকের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইয়াছে। অতএব ৪ নং বড় এক কৌটা বিজয়া বটিকা ফেরত ডাকে পাঠাইবেন, নিজ গঙ্গ টিকুরির বাটীতে রাখিয়া দিব।"

৮ম পত্র।

আমার পিতামহী ঠাকুরাণী আট মাস কাল যাবৎ প্লীহা ও যকৃৎসহ দুঃসহ কম্প-জ্বরে বিষম ক্লেশ পাইতেছিলেন। প্রতিদিন বৈকালে অথবা সন্ধ্যার সময়ে কম্প দিয়া তাঁহার জ্বর আসিত। তৎকালে দুইটা লেপ উপর্য্যুপরি গাত্রে দিলেও শীত ভাঙ্গিত না। কম্পবেগে শরীরের অস্থিসমুদায় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। তৃষ্ণা বলবতী ছিল। বৈদ্য-শাস্ত্রোক্ত ঔষধে কোন ফল দর্শিল না। তৎপরে রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করাইলেও জ্বরের কিঞ্চিৎ মাত্রও উপশম হইল না। আত্মীয়-স্বজনের মনে তদীয় জীবনের আশা ছিল না। এক্ষণে হর্ষভরে তারস্বরে বলিতেছি, তাঁহার সেই জ্বর, এগার দিবসমাত্র বিজয়া বটিকা সেবনে একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। নিত্য স্নান আহার পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ধন্য বিজয়া বটিকা! ধন্য আবিষ্কর্ত্তা!!

শ্রীরামনুজ বিদ্যার্ণব।
হুগলি-কলেজের সংস্কৃত-শিক্ষক।

৯ম পত্র।

অনেকবার কুইনাইনাদি ঔষধ সেবন করিয়া আমার পুরাতনজ্বর আরাম হয় নাই। বেয়াল্লিশটী বিজয়া বটিকা সেবনে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আমার ক্ষুধামান্দ্য, দাস্ত অপরিষ্কার যে সকল উপসর্গ ছিল, তৎসমস্তই দূর হইয়াছে।

শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক।
বঙ্গবাসী কলেজ, বৌবাজার,
কলিকাতা।

১০ম পত্র।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর-ষ্টেটের হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল বি, সিংহ কি লিখিয়াছেন, দেখুন;—

"যথাক্রমে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমী-মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়া-ছিলাম, তাহা তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকে আপনার ম্যালে-রিয়া-বটিত কম্পজ্বরের এই ধন্বন্তরি-কল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতি-মধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি।"

১১শ পত্র।

পঞ্জাবের লাহোর-নিবাসিনী ইংরেজ-মহিলা শ্রীমতী হারিস রাজার্স, ইংরেজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ;—

"বিজয়া বটিকা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। নয় মাস কাল আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,—এই অতি স্বল্প-মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎ-সার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

১২শ পত্র।

পূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে ৩নং বিজয়া বটিকা এক কৌটা ঔষধ আনাইয়া, একটী রোগীকে সেবন করাইতেছি। রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ বার্দ্ধত হইয়া সমস্ত পেট জুড়িয়া গিয়াছিল; অল্পদিন ঔষধ সেবনেই সবিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ২টী বড় কৌটা (৩নং) ভিঃ পিঃ পোষ্টে শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মণঃ চট্টোপাধ্যায়।
জেলার, সেন্ট্রাল জেল, ভাগলপুর।

মহাশয়! আপনাদের বিজয়া বটিকা সেবনে, আমার জ্বর, প্লীহা এবং যকৃৎ রোগ আরোগ্য হইয়াছে। এমন উপকারী আশু-ফলপ্রদ ঔষধের গুণাবলী একমুখে বর্ণন করিতে পারি না। আমি আপনাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ হইলাম। আমার জীবন যায়-যায় হইয়াছিল; এলোপেথি, হোমিও-পেথি এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যখন সকলই নিষ্ফল হইল, তখন আর কোন ভরসাই রহিল না। কিন্তু বিজয়া বটিকা সেবনে বুঝিতে পারিলাম, ইহার গুণ মন্ত্রশক্তিময়। এমন ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর আরোগ্য করিতে ইহা ধন্বন্তরি স্বরূপ। আমার কয়েকটী প্রতি-বেশীকেও এই ঔষধ সেবন করাইয়া ম্যালে-রিয়া জ্বর হইতে মুক্ত করিয়াছি। তাহারা সকলেই ইহার গুণে বিমোহিত।

বশংবদ শ্রীবঙ্কচন্দ্র রায়, কাপাসহাটিয়ার তালুকদার। তাতারকান্দি পোষ্ট, ময়মন-সিংহ।

১৪শ পত্র।

মহাশয়! আমি আপনাদিগের বিজয়া বটিকা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। আমার সম্বন্ধে ইহার উপকারিতা যাদুমন্ত্রের ন্যায়। মস্তিস্ক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ ইহার ব্যবহারে দূর হয়। ব্যাধি নিঃশেষিত এবং তীব্র ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হয়। আমি সর্ব্বসাধারণকে ইহা ব্যবহার করিতে বলি। রায় শ্রীমহিমচন্দ্র সেন, জমিদার এবং ডি, পি, এস, কোং সেক্রেটারী। দামুড়হুদা, নদীয়া।

১৫শ পত্র।

মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আপনাদের বিজয়া বটিকা সেবনে আমি আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলাম; এখন আমার একটী আত্মীয় অনেক দিন যাবৎ জ্বরাদি পীড়ায় জড়িত হইয়াছেন, অতএব মহাশয় পত্র পাওয়া মাত্র ৩নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন, ইতি। শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ বক্সী। পোঃ শিবালয়, গ্রাম ক্ষ্যাবিয়া, জেলা ঢাকা।

১৬শ পত্র।

মহাশয়! আমি কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, আমি ৩মাস ধরিয়া পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছিলাম. আপনাদের "বিজয়া বটিকা" ব্যবহার করিয়া আমি উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। বটিকা বিদেশীয় ডাক্তার-কবিরাজ-বিহীন স্থলে একমাত্র উপযুক্ত ঔষধ বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, ক্রমশঃ আপনাদের উন্নতি হইবে। নিবেদন ইতি। শ্রীরাখালদাস বিশ্বাস। বাড় কোম্পানীর অফিস, মণিহারী ঘাট, পুর্ণিয়া।

১৭শ পত্র।

মহাশয়! আমার ভগ্নীর প্রায় দেড় মাস হইতে কোন সময় প্রত্যহ ও কোন সময় একদিন অন্তর, কখন দুই দিন অন্তর, এই ভাবে জ্বর হইতেছিল। ঐ সঙ্গে হাত-পা মথা জ্বালা করিতেছিল; কখন কখন তরল দাস্ত হইত, কখন বা মল কঠিন হইত ইত্যাদি নানা প্রকারে যার-পর-নাই কষ্ট পাইতেছিল। আমার একটী বন্ধু আপনার বিজয়া বটিকা ১নং এক কৌটা আনাইয়া দেওয়ায় তাহা সেবন করায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে জ্বর বন্ধ হইয়াছে। হাত-পা শরীর-জ্বালা সমস্তই গিয়াছে। এক্ষণে শরীর দুর্ব্বল এবং পেট ভার, জীর্ণশক্তি কম আছে, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আর ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা ও ১নং এক কৌটা উদরাময় বটিকা পত্র পাঠে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীমহম্মদ মসরতুল্লা সরকার। ম্যানেজার অফিস দেবীগঞ্জ, পোঃ দেবীগঞ্জ, জেলা জলপাইগুড়ি।

১৮শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা এথাকার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা মহাশয় আনিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি এবং আমার একটী বন্ধুলোককে সেবন করাইয়াছিলাম, তিনিও তদনুরূপ ফল পাইয়াছেন। আমি ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার বিজয়া বটিকা ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় ফল প্রদান করুক। নিবেদন ইতি। পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র পাল। পোঃ জয়াড়ী, কালিকাপুর স্কুল, রাজসাহী।

১৯শ পত্র।

আপনার বিজয়া বটিকায় অত্যন্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা এ পর্য্যন্ত যত বিজয়া বটিকা আনিয়াছি, তাহাতে যার-পর-নাই ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এজন্য পুনরায় মহাশয়কে লিখি, ৩নং দুই কৌটা বিজয়া বটিকা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র সান্যাল। ছাতিন গ্রাম, সুলতানপুর পোঃ। জেলা বগুড়া।

২০শ পত্র।

মহাশয় আমার স্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, মধ্যে মধ্যে আপনিকটহইতে বিজয়া বটিকা আনাইয়া যে সকল পীড়িত ব্যক্তিকে সেবন করাইয়াছেন, তাহারা সকলেই উত্তমরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমিও উক্ত পণ্ডিতের কথা অনুসারে আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া মহৎ ফল লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি আমার জনৈক বৈবাহিক অনেক-দিন হইতে অনেক চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছেন, কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য মহাশয়কে লিখি যে, উক্ত বৈবাহিকের জন্য সত্বর ১নং এক কৌটা বিজয়া বটিকা আমার নামে ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীসীতারাম তেওয়ারি। সাং পারগুণ্ডি, পোঃ বড়রা, ভায়া দুবরাজপুর, জেলা বীরভূম।

২১শ পত্র।

মহাশয়! আপনার বিজয়া বটিকা ২নং কৌটা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য আনাইয়াছিলাম, তাহা ৩ দিবস সেবন করায় জ্বর একবারে বন্ধ হয়, তৎপরে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এক্ষণে আপনাকে হর্ষভরে লিখিতেছি যে, এরূপ ৩ মাসের পুরাতন জ্বর ৩ দিন বিজয়া বটিকা সেবন করায় আরোগ্য হইয়াছে ও এক্ষণে স্নান আহার পূর্ব্বমত চলিতেছে। ধন্য বিজয়া বটিকা! ধন্য আবিষ্কর্ত্তা!! শ্রীচন্দ্রমোহন পানিগ্রাহি।

গ্রাম বিজরাবাড়ী, পোঃ গিধনা,
জেলা মেদিনীপুর।

২২শ পত্র।

আমি প্রায় ২৩ মাস পর্য্যন্ত জ্বরে ভুগিয়া নানারূপ চিকিৎসা করিয়া কোনও ফল না পাইয়া অবশেষে আপনাদের ৩নং ১ কৌটা বিজয়া বটিকা সেবন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার ব্যরাম সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়াছে। যে কিঞ্চিৎ প্লীহা ছিল, তাহাও নিঃশেষ হইয়াছে। আমি বেশ জানিয়াছি যে, বিজয়া বটিকা পুরাতন জ্বর ও প্লীহার মহৌষধ। এখন আমি রীতিমত আরোগ্য লাভ করিয়াছি, পূর্ব্বের ন্যায় শরীরের অবস্থা হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের যশঃসৌরভ দিগ্দিগন্ত-ব্যাপী হউক। শ্রীযোগেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।
সিতরা পোঃ, গ্রাম সিতরা।

জাল হইতেছে।

আমরা সংবাদ পাইলাম, বিজয়া বটিকা জাল হইতেছে। কলিকাতার কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্কা আদি নকল করিয়া, মফস্বলের অধিবাসিগণকে পাইকেরি দরে বেচিতেছে। দরও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন, অনেকের রোগ একবারে আরাম হইতেছে না। জাল ঔষধে কখন কি রোগ আরাম হয়? কখন বা উল্টা-উৎপত্তি হইয়া শেষে রোগী মারা পড়িতেছেন। অতএব—

সর্ব্বসাধারণকে সাবধান

করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন এই দুই স্থান ব্যতীত, অন্য কোন স্থান হইতে বিজয়া বটিকা খরিদ না করেন;—

(১) আদিস্থান,—অর্থাৎ ঔষধের উৎপত্তিস্থান বেড়ুগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান, একমাত্র স্বত্বাধিকারী জে, সি, বসুর নিকট প্রাপ্তব্য।

(২) কলিকাতা ৭৯নং হারিসন রোড, ভারতে একমাত্র এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

এই দুই স্থান ছাড়া বিজয়া বটিকা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। অন্যত্র খরিদ করিলেই গ্রাহকগণ ঠকিবেন।

বিজয়া বটিকার ন্যায় এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সামান্য মাথাধরা, সর্দ্দি, গা হাত-পা-কামড়ানি, চোখ-জ্বালা হইতে

আরম্ভ করিয়া নাগাইদ প্রাণসংশয় পীড়া—এ সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজয়া বটিকা দ্বারা উপকার জন্মে। ডাক্তার কবিরাজ যে রোগীকে জবাব দিয়াছে,—এমন প্লীহা-যকৃৎ-জ্বরগ্রস্ত শত শত মুমূর্ষু রোগীও বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরাম হইতেছে। আর এক কথা এই,—অতি স্বল্প ব্যয়েই বিজয়া বটিকা দ্বারা রোগ আরাম হয়। যে রোগ আরাম করিতে ডাক্তাতে ২৫৲ টাকা লয়, কেবলমাত্র ৫৲ পাঁচ টাকা ব্যয়ে বিজয়া বটিকা দ্বারা সে রোগ আরাম হয়।

কেবল যে বাঙ্গালীই বিজয়া বটিকা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা নহে। অনেক ইংরেজ, বিজয়া বটিকার গুণে মোহিত হইয়া, বিজয়া বটিকা নিত্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিজয়া বটিকা যেমন অনেকের মৌতাত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া, প্রত্যহ একটী করিয়া বিজয়া বটিকা সেবন করিলে, তাঁহার আর কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকন্তু তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে, বল বৃদ্ধি হইবে, তেজ বৃদ্ধি হইবে,—এবং অম্লরোগ ও কোষ্ঠবদ্ধাদি পীড়া দূরে পলাইবে।

বিজয়া বটিকার এই মহাগুণ নিবন্ধন, বিজয়া বটিকার আজকালি খরিদদার অনেক। আমরা বিলাত হইতে বড়ী তৈয়ারির তিনটি কল আনাইয়াছি;—তথাপি সময়ে সময়ে বিজয়া বটিকা আমরা খরিদদারগণকে যোগাইয়া উঠিতে পারি না।

বিজয়া বটিকার এই অসম্ভব কাট্‌তি দেখিয়া, জুয়াচোরগণ আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কাজেই তাহারা জাল বিজয়া বটিকা করিয়া মফস্বলে বেচিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় আছে। কিন্তু সাধু সাবধান হউন। উপরোক্ত দুই ঠিকানা ব্যতীত আর কোথাও বিজয়া বটিকা কিনিবেন না।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ।

প্রথম উল্লাসঃ ।

গিরীন্দ্রশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে। নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাপক্ষিরবৈর্যুতে ॥১॥ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমামোদ-মোদিতে সুমনোহরে। শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যাঢ্যমরুদ্ভিরুপবীজিতে ॥২॥ অপ্সরোগণসঙ্গীত-কলধ্বনি নিনাদিতে। স্থিরচ্ছায়দ্রুমচ্ছায়াচ্ছাদিতে স্নিগ্ধমঞ্জুলে ॥ ৩ ॥ মত্তকোকিলসন্দোহ-সংঘুষ্টবিপিনান্তরে। সর্ব্বদা স্বগণৈঃ সার্দ্ধমৃতুরাজনিষেবিতে ॥ ৪ ॥ সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্ব-গাণপত্যগণৈর্বৃতে। তত্র মৌনধরং দেবং চরাচরজগদ্গুরুম্ ॥ ৫ ॥ সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরম্। কর্পূরকুন্দধবলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুম্ ॥ ৬ ॥ দিগম্বরং দীননাথং যোগীন্দ্রং যোগিবল্লভম্। গঙ্গাশীকরসংসিক্তজটামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥ বিভূতিভূষিতং শান্তং ব্যালমালং কপালিনম্। ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণম্ ॥ ৮ ॥ আশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈবল্যফলদায়কম্। নির্ব্বিকল্পং নিরাতঙ্কং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম্ ॥ ৯ ॥

নানা প্রকার রত্ন দ্বারা উপশোভিত, বিবিধ বৃক্ষলতায় পরিব্যাপ্ত, নানা পক্ষিরবযুক্ত, সর্ব্ব ঋতুদ্ভব পুষ্প-গন্ধে আমোদিত, সুমনোহর, শৈত্য-সৌগন্ধ্য-মান্দ্যযুক্ত বায়ু দ্বারা উপবীজিত, অপ্সরোগণের সঙ্গীতজাত মধুর ধ্বনি দ্বারা শব্দিত, অচঞ্চল-ছায়াযুত-বৃক্ষচ্ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত, স্নিগ্ধ অথচ মঞ্জুল অর্থাৎ সুন্দর, মত্ত-কোকিল-সমূহ দ্বারা সম্যক্ শব্দিত-বনান্তর, সর্ব্ব সময়ে ভ্রমরাদির সহিত ঋতুরাজ বসন্ত কর্ত্তৃক সেবিত, সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব গাণপত্য সকল দ্বারা আবৃত,—এই প্রকার রমণীয় গিরীন্দ্র অর্থাৎ কৈলাস-পর্ব্বতের শিখরে মৌনাবলম্বী, চরাচর জগতের গুরু, দয়ামৃতের সমুদ্র, কর্পূর এবং কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পরিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণময়, ব্যাপক পুরুষ, দিক্‌রূপ-বস্ত্রপরিধারী, দীন সকলের নাথ, স্বয়ং যোগিশ্রেষ্ঠ, যোগিগণের প্রিয়, গঙ্গাজলকণ দ্বারা সংসিক্ত জটাসমূহে মণ্ডিত, ভস্ম দ্বারা অলঙ্কৃত, শান্ত অর্থাৎ সংযতান্তঃকরণ, সর্পমালাধৃক্ নর-কপালশালী, ত্রিলোকের ঈশ্বর, ত্রিশূলধারী, আশুতোষ, জ্ঞানময়, নির্ব্বাণফলদাতা, নির্ব্বিকল্প, আশঙ্কারহিত, নির্ব্ব-

সর্ব্বেষং হিতকর্ত্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্। প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া। বিনয়াবনতা দেবী পার্ব্বতী শিবমব্রবীৎ ॥১০॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে। ত্বদধীনাস্মি দেবেশ তবাজ্ঞাকারিণী সদা॥ ১১ ॥ বিনাজ্ঞয়া ময়া কিঞ্চিদ্ভাষিতুং নৈব শক্যতে। কৃপালেশো ময়ি চেৎ স্নেহোঽস্তি যদি মাং প্রতি। তদা নিবেদ্যতে কিঞ্চিন্মনসা যদ্বিচারিতম্ ॥ ১২ ॥ ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বর। ছেত্তা ভবিতুমর্হো বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৩ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে কথ্যতাং প্রাণবল্লভে। যদকথ্যং গণেশেঽপি স্কন্দে সেনাপতাবপি ॥ ১৪ ॥ তবাগ্রে কথয়িষ্যামি সুগোপ্যমপি যদ্ভবেৎ। কিমস্তি ত্রিষু লোকেষু গোপনীয়ং তবাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥ মম রূপাসি দেবি ত্বং ন ভেদোঽস্তি ত্বয়া মম। সর্ব্বজ্ঞা কিং ন জানাসি স্বনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি ॥ ১৬॥ ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা। বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥১৭॥ শ্রীআদ্যোবাচ। ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর। কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্যামিণা পুরা ॥ ১৮ ॥ প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ। বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব

শেষ, নিরঞ্জন, নিরাময়, সকলের হিতকর্ত্তা, দেব-দেব, প্রসন্ন-বদন, সদানন্দ সদাশিব দেবকে দর্শন করিয়া বিনয়াবনতা পার্ব্বতী-দেবী লোকহিতার্থে তাঁহাকে কহিলেন ১—১০। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে! আমি তবাধীনা। হে দেবেশ! আমি সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাকারিণী, তোমার আদেশ ব্যতিরেকে কিঞ্চিৎ কহিতে সমর্থা নহি। যদি আমাতে কৃপালেশ থাকে এবং যদি আমাতে স্নেহ থাকে, তবে, আমার মনে কিঞ্চিৎ যাহা বিচারিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করি। হে মহেশ্বর! ত্রিলোকীর মধ্যে তোমা অপেক্ষা অন্য কোন্ ব্যক্তি এই সংশয়ের ছেদন করিতে যোগ্য হইবে? তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ।১১—১৩। সদাশিব কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞে! হে প্রাণবল্লভে! তুমি কি কহিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা বল। সুগোপ্য হইলেও, প্রিয়-পুত্র গণেশ এবং সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কেও যাহা অকথ্য, তাহা তোমার অগ্রে কহিব। ত্রিলোকীতে তোমার অগ্রে কি গোপনীয় আছে? হে দেবি! তুমি আমারই রূপ, তোমার সহিত আমার ভেদ নাই। তুমি সর্ব্বজ্ঞ; কি না জান যে, অনভিজ্ঞার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছ? এই প্রকার মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমানসা সাধ্বী পার্ব্বতী বিনয়াবনতা হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৪—১৭। আদ্যা কহিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূতেশ! হে সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর! তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, কৃপাবান্ এবং সকলের অন্তর্যামী; তোমা দ্বারা পূর্ব্বে চতুর্ব্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বেদ সকল দ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্ম বৃদ্ধি-প্রাপ্ত

প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯ ॥ তদুক্তযোগযজ্ঞা দৈ্য কর্ম্মভির্ভুবি মানবাঃ। দেবান্ পিতৄন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে ॥ ২০ ॥ স্বাধ্যায়-ধ্যান-তপসা দয়া-দানৈর্জিতেন্দ্রিয়াঃ। মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥ ২১। দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ। সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২২ রাজানঃ সত্যসঙ্কল্পাঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ। মাতৃবৎ পরযোষিৎসু পুত্রবৎ পরসূনুষু ॥২৩॥ লোষ্ট্রবৎ পরবিত্তেষু পশ্যন্তো মানবাস্তদা। আসন্ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সদা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ ॥ ২৪ ॥ ন মিথ্যাভাষিণঃ কেচিন্ন প্রমাদরতাঃ কচিৎ। ন চৌর্য্যা ন পরদ্রোহকারকা ন দুরাশয়াঃ ॥ ২৫ ॥ ন মৎসরা নাতিক্রুষ্টা নাতিলুব্ধা ন কামুকাঃ। সদন্তঃকরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদানন্দমানসাঃ ॥ ২৬ ॥ ভূময়ঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যাঃ পর্জ্জন্যাঃ কালবর্ষিণঃ। গাবোঽপি দুগ্ধসম্পন্নাঃ পাদপাঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৭ ॥ নাকালমৃত্যুস্তত্রাসীন্ন দুর্ভিক্ষং ন বা রুজঃ। হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্যাস্তেজো-রূপ-গুণান্বিতাঃ ॥ ২৮ ॥ স্ত্রিয়ো ন ব্যভিচারিণ্যঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রঃ স্বাচারবর্ত্তিনঃ ॥ ২৯ ॥ স্বৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্ধর্ম্মৈ-

এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি রূপ কর্ম্ম সকল দ্বারা পৃথিবীতে পুণ্যশীল মানব সকল, কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে দেবতা সকলকে এবং পিতৃগণকে প্রীতিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮—২০। সেই সত্যযুগে মানবগণ স্বাধ্যায়, ধ্যান, তপস্যা, দয়া ও দানাদি দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা মহাবল, মহাবীর্য্য এবং অত্যন্ত সত্ত্বপরাক্রম ছিলেন। তাঁহারা মরণধর্ম্মশীল মানব হইয়াও দেবায়তনগ অর্থাৎ স্বর্গাদিগমনে সমর্থ, দেবতুল্য, দৃঢ়নিয়মাবলম্বী, সকলেই সাধু, সত্যধর্ম্মপর, সত্যবাদী ছিলেন। সেই যুগে রাজবর্গ সত্যসঙ্কল্প এবং প্রজাপালন-তৎপর ছিলেন; তাঁহাদের পরস্ত্রীতে মাতৃবৎ জ্ঞান, পরপুত্রে পুত্রতুল্য স্নেহ ছিল। তদানীন্তন মানবগণ পরধন লোষ্ট্র-সদৃশ দেখিতেন; তাঁহারা স্বধর্ম্ম-নিরত ও সৎপথানুবর্ত্তী ছিলেন। সেই সত্যযুগে কোন ব্যক্তিই মিথ্যাবাদী, কোন সময়েই কেহ প্রমাদরত, চৌর্য্যবৃত্তি-অবলম্বী, পরদ্রোহকারক ও দুরাশয় ছিল না। ২১—২৫। কোন ব্যক্তিই মৎসর, অতিক্রোধী, অতি-লোভী, কামুক ছিল না। সকলেই সদন্তঃকরণ, সর্ব্বদা আনন্দ-হৃদয় ছিলেন। সেই কালে ভূমি সকল সর্ব্বশস্যাঢ্য, মেঘ সকল যথাকালে বর্ষণকারী, গো সকল বহুদুগ্ধবতী, বৃক্ষ সকল প্রচুর ফলশালী ছিল। সেই যুগে কোন জীব অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না, দুর্ভিক্ষ বা রোগ হইত না। প্রজাবর্গ সকলে হৃষ্টপুষ্ট, সর্ব্বদাই স্বাস্থ্যযুক্ত, তেজ রূপ ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। স্ত্রীগণ অব্যভিচারিণী এবং পতিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। সেই সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব আচারানুবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ বর্ণ-

র্বিজস্তস্তে নিস্তারপদবীং গতাঃ। কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মব্যতিক্রমম্ ॥ ৩০ ॥ বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে। বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনম্ ॥ ৩১ ॥ কর্ত্তুং ন যোগ্যা মনুজাশ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ। ত্যক্তুং কর্ত্তুং ন চার্হন্তি সদা কাতরচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে। তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্। লোকানতারয়ঃ পাপাদ্ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ ॥ ৩৩ ॥ ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে। ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎপ্রিয়কৃৎ প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥

ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্‌ঝিতে ধর্ম্মার্দ্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে। সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ ॥ ৩৫ ॥ আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি। দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ॥ ৩৬ ॥ ন বেদাঃ প্রভবস্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ। নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৭ ॥ বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো। তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৩৮ ॥ উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা। কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥ ৩৯ ॥ স্বল্পায়ুর্মন্দমতয়ো রোগ-শোক-

---

বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সকলেই নিস্তার পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্যযুগ অতীত হইলে, এই সকল ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল। তৎকালে মানবগণ বেদোক্ত কর্ম্ম সকল দ্বারা নিজ নিজ অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন না। তখন ভূরিসাধন সম্পন্ন বৈদিক কর্ম্ম বহুক্লেশকর হইয়াছিল; মনুষ্য সকল চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া তদাচরণ করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগের নানা দোষ শ্রবণ হেতু তাঁহারা সেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতেও সমর্থ হন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা এই অসামর্থ্য জন্য সর্ব্বদাই কাতর-চিত্ত ছিলেন।২৬—৩২। সেই সময়ে আপনি ভূতলে স্মৃতিরূপ বেদার্থযুক্ত শাস্ত্র সকলকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা দুঃখ, শোক, রোগপ্রদ পাপ হইতে, তপস্যা স্বাধ্যায় বিষয়ে দুর্ব্বল লোক সকলকে আপনি তারণ করিয়াছেন। এই ভয়ানক সংসার-সমুদ্রে আপনি ভিন্ন জীব সকলের ভরণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা, পিতার ন্যায় প্রিয়কারী প্রভু আর কে আছে? তৎপরে দ্বাপর যুগ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের স্মৃত্যুক্ত সুকৃতি ত্যাগ হইল; ধর্ম্মার্দ্ধ লোপ পাইল; মনুষ্য,—মনোব্যথা ও ব্যাধি দ্বারা আকুল হইল। তখন তোমাকর্ত্তৃক ব্যাসাদিরূপে সংহিতা শাস্ত্রাদির উপদেশ দ্বারা সেই নর সকল উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে পাপরূপী, সর্ব্বধর্ম্ম-বিলোপকারী, দুরাচার দুষ্কর্ম্ম-বিস্তারকারী, দুষ্টকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কলিযুগ আগমন করিল। এখন বেদ সকল প্রভু অর্থাৎ শক্তিমান্ নহেন; স্মৃতি সকলের স্মরণ কোথায়? নানা ইতিহাসযুক্ত নানা পথ-প্রদর্শনকারী পুরাণ সকলের বিনাশ

সমাকুলাঃ। নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ ৪০ ॥ নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ। পরনিন্দাপরদ্রোহ-পরীবাদপরাঃ খলাঃ ॥ ৪১ ॥ পরস্ত্রীহরণে পাপাঃ শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ। নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ ॥ ৪২ ॥ বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ। অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৩ ॥ অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ। কন্যাবিক্রেয়িণো ব্রাত্যাস্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪৪ ॥ লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ। পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৫ কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ। শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ ॥৪৬ দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু। ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ ৪৭ ॥ নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্। ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্ ॥৪৮॥ সৎকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেষাং মনসি ক্বচিৎ। ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণহেতবে ॥ ৪৯ ॥ নিগমাগমজাতানি ভুক্তিভুক্তিকরাণি চ। দেবীনাং যত্র দেবানাং মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্ ॥ ৫০ ॥ কথিতা বহবো

হইবে। হে বিভো! পুরাণাদি শাস্ত্রের বিনাশ হইলে সেই সময়ে লোক সকল ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখ হইবে এবং শৃঙ্খলা-রহিত হইয়া, মদেতে উন্মত্ত, পাপকর্ম্মে রত, কামুক, অতি লুব্ধ, নির্দ্দয়, দুর্ম্মুখ, শঠ, স্বল্পায়ু, মন্দবুদ্ধি, রোগ-শোকে সম্যক্ আকুল, শ্রী-রহিত, বল-রহিত, নীচ, নীচের আচার-পরায়ণ, নীচসংসর্গে নিরন্তর রত, পরবিত্তাপহারক, পরনিন্দায় রত, পরদ্রোহকারী, পরগ্লানি পরায়ণ হইবে। পরস্ত্রী হরণে পাপশঙ্কা ও ভয়বিবর্জ্জিত হইবে এবং সকলে নির্দ্ধন, মলিন, দীন, দরিদ্র, চিররোগী হইবে। ৩৩—৪২। বিপ্র সকল, সন্ধ্যাবন্দনাদি-রহিত হইয়া শূদ্র-সম আচারবিশিষ্ট হইবে এবং অযাজ্য অপকৃষ্ট জাতির যাজক, লুব্ধ, দুর্ব্বৃত্ত, পাপকারী, মিথ্যাবাদী, মূর্খ, দাম্ভিক, দুষ্ট, কথাবিস্তারকারী, কন্যাবিক্রয়ী, সংস্কারহীন ও তপস্যা-ব্রত-পরাঙ্মুখ হইবে। তাহারা লোক-প্রতারণার নিমিত্ত জপ-পূজা-পরায়ণ, পাষণ্ড-ব্যবহারী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মান্যকারী এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি-রহিত হইবে। কলির ব্রাহ্মণ সকল কদর্য্য আহারী ও কদর্য্য আচারব্যবহারে রত এবং ভৃতক অর্থাৎ নিজোদরভরণার্থ জীবনধারী, শূদ্রসেবক, শূদ্রান্নভোজী, ক্রূর, শূদ্রপত্নীতে রতি-সম্ভোগেচ্ছু হইবে। ইহারা ধনলোভে নিজ স্ত্রীকে নীচ জাতিতে দান করিবে, ইহাদিগের ব্রাহ্মণসম্বন্ধী চিহ্ন কেবল সূত্রধারণ মাত্র থাকিবে এই ব্রাহ্মণদিগের পানাদির নিয়ম এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার থাকিবে না। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা ও সাধু সকলের দ্রোহ করিবে। ৪৩—৪৯। তাহাদের মনে কথন সৎকথার আলাপ মাত্র থাকিবে না। জীবউদ্ধারের নিমিত্ত তোমা কর্ত্তৃক তন্ত্র সকল

ন্যাসাঃ সৃষ্টিস্থিত্যাদিলক্ষণাঃ। বদ্ধপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি ভূরিশঃ ॥৫১॥ পশু-বীর-দিব্যভাবা দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ। শবাসনং চিতারোহো মুণ্ডসাধনমেব চ ॥ ৫২ ॥ লতা-সাধনকর্ম্মাণি ত্বয়োক্তানি সহস্রশঃ। পশু-ভাব-দিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ ॥ ৫৩ ॥ কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ ॥৫৪॥ ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যান্মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ। দব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা ॥ ৫৫ ॥ দ্বন্দ্বাতীতো বীত-রাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী কলিকল্মষযুক্তানাং সর্ব্বদাস্থিরচেতসাম্ ॥ ৫৬ ॥ নিদ্রালস্যপ্রসক্তানাং ভাবশুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ। বীর-সাধনকর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বোদিতানি চ ॥ ৫৭ ॥ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যমুদ্রামৈথুনমেব চ। এতানি পঞ্চতত্ত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥ ॥ ৫৮ ॥ কলিজা মানবা লুব্ধাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ। লোভাৎ তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্ ॥৫৯॥ ইন্দ্রিয়াণাং সুখার্থায় পীত্বা চ বহুলং মধু। ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা হিতাহিতবিবর্জ্জিতাঃ ॥৬০॥ পরস্ত্রীধর্ষকাঃ কেচিদ্-দস্যবো বহবো ভুবি। ন করিষ্যন্তি তে মত্তাঃ

কৃত হইয়াছে এবং ভোগ ও মুক্তিপ্রদ নিগম আগম শাস্ত্র-সমুদয়ও কৃত হইয়াছে। এই তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেবদেবীগণের মন্ত্র যন্ত্রাদি সাধন, সৃষ্টিস্থিতি সংহারস্বরূপ বহু ন্যাস ও বদ্ধ-পদ্মাসন আদি বহু প্রকার আসন কথিত হইয়াছে এবং দেবতা সকলের মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাবও উক্ত হইয়াছে। ইহাতে শবাসন, চিতারোহণ, মুণ্ড-সাধন, লতাসাধনাদি অসংখ্য কর্ম্ম সকল তোমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। পরন্তু এই তন্ত্রশাস্ত্রে পশুভাব, দিব্যভাব, স্বয়ং তোমা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছে। কলিতে পশু-ভাবই নাই; দিব্যভাব কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ, পশুভাবালম্বীদিগের কর্ত্তব্য,—তাহারা পত্র, পুষ্প, ফল, জল, স্বয়ংই আহরণ করিবে, শূদ্র দর্শন করিবে না, এবং মন দ্বারাও স্ত্রী স্মরণ করিবে না। দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি দেবতুল্য হন, সর্ব্বদা শুদ্ধান্তঃকরণ, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, বাসনা-রহিত, সর্ব্বভূতে সমভাবাবলম্বী, ক্ষমাবান্ হন। কিন্তু এক্ষণকার লোক কলির পাপযুক্ত, সর্ব্বদা অস্থিরচিত্ত, নিদ্রা ও আলস্যে প্রসক্ত। ইহাদের ভাবশুদ্ধি কি প্রকারে হইবে? ৫০—৫৭। হে শঙ্কর! আপনা কর্ত্তৃক পঞ্চতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহাতে বীরসাধন উক্ত হইয়াছে; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—এই পঞ্চতত্ত্ব আপনি কহিয়াছেন। কলিকাল-জাত মানব সকল লুব্ধ ও শিশ্নোদর-পরায়ণ; তাহারা লোভ হেতু সেই পঞ্চতত্ত্বে পতিত হইবে, সাধন করিবে না। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখের নিমিত্ত বহুতর মধুপান করিয়া মদোন্মত্ত ও হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইবে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পরস্ত্রীধর্ষক অর্থাৎ পরস্ত্রীগণের অভিভব-কর্ত্তা হইবে, বহুজন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন

পাপা যোনিবিচারণম্ ॥ ৬১ ॥ অতিপানাদি-
দোষেণ রোগিণো বহবঃ ক্ষিতৌ। শক্তি-
হীনা বুদ্ধিহীনা ভূত্বা চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥৬২॥
হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতা-
দপি। পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদ-
বিহ্বলাঃ ॥৬৩॥ কেচিদ্বিবাদয়িষ্যন্তি গুরুভিঃ
স্বজনৈরপি। কেচিন্মৌনা মৃতপ্রায়া অপরে
বহুজল্পকাঃ ॥৬৪॥ অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্ম-
মার্গবিলোপকাঃ। হিতায় যানি কর্ম্মাণি
কথিতানি ত্বয়া প্রভো ॥ ৬৫ ॥ মন্যে তানি
মহাদেব বিপরীতানি মানবে। কে বা যোগং
করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপি বা ॥ ৬৬ ॥
স্তোত্রপাঠং যন্ত্রলিপ্তং পুরশ্চর্য্যাং জগৎপতে
যুগধর্ম্মপ্রভাবেণ স্বভাবেন কলৌ নরাঃ ॥ ৬৭॥
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ।
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো ॥
৬৮॥ আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্ ॥ ৬৯ ॥
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ ॥
৭০॥ স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতা-গুরুভক্তাশ্চ পুত্র-স্বজনপোষকাঃ ॥
৭১॥ ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ।

করিবে; মহাপাপী সেই মত্ত সকল যোনি-
বিচার করিবে না। ৫৮—৬২। অপরিমিত
পানাদি দোষে পৃথিবীতে মদবিহ্বল বহুজন
শক্তিহীন, রুগ্ন, বুদ্ধিহীন এবং বিকলেন্দ্রিয়
হইয়া হ্রদে, গর্ত্তে, প্রান্তরে, প্রাসাদ হইতে,
পর্ব্বত হইতে পতিত হইবে এবং মৃত্যু
লাভ করিবে। এই সকল মত্ত লোকেরা
কেহ বা গুরুবর্গের সহিত ও স্বজনবর্গের
সহিত বিবাদ করিবে; কেহ বা মৌনা-
বলম্বী হইবে; কেহ বা অতি পান জন্য
মৃতপ্রায়, কেহ বা বহুভাষী হইবে। ইহারা
অকার্য্যকারী, ক্রূরকর্ম্মা এবং ধর্ম্মপথ-
বিলোপকারী হইবে। হে প্রভো! মহাদেব!
হিতসাধনের নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম আপনা
কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম
মানবগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া পড়িবে।
কোন্ ব্যক্তি বা যোগাশ্রয় করিবে? কোন্
ব্যক্তি বা ন্যাসসমূহ করিতে শক্ত হইবে?
কেই বা স্তোত্র পাঠ করিবে? কোন্ জন
বা যন্ত্রাধারে পূজা বা যন্ত্রধারণ করিবে?
কোন্ ব্যক্তি বা পুরশ্চরণ করিবে? হে
জগৎপতে। যুগধর্ম্ম-প্রভাবে স্বভাবতই
মনুষ্যগণ অতি দুর্বৃত্ত এবং সর্ব্বদা পাপ-
কারী হইবে। হে দীনেশ প্রভো! কৃপা
করিয়া কলিজাত মানবগণের নিস্তারোপায়
বলুন, যাহাতে তাহাদের আয়ু, আরোগ্য,
তেজ, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়; বিদ্যা-বুদ্ধি
প্রাপ্তি হয়; প্রযত্ন ব্যতিরেকে পরম মঙ্গল
লাভ হয়;—যদ্দ্বারা লোক সকল মহাবল
পরাক্রমশালী হয়; পরিশুদ্ধ-হৃদয় হইয়া
পরহিতে রত হয়; মাতা-পিতার প্রিয়কারী
হয়;—যাহাতে পুরুষ সকল স্বদারনিষ্ঠ ও
পরস্ত্রী-বিমুখ হইয়া দেবতা-গুরুভক্ত ও পুত্র
স্বজনাদির পোষক হয়;—যে উপায় দ্বারা
এই সকল লোক ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাবান্ ও

সিদ্ধ্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ ॥ ৭২ ॥ কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ বিনা ত্বাং সর্ব্বলোকানাং কস্ত্রাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নো নাম প্রথম উল্লাসঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। কথয়ামাস তত্ত্বেন মহাকারুণ্যবারিধিঃ ॥ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। সাধু পৃষ্টং মহাভাগে জগতাং হিতকারিণি। এতাদৃশঃ শুভঃ প্রশ্নে ন কেনাপি পুরা কৃতঃ ॥ ২ ॥ ধন্যাসি সুকৃতজ্ঞাসি হিতাসি কলিজন্মনাম্। যদ্যদুক্তং ত্বয়া ভদ্রে সত্যং সত্যং যথার্থতঃ ॥ ৩ ॥ সর্ব্বজ্ঞা ত্বং ত্রিকালজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা পরমেশ্বরি। ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ ধর্ম্মযুক্তং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ যথাতত্ত্বং যথান্যায়ং যথাযোগং ন সংশয়ঃ। কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি ॥ ৫ ॥ মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা। ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ ৬ ॥

ব্রহ্মচিন্তাশীল হয়; মনুষ্যের লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ও পারলৌকিক হিতের নিমিত্ত আপনি কৃপা করিয়া তাহাই কীর্ত্তন করুন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির বর্ণ এবং আশ্রমভেদে যাহা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, তাহাও কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন। ত্রিভুবনে আপনা ব্যতিরেকে সকল লোকের ত্রাণকর্ত্তা কে আছে? ৬৩—৭৩।

প্রথম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাস।

মহাকরুণা-সমুদ্র, লোক সকলের কল্যাণকর শঙ্কর, এই প্রকার আদ্যা-দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। সদাশিব কহিলেন,—হে মহাভাগে! তুমি জগতের হিতকারিণী, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। ঈদৃশ মঙ্গল-কথা পূর্ব্বে কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। হে ভদ্রে! তুমি ধন্যা, সুকৃতজ্ঞা (অর্থাৎ জীবের সুকৃতি তুমি জ্ঞাত আছ,) কলিকাল-জাত সকলের তুমিই যথার্থ হিতকারিণী; তোমা কর্ত্তৃক যাহা যাহা উক্ত হইল, সে সকল অতীব সত্য, সন্দেহ নাই। হে পরমেশ্বরি! তুমি ধর্ম্মজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞা, অতএব সর্ব্বজ্ঞা। প্রিয়ে! ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ধর্ম্মযুক্ত বাক্য যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ, যথাযোগ্য; এবং ন্যায়োপপন্ন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে সুরেশ্বরি! কলি-যুগে কলুষ দ্বারা দুর্গতি-বিশিষ্ট, পবিত্রা-পবিত্র-বিচার-শূন্য, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শ্রৌত অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি হইবে না; পুরাণ, সংহিতা এবং স্মৃতি সকল দ্বারাও

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ ৭॥ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে। আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥৮॥ কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে। ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৯॥ সর্ব্বৈর্বেদৈঃপুরাণৈশ্চস্মৃতিভিঃসংহিতাদিভিঃ। প্রতিপাদ্যোঽহস্মি নান্যোঽস্তিপ্রভুর্জগতি মাং বিনা॥ ১০॥ আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্। মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ॥১১॥ অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ॥১২॥ মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য যোঽন্যমতমুপাশ্রয়েৎ। ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥১৩॥ কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥ ১৪॥ নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব। সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥ ১৫॥ পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ। অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥১৬॥

মনুষ্যের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। ১—৬। হে প্রিয়ে! আমি সত্য সত্য, পুনঃ সত্য বলিতেছি, কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই। হে শিবে! পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে আমা কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে যে, কলিকালে ধীর ব্যক্তি আগমোক্ত বিধান দ্বারা দেবগণকে যজন করিবে। হে শঙ্করি! কলিযুগে আগমশাস্ত্রকে লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি অন্য পথে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার গতি নাই, ইহা সত্য সত্য বলিতেছি; সংশয় নাই। সকল বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এবং সংহিতাদি শাস্ত্র দ্বারা আমিই প্রতিপাদ্য, অন্য কেহ প্রতিপাদ্য নাই এবং জগতে আমা ভিন্ন সর্ব্বেশ্বর প্রভু কেহই নাই। বেদাদি শাস্ত্র সকল আমার পদকে লোকপাবন বলিয়া বোধ করান; মৎপথ-বিমুখ লোক সকল ব্রহ্মঘাতী এবং পাষণ্ড। এই হেতু আমার মতকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম আচরণ করে, হে দেবি! সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং সেই কর্ম্মকর্ত্তাও নারকী হয়। যে মূঢ় আমার মত ত্যাগ করিয়া অন্য মতকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, স্ত্রীঘাতকের সদৃশ পাতকী হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৭—১৩। কলিতে তন্ত্রোদিত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও আশু ফলপ্রদ; জপ-যজ্ঞ-ক্রিয়াদিতে এবং সর্ব্বকর্ম্মে প্রশস্ত। কলিকালে বেদোক্ত মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যরহিত হইয়াছে। সত্যাদি যুগে সেই সকল মন্ত্র ফলদানে শক্ত ছিলেন, কলিকালে তাঁহারা মৃতের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছেন। ভিত্তিতে নির্ম্মিত পুত্তলিকা যেরূপ চক্ষুঃ-কর্ণ-নাসিকাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়-যুক্ত হইয়াও কার্য্যে অর্থাৎ শ্রবণদর্শন-গমনাদিতে অশক্ত হয়, সেই প্রকার তন্ত্রোক্ত ভিন্ন অন্য মন্ত্র-

অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা। ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥১৭॥ কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ। তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৮॥ মদ্বক্ত্রোদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যধর্ম্মমীহতে। অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি ॥ ১৯ ॥ নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে। যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০ ॥ তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ। সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিশঃ ॥ ২১॥ অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ প্রিয়ে।

কুলাচারোদিতং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতং কচিৎ ॥ ২২ ॥ জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি। দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥ ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ। শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপত্যাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥ নানামন্ত্রাশ্চ যন্ত্রাণি সিদ্ধ্যোপায়াস্ত্বনেকশঃ। ভূরিপ্রয়াসসাধ্যানি যথোক্তফলদানি চ ॥২৫॥ যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্না যেন যেন যদা যদা। তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বপ্রাণিহিতায়

রাশি তত্তৎ কার্য্যফলের অনিস্পাদক হন। তন্ত্রোক্ত ভিন্ন অন্য মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাতে ফলসিদ্ধি হয় না; যেমন বন্ধ্যা-স্ত্রীসঙ্গম অপত্যরূপ ফলের সাধক হয় না, ইহাও সেই প্রকার, কেবল শ্রম মাত্র। যে নর এই কলিযুগে অন্য শাস্ত্রোক্ত পথ দ্বারা সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, সেই দুর্ম্মতি তৃষিত হইয়া গাঙ্গতীরে কূপ খনন করে। আমার মুখোদিত ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া, যে মূঢ় অন্য ধর্ম্ম বাঞ্ছা করে, সে স্বগৃহস্থিত অমৃত ত্যাগ করিয়া অর্কবৃক্ষজাত দুগ্ধ বাঞ্ছা করে। তন্ত্রোদিত পথ যেরূপ সুখ ও মোক্ষের হেতু, এরূপ মুক্তিকারণ এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই। ১৪—২০। হে প্রিয়ে! নানা আখ্যানযুক্ত বহু প্রকার তন্ত্র আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; সিদ্ধ সকল এবং সাধক সকলের বিধান ভূরি ভূরি উক্ত হইয়াছে। পশু সকলের বাহুল্য হেতু অধিকারি-বিভেদে কুলাচারোদিত ধর্ম্ম কোন স্থানে গোপন করিবার নিমিত্তও কহিয়াছি; জীবগণের প্রবৃত্তিকারী কোন কোন তন্ত্রকর্ম্মও বলিয়াছি; নানাবিধ দেব এবং বহুপ্রকার দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে। ভৈরবগণ, বেতালগণ, বটুকগণ, নায়িকা সকল এবং শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সকলও উক্ত হইয়াছে। নানা প্রকার মন্ত্র, যন্ত্র এবং অনেক প্রকার সিদ্ধোপায়ও কথিত হইয়াছে। হে প্রিয়ে! যে যে সময়ে যে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে যে প্রকার প্রশ্ন কৃত হইয়াছে, আমি সেই সেই সময়ে তাহাদিগের উপকারার্থে তদনুরূপ কহিয়াছি।২১—২৬। হে পর্ব্বতি! সর্ব্বলোকের উপকারের নিমিত্ত, সকল প্রাণীর হিতের জন্য, যুগ-ধর্ম্মানুসারে যথাতথ্যরূপে, তোমা

চ। যুগধর্ম্মানুসারেণ যাথাতথ্যেন পার্ব্বতি॥ ২৭॥ ত্বয়া যাদৃক্ কৃতঃ প্রশ্নো ন কেনাপি পুরা কৃতঃ। তব স্নেহেন বক্ষ্যামি সারাৎসারং পরাৎপরম্॥ ২৮॥ বেদানামাগমানাঞ্চ তন্ত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ। সারমুদ্ধৃত্য দেবেশি তবাগ্রে কথ্যতে ময়া॥ ২৯॥ যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা। যথাহং ত্রিদিবেশানামাগমানামিদং তথা॥৩০॥ কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শিবে। বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ ৩১॥ যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিযোজিতঃ অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃদ্ভবেৎ॥ ৩২॥ কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি। প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্॥ ৩৩॥ স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। স্বপ্রকাশঃ সদা পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥ ৩৪॥ নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ। গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥ ৩৫॥ গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৬॥ লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ। স বেত্তি

কর্ত্তৃক যাদৃশ প্রশ্ন কৃত হইল, ঈদৃশ প্রশ্ন পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত হয় নাই। তোমার স্নেহে বশীভূত হইয়া এই সারাৎসার পরাৎপর বিষয় বলিতেছি। হে দেবেশি! বেদ, আগম, বিশেষতঃ তন্ত্র সকলের সার উদ্ধার করিয়া তোমার নিকটে বলিতেছি। যেমন মনুষ্যের মধ্যে তন্ত্রজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন নদী সকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, যেমন দেবগণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় আগম-শাস্ত্রের মধ্যে এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। হে শিবে! বেদ সকল দ্বারা, বা পুরাণ সকল দ্বারা, বা বহু শাস্ত্র দ্বারা কি ফল প্রাপ্ত হইবে? এক মাত্র এই মহাতন্ত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে, জীব সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হয়। ২৭—৩১। যেহেতু জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমা-কর্ত্তৃক আমি নিযুক্ত হইয়াছি, অতএব যেইটী বিশ্বের হিতকারী হইবে, তাহা আমি বলিতেছি। হে দেবি, হে পরমেশ্বরি। বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বের ঈশ্বর প্রীত হন; কারণ তিনিই বিশ্বের আত্মা, বিশ্ব তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি এক, অদ্বিতীয়, সত্য, সদ্রূপ, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি নির্ব্বিকার, নিরাধার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল অর্থাৎ আকুলতাশূন্য; তিনি গুণাতীত, সর্ব্ব প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা সকলের আত্মা, সর্ব্বদৃক্, বিভু। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন অর্থাৎ আদ্যন্তশূন্য, তিনি স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-রহিত অথচ সকল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-বিষয় তাঁহা হইতে দীপ্তি পাইতেছে। তিনি লোকাতীত, ত্রিভুবনের হেতু বা বীজ স্বরূপ এবং বাক্য মনের অগোচর; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি বিশ্বের

বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন ॥ ৩৭ ॥ তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্ক্যমিদং জগৎ ॥৩৮॥ তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বস্তাতি পৃথক্ পৃথক্। তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি ॥ ৩৯ ॥ কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ। লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ৪০ ॥ বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া। ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৪১ ॥ যে স্বেহধিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া। ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২ ॥ তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ। স্বস্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥ যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্প্যন্তি তরবো বনে ॥ ৪৪ ॥ কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্মৃত্যু-র্ভিয়ো ভয়ম্। বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ ॥ ৪৫ ॥ সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে। আব্রহ্মস্তম্ব-তন্ময়ং সকলং জগৎ ॥ ৪৬ ॥

সকলই জানিতেছেন, তাঁহাকে কোন ব্যক্তি জানে না। ৩২—৩৭। এই জগৎ সমুদয় তদধীন, স্থাবর জঙ্গম সহিত এই ত্রৈলোক্য—তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। এই বিতর্ক-বিষয়-রহিত জগৎ পরমাত্মার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া, এই পৃথিবী, এই জল, এই বায়ু ইত্যাদি রূপে পৃথক্ পৃথক্ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হে মহেশ্বরি! সেই ব্রহ্ম হেতুভূত হওয়াতে আমরাও জাত হইয়াছি। সেই পরমেশ্বর সর্ব্ব প্রাণীর একমাত্র কারণ; ব্রহ্মা (সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া) লোক সকলে সৃষ্টিকরণ হেতু স্রষ্টা বলিয়া কথিত হইতেছেন; তাঁহার ইচ্ছা প্রযুক্ত বিষ্ণু এই জগৎকে পালন করাতে পালয়িতা বলিয়া কথিত হইতেছেন; তাঁহার ইচ্ছায় সংহারকরণ প্রযুক্ত আমি জগতে সংহর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইতেছি। ইন্দ্রাদি লোকপালগণও সকলেই তাঁহার বশ্যতায়, স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে জগৎ শাসন করিতেছেন। তুমি তাঁহার পরাপ্রকৃতি, এই হেতু ত্রিভুবনে পূজ্যা। ৩৮—৪২। সেই পরমাত্মা অন্তর্যামিরূপে তাঁহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম করান, জীবগণ কোন কালেই স্বাধীন নহে। হে দেবি! যাঁহার ভয় হেতু বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; যদ্ভয়ে ভীত হইয়া সূর্য্য তাপ দিতেছেন, মেঘ সকল যথাসময়ে বর্ষণ করিতেছে, যৎ-শাসনে বনে তরু সকল পুষ্প-বিশিষ্ট হইতেছে। যিনি প্রলয়কালে সাক্ষাৎ কালকেও নাশ প্রাপ্ত করান, যিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ এবং ভয়ের ভয়স্বরূপ, তিনিই বেদান্ত-বেদ্য ভগবান্, তিনি 'যৎতৎ' শব্দ দ্বারা বোধিত হন। হে সুরবন্দিতে! সকল দেব এবং দেবীগণ, ইঁহারা তন্ময় অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিগুচ্ছ

তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ তরোর্ম্মূলাভিষেকেণ যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ। তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা তবার্চ্চনাদ্ধ্যানাৎ পূজনাজ্জপনাৎ প্রিয়ে। ভবন্তি তুষ্টাঃ সুন্দর্য্যস্তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ৪৯ ॥ যথা গচ্ছন্তি সরিতো ঽবশেনাপি সরিৎপতিম্। তথার্চ্চাদীনি কর্ম্মাণি তদুদ্দিশ্যানি পার্ব্বতি ॥ ৫০ ॥ যো যো যান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্যদাপ্তয়ে। তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষস্তৈস্তৈর্দ্দেবৈর্গণৈঃ শিবে ॥ ৫১ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে। ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে ॥ ৫২ ॥ নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে। নৈবাচারাদিনিয়মা নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৫৩ ॥ ন দিক্কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাসসংহতিঃ। যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনাক্রমো নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ ২ ॥

পর্য্যন্ত সকল জগৎ তন্ময় অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ হন। সেই পরমাত্মা পরিতুষ্ট হইলে জগৎ পরিতুষ্ট হন ; তাঁহাকে প্রীত করিলে সমুদায় জগৎকে প্রীত করা হয় ; তাঁহার আরাধনা করিলে সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করা হয়। দেবি ! যেমত বৃক্ষের মূল সেচন দ্বারা তাহার ভুজ-পল্লব সকল তৃপ্ত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে অমরাদি সকলে পরিতৃপ্ত হন। ৪৩—৪৮। হে সুব্রতে প্রিয়ে ! যেমত তোমার অর্চ্চনা, ধ্যান, পূজা ও জপ দ্বারা সমুদয় দেবীগণ তুষ্ট হন, পরমাত্মার অর্চ্চনাদি দ্বারা সেই মত সর্ব্ব দেবতা প্রীত হইয়া থাকেন, জানিবে। যেমন নদী-সমূহ অবশ হইয়াও সরিৎপতি সমুদ্রে গমন করে, সেইরূপ সর্ব্বদেব-পূজাদি কর্ম্ম, হে পার্ব্বতি ! সেই পরমাত্মার উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়। যে যে ব্যক্তি যে যে ল লাভের নিমিত্ত যে যে দেবতাকে শ্রদ্ধা-সহকারে পূজা করেন, হে শিবে ! সেই অধ্যক্ষ পুরুষ সেই সেই দেবগণ দ্বারা সেই সেই ফল সেই সেই ব্যক্তিকে প্রদান করেন। হে প্রিয়ে ! এ বিষয়ে বহু আর কি বলিব, তোমার অগ্রে এই মাত্র বলি, সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে মুক্তির নিমিত্ত ধ্যেয়, পূজ্য এবং সুখারাধ্য আর নাই। সেই পরব্রহ্মের উপাসনায় আয়াস নাই, উপাসনা নাই, শরীর সম্বন্ধীয় কোন কষ্ট নাই, আচারাদির নিয়ম নাই, বহু উপচারাদির আবশ্যকতা রাখে না ; দিক্ এবং কালাদির বিচার নাই ; মুদ্রা বা ন্যাসের প্রয়োজন নাই। হে কুলেশানি ! যাঁহার সাধনে পূর্ব্বোক্ত আয়াসাদি নাই, তাঁহাকে ভিন্ন লোক অন্য কাহাকে আশ্রয় করিবে ? ৪৯—৫৪।

দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়উল্লাস।

শ্রীদেব্যুবাচ। দেবদেব মহাদেব দেবতানাং গুরোগুরো। বক্তা ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মন্ত্রাণাং সাধনস্য চ ॥ ১ ॥ কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাৎপরম্। যস্যোপাসনতো মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি কেনোপায়েন ভগবান্ পরমাত্মা প্রসীদতি ॥ ২ ॥ কিং তস্য সাধনং দেব মন্ত্রঃ কো বা প্রকীর্ত্তিতঃ। কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ পরেশস্য পরাত্মনঃ। তত্ত্বেন শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৪ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। অতিগুহ্যং পরং তত্ত্বং শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে। রহস্যমেতৎ কল্যাণি ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ॥ ৪ ॥ তব স্নেহেন বক্ষ্যামি মম প্রাণাধিকং পরম্। জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্‌ব্রহ্মসচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্ ॥ ৫ ॥ যথাতথস্বরূপেণ লক্ষণৈর্বা মহেশ্বরি। সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষমবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ৬ ॥ অসৎত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্। সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ। দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্ব্বিকল্পৈর্দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ ॥ ॥ যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং

তৃতীয় উল্লাস।

দেবী কহিলেন ;—হে দেবদেব! আপনি দেবতাদিগের গুরুর গুরু; হে মহাদেব! আপনি সকল শাস্ত্র, সকল মন্ত্র ও সকল সাধনের বক্তা। হে ভগবন্! পরাৎপর পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, যিনি আপনা কর্ত্তৃক কথিত হইলেন, যাঁহার উপাসনা দ্বারা মরণশীল মনুষ্যগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিবে, কি উপায় দ্বারা সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইবেন, তাঁহার সাধনা বা কি, মন্ত্রই বা কিরূপ, ধ্যান এবং বিধান বা কীদৃশ? আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ১—৪। সদাশিব কহিলেন ;—হে মৎপ্রাণবল্লভে! এই পরম তত্ত্ব অতি গুহ্য। হে কল্যাণি! আমাকর্ত্তৃক কোন স্থানেই রহস্য প্রকাশিত হয় নাই ; তোমার স্নেহপ্রযুক্ত আমি বলিতেছি ; এই তত্ত্ব আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। হে পরমেশ্বরি! সৎ, চিৎ, জগৎ স্বরূপ সেই পরব্রহ্ম স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ দ্বারা যথাবৎ জ্ঞেয় হন। যিনি সত্তামাত্র অর্থাৎ কেবল পরমার্থ স্বরূপ, যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বগত ভেদশূন্য এবং বাক্য মনের অগোচর ; যাঁহার সত্তায় মিথ্যাভূত ত্রিলোকীর সত্যত্বপ্রতীতি হয় ; ইহাই পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। যাঁহারা শত্রু-মিত্রপ্রভৃতি সর্ব্বত্র সমদর্শী, যাঁহারা শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত, যাঁহারা নানাবিধ ভেদ-কল্পনা-শূন্য, যাঁহারা শরীরনিষ্ঠ আত্মত্ব-বুদ্ধি-রহিত,—এবম্ভূত যোগী সকল কর্ত্তৃক সমাধি যোগ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ বেদ্য হন। যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, জাত বিশ্ব যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে এই চরাচর জগৎ যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই

তদ্‌ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥ স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে। লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥ ৯ ॥ তৎসাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে। তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে মন্ত্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ ॥ ১০ ॥ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ। একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥ সন্ধিক্রমেণ মিলিতং সপ্তার্ণেহয়ং মনুর্মতঃ। তারহীনেন দেবেশি ষড্বর্ণোহয়ং মনুর্ভবেৎ ॥ ১২ ॥ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদঃ। নাত্র সিদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥ ১৩ ॥ ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন রাশিগণনং তথা। কুলাকুলাদিনিয়মো ন সংস্কারোহত্র বিদ্যতে। সর্ব্বথা সিদ্ধমন্ত্রোহয়ং নাত্র কার্য্যবিচারণা ॥ ১৪ ॥ বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে। তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধা জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে ॥ ১৬ ॥ স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ। স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম এই তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বেদ্য হন। হে শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্ম বেদ্য হন, তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা তিনিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় হন। স্বরূপলক্ষণ দ্বারা জানিতে হইলে সাধনের অপেক্ষা নাই; তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে, সাধন বিহিত আছে। ৫—১০। হে প্রিয়ে! সেই সাধন, অর্থাৎ তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বেদ্য ব্রহ্মের সাধন বলিতেছি, সাবহিতা হইয়া শ্রবণ কর। সেই সাধনে প্রথমে মহেশ্বরের মন্ত্রোদ্ধার কহিতেছি। প্রথম প্রণব উচ্চারণ করিয়া 'সচ্চিৎ' এইপদ কীর্ত্তন করিবে; তৎপরে 'একং' এই পদ, পরে 'ব্রহ্ম' এই পদ কীর্ত্তন করিলে মন্ত্রোদ্ধার হইবে। সন্ধিক্রমে মিলিত হইলে এই মন্ত্র সপ্তাক্ষর হয় (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম)। এই মন্ত্র, হে দেবেশি! প্রণব-রহিত হইলে, ষড়ক্ষর হইবে। (সচ্চিদেকং ব্রহ্ম)। এই মন্ত্র—সর্ব্ব-মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ; ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষপ্রদ; এ মন্ত্রে সিদ্ধাদি চক্রের উদ্ধার-অপেক্ষা নাই এবং ইহা অরি-মিত্রাদি দোষে দূষিত হয় না। এ মন্ত্রগ্রহণে তিথি, নক্ষত্র, রাশি, কুলাকুল প্রভৃতি চক্র-গণনার নিয়ম নাই এবং দশবিধ সংস্কারেরও অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্র সর্ব্বথা সিদ্ধ; ইহাতে কোনরূপ বিচারের অপেক্ষা করে না। বহু-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি জীব সদ্‌গুরু লাভ করে, তবে সেই গুরুর মুখ হইতে নির্গত এই মন্ত্র লাভ করিলে, তৎক্ষণাৎ জন্ম সফল হয়। সেই ব্রহ্মোপাসক জীব, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ হস্তগত করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন। ১১—১৭। ব্রহ্ম-মন্ত্ররূপ মহামণি যাঁহার কর্ণ-পথোপান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্ব-

সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ
যস্য কর্ণপথোপান্তপ্রাপ্তো মন্ত্রমহামণিঃ ॥১৮॥
ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং
শিবে। পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ
সহ। গায়ন্তি গায়নীং গাথং পুলকাঙ্কিত-
বিগ্রহাঃ॥ ১৯॥ অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো
জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ। কিমস্মাকং গয়া-
পিণ্ডৈঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ ॥ ২০॥ কিং
দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্ব্রতসাধনৈঃ।
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্মঃ সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ ॥২১॥
শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে
পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ॥
২২॥ মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমপ্রাপ্যং জগত্রয়ে॥
২৩॥ কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহা রুষ্টা বেতালা-
শ্চেটকাদয়ঃ পিশাচা গুহ্যকা ভূতা ডাকিন্যো
মাতৃকাদয়ঃ ॥২৪॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে
পরাঙ্মুখাঃ ॥ ২৫ ॥ রক্ষিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ
প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজসা। কিং বিভেতি গ্রহা-
দিভ্যো মার্ত্তণ্ড ইব চাপরঃ ॥ ২৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা
ভয়মাপন্নাঃ সিংহং দৃষ্ট্বা যথাগজাঃ। বিদ্র-

তীর্থস্নাত, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত—ইহা বলিতে হইবে। হে শিবে! যিনি ব্রহ্ম-মন্ত্র-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মাতা ধন্য, পিতা ধন্য, তাঁহার কুল পবিত্র, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহারা পুলকিত-শরীরে এই গাথা গান করেন,—"আমাদের কুলে উৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছেন; আমাদিগের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ড দানে আর আবশ্যক কি? তীর্থ, তীর্থ-শ্রাদ্ধ ও তীর্থ-তর্পণেই বা আবশ্যক কি, আমাদের উদ্দেশে দানেই বা প্রয়োজন কি, জপেই বা প্রয়োজন কি, হোমেই বা প্রয়োজন কি, অন্যান্য ব্রত ধ সাধনেই বা প্রয়োজন কি,—আমাদের ই সৎপুত্র সদ্‌গুরুর নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ-রূপ যে সাধন করিল, তাহাতেই আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

১৮—২২। হে জগদ্বন্দ্যে! আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শ্রবণ কর; ব্রহ্মমন্ত্র-উপাসক সকলের অন্য সাধনান্তরের প্রয়োজন নাই। এই ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র দেহী ব্রহ্মময় হয়। হে দেবেশি! যিনি ব্রহ্মভূত, তাঁহার সম্বন্ধে ত্রিজগতে কি দুষ্প্রাপ্য আছে, সকল বস্তুই তাঁহার লব্ধ হইয়াছে। গ্রহগণ, বেতালগণ, চেটকগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ভূতগণ, ডাকিনীগণ এবং মাতৃকাদিগণ রুষ্ট হইয়া, তাঁহার কি করিতে পারে? তাহারা ব্রহ্মোপাসকের দর্শনমাত্রেই পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে। তিনি ব্রহ্মমন্ত্রে রক্ষিত, তিনি ব্রহ্মতেজ দ্বারা সম্যক্ আবৃত, তিনি দ্বীয় সূর্য্যস্বরূপ, সুতরাং তিনি কি গ্রহাদি হইতে ভয় প্রাপ্ত হন? কদাপি ভীত হন না। হস্তিগণ যেমন সিংহকে দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেই

যান্তি চ নশ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকে ॥ ২৭ ॥
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মনিষ্ঠস্য দেহিনঃ।
সত্যপূতস্য শুদ্ধস্য সর্ব্বপ্রাণিহিতস্য চ। কো
বোপদ্রবমিচ্ছেৎ স্বাত্মঘাতকং বিনা ॥ ২৮ ॥
যে দ্রুহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপ-
দেশিনে। স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তা
যতঃ সতঃ ॥২৯॥ স তু সর্ব্বহিতঃ সাধুঃ সর্ব্বে-
ষাং প্রিয়কারকঃ। তস্যানিষ্টে কৃতে দেবি কো
বা স্যান্নিরুপদ্রবঃ ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রার্থং মন্ত্র-
চৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ। শতলক্ষ-
প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি ॥ ৩১ ॥
অতোঽস্যার্থঞ্চ চৈতন্যং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥ ৩২ ॥
সচ্ছব্দেন সদা স্থায়ি চিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তি-
তম্। একমদ্বৈতমীশানি বৃহত্ত্বাদ্‌ব্রহ্ম গীয়তে ॥
৩৩ ॥ মন্ত্রার্থঃ কথিতো দেবি সাধকাভীষ্ট-
সিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪ ॥ মন্ত্রচৈতন্যমেতদ্ধি তদ-
ধিষ্ঠাতৃদেবতা। তজ্‌জ্ঞানং পরমেশানি
ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥ তস্যাধিষ্ঠাতৃ
দেবেশি সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্। অবিতর্ক্যং
নিরাকারং বাচাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৩৬ ॥

মত এই সাধককে দর্শন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত গ্রহাদিগণ পলায়ন করেন; এবং পতঙ্গগণ যেমন অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইমত গ্রহাদিগণ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক সত্যপূত, শুদ্ধান্তঃকরণ, সর্ব্বপ্রাণি-হিতকারী; তাঁহাকে কখন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। আত্ম-ঘাতী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ মহাত্মার উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে? যে সকল খলস্বভাব পাপাত্মা ব্যক্তি, পরব্রহ্মোপদেশকের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনারই অনিষ্ট করে; পরব্রহ্মোপাসক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ২৩—২৯। হে দেবি! সেই ব্রহ্মোপাসক সকলের হিতকারী, সাধু ও সকলের প্রিয়কারী; ঈদৃশ মহাত্মার অনিষ্ট করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিরুপদ্রবে অবস্থান করিতে পারে? যে সাধক,—মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্র-চৈতন্য জানেন না, তিনি শতলক্ষ জপ করিলেও, তাঁহার মন্ত্র-সিদ্ধি হয় না। হে প্রিয়ে! এইজন্য আমি এই মন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। অ উ ম এই তিন বর্ণ মিলিত হইয়া, 'ওঁ' এই মন্ত্র হইয়াছে। অকারের অর্থ জগৎরক্ষাকর্ত্তা, উকারের অর্থ জগৎ সংহার-কর্ত্তা, মকারের অর্থ জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা—প্রণবের এই অর্থ কথিত হইল। 'সৎ' শব্দার্থ সদা বিদ্যমান, 'চিৎ' শব্দার্থ চৈতন্য, 'এক' শব্দের অর্থ অদ্বৈত। হে ঈশানি! বৃহত্ত্ব হেতু ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। হে দেবি! সাধক সকলের অভীষ্ট-সিদ্ধিপ্রদ এই মন্ত্রার্থ কথিত হইল। ৩০—৩৪। হে পরমেশানি! মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাই মন্ত্রচৈতন্য; এই মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বিষয়ক জ্ঞান—ভক্তদিগের সিদ্ধিদায়ক। হে দেবেশি! যিনি মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, তিনি সকল

বাগ্ভবা-কমলাদ্যেন তারহীনেন পার্ব্বতি। দীয়তে বিবিধা বিদ্যা মায়া শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৩৭ ॥ তারেণ তারহীনেন প্রত্যেকং সকলং পদম্। যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি মন্ত্রোঽয়ং বিবিধো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ ঋষিঃ সদাশিবো হস্য ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। দেবতা পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণম্ ॥ ৩৯ ॥ চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥ তারং সচ্চিদেকমিতি ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ। অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী-মধ্যানামিকাসু মহেশ্বরি ॥৪১॥ কনিষ্ঠয়োঃ করতল-পৃষ্ঠয়োঃ সুরবন্দিতে। নমঃ-স্বাহাবষট্ হুঁ-বৌষট্-ফড়ন্তৈর্যথাক্রমম্ ॥ ৪২ ॥

নিরাকার, বাক্যের অগোচর, নিরঞ্জন। হে দেবি! এই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রণব-রহিত করিয়া, বাগ্বীজ বিদ্যা (ঐং), মায়া (হ্রীং), লক্ষ্মী (শ্রীং) আদিতে যোগ করিয়া বিবিধা বিদ্যা, বিবিধা মায়া, বিবিধা সর্ব্বতোমুখী শ্রী প্রদান করিবে। মন্ত্রদানের প্রকার এই। "ঐং সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র দ্বারা বিদ্যা প্রদান করিবে। "হ্রীং সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র দ্বারা মায়া প্রদান করিবে। "শ্রীং সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র দ্বারা লক্ষ্মী প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা সমুদায় পদে প্রণব যোগ করিয়া, অথবা প্রণব-রহিত করিয়া, কিংবা উক্ত মন্ত্রের যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ করিয়া, অথবা প্রণব-রহিত করিয়া উচ্চারণ করিলে নানাপ্রকার মন্ত্র হইবে। প্রত্যেক পদে প্রণব যোগ করিয়া, যথা—ওঁসৎ ওঁচিৎ ওঁএকং ওঁব্রহ্ম। প্রণব-রহিত করিয়া, যথা—সৎ চিৎ একং ব্রহ্ম। সমস্ত পদে প্রণব যোগ করিয়া, যথা—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। প্রণব-রহিত, যথা—সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ করিয়া, যথা—ওঁসদ্ব্রহ্ম

কম্। প্রণব-রহিত করিয়া, যথা—সদ্ব্রহ্ম, চিদ্ব্রহ্ম, একং ব্রহ্ম, সচ্চিৎ চিদেকম্। এই মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্; উক্ত মন্ত্রের দেবতা নির্গুণ সর্ব্বান্তর্যামী পরম ব্রহ্ম। চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে। * হে প্রিয়ে! অঙ্গন্যাস করন্যাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৫—৪০। হে মহেশ্বরি! (করন্যাসে প্রথমতঃ) ওঁ সচ্চিদ্ব্রহ্ম একম্; ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, ক্রমান্বয়ে এই পদ কয়েকটী উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা—এই পঞ্চাঙ্গুলিতে এবং করতল-পৃষ্ঠদ্বয়ে, নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্—এই পদগুলি অন্তে যথাক্রমে উচ্চারণ করিয়া, সমাহিতমনা,

* ঋষ্যাদিন্যাসপ্রয়োগঃ যথা।—শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণপরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ।

ন্যাসেন্ন্যাসোক্তবিধিনা সাধকঃ সুসমাহিতঃ। হৃদাদি-করপর্য্যন্তমেবমেব বিধীয়তে ॥ ৪৩ ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা। মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি ॥৪৪॥ বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন চ পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্ ॥ ৪৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুম্ভক-যোগতঃ। জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা ততো দক্ষিণনাসয়া ॥ ৪৬ ॥ শনৈঃ শনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং জপন্ ষোড়শধা মনুম্। বামনাসাপুটে-হপ্যেবং পূর-কুম্ভক-রেচকম্ ॥ ৪৭ ॥ পুন-র্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎ সুরপূজিতে। প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৪৮ ॥ ততো ধ্যানং প্রকুর্ব্বীত সাধকাভীষ্ট-সাধনম্ ॥ ৪৯॥ হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং হরি-হর-বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্। জনন মরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং সকলভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্য-মীড়ে ॥ ৫০ ॥ ধ্যাত্বৈবং পরমং ব্রহ্ম মানসৈ-রুপচারকৈঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা

হইয়া, ন্যাসোক্ত বিধি অনুসারে করন্যাস করিবে; এইরূপে হৃদাদি কর পর্য্যন্ত যথা-বিধানে করিবে। হে পার্ব্বতি! তৎপরে মূল মন্ত্র, অথবা প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা বাম-নাসাপুট ধারণ করিয়া দক্ষিণ-নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণকালে অষ্টবার মূলমন্ত্র কিংবা প্রণব জপ করিবে ৪১—৪৫। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণপূর্ব্বক কুম্ভক (শ্বাসরোধ) করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বার ঐরূপ জপ করিবে। অনন্তর দক্ষ-নাসা দ্বারা অল্পে অল্পে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার ঐ মন্ত্র জপ করিবে। পশ্চাৎ ঐরূপ বাম-নাসা-পুটেও পূরক কুম্ভক রেচক করিবে, অর্থাৎ অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষনাসা-পুটে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ করিবে; পশ্চাৎ বায়ু রোধ করিয়া দ্বাত্রিংশৎবার মন্ত্র জপ করিবে। পরে বাম-নাসাপুট ত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে। আবার বাম-নাসাপুটে ঐ প্রকার পূরক কুম্ভক রেচক করিবে। হে সুরপূজিতে! পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ নাসাতেও পূরক কুম্ভক রেচক করিবে; ব্রহ্মমন্ত্র-সাধনে প্রাণায়াম-বিধি তোমার নিকটে কথিত হইল। অনন্তর সাধকের অভীষ্ট-সাধন, ধ্যান করিবে। যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নানারূপ ভেদশূন্য; যিনি নিরীহ অর্থাৎ চেষ্টারহিত, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কর্ত্তৃক জ্ঞেয়, যিনি যোগীদিগের ধ্যানগম্য, যাঁহা হইতে জন্ম মরণের ভয় দূর হয়, যিনি নিত্য স্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ, যিনি নিখিল ভুবনের বীজ স্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়-কমলমধ্যে ধ্যান করি। ৪৬—৫০। ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের নিমিত্ত পরা ভক্তি দ্বারা পরম ব্রহ্মকে এই প্রকার ধ্যান করিয়া, মনঃকল্পিত উপচার দ্বারা পূজা

ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে ॥ ৫১ ॥ গন্ধং দদ্যাম্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ। ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ। নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে ॥ ৫২ ॥ ততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ। সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাদ্বহিঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ৫৩ ॥ উপস্থিতানি দ্রব্যাণি গন্ধপুষ্পাদিকানি চ। বস্ত্রালঙ্কারণাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি যানি চ ॥ ৫৪ ॥ মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্। নিমীল্য নেত্রে মতিমানর্পয়েৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা ॥ ৫৬ ॥ ততো নেত্রে সমুন্মীল্য জপ্ত্বা মূলং স্বশক্তিতঃ। তজ্জপং ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৫৭ ॥ স্তোত্রং শৃণু মহেশানি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। যৎ শ্রুত্বা সাধকো দেবি ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৫৮ ॥ ওঁ নমস্তে সতে তে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ৫৯ ॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্ব-রূপম্। ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বি-

---

করিবে। মানস-পূজাতে ঈশ্বরকে ভূত-তত্ত্ব অর্পণ করিবে,—পৃথিবী-তত্ত্বকে গন্ধ, আকাশ তত্ত্বকে পুষ্প, বায়ু তত্ত্বকে ধূপ, তেজ-তত্ত্বকে দীপ, জল-তত্ত্বকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া, সেই পরমাত্মাকে প্রদান করিবে। অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ, মানস দ্বারা পূর্ব্বোক্ত (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) মহামন্ত্র জপ করিয়া, ব্রহ্মে জপ সমর্পণপূর্ব্বক বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে। গন্ধ-পুষ্পাদি, বস্ত্রালঙ্কারাদি এবং ভক্ষ্যপেয়াদি যে সকল দ্রব্য উপস্থিত, সে সকল দ্রব্য এই মন্ত্র দ্বারা সংশোধন করিয়া, নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক মতিমান্ ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করত পরমাত্মাকে সমর্পণ করিবে। সংশোধন এবং অর্পণের এই মন্ত্র। অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম। হবি অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য যাহা অর্পণ করিতে হইবে, তাহাও ব্রহ্ম। যিনি আহুতি-প্রদানকারী অর্থাৎ অর্পণ করিতেছেন, তিনিও ব্রহ্ম এইরূপে যিনি ব্রহ্মে চিত্ত একাগ্ররূপে স্থাপন করেন, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। অনন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক "ব্রহ্মার্পণমস্তু" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ব্রহ্মে জপ সমর্পণ করিয়া, স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। হে মহেশানি! হে দেবি! পরমাত্মা ব্রহ্মের স্তব শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে সাধক, ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। ৫১—৫৮। তুমি নিত্য, তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়—তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জ্ঞান স্বরূপ; বিশ্বের আত্মা স্বরূপ, অদ্বৈত-তত্ত্ব, মুক্তি-দায়ক,—তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম,—তোমাকে নমস্কার। তুমি একমাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি অদ্বিতীয় বরণীয়, তুমি একমাত্র জগতের

কল্পম্ ॥৬০॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্। মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥৬১॥ পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ননির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৬২ ॥ তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৬৩ ॥ পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪ ॥ প্রদোষেহদঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ। শ্রাবয়েদ্বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্ ॥৬৫॥ ইতি তে কথিতং দেবি পঞ্চরত্নং মহেশিতুঃ। কবচং শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগন্মঙ্গলনামকম্। পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৬৬ ॥ পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং

কারণ, তুমি বিশ্বরূপ; একমাত্র তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং অন্তে সংহারকর্ত্তা, তুমি একমাত্র, পরম পুরুষ, নিশ্চল ও নানাবিধ কল্পনাশূন্য। তুমি ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক, তুমি প্রাণীদিগের একমাত্র গতি, পাবিত্র্য-জনক সকলের পাবিত্র্য-জনক। তুমি উচ্চপদাধিষ্টিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগের রক্ষক। হে পরেশ! (ব্রহ্মাদিদেবাধিপ) হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপ, অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য—কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ। হে সত্যরূপ! হে অচিন্ত্য! হে অক্ষর! হে ব্যাপক! হে অব্যক্ত-তত্ত্ব! জগদ্ভাসকাধীশ! (জগদ্ভাসক চন্দ্র সূর্য্যাদির অধীশ্বর) অথবা হে জগদ্ভাসক! হে অধীশ! তুমি আমাদিগকে অপায় অর্থাৎ ভক্তিবিশ্লেষ ও জ্ঞানবিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। সেই একমাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ করি; সেই এক জগৎসাক্ষী স্বরূপ ব্রহ্মকে অমরা প্রণাম করি। সেই তুমি সৎ, একমাত্র জগতের নিধান অর্থাৎ আশ্রয়ভূত, স্বয়ং নিরালম্ব অর্থাৎ আশ্রয়শূন্য; সেই তুমি ঈশ্বর, ভবসমুদ্রের পোতস্বরূপ; আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ৫৯—৬৩। পরমাত্মা ব্রহ্মের পঞ্চরত্ন নামক এই স্তোত্রে যিনি সংযত হইয়া পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। প্রত্যহ প্রদোষ-কালে এই পঞ্চরত্ন স্তোত্র পাঠ করিবে। বিশেষতঃ সোমবারে জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বকীয় বান্ধবগণকে এই স্তোত্র শ্রবণ করাইবেন এবং বুঝাইয়া দিবেন। হে দেবি! মহেশ্বরের পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্র তোমার নিকটে আমা কর্ত্তৃক কথিত হইল। হে চার্ব্বঙ্গি! তাঁহার জগন্মঙ্গল নামক কবচ শ্রবণ কর, যে কবচ পাঠ এবং ধারণ করিলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে। পরমাত্মা আমার

পরমেশ্বরঃ। কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥ ৬৭ ॥ করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ। সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরংব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৮ ॥ শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য সদাশিবঃ। ঋষিশ্ছন্দোঽনুষ্টুবিতি পরমব্রহ্ম দেবতা। চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৯ ॥ যঃ পঠেদ্‌ব্রহ্মকবচমৃষিন্যাসপুরঃসরম্। স ব্রহ্মজ্ঞানমাসাদ্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ ইত্যেতৎ পরমব্রহ্মকবচং তে প্রকাশিতম্। দদ্যাৎ প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে ॥ ৭২ ॥ পঠিত্বা স্তোত্রকবচং প্রণমেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৭৩ ॥ ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে। নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥ ৭৪ ॥ বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি। আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥ এবং সংপূজ্য মতিমান্ স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সহ। মহাপ্রসাদং স্বীকুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥ পূজনে পরমেশস্য নাবাহন-বিসর্জ্জনে। সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্‌ব্রহ্মসাধনম্ ॥ ৭৭ ॥

শিরোদেশ রক্ষা করুন; পরমেশ্বর হৃদয় রক্ষা করুন; জগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা করুন; সর্ব্বদর্শী বিভু বদন রক্ষা করুন; বিশ্বাত্মা আমার হস্তদ্বয় রক্ষা করুন; চিন্ময় আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন; সনাতন পরব্রহ্ম সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। ৬৪—৬৮। এই জগন্মঙ্গল কবচের ঋষি—সদাশিব, ছন্দ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—পরমব্রহ্ম, ফল—চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ। যিনি ঋষিন্যাস করিয়া, এই ব্রহ্মকবচ পাঠ করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইবেন। যিনি এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া, স্বর্ণ-গুটিকার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণবাহুতে ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির ঈশ্বর হন। তোমার নিকট এই পরব্রহ্মের কবচ আমি প্রকাশ করিলাম। ইহা গুরুভক্ত বুদ্ধিমান্, প্রিয় শিষ্যকে প্রদান করিবে। সাধক-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্তোত্র-কবচ পাঠ করিয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) প্রণাম করিবে। তুমি পরম ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাত্মা,—তোমাকে নমস্কার। তুমি গুণাতীত,—তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্যস্বরূপ, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। ৬৯—৭৪। পরমব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচনিক, বা মানসিক,—যেরূপ ইচ্ছা,—ত্রিবিধ নমস্কারই করা যাইতে পারে। পরন্তু যাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, এমন বিধান করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের পূজা করিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে। পরমব্রহ্মের পূজার সময়, আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। সকল সময়ে সকল স্থানেই ব্রহ্ম-

অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ। পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ ॥ ৭৮ ॥ অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষ্যপেয়াদিকঞ্চ যৎ। দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ ॥ ৭৯ ॥ গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোহপি বর্ত্ততে। পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে ॥ ৮০ ॥ পক্কং বাপি ন পক্কং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্। সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৮১ ॥ নাত্র বর্ণবিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্। ন কালনিয়মোহপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ ॥ ৮২ ॥ যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে। ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ৮৩ ॥ আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্। তদন্নং পাবনং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৮৪ ॥ কিং পুনর্ম্মনুজাদীনাং বক্তব্যং দেববন্দিতে ॥ ৮৫ ॥ মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ। সকৃৎ প্রসাদগ্রহণান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ পরমেশস্য নৈবেদ্যসেবনাদ্ যৎ ফলং ভবেৎ। সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নানদানেন যৎ ফলম্। তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ব্রহ্মার্পিতনিষেবণাৎ ॥ ৮৭ ॥ অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা যৎ

সাধন হইতে পারে। স্নাতই হউক বা অস্নাতই হউক, ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, যে কোন অবস্থা বা যে কোন কালেই হউক, বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা করিবে। এই ব্রহ্ম-মন্ত্র দ্বারা যে কোন ভক্ষ্য-পেয়াদি বস্তু পরমব্রহ্মে সমর্পণ করা হয়, তাহা মহাপবিত্রকারী হইবে। গঙ্গা-জলে বা শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতিতে অর্পিত বস্তুর স্পর্শ-দোষ থাকিতে পারে; পরন্তু পরম-ব্রহ্মার্পিত বস্তুতে স্পর্শ-দোষ হয় না। ৭৮—৮০। যে কোন দ্রব্য, পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, উক্ত মন্ত্র দ্বারা তাহা ব্রহ্মসাৎ করিয়া সাধক-ব্যক্তি স্বজনগণের সহিত তাহা ভোজন করিবে। ব্রহ্ম-নিবেদিত-বস্তু-ভোজনে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিবেচনা নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই। ইহাতে কালাকালের নিয়ম নাই, শৌচাশৌচেরও ব্যবস্থা নাই। যে কালে, যে স্থানে, যাহা দ্বারা ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা বিচার না করিয়াই ভোজন করিবে। ব্রহ্মসাৎকৃত অন্ন যদি চণ্ডালে আনয়ন করে, কি কুকুর-মুখ হইতে আনীত হয়, তথাপি তাহা পবিত্র; এই অন্ন দেবতাদিগেরও দুর্লভ। হে সুর-বন্দিতে! (এই অন্ন যখন দেবতাদিগেরও দুর্লভ, তখন আর) মনুষ্যাদির দুর্লভতার কথা কি বলিব! যদি কোন ব্যক্তি মহা-পাতক-যুক্ত হয়, অথবা অন্য কোন পাপযুক্ত হয়, তথাপি যদি একবার মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ-মাত্র নাই। সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থে স্নান ও দান করিলে যে ফল হয়, ব্রহ্মার্পিত বস্তু সেবন করিলে মানবগণ সেই ফল লাভ করে। মনুষ্যগণ, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া

ফলমশ্নুতে। ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে তস্মাৎ কোটিগুণং লভেৎ॥ ৮৮॥ জিহ্বাকোটি-সহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি। মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে॥ ৮৯॥ যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্পিতা-মৃতম্। গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসাযুজ্য-মাপ্নুয়াৎ॥ ৯০॥ যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্। তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥ ৯১॥ জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ। যেঽশুদ্ধ-বুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ৯২॥ বরং পাপশতং কুর্য্যাদ্বরং বিপ্রবধং প্রিয়ে। পরব্রহ্মার্পিতে হ্যন্নে ন কুর্য্যাদবহেলনম্॥ ৯৩॥ যে ত্যজন্তি নরা মূঢ়া মহামন্ত্রেণ সংস্কৃতম্। অন্নতোয়াদিকং ভদ্রে পিতৃংস্তে পাতয়ন্ত্যধঃ॥ ৯৪॥ স্বয়মপ্যন্ধতামিস্রে পতন্ত্যাভূতসংপ্লবম্। ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্য-দ্বেষ্টৄণাং নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ ৯৫॥ পুণ্যায়ন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সুষুপ্তিঃ সুকৃতায়তে। স্বেচ্ছা-চারোঽত্র বিহিতো মহামন্ত্রস্য সাধনে॥ ৯৬॥ কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্। ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৯৭॥ কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতে-

---

যে ফল ভোগ করে, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে কোটিগুণ অধিক ফল লাভ করে। ৮১—৮৮। যদি সহস্র কোটি জিহ্বা হয়, যদি শত কোটি মুখ হয়, তথাপি মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে কোন স্থানে স্থিত হউক, ব্রহ্মার্পিত মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া, গ্রহণ করিলে, চণ্ডাল-জাতীয় লোকও ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যদি নীচ-জাতীয় লোকের অন্নও হয়, কিন্তু যদি তাহা ব্রহ্মসমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও সেই অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে। পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ ভক্ষণের সময় জাতিভেদ বিচার করিবে না। যিনি এই মহাপ্রসাদ (নীচ জাতির স্পর্শে) অশুদ্ধ বোধ করিবেন, তিনি মহাপাতকী হইবেন। প্রিয়ে! বরং শত পাপ করিবে, বরং ব্রহ্মহত্যা করিবে, তথাপি ব্রহ্মার্পিত অন্নে অবহেলা করিবে না ৮৯—৯৩। ভদ্রে! যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই মহামন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত অন্ন জল প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তাহারা পিতৃগণকে অধঃপতন করায় এবং তাহারা স্বয়ং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অন্ধতামিস্র নামক নরকে পতিত হইয়া অবস্থান করে। যাহাদের ব্রহ্ম-নিবেদিত অন্নে দ্বেষ, তাহাদের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যাঁহারা মহামন্ত্র সাধন করেন, তাঁহা-দের অপুণ্য কর্ম্ম-সমুদায়ও পুণ্যকর্ম্ম হয়; সুষুপ্তিও সুকর্ম্ম স্বরূপ হয় এবং স্বেচ্ছাচারও বিহিত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী, তাঁহার বৈদিকা-চারেই বা প্রয়োজন কি, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি, তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধি-স্বরূপ কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যে সমস্ত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে

নাপি কিল্বিষম্। ন বিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ॥ ৯৮॥ অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পরোপ-কারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥ ৯৯॥ মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ। মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবন-তৎপরঃ॥ ১০০॥ ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মা-ন্বেষণমানসঃ। যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্॥ ১০১॥ ন মিথ্যা-ভাষণং কুর্য্যান্ন পরানিষ্টচিন্তনম্। পরস্ত্রী-গমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০২॥

তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্। ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ॥ ১০৩॥ যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিধ্যতি। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১০৪॥ অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে ব্রহ্মমন্ত্রস্য শাম্ভবি। যাং কৃত্বা ব্রহ্মসম্পত্তিং লভন্তে ভুবি মানবাঃ॥ ১০৫॥ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে যথাদেশে যথাসনে। পূর্ব্ববৎ পরমব্রহ্ম ধ্যাত্বা সাধকসত্তমঃ॥ ১০৬॥ অষ্টোত্তরশতং দেবি গায়ত্রীজপমাচরেৎ। জপং সমর্প্য বিধিবৎ পূর্ব্ববৎ প্রণমেৎ সুধীঃ॥ ১০৭॥

তাঁহাদের কোন ফল হয় না এবং তাঁহারা যে বৈধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা-তেও তাঁহাদের কোন পাপ স্পর্শ হয় না। ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন হেতু তাঁহাদিগের কোন বিঘ্ন বা প্রত্যবায় হয় না। ৯৪—৯৮। হে মহে-শ্বরি! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ, নির্ব্বিকার-চিত্ত ও সদাশয় হইতে হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য্য-বিহীন, দম্ভরহিত, দয়ালু, বিশুদ্ধ হৃদয়, মাতাপিতার প্রিয়কারী ও মাতাপিতার সেবায় তৎপর হইবেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিবেন, ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি-বেন। তিনি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন, তিনি সর্ব্বদা 'ব্রহ্ম সাক্ষাৎ' ইহা ভাবনা করিবেন। তিনি কখন মিথ্যা কহি-বেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না।

মন্ত্রোপাসক ব্যক্তি পরস্ত্রীগমন করিবেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সকল কর্ম্মের আরম্ভে, 'তৎ সৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, পান ভোজন প্রভৃতি সমু-দায় কর্ম্মে 'ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই বাক্য বলি-বেন। যে উপায় দ্বারা, মনুষ্য সকলের উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাহাই করিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ৯৯—১০৪। হে শাম্ভবি! এক্ষণে ব্রহ্মমন্ত্রের সন্ধ্যোপাসনা-বিধি বলিতেছি। এই সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়া মানবগণ পৃথিবীতে ব্রহ্মরূপ সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন। হে দেবি! সাধকশ্রেষ্ঠ সুধী ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন-কালে ও সন্ধ্যাকালে, উপযুক্ত স্থলে যথোচিত আসনে পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট হইয়া, পরমব্রহ্মের ধ্যান করিয়া একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিবেন। পরে যথাবিধানে ('ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই বলিয়া) জপ সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ববৎ

এষা সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা সর্ব্বথা ব্রহ্মসাধনে। যদনুষ্ঠানতো মন্ত্রী শুদ্ধান্তঃকরণো ভবেৎ ॥ ১০৮ ॥ গায়ত্রীং শৃণু চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনীম্। পরমেশ্বরং ঙেহন্তমুক্তা বিদ্মহে তদনন্তরম্ ॥ ১০৯ ॥ পরতত্ত্বায় পদতো ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে। তদনন্তরমীশানি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ ॥ ১১০ ॥ ইয়ং শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ॥ ১১১ ॥ পূজনং যজনঞ্চৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মমন্ত্রেণ সাধয়েৎ ॥ ১১২ ॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় প্রণম্য ব্রহ্মদং গুরুম্। ধ্যাত্বা চ পরমং ব্রহ্ম যথা-শক্তি মনুং স্মরেৎ। পূর্ব্ববৎ প্রণমেদ্ ব্রহ্ম প্রাতঃকৃত্যমিদং স্মৃতম্ ॥ ১১৩ ॥ দ্বাত্রিংশতা সহস্রেণ জপেনাস্য পুরস্ক্রিয়া। তদ্দশাংশেন হবনং তর্পণং তদ্দশাংশতঃ ॥ ১১৪ ॥ সেচনং তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন সুন্দরি। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্মন্ত্রী পুরশ্চরণকর্ম্মণি ॥ ১১৫ ॥ ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোঽত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে। ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থান-

প্রণাম করিবেন এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্রসাধন বিষয়ক সন্ধ্যা-বিধি বলিলাম। এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিলে সাধক ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। ১০৫—১০৮। হে চার্ব্বঙ্গি! যাহা দ্বারা সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, এক্ষণে সেই গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ চতুর্থীর একবচন-বিভক্ত্যন্ত পরমেশ্বর পদ অর্থাৎ "পরমেশ্বরায়" উচ্চারণ করিয়া পরে "বিদ্মহে" এইটী উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপরে "পরতত্ত্বায়" পদ উচ্চারণ করিয়া "ধীমহি" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। হে ঈশানি! তৎপরে "তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা,—"পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ") এই ব্রহ্ম-গায়ত্রী হইতে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে পারা যায়। পূজা যাগ, স্নান, পান, ভোজন প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সাধন করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মমন্ত্রদাতা গুরুকে প্রণাম করণানন্তর পরমব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র স্মরণ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মকে পূর্ব্ববৎ নমস্কার করিবে। ব্রহ্মোপাসকদিগের ইহাই প্রাতঃকৃত্য কথিত হইয়াছে। ১০৯—১১৩। 'ব্রহ্ম' এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে, দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করিতে হইবে। জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণের দশমাংশ অভিষেক। হে সুন্দরি! মন্ত্রসাধক ব্যক্তি পুরশ্চরণ-কর্ম্মে অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রহ্ম-পুরশ্চরণ করিবার সময়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিচার নাই, কালশুদ্ধিরও নিয়ম নাই, স্থানেরও নিরূপণ নাই। অভুক্ত হউক বা ভুক্তই হউক,

নিরূপণম্ ॥ ১১৬ ॥ অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বাস্নাত এব বা। সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥ ১১৭ ॥ বিনা-য়াসং বিনা ক্লেশং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা। বিনা ন্যাসং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে ॥ ১১৮ ॥ বিনাচৌরগণেশাদিজপঞ্চ কুল্লুকাং বিনা। অকস্মাৎ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১৯ ॥ সঙ্কল্পে হস্মিন্ মহামন্ত্রে মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১২০ ॥ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্ব্রহ্মসাধকঃ ন চাস্য প্রত্য-বায়োহস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যমেব চ। মহামনোঃ সাধনে তু ব্যঙ্গং সাঙ্গায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১২১ ॥ কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেহতি-দুস্তরে। নিস্তারবীজমেতাবদ্ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্ ॥ ১২২ ॥ সাধনানি বহূক্তানি নানাতন্ত্রা-গমাদিষু। কলৌ দুর্ব্বলজীবানামসাধ্যানি মহেশ্বরি ॥ ১২৩ ॥ অল্পায়ুষঃ স্বল্পবৃত্তা অন্না-ধীনাসবঃ প্রিয়ে। লুব্ধা ধনার্জ্জনে ব্যগ্রাঃ সদা চঞ্চলমানসাঃ ॥ ১২৪ ॥ সমাধাবস্থিরধিয়ো যোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ। তেষাং হিতায় মোক্ষায় ব্রহ্মমার্গোহয়মীরিতঃ ॥ ১২৫ ॥

স্নাত হউক বা অস্নাতই হউক, যথেচ্ছানু-সারে এই পরম মন্ত্রের সাধনা করিবে। এই ব্রহ্মসাধন বিষয়ে ক্লেশ নাই, আয়াস নাই, স্তব বা কবচ পাঠ করিতে হয় না, ন্যাস বা মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয় না। হে বরাননে! অন্য মন্ত্রে যে প্রকার হৃদয়ে সেতুচিন্তা করিতে হয়, সে প্রকার সেতুচিন্তা ইহাতে আবশ্যক নাই। ১১৪—১১৮। এই ব্রহ্ম-মন্ত্র-সাধন বিষয়ে চৌরগণেশাদির মন্ত্র জপ করিতে হয় না, কুল্লুকাও বিন্যাস করিতে হয় না। এই সমুদায় অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও অল্পকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই মহামন্ত্র-সাধন বিষয়ে মানসিক সঙ্কল্প কথিত হইয়াছে। ইহাতে ভাবশুদ্ধির নিতান্ত আবশ্যক। দেবি! ব্রহ্মসাধক ব্যক্তি সমুদায় ব্রহ্মময় ভাবনা করিবেন। এই ব্রহ্মসাধনে ত্রুটী হইলে অঙ্গবৈগুণ্য ঘটে না এবং প্রত্যবায়ও হয় না। এই মহামন্ত্রের সাধনে, কোন স্থল অঙ্গহীন হইলেও, তাহা নিশ্চয় সাঙ্গ হইয়া উঠে। এই অতি দুস্তর তপস্যাহীন ঘোর পাপময় কলিযুগে, ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই এক মাত্র নিস্তারের উপায় হইয়াছে। হে মহেশ্বরি! নানা তন্ত্রে ও নানা আগমাদি শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধনের বিষয় বলিয়াছি; পরন্তু কলিযুগে দুর্ব্বল জীবের পক্ষে সেই সমুদায়ই অসাধ্য। ১১৯—১২৩। প্রিয়ে! কলিযুগের মানবগণ অল্পায়ুঃ তাহারা সম-ধিক অনুষ্ঠান করিতে পারে না। তাহারা অন্নগতপ্রাণ। তাহারা লুব্ধ, ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র ও সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত। সমাধিতে তাহাদের বুদ্ধি স্থির থাকিবে না। তাহারা যোগজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে অপারগ, অতএব তাহাদের হিতের নিমিত্ত এবং মোক্ষের নিমিত্ত এই ব্রহ্মোপাসনার পথ

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ॥ ১২৬॥ প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ ত্রিকালতঃ। মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ। পরব্রহ্মোপাসনে তু সাধকেচ্ছাবিধিঃ শিবে॥ ১২৭॥ বিধয়ঃ কিঙ্করা যত্র নিষেধাঃ প্রভবোঽপি ন। স্বেচ্ছাচারেণেষ্টসিদ্ধিস্তদ্বিনা কোঽন্তমাশ্রয়েৎ॥ ১২৮॥ ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য শান্তং নিশ্চলমানসম্। ধৃত্বা তচ্চরণাম্ভোজং প্রার্থয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ॥ ১২৯॥ করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণং গতঃ। ত্বৎপদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি যশোধন॥ ১৩০॥ ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্চাৎ পূজয়িত্বা স্বশক্তিতঃ। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তূষ্ণীং তিষ্ঠেদ্‌গুরোঃ পুরঃ॥ ১৩১॥ গুরুর্বিচার্য্য বিধিবদ্‌যথোক্তং শিষ্যলক্ষণম্। আহূয় কৃপয়া দদ্যাৎ সচ্ছিষ্যায় মহামনুম্॥ ১৩২॥ উপবিশ্যাসনে জ্ঞানী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। স্ববামে শিষ্যমানীয় কারুণ্যেনাবলোকয়েৎ॥ ১৩৩॥ ততঃ শিষ্যস্য শিরসি ঋষিন্যাসপুরঃসরম্। জপেদষ্টশতং মন্ত্রং সাধকশ্রেষ্ঠসিদ্ধয়ে॥ ১৩৪॥ দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানামিতরেষাঞ্চ বামতঃ। সপ্তধা শ্রাবয়েন্মন্ত্রং সদ্‌গুরুঃ করুণানিধিঃ॥ ১৩৫॥ উপদেশবিধিঃ

সত্য সত্য বলিতেছি, কলিযুগে ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতিরেকে সুখের ও মুক্তির নিমিত্ত অন্য কোন উপায় নাই। ১২৪—১২৬। সর্ব্ব তন্ত্রে বিধি এই আছে যে, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকাল সন্ধ্যা করিবে এবং মধ্যাহ্নে পূজা করিবে। শিবে! পরমব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই বিধিস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে ব্রহ্মসাধনে শাস্ত্রীয় বিধি সমুদায় কিঙ্কর স্বরূপ হন, নিষেধ সমুদায়ও প্রভুত্ব করিতে পারে না,—স্বেচ্ছানুরূপ আচরণ দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয়; ঈদৃশ ব্রহ্ম-সাধন ব্যতিরেকে আর কি অবলম্বন করা যাইতে পারে? স্থিরচিত্ত প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার চরণ-কমল ধারণ করিয়া, ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবে যে, "হে করুণাময়! হে দীনজনের ঈশ্বর! আমি আপনার শরণাগত হইলাম হে যশোধন! আপনি আমার মস্তকে আপনার চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন।" ১২৭—১৩০। শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যথাশক্তি গুরুর পূজা করিবে; পরে গুরুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে তূষ্ণীভূত হইয়া থাকিবে। অনন্তর গুরু যথাবিধানে যথোক্ত শিষ্য-লক্ষণ পরীক্ষাপূর্ব্বক সৎ শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কৃপাবিষ্ট-হৃদয়ে মহামন্ত্র প্রদান করিবেন। পরে সেই জ্ঞানী গুরু পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক শিষ্যকে আপনার বামদিকে বসাইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অবলোকন করিবেন। অনন্তর সাধকের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ঋষিন্যাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে একশত আট বার মন্ত্র জপ করিবেন। পরে করুণানিধি সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণের দক্ষিণ-কর্ণে, অন্য জাতির

প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য কালিকে। নাত্র পূজাদ্যপেক্ষাস্তি সঙ্কল্পং মানসং চরেৎ ॥ ১৩৬ ॥ ততঃ শ্রীগুরুপাদাব্জে দণ্ডবৎ পতিতং শিশুম্। উত্থাপয়েদ্‌গুরুঃ স্নেহ দিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১৩৭ ॥ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব। জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলারোগ্যং সদাস্তু তে ॥১৩৮॥ তত উত্থায় গুরবে যথাশক্ত্যনুসারতঃ। দক্ষিণাং স্বং ফলং বাপি দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ। গুরোরাজ্ঞাবশীভূয় বিহরেদ্দেববদ্ভুবি ॥ ১৩৯ ॥ মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ তদাত্মা তন্ময়ো ভবেৎ। ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ। ইতি সংক্ষেপতো ব্রহ্মদীক্ষা তে কথিতা প্রিয়ে॥ ১৪০ ॥ গুরুকারুণ্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ১৪১ ॥ শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্তথা। বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥১৪২॥ অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ। স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বিকল্পো মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥১৪৩॥ অমুমেব ব্রহ্মমন্ত্রং মত্তঃ পূর্ব্বমুপাসিতাঃ। ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চাপি দেবা দেবর্ষয়স্তথা ॥ ১৪৪ ॥ দেবর্ষিংস্ত্রামুনয়স্তেভ্যো রাজর্ষয়ঃ প্রিয়ে।

বামকর্ণে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৩১—১৩৫। হে কালিকে! এই তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ-বিধি কহিলাম। ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই। ইহাতে কেবল মানসিক সঙ্কল্প করিতে হইবে। অনন্তর শিষ্য, গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইলে, গুরু তাঁহাকে স্নেহ প্রযুক্ত এইমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উত্থাপন করিবেন যে, "বৎস! তুমি উত্থিত হও, তুমি মুক্ত হইয়াছ; তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হও; তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হও; সর্ব্বদা তোমার বল ও আরোগ্য অক্ষত রূপে থাকুক" অনন্তর সেই সাধকশ্রেষ্ঠ উত্থিত হইয়া গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা স্বরূপ ধন বা ফল প্রদান করিবেন। পরে গুরুর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। যিনি ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র তন্ময় হইয়া যায়। দেবি! যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্য বহু সাধনে আবশ্যক কি? প্রিয়ে! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষা কহিলাম। ১৩৬—১৪০। যে সময়ে গুরুর করুণা হইবে, সেই সময়েই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। শাক্ত হউক বা শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক বা সৌর হউক, অথবা গাণপত্য হউক,—যে কোন মন্ত্র উপাসক হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা অন্য কোন জাতীয় হউক, সকলেই এই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী। দেবি! আমি এই মন্ত্রের প্রসাদে মৃত্যুঞ্জয়, দেবদেব, জগদ্‌গুরু, স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বিকল্প হইয়াছি। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এবং ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, আমা হইতে এই ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। হে প্রিয়ে! নারদ-বক্ত্র

উপাসিতা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মপ্রসাদতঃ॥ ১৪৫॥ ব্রাহ্মে মনৌ মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ। স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাচ্ছিষ্যেভ্যো হ্যবিচারয়ন্॥ ১৪৬॥ পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৄন্ পতিঃ স্ত্রিয়ম্। মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোঽপি চ॥ ১৪৭॥ স্বমন্ত্রদানে যো দোষস্তথা পিত্রাদিদীক্ষয়া। সিদ্ধে ব্রহ্মমহামন্ত্রে তদ্দোষো নৈব বিদ্যতে॥ ১৪৮॥ ব্রহ্মজ্ঞানিমুখ চ্ছ্রুত্বা যেন কেন বিধানতঃ। ব্রহ্মভূতো নরঃ পূতঃ পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে॥ ১৪৯॥ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতা যে গৃহস্থা ব্রাহ্মণাদয়ঃ। স্বস্ববর্ণোত্তমাস্তে তু পূজ্যা মান্যা বিশেষতঃ॥ ১৫০॥ ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সাক্ষাদিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বৈ পূজয়েয়ুর্ব্ব ক্ষজ্ঞান্-ব্রহ্মদীক্ষিতান্॥ ১৫১॥ যে চ তানবমন্যন্তে তে নরা ব্রহ্মঘাতিনঃ। পতন্তি ঘোরনরকে যাবদ্ভাস্কর-তারকম্॥ ১৫২॥ যৎ পাপং স্ত্রীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং ভ্রূণঘাতনে। তস্মাৎ কোটিগুণং পাপং ব্রহ্মোপাসকনিন্দনাৎ॥ ১৫৩॥ যথ ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ। গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ॥ ১৫৪॥

ইতি তৃতীয়োল্লাসঃ॥ ৩॥

হইতে ব্যাসাদি মুনিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে জনকাদি রাজর্ষিগণ এই মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমত্মার প্রসন্নতা প্রযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৪১—১৪৫। হে মহেশ্বরি! ব্রহ্মমন্ত্রে কোন বিষয়েই বিচার নাই। গুরু অবিচারিত-চিত্তে শিষ্যকে নিজ মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে এবং মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষিত করিতে পারেন। নিজমন্ত্র প্রদানে যে দোষ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং পিত্রাদি-কৃত দীক্ষায় যে দোষ উল্লিখিত আছে, এই মহাসিদ্ধ ব্রহ্মমন্ত্রে সে সমুদায় দোষ ঘটিবে না। ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর মুখে, যে কোন বিধানে ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য ব্রহ্মভূত ও পবিত্র হয়, সুতরাং সে আর পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয় না। যে সকল ব্রাহ্মণ বা তদ্ভজাতীয় ব্যক্তি ব্রহ্ম-মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূজ্য ও বিশেষরূপে মান্য হন। ১৪৬—১৫০। ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ যতি স্বরূপ এবং অপরজাতীয় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণের সদৃশ। এইজন্য সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে অবমাননা করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতক এবং তাহারা, যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও তারা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ঘোর নরকে অবস্থান করিবে। স্ত্রীহত্যা কিংবা ভ্রূণহত্যায় যে পাতক হয়, ব্রহ্মোপাসকের নিন্দাতে তাহা হইতে কোটিগুণাধিক পাপ হয়। ব্রহ্মমন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে লোক যেমন সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করে, তোমার সাধনদ্বারাও সেইরূপ হয়। ১৫১—১৫৪।

তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ উল্লাসঃ ।

শ্রুত্বা সম্যক্ পরব্রহ্মোপাসনং পরমেশ্বরী। পরমানন্দসম্পন্না শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ১ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কথিতং যৎ ত্বয়া নাথ ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্। সর্ব্বলোকপ্রিয়করং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥২॥ তেজোবুদ্ধিবলৈশ্বর্য্যদায়কং সুখসাধনম্। তৃপ্তাস্মি জগদীশান তব বাক্যামৃতপ্লুতা ॥ ৩ ॥ যদুক্তং করুণাসিন্ধো যথা ব্রহ্মনিষেবণাৎ। গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মম সাধনাৎ ॥ ৪ ॥ এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্। ব্রহ্মসাযুজ্যজননং যৎ ত্বয়া কথিতং প্রভো ॥ ৫ ॥

চতুর্থ উল্লাস ।

অনন্তর ভগবতী, পরমব্রহ্মের উপাসনা বিবরণ শ্রবণ করিয়া, পরমানন্দযুক্তা হইয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—নাথ! আপনি যে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় বলিলেন, ইহা সর্ব্বলোকের প্রিয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদদায়ক। এই ব্রহ্ম-সাধন হইতে তেজ, বুদ্ধি, বল ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং ইহা সর্ব্বসুখের সাধন। জগদীশ্বর! আমি তোমার বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা আপ্লুত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। করুণাসিন্ধো! আপনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসাধন দ্বারা যেরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, সেইরূপ আমার সাধন দ্বারাও ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। প্রভো! যাহা আপনি বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা

বিধানং কীদৃশং তস্য সাধনং কেন বর্ত্মনা। মন্ত্রঃ কো বাত্র বিহিতো ধ্যানপূজাদিকঞ্চ কিম্ ॥ ৬ ॥ সবিশেষং সাবশেষমামূলাদ্‌বক্তুমর্হসি। মম প্রীতিকরং দেব লোকানাং হিতকারকম্। কো ত্বদন্যো ভুবি শম্ভো ভবব্যাধিভিষগ্‌গুরুঃ ॥৭॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ। উবাচ পরয়া প্রীত্যা পার্ব্বতী পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ৮ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণম্। তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥৯॥ ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণঃ

ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, তাদৃশ মদীয় সাধন, আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। ১—৫। মদীয় সাধনের বিধি এবং কিরূপ পথ অবলম্বন করিয়াই বা সাধন করিতে হইবে? তাহার মন্ত্র কি, ধ্যান পূজা প্রভৃতিই বা কি? দেবদেব! আপনি এই সমুদায় বিশেষরূপে ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত বলুন। ইহাতে আমার প্রীতি ও লোকের হিতানুষ্ঠান হইবে। শম্ভো! আপনি ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সংসাররূপ ব্যাধি নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে? আপনি সদ্বৈদ্য এবং উপদেষ্টা। পার্ব্বতীপতি দেবদেব মহাদেব, পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যার-পর-নাই প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন,—হে মহাভাগে! হে দেবি! মানবগণ তোমার সাধন দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে, এইজন্য আমি তোমার আরাধনার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সাক্ষাৎ

পরমাত্মনঃ। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ ১০ ॥ মহদাদ্যণু-পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্। ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ ১১ ॥ ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ। ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ ১২ ॥ ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ ১৩ ॥ ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া। সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ ॥ ১৪ ॥ ত্বমেব সূক্ষ্মা

পরমব্রহ্মের পরম প্রকৃতি, অর্থাৎ শক্তি। এই সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। শিবে! তুমি সমুদায় জগতের জননী। ৬—১০। ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত এবং স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় স্থাবর-জঙ্গম-স্বরূপ জগৎ তোমা কর্ত্তৃকই উৎপাদিত হইয়াছে। এই সমুদায় জগৎ তোমারই অধীন। তুমি সকলের আদ্যা অর্থাৎ আদিভূতা। সমুদায় বিদ্যা এবং আমরা সকলে, তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। সমুদায় জগতের সমুদায় বিষয়, তুমি জানিতে পারিতেছ। তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, তুমি তারিণী, তুমি দুর্গা, তুমি ষোড়শী, তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি ধূমাবতী, তুমি বগলা, তুমি ভৈরবী, তুমি ছিন্নমস্তা, তুমি অন্নপূর্ণা, তুমি বাগ্দেবী, তুমি কমলালয়া লক্ষ্মী, তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপা এবং তুমি সর্ব্বদেবময়ী।

স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ ১৫ ॥ উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ ॥ ১৬ ॥ চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা। ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥ ১৭ ॥ তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্ কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্লভঃ। বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে ॥ ১৯ ॥ কুলবর্ত্ম বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ [illegible] ॥ কুলা-

তুমি সূক্ষ্মা, তুমিই স্থূলা; তুমি ব্যক্ত-স্বরূপা, তুমিই অব্যক্ত-স্বরূপা; তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা। তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। ১১—১৫। তুমি উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবদিগের সংহারের নিমিত্ত সময়ে সময়ে নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া থাক। তুমি বিশ্ব-রক্ষার্থ কখন চতুর্ভুজা, কখন দ্বিভুজা, কখন ষড়্ভুজা কখন বা অষ্টভুজা, হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। সমুদায় তন্ত্রে সেই নানা রূপভেদে, নানারূপ মন্ত্র, নানারূপ যন্ত্রাদি ও নানা সাধন কথিত হইয়াছে। পশু, দিব্য এবং বীর—এই তিন প্রকার ভাব কথিত আছে। কলিযুগে পশুভাব নাই। দিব্যভাবও দুর্লভ। কলিযুগে, বীর-সাধনই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক।

চারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে। ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ২১॥ জ্ঞানেন মেধ্যমখিলমমেধ্যং জ্ঞানতো ভবেৎ। ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে॥ ২২॥ যো জানাতি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্। কিমস্ত্যমেধ্যং তস্যাগ্রে সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥ ২৩॥ ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা। তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥ ২৪॥ সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্। ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥ ২৫॥ মহত্তত্ত্বাদি-ভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ। নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্॥ ২৬॥ সদ্রূপং সর্ব্বতো ব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু॥ ২৭॥ ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি। সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মনসগোচরম্॥ ২৮॥ তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা। করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥ ২৯॥ তব রূপং মহাকালো

হে দেবি! কলিযুগে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্ন দ্বারা কুল সাধন করিবে। ১৬—২০। দেবি! কুলাচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। যে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোত্থিত জ্ঞান দ্বারা সমুদায় বস্তু পবিত্র বোধ হয় এবং শাস্ত্রোত্থিত জ্ঞান দ্বারাই সমুদায় বস্তু অপবিত্র বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন পবিত্র অপবিত্র কোন বস্তুই থাকে না। যিনি জানেন, সনাতন পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার কাছে কোন্ বস্তু অপবিত্র আছে? কারণ, তিনি সকল জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। দেবেশি! তুমি সর্ব্বরূপিণী এবং সংসাররূপ চক্র দ্বারা ক্রীড়া-কর্ত্রী ও সকলের পরম জননী। তুমি পরিতুষ্টা হইলে সকলেরই পরিতোষ জন্মে। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র তুমিই তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে। তোমার সেই রূপ,—বাক্য ও মনের অগোচর। পরমব্রহ্মের সিসৃক্ষা হেতু, তোমা হইতে সর্ব্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ২১—২৫। মহত্তত্ত্ব অবধি মহাভূত পৃথিবী পর্য্যন্ত সর্ব্বজগৎ তোমা হইতেই সৃষ্ট। সর্ব্বকারণের কারণ, সেই ব্রহ্ম নিমিত্তমাত্র। তিনি সৎস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী, সমুদয় জগৎকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বদা একরূপ পরিণাম-রহিত, চিন্মাত্র এবং নির্লিপ্ত। তিনি কোন কার্য্য করেন না; তিনি ভক্ষণ করেন না, গমন করেন না। কোন বস্তুবিশেষে তাঁহার অবস্থিতি নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়; তিনি সত্যস্বরূপ; তিনি আদি-অন্ত-রহিত; তিনি বাক্য এবং মনের অগোচর। তুমি পরাৎপরা মহাযোগিনী। তুমি তাঁহার ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া, এই সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, এই জগৎকে পালন করিতেছ

জগৎসংহারকারকঃ। মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥৩১॥ কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী। কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে ॥ ৩২ ॥ পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ। বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ ৩৩ ॥ সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী। ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং

এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বজগৎকে সংহার করিতেছ। জগৎ-সংহারকারক মহাকাল,— ইহা তোমার একটী রূপ। এই মহাকাল, মহাসংহার সময়ে সমুদায় গ্রাস করিবেন। ২৬—৩০। সর্ব্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া, তিনি মহাকাল নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছেন। তুমি মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তোমার নাম আদ্যা পরমা 'কালিকা'। তুমি কালকে গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তুমি 'কালী'। তুমি সকলের আদি তুমি সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা, এই নিমিত্ত তোমাকে লোকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্ত্তন করে। তুমি সর্ব্বসংহার সময়ে—প্রলয়কালে বাক্যের অতীত, মনের অগম্য, তমোময়, আকৃতি-বিহীন স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক একমাত্র অবশিষ্ট থাক। তুমি সাকারা হইয়াও নিরাকারা। তুমি মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ কর; তুমি সকলের আদি, অনাদি, কর্ত্রী,

কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥ ৩৪ ॥ অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ। যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎ ফলং তব সাধনাৎ ॥ ৩৫ ॥ নানাচারেণ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাম্। বিভেদাৎ কথিতং দেবি কুত্রচিদ্‌গুপ্তসাধনম্ ॥ ৩৬ ॥ যে যত্রাধিকৃতা মর্ত্ত্যাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ। ভবিষ্যন্তি তরিষ্যন্তি মানুষা গতকিল্বিষাঃ ॥ ৩৭ ॥ বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্ভবেৎ। কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা। যোগেহপি ভোগবিরহঃ কৌল-

---

হর্ত্রী এবং পালিকা। ভদ্রে! আমি এই হেতু তোমার নিকট বলিয়াছি যে, ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি, যে ফল লাভ করে, তোমার সাধন দ্বারাও তাহার সেই ফল লাভ হইতে পারে। ৩১—৩৫। দেবি! দেশ, কাল ও অধিকারভেদে, নানা আচার ও ভাব প্রকাশ করিয়াছি। কোন কোন তন্ত্রে গুপ্তসাধনও আমাকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সকল মনুষ্য যেরূপ সাধনে অধিকারী, তাহারা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে, ফলভাগী হইবে এবং পাপ-রহিত হইয়া ভব-সাগর পার হইবে। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য দ্বারা জীবের কুলাচারে মতি হয়। কুলাচার দ্বারা যাঁহার আত্মা পবিত্র হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ শিবময় হন। যে স্থলে ভোগ-বাহুল্য আছে, সে স্থলে যোগের সম্ভাবনা কি আছে? যেস্থলে যোগের

স্তু ভয়মশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥ একশ্চেৎ কুলতত্ত্বজ্ঞঃ পূজিতো যেন সুব্রতে। সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ পূজিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০॥ পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং লভতে কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥ ৪১ ॥ শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে। কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৪২ ॥ কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে। যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ সত্যং ব্রবীমি তে দেবি হৃদি কৃত্বাবধারয়। সর্ব্বধর্ম্মোত্তমাৎ কৌলাৎ পরো ধর্ম্মো ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥ অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তোঽস্তি পশুসঙ্কটে। প্রকটীভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫ ॥ কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ন স্থাস্যন্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি ॥ ৪৬॥ যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা। ন স্থাস্যতি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৭ ॥ যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা। ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮ ॥ ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিদ্ভিন্না

অনুষ্ঠান আছে, সেস্থলে ভোগেরও সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হয় না। কুলাচারে প্রবৃত্ত জীব, ভোগ ও যোগ—এই উভয় ভোগ করিবেন। সুব্রতে! যে ব্যক্তি কর্তৃক কুলতত্ত্বজ্ঞানী একজন সাধক পূজিত হন, তাঁহা কর্তৃক সর্ব্বদেব এবং সর্ব্বদেবী পূজিত হন, তাহাতে সংশয় নাই। ৩৬—৪০। স্বর্ণপরিপূর্ণা পৃথিবী দান করিলে যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, কুলাচার-নিরত এক ব্যক্তির পূজা করিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়। যদি চণ্ডালও কুলতত্ত্বজ্ঞানী হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি কুলাচার-হীন হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হন। আমাকে জানিতে হইলে, কুলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই যে কুলধর্ম্ম—ইহার অনুষ্ঠান মাত্রে মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানী হন। দেবি! আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি, তুমি হৃদয় মধ্যে অবধারণ কর। কুলধর্ম্ম—সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এই পরম পথ, পশুসমূহে গুপ্ত আছে। যখন প্রবল কলি প্রবৃত্ত হইবে, তখন অচিরে এই পথ প্রকাশ হইয়া উঠিবে। ৪১—৪৫। আমি সত্য সত্য বলিতেছি, যখন কলিকাল প্রকৃষ্টরূপে বৰ্দ্ধিত হইবে, তখন কৌলাচারী মনুষ্য ভিন্ন পশ্বাচারী মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিবে না। বরারোহে! যখন দেখিবে যে, বৈদিকী দীক্ষা ও পৌরাণিকী দীক্ষা পৃথিবীতে থাকিবে না, তখন বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে। শান্তে! শিবে! যৎকালে পাপ-পুণ্যের বেদোক্ত পরীক্ষা থাকিবে না, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে। কুলেশ্বরি! যৎকালে সুর-তরঙ্গিণী কোথাও ছিন্ন, কোথাও ভিন্ন হইবেন, তখনই বুঝিবে যে,

যদা সুরতরঙ্গিণী। ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯ ॥ যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ। ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥৫০॥ যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ। গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫১ ॥ যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ। দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীংস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২ ॥ যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ। অসম্যক্‌ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩ ॥ ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া। মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দা-দণ্ড-বিবর্জ্জিতে। গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫ ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেষু যথা মদ্যাদিসেবনম্‌। কলাবপি তথা কুর্য্যাৎ কুলধর্ম্মানুসারতঃ ॥ ৫৬ ॥ যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারং সত্যপূতা জিতেন্দ্রিয়াঃ। ব্যক্তাচারা দয়াশীলা ন হি তান্‌ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৭ ॥ গুরুশুশ্রূষণে যুক্তা ভক্তা মাতৃপদাম্বুজে। অনুরক্তাঃ স্বদারেষু ন হি তান্‌ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৮ ॥ সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ। কুলসাধনসত্যা যে ন

কলি প্রবল হইয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞে! যৎকালে ম্লেচ্ছজাতীয়েরা রাজা হইবে এবং তাহারা ধনলোলুপ হইবে, তখনি বুঝিবে যে কলি প্রবল হইয়াছে। ৪৬—৫০। যৎকালে স্ত্রীগণ অতি দুর্দান্ত, কর্কশভাষিণী ও কলহ-নিরতা হইয়া স্বামীর নিন্দা করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে। যৎকালে পৃথিবীতে মনুষ্যগণ,—কামকিঙ্কর ও স্ত্রীর বশীভূত হইয়া গুরু, মিত্র প্রভৃতির অবমাননা করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে। যখন পৃথিবী স্বল্পফলা মেঘসমূহ স্বল্পবর্ষী ও বৃক্ষসমূহ স্বল্পফল হইবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে। যৎকালে ভ্রাতৃগণ, স্বজনগণ ও অমাত্যগণ বিত্তলাভ-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরস্পর বিবাদ করিয়া প্রহার করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে। যৎকালে প্রকাশ্য স্থানে মদ্য-মাংস খাইলে নিন্দা ও দণ্ড বর্জ্জিত হইবে, এবং সকলে গূঢ়রূপে সুরাপান করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে। ৫১—৫৫। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রকাশ্যে যে প্রকার মদ্যাদি সেবন করা হইত, সেইরূপে কলিযুগেও কুল-ধর্ম্মানুসারে সেবন করিতে পারিবে। যাঁহারা সত্য দ্বারা পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন, যাঁহাদের আচার সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইবে, যাঁহারা দয়াশীল হইবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। যাঁহারা গুরু-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিবেন, যাঁহারা মাতার চরণ-কমলে ভক্তি করিবেন, যাঁহারা স্বপত্নীতেই অনুরক্ত থাকিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। যাঁহারা সত্যব্রত সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া, কুল-

হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৯ ॥ কুলমার্গেণ তত্ত্বানি শোধিতানি চ যোগিনে। যে দদ্যুঃ সত্যবচসে নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬০ ॥ হিংসা-মাৎসর্য্যরহিতা দম্ভদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ। কুলধর্ম্মেষু নিষ্ঠা যে নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬১ ॥ কৌলিকৈঃ সহ সংসর্গং বসতিং কুলসাধুষু। কুর্ব্বন্তি কৌলসেবাং যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬২ ॥ নানা-বেশধরাঃ কৌলাঃ কুলাচারেষু নিশ্চলাঃ। সেবন্তে ত্বাং কুলাচারৈর্নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৩ ॥ স্নানং দানং তপস্তীর্থং ব্রতং তর্পণমেব চ। যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈর্নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৪ ॥ জীবসেকাদি-সংস্কারাঃ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈর্নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৫॥ কুলতত্ত্বং কুলদ্রব্যং কুলযোগিনমেব চ। নমস্কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৬ ॥ কৌটিল্যানৃতহীনানাং স্বচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্। পরোপকারব্রতিনাং সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ ॥ ৬৭ ॥ কলের্দোষ-সমূহস্য মহানেকো গুণঃ প্রিয়ে। সত্য-প্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ ॥৬৮॥ অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ মানসম্।

সাধনকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। যাঁহারা কুলধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শোধিত মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি, সত্যবাদী যোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। ৫৬—৬০। যাঁহারা হিংসা ও মাৎসর্য্য-বিহীন ; যাঁহারা দম্ভ ও দ্বেষশূন্য এবং যাঁহারা কুলধর্ম্মনিষ্ঠ, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। যাঁহারা কৌলিকদিগের সহিত সংসর্গ করেন, কুলসাধুদিগের নিকট বসতি করেন, কুল-সাধুদিগের সেবা করেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। যে সকল কুলধর্ম্মা-বলম্বী, কুলাচার হইতে বিচলিত না হইয়া বিবিধ বেশ ধারণপূর্ব্বক কুলাচারক্রমে তোমার পূজা করেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। যাঁহারা কুলাচার অনুসারে স্নান, দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তর্পণ করেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। যাঁহারা কুলাচার অনুসারে গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ করেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক কুলতত্ত্ব ও কুলদ্রব্যের অর্চ্চনা করেন এবং কুলযোগীকে নমস্কার করেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। ৬১—৬৬। কুটিলতা ও মিথ্যাচার-বিহীন, নির্ম্মলান্তঃকরণ, কুলমার্গানুসারী, পরোপকার-ব্রতে দীক্ষিত,—এই কলি সাধু-দিগের দাস-স্বরূপ হইয়া থাকে। হে প্রিয়ে! কলির দোষ-সমূহের মধ্যে একটী প্রধান গুণ আছে যথা—সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলিক-গণের সঙ্কল্পমাত্রেই শ্রেয়োলাভ হয়। হে দেবি! অন্য যুগে মানবগণের পাপ-পুণ্য মানসিক ছিল, অর্থাৎ সঙ্কল্প দ্বারাই হইত,

নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং নতু দুষ্কৃতম্ ॥ ৫৯ ॥ কুলাচারৈর্বিহীনা যে সততং-নৃতাভাষিণঃ। পরদ্রোহপরা যে চ তে নরাঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭০ ॥ কুলবর্ত্মস্বভক্তা যে পরযোষিৎসু কামুকাঃ। দ্বেষ্টারঃ কুলনিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭১ ॥ যুগাচারপ্রসঙ্গেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্। সংক্ষেপাৎ কথিতং ভদ্রে প্রীতয়ে তব পার্ব্বতি ॥৭২॥ প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ। স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥৭৩॥ সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ। তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে ॥ ৭৪ ॥ নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭৫॥ সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ। সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা ॥ ৭৬ ॥ সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ। সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি ॥ ৭৭ ॥ অতএব ময়া প্রোক্তং দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ। কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্ত্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ ॥ ৭৮ ॥ গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা। তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্ ॥ ৭৯ ॥ কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং

কলিযুগে কেবল মানসিক পুণ্য হইবে,—পাপ হইবে না। যাহারা সতত মিথ্যা-বাক্য কহে, যাহারা পরের অনিষ্টাচরণে তৎপর, যাহারা কুলাচার-বিহীন, সেই সকল মনুষ্য কলির কিঙ্কর। যাহারা কুলমার্গে অভক্তি করে, যাহারা পরস্ত্রী-কামুক এবং যাহারা কুলাচার-নিরত ব্যক্তিদিগের দ্বেষ করে, তাহাদিগকে কলির দাস বলিয়া জানিতে হইবে। ৬৭—৭১। হে পার্ব্বতি! হে ভদ্রে! যুগাচার-প্রসঙ্গে তোমার প্রীতির নিমিত্ত সংক্ষেপে কলির প্রবলতার লক্ষণ কথিত হইল। হে দেবি! এই কলি প্রবল হইলে সমুদায় ধর্ম্মই দুর্ব্বল হইবে, কিন্তু একমাত্র সত্যই থাকিবে। অতএব সত্যময় হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। হে সুব্রতে! মানব, সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মই সফল হইবে, ইহা সত্য বলিয়া জানিবে। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; মিথ্যা হইতে পাপ-কার্য্য আর কিছুই নাই। অতএব মানবের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র সত্য অবলম্বন করা। ক্ষার-ভূমিতে বীজ-বপন যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপস্যাও বৃথা। ৭২—৭৬। সত্যরূপই পরমব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা স্বরূপ, সকল ক্রিয়াই সত্যমূলক; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। অতএব আমা কর্ত্তৃক উক্ত হইল যে, পাপময় কলি প্রবল হইলে সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে, কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবে। গোপন করিলে সত্যের হানি হয়। মিথ্যা-বাক্য ব্যতীত গোপন সম্ভব হয় না, অতএব কৌলিক ব্যক্তি

স্যাজ্জুগুপ্সিতম্। যদুক্তং কুলতন্ত্রেষু ন শস্তং প্রবলে কলৌ॥ ৮০॥ কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ-স্ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ। দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগে॥ ৮১॥ তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খঞ্জং দয়াপি চ। সত্য-পাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে। তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ৮২॥ কুলাচারং বিনা যত্র নাস্ত্যপায়ঃ কুলেশ্বরি। তত্রানৃতপ্রবেশশ্চেৎ কুতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ॥ ৮৩॥ সর্ব্বথা সর্ব্বপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা। সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্॥ ৮৪॥ দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণম্। ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা॥ ৮৫॥ জাতকর্ম্ম তথা নাম-চূড়াকরণমেব চ। মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগম-সম্মতম্॥ ৮৬॥ তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ। যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণম্॥ ৮৭॥ বাপীকূপতড়াগা-নাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ। গৃহারম্ভ-প্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা॥ ৮৮॥ দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ। ঋতুমাস-বর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ॥ ৮৯॥ কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ। মন্মোক্তেন বিধানেন তৎ সর্ব্বং

প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিবে। আমি পূর্ব্বে কুলতন্ত্রে বলিয়াছি যে, কুলধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা-বাক্য নিন্দিত নহে; কিন্তু কলির প্রবলতা হইলে, এই উপদেশ প্রশস্ত নহে। সত্যযুগে চতুষ্পাদ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ধর্ম্ম ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার এক পদ হীন হইয়া ত্রিপাদ হয়। দ্বাপর যুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদমাত্র। কলিযুগে সেই ধর্ম্মের এক পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। ৭৭—৮১। সেই একপাদ ধর্ম্মেরও তপস্যা ও দয়া রূপ দুই অংশ ভগ্ন হইয়াছে,—একমাত্র সত্যাংশই বলবৎ আছে; এক্ষণে সেই সত্যরূপ পাদ ভগ্ন করিলে, ধর্ম্ম লোপ হইয়া যাইবে। হে কুলেশ্বরি! সেই কারণে সত্যকে সম্যক্‌রূপে অবলম্বন করিয়াই সমুদায় কার্য্য সাধন করিবে। যে কলিকালে কুলাচার ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই, সেই কলিকালে যদি মিথ্যা আচার প্রবেশ করে, তাহা হইলে কখনই মুক্তিলাভ হয় না। অতএব সর্ব্বতোভাবে সত্য দ্বারা পবিত্রাত্মা হইয়া, মৎকথিত পথানুসারে মানবগণ স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের উপযোগী দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ, তর্পণ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম আচরণ করিবে। বিশেষতঃ এইরূপে ব্রত, উদ্বাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃ-শ্রাদ্ধ আগম-সম্মত করিবে। তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদোৎসব, যাত্রা, গৃহ-প্রবেশ, নূতন বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান, বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতি খনন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য-কর্ম্ম, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতা-স্থাপন, দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, মাসকৃত্য, ঋতুকৃত্য, বর্ষকৃত্য, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম,

সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯০ ॥ ন কুর্য্যাদ্যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা। বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯১ ॥ যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ। যো যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৯২ ॥ মন্মতাসম্মতা দীক্ষা সাধকপ্রাণঘাতিনী। পূজাপি বিফলা দেবি হুতং ভস্মার্পণং যথা ॥ ৯৩ ॥ দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৯৪ ॥ কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে। যোঽন্য-মার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ৯৫ ॥ ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যেঽন্যমার্গেণ মানবঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯৬ ॥ ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ ব্রাত্যো মাণবকো ভবেৎ। কেবলং সূত্রবাহোঽসৌ চাণ্ডালাদধমোঽপি সঃ ॥৯৭॥ উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা। উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ-কুলনায়িকে। বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে ॥ ৯৮ ॥ তদ্ধস্তাদন্ন-তোয়াদি নৈব গৃহ্নন্তি দেবতাঃ। পিতরোঽপি ন চাশ্নন্তি যতস্তন্মল-পূয়বৎ ॥ ৯৯ ॥

কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, অকর্ত্তব্য-কর্ম্ম, ত্যাজ্য-কর্ম্ম, গ্রাহ্য-কর্ম্ম—এই সমুদায় মদুক্ত বিধানানুসারে সাধন করিবে। ৮২—৯০। যদি কোন ব্যক্তি মোহ বশতঃ, দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অথবা অশ্রদ্ধা বশতঃ উক্ত কার্য্য সমুদায় মদুক্ত বিধানানুসারে সাধন না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্ব-কর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া পরিশেষে বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। হে মহেশ্বরি! কলিযুগ প্রবল হইলে যদি কেহ আমার মত পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করে, তাহা হইলে ঐ কর্ম্ম, বিপরীত-ফলজনক হইবে। হে দেবি! আমার মতের অসম্মত দীক্ষা, সাধকের প্রাণঘাতিনী হইবে এবং ভস্মে আহুতি-প্রদানের ন্যায় তাহার পূজাও নিষ্ফল হইবে। বিশেষতঃ তাহার প্রতি দেবতা কুপিতা হই-বেন এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন হইবে। হে অম্বিকে! কলিকাল প্রবল হইলে যে ব্যক্তি মৎকথিত শাস্ত্র অবগত থাকিয়াও, অন্য পথ অনুসারে কর্ম্ম করিবে, সে মহা-পাতকী হইবে। ৯১—৯৫। যে ব্যক্তি অন্য পথ অবলম্বন করিয়া ব্রত বা বিবাহ করিবে, যতকাল চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, সেই ব্যক্তি ততকাল নরকবাসী হইবে। অন্য মতে উপনয়ন হইলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হইবে; যাহার উপনয়ন হইবে, সে ব্রাত্য হইবে; সে ব্যক্তি কেবল সূত্রবাহী এবং সে চাণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইবে। হে কুলনায়িকে! অন্য পদ্ধতি অনুসারে যে নারী বিবাহিতা হইবে, সে নিন্দিতা এবং ঐ বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী হইবে, ইহা জানা উচিত। তাদৃশ বিবাহিতা স্ত্রী গমনে, পুরুষের দিনে দিনে বেশ্যাগমন-জনিত পাপ হইবে। দেবতারা সেই নারীর হস্ত হইতে অন্ন-জলাদি গ্রহণ করিবেন না, পিতৃলোকও তাহা ভক্ষণ বা পান করিবেন

তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারোঽস্য জায়তে ॥ ১০০ ॥ অশাম্ভবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনং চরেৎ। ন সান্নিধ্যং ভবেৎ তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন। ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০১ ॥ আগমোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। শ্রাদ্ধং তন্নিষ্ফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০২ ॥ তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ। তস্মান্মর্ত্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ ॥ ১০৩ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে। অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকম্ ॥ ১০৪ ॥ অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি। শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১০৫ ॥ মদুদীরিতমার্গেণ নিত্যনৈমিত্তকর্ম্মণাম্। সাধনং যন্মহেশানি তদেব তব সাধনম্ ॥ ১০৬ ॥ বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্রযন্ত্রাদিসংযুতম্। ভেষজং কলিরোগাণাং শ্রূয়তাং গদতো মম ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে পরাপ্রকৃতিসাধনোপক্রমো নাম চতুর্থ উল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

না; কারণ, তাহা মল-পূষের তুল্য। সেই স্ত্রী-পুরুষের যে সন্তান হইবে, সে কানীন এবং সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত ৯৭—১০০. সুতরাং অশাম্ভব শাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র ভিন্ন শাস্ত্র দ্বারা তাহার দৈবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম ও কুলাচার কর্ম্মে অধিকার থাকিবে না। অশাম্ভব অর্থাৎ তন্ত্র ভিন্ন শাস্ত্র-পদ্ধতি অনুসারে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিলে, ঐ মূর্ত্তিতে দেবতার সান্নিধ্য হইবে না; তাহার ইহলোক ও পরলোকে কোন ফল হইবে না। তাহার কেবল কায়ক্লেশ ও ধনক্ষয়মাত্র সার হইবে। যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি ত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পিতৃলোকের সহিত নরকে গমন করিবে। তৎপ্রদত্ত জল শোণিত-সদৃশ ও পিণ্ড মলময় হইবে। অতএব মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে শঙ্কর-প্রদর্শিত মত আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। হে দেবি! এস্থলে অধিক আর কি বলিব? আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শিবের অসম্মত যে কর্ম্ম করিবে, সে সমুদায়ই নিষ্ফল হইবে। যাহারা শম্ভুপ্রোক্ত আচার-হীন, তাহাদের তত্তৎ-কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্ম দূরে থাকুক, পূর্ব্ব সঞ্চিত ধর্ম্মও নষ্ট হইবে এবং তাহাদের আর নরক হইতে উদ্ধার হইবে না। হে মহেশানি! মদুক্ত পদ্ধতি অনুসারে যে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের সাধন, তাহাই তোমার সাধন হইবে। তাহার মধ্যে কলিরূপ রোগের ঔষধ স্বরূপ বহুবিধ মন্ত্র ও যন্ত্রাদি-সংযুক্ত তোমার বিশেষ আরাধনা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০১—১০৭।

চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম উল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ। ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী। তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদিষু॥ ১॥ তব রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ। নানা-প্রয়াস-সাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে॥ ২॥ তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু। তেষা-মর্চ্চা-সাধনানি কথিতানি যথামতি॥ ৩॥ গুপ্তসাধনমেতত্তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্। অস্য প্রসাদাৎ কল্যাণি ময়ি তে করুণে-দৃশী॥ ৪॥ ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তন্নাহং গোপ-ক্ষমঃ। কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥ ৫॥ সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্। ত্বৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাৎ তব সন্তোষকারণম্॥ ৬॥ কলিকল্মষদীনানাং নৃণাং স্বল্পায়ুষাং প্রিয়ে। বহুপ্রয়াসাশক্তানা-মেতদেব পরং ধনম্॥ ৭॥ ন চাত্র ন্যাস-বাহুল্যং নোপবাসাদিসংযমঃ। সুখসাধ্য-মবাহুল্যং ভক্তানাং ফলদং মহৎ॥ ৮॥ তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শিবে। যস্য শ্রবণমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে॥ ৯॥ প্রাণেশস্তৈজসারূঢ়ো ভেরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্।

পঞ্চম উল্লাস।

শ্রীসদাশিব কহিলেন,—তুমি আদ্যা ও পরমা-শক্তি। তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা। তোমার শক্তিপ্রভাবে আমরা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি নানা-কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি। তোমার নানা বর্ণ, নানা আকার-বিশিষ্ট এবং বহুপ্রয়াসে সাধনার অনন্ত রূপ আছে। কোন্ ব্যক্তি সে সমুদায় রূপ বর্ণন করিতে পারে? তোমার কৃপালেশ দ্বারা কুলতন্ত্র প্রভৃতি এবং আগম সমুদায়ে তোমার সেই সমুদায় রূপের পূজা ও সাধন যথামতি বলিয়াছি। কিন্তু এই গুপ্তসাধন কোথাও প্রকাশ করি নাই। হে কল্যাণি! এই গুপ্তসাধন-প্রসাদে আমার প্রতি তোমার এতাদৃশী কৃপা হইয়াছে। প্রিয়ে! এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া গোপন করিতে সমর্থ হইলাম না। অতএব তাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক প্রিয়তর হইলেও তোমার প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি। ১—৫।

এই গুপ্তসাধন,—সর্ব্বদুঃখ-শান্তিজনক সর্ব্ব-বিপদ্-বিনাশকারক; এই গুপ্তসাধন তোমার সন্তোষের কারণ এবং ইহা দ্বারা অচিরাৎ তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রিয়ে! কলিকালে স্বল্পায়ু, কলিকলুষ দ্বারা কাতর ও বহুপরিশ্রমে অসমর্থ মনুষ্যদিগের পক্ষে এই গুপ্তসাধনই পরম ধন। এই গুপ্তসাধনে, ন্যাস-বাহুল্য নাই, উপবাস প্রভৃতি সংযমও নাই। এই সাধন সুখসাধ্য, সংক্ষিপ্ত; অথচ ভক্তগণের চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা, সুতরাং ইহাই শ্রেষ্ঠ। হে দেবেশি! হে শিবে! আমি প্রথমতঃ সে বিষয়ের মন্ত্রোদ্ধারের ক্রম বলিতেছি—শ্রবণ কর। মনুষ্যগণ ইহা শ্রবণ করিবামাত্র জীবন্মুক্ত হইবে। হে প্রিয়ে! তৈজসে অর্থাৎ রেফে আরূঢ়

বীজমেতৎ সমুদ্ধৃত্য দ্বিতীয়মুদ্ধরেৎ প্রিয়ে॥ ১০॥ সন্ধ্যা রক্তসমারূঢ়া বামনেত্রেন্দু-সংযুতা। তৃতীয়ং শৃণু কল্যাণি দীপসংস্থঃ প্রজাপতিঃ॥ ১১॥ গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখাবহঃ। বীজত্রয়ান্তে পরমেশ্বরি সম্বোধনং পদম্॥ ১২॥ বহ্নিকান্তাবধিঃ প্রোক্তো দশার্ণোহয়ং মনুঃ শিবে। সর্ব্ববিদ্যা-ময়ী দেবী বিদ্যেয়ং পরমেশ্বরী॥ ১৩॥ আদ্যত্রয়াণং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়-মেব বা। প্রজপেৎ সাধকাধীশঃ সর্ব্ব-কামার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৪॥ বীজমাদ্যত্রয়ং হিত্বা সপ্তার্ণাপি দশাক্ষরী। কামবাগ্‌ভব-তারাদ্যা সপ্তার্ণাষ্টাক্ষরী ত্রিধা॥ ১৫॥ দশার্ণামন্ত্রণপদাৎ কালিকে পদমুচ্চরেৎ। পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ॥ ১৬॥ ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্ব-

প্রাণেশ অর্থাৎ হকারে ভেরুণ্ডা (ঈ) যোগ করিয়া তাহাকে ব্যোমবিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার-বিশিষ্ট করিবে, (হ্রীং) বীজ উদ্ধার করিয়া, দ্বিতীয় বীজ উদ্ধার করিবে। ৬—১০। সন্ধ্যা (শ) রক্তের (র) উপর আরোহণ করিবে, তাহাতে বামনেত্র (ঈ), ইন্দু অর্থাৎ অনুস্বার যোগ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র (শ্রীং) হইবে। কল্যাণি! পশ্চাৎ তৃতীয় মন্ত্র শ্রবণ কর। প্রজাপতি (ক), দীপের (রেফের) উপর থাকিবে। তাহাতে গোবিন্দ (ঈ) এবং বিন্দু (ং) সংযোগ করিতে হইবে। এই (ক্রীং) বীজ সাধকদিগের সুখজনক। এই বীজত্রয়ের পরে "পরমেশ্বরি!" এই সম্বোধন পদ। এই মন্ত্রের শেষাংশে বহ্নিকান্তা, 'স্বাহা' এই পদ, থাকিবে; হে ..... হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি স্বাহা) এই দশাক্ষরে মন্ত্র কথিত হইল। সর্ব্ব-বিদ্যা স্বরূপা এই মন্ত্রাত্মিকা দেবী, পর-মেশ্বরী বিদ্যা। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত, আদ্য বীজত্রয়ের মধ্যে, একটী একটী বীজ কিংবা তিনটীই জপ করিবে। মন্ত্র-প্রথম বীজত্রয় (হ্রীং শ্রীং ক্রীং) পরিত্যাগ করিলে, কথিত দশাক্ষর মন্ত্র একটী সপ্তাক্ষর মন্ত্র (পরমেশ্বরি স্বাহা) রূপেও পরিণত হয় এবং এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে কাম-বীজ (ক্লীং) বাগ্বীজ (ঐং) তার (ওঁ) যোগ করিয়া দিলে, তিনটী অষ্টাক্ষরী মন্ত্র হয়। (যথা— ক্লীং পরমেশ্বরি স্বাহা। ঐং পরমেশ্বরি স্বাহা। ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহা)। ১১—১৫। পূর্ব্বোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের সম্বোধন পদের অন্তে, 'কালিকে' এই পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে আদ্য বীজত্রয় (হ্রীং শ্রীং ক্রীং) উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিবধূ (স্বাহা) পদ বলিবে। (হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা) এই ষোড়শ-বর্ণময়ী মন্ত্র ষোড়শী বলিয়া আখ্যাতা; সমুদায় তন্ত্রে গুপ্তা আছেন। এই মন্ত্রের আদিতে যদি বধূ (স্ত্রীং) অথবা (ওঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে দুইটী সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হইবে। (যথা— স্ত্রীং হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি কালিকে

তন্ত্রেষু গোপিতা। বধবাদ্যা প্রণবাদ্যা চেদেষা সপ্তদশী স্মৃতা ॥ ১৭ ॥ তব মন্ত্রা হ্যসংখ্যাতাঃ কোটিকোট্যর্ব্বুদাস্তথা। সংক্ষেপাদত্র কথিতা মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তে সর্ব্বে তব মন্ত্রাঃ স্যুস্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ ॥ ১৯ ॥ এতেষাং সর্ব্বমন্ত্রাণামেকমেব হি সাধনম্। কথয়ামি তব প্রীত্যৈ তথা লোকহিতায় চ ॥ ২০ ॥ কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ। তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ ॥২১॥ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ। শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২ ॥ পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে। নেষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ২৩ ॥ শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরো ভবেৎ। পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি নাধিকারী তু কর্ম্মসু। তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথোচিতম্ ॥ ২৫ ॥ রজনীশেষযামস্য শেষার্দ্ধমরুণোদয়ঃ। তদা সাধক উত্থায় মুক্তস্বাপঃ কৃতাসনঃ। ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ॥ ২৬ ॥ শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্। বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্ ॥ ২৭ ॥ বামেনোৎপল-

---

হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা। ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীং শ্রীং ক্রীং স্বাহা)। হে প্রিয়ে! তোমার কোটি কোটি অর্ব্বুদ, সুতরাং অসংখ্য মন্ত্র। এস্থলে সংক্ষেপে দ্বাদশটী মাত্র কথিত। যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই তোমার মন্ত্র। যেহেতু তুমিই আদ্যা প্রকৃতি। এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সাধন একই প্রকার; আমি জগতের হিতসাধন এবং তোমার প্রীতির নিমিত্ত সেই সাধন বলিতেছি। ১৭—২০। হে দেবি! কুলাচার বিনা শক্তিমন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। অতএব কুলাচারে নিরত হইয়া, শক্তি সাধন করিতে হইবে। হে আদ্যে! শক্তি পূজা-বিধানে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—এই পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করিলে, তাহা অভিচারের নিমিত্ত অর্থাৎ প্রাণঘাতক হইয়া উঠে। তাহাতে সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না এবং পদে পদে বিঘ্ন হয়। প্রস্তরের উপরে শস্য বপন করিলে যেমন অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ব-বিহীন পূজাতে ফললাভ জন্মিতে পারে না। হে দেবি! প্রাতঃকৃত্য না করিলে কর্ম্মে অধিকার হয় না, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে যথোচিত প্রাতঃকৃত্য বলিতেছি। ২১—২৫। রজনীর শেষ প্রহরের শেষার্দ্ধকে অরুণোদয় সময় বলে; সেই সময়ে সাধক নিদ্রা-পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া আসন করিয়া, মস্তকে শুক্ল-পদ্মে উপবিষ্ট, দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র গুরুকে ধ্যান করিবেন। তিনি শুক্ল-বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, তিনি শ্বেতমাল্য-যুক্ত ও শ্বেতচন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত এবং একহস্তে বর ও এক হস্তে

ধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্। স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮ ॥ এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারকৈঃ। পূজ য়িত্বা জপেন্মন্ত্রী বাগ্ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥ যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে। ততস্তু প্রণমেদ্ধীমান্ মন্ত্রেণানেন সদ্গুরুম্ ॥ ৩০ ॥ ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে। নমঃ সদ্গুরবে তুভ্যং ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনে ॥ ৩১ ॥ নরাকৃতিপরব্রহ্ম-রূপায়াজ্ঞানহারিণে। কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩২ ॥ প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজদেবতাম্। পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্রজপং চরেৎ ॥ ৩৩ ॥ যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরে-হর্পয়েৎ। মন্ত্রেণানেন মতিমান্ প্রণমেদিষ্ট-দেবতাম্ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণ্যৈ জগ-দ্ধাত্র্যৈ নমো নমঃ। আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥ নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেদ্বামপাদপুরঃসরম্। ত্যক্ত্বা মূত্র-পুরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥ ততো গত্বা জলাভ্যাসে স্নানং কৃত্বা যথাবিধি। আদাবপ উপস্পৃশ্য প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭ ॥

অভয় দান করিতেছেন। তিনি শান্ত এবং করুণাময়-শরীর, অর্থাৎ শরীর দেখিলেই তাঁহাকে দয়ালু বলিয়া বোধ হয়। বাম-ভাগ-স্থিতা উৎপল-ধারিণী তদীয় শক্তি তাঁহার শরীর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত, তিনি সুপ্রসন্ন এবং সাধুদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিতেছেন। হে কুলেশ্বরি! মন্ত্র-সাধক ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করিয়া, মানসিক উপচার দ্বারা পূজা করিয়া গুরু-মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ বাগ্ভব বীজ (ঐং) জপ করিবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া, দক্ষিণ-হস্তে জপ সমর্পণপূর্ব্বক, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া, সদ্গুরুকে প্রণাম করিবে। আপনি সংসার-শৃঙ্খল-মোচনের জন্য জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন এবং আপনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আপনি সদ্গুরু;—আপনাকে নমস্কার। যিনি মনুষ্যরূপী হইয়াও পরমব্রহ্ম-স্বরূপ যিনি অজ্ঞান-বিনাশক এবং কুলধর্ম্ম প্রকাশক, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। ২৬-৩২। এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া, নিজ দেবতাকে চিন্তা করিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ মানস-উপচার দ্বারা নিজ দেবতার পূজা করিয়া মূল-মন্ত্র জপ করিবে। যথাশক্তি জপ করিয়া দেবীর বাম-হস্তে জপ সমর্পণ করিবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিবে;—তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী,—তোমাকে নমস্কার। তুমি জগদ্ধাত্রী,—তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার এবং তুমি জগতের সৃষ্টি-সংহারকর্ত্রী আদ্যা কালিকা,—তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। এইরূপে ইষ্ট-দেবতাকে প্রণাম করিয়া অগ্রে বামচরণ প্রক্ষেপপূর্ব্বক বহির্গমন করিবে। পরে মল-মূত্র পরিত্যাগ করিয়া দন্তধাবন করিবে। অনন্তর জলাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রথমে আচমন করিয়া

নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে
সকৃৎ স্নাত্বা তথোন্মজ্জ্য মান্ত্রমাচমনং চরেৎ
৩৮ ॥ আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈঃ স্বাহান্তৈঃ
সাধকাগ্রণীঃ। ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য
চাচমেৎ কুলসাধকঃ ॥৩৯॥ কুলযন্ত্রং মন্ত্রগর্ভং
বিলিখ্য সলিলে সুধীঃ। মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা
তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥ তেজোরূপং
জলং ধ্যাত্বা সূর্য্যমুদ্দিশ্য দেশিকঃ। তস্মৈ ত্রী-
স্ত্রাঞ্জলীন্ দত্ত্বা তেনৈব পাথসা ত্রিধা। অভি-
ষিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্রাণি রোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥
ততস্তু দেবতাপ্রীত্যৈ ত্রির্নিমজ্জ্য জলান্তরে।
উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাচ্ছুষ্কবাসসী ॥৪২॥
মৃৎস্নয়া ভস্মনা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাদ্ গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলঃ॥৪৩॥
বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চৈব যথানুক্রমযোগতঃ।
সন্ধ্যাং সমাচরেন্মন্ত্রী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে ॥
৪৪ ॥ আচম্য পূর্ব্ববৎ তোয়ৈস্তীর্থান্যাবাহয়ে-
চ্ছিবে ॥ ৪৫ ॥ গঙ্গে চ যমুনে চৈব
গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি
জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৪৬ ॥ মন্ত্রেণানেন
মতিমান্ মুদ্রয়াঙ্কুশসংজ্ঞয়া। আবাহ্য তীর্থং
সলিলে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭ ॥ তত-

জলে অবতরণ করিবে। ৩৩—৩৭। নাভি-মাত্র জলে অবস্থিত হইয়া, শরীরের মল অপনয়ন নিমিত্ত একবারমাত্র স্নান করিয়া, উন্মগ্ন হইয়া মন্ত্রাচমন করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ কুলসাধক "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার জলপান পূর্ব্বক দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জনরূপ আচমন করিবে। সুধী ব্যক্তি, জলে ত্রিকোণ কুলযন্ত্র লিখিয়া, তন্মধ্যে মূলমন্ত্র লিখিবে। হে প্রিয়ে! তাহার উপর দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে সাধক, সেই মন্ত্রপূত জলকে তেজোরূপ ভাবনা করিয়া, সূর্য্যদেবের উদ্দেশে তিন অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক, সেই জল দ্বারা তিনবার আপনার মস্তক অভিষিক্ত করিয়া মুখ, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও চক্ষুর্দ্বয়—এই সপ্তচ্ছিদ্র রোধ করিবে। অনন্তর দেবতার প্রীতির নিমিত্ত জলমধ্যে তিনবার নিমগ্ন হইয়া উত্থানপূর্ব্বক গাত্র মার্জ্জন করিয়া শুষ্ক বস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র ধারণ করিবে। ৩৮—৪২। অনন্তর গায়ত্রী দ্বারা শিখা বন্ধন করিয়া, মৃত্তিকা অথবা ভস্ম দ্বারা ললাটে বিন্দুযুক্ত ত্রিপুণ্ড্র তিলক ধারণ করিবে। সাধক, যথাক্রমে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা বলিতেছি—শ্রবণ কর। হে শিবে! জল [illegible]য়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে আচমন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা নানাতীর্থের আবাহন করিবে। মন্ত্র,—হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! তোমরা এই জলে সন্নিহিত হও। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অঙ্কুশ-মুদ্রা দ্বারা জলমধ্যে তীর্থ আবাহন করিবে এবং আবাহিত তীর্থ-জলের উপর দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৪৩—৪৭। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ-

স্তেতোয়তো বিন্দুং স্থিধা ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ।
মধ্যমানামিকাযোগাদঙ্গুলোচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥৪৮॥
সপ্তবারং স্বমূর্দ্ধানমভিষিচ্য ততো জলম্।
বামহস্তে সমাদায় চ্ছাদয়েদ্দক্ষপাণিনা ॥৪৯॥
ঈশান-বায়ুবরুণ-বহ্নীন্দ্রবীজপঞ্চকম্। প্রজপ্য
বেদধা তোয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥
বীক্ষ্য তেজোময়ং ধ্যাত্বা চেড়য়াকৃষ্য সাধকঃ।
দেহান্তঃ কলুষং তেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥
৫১॥ নিষ্কষ্য পুরতো বজ্রশিলায়াং মন্ত্রমুচ্চরন্
ত্রিবারং তাড়য়ন্ মন্ত্রী হস্তৌ প্রক্ষালয়েৎ
ততঃ ॥ ৫২ ॥ আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যা-
র্ঘ্যাং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ তারমায়াহংস-
ইতি ঘৃণিসূর্য্য ততঃ পরম্। ইদমর্ঘ্যং তুভ্য-
মুক্ত্বা দদ্যাৎ স্বাহেত্যুদীরয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ ততো
ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥
৫৫ ॥ প্রাতর্ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ
কুমারিকাম্। কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাঞ্চ
বিভ্রতীম্। কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং
শুচিস্মিতাম্ ॥ ৫৬ ॥ মধ্যাহ্নে তাং শ্যাম-
বর্ণাং বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্। শঙ্খচক্র-
গদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥ ৫৭ ॥
পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষিতাম্।

পূর্ব্বক সেই জল হইতে পরস্পর-সংযুক্ত মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে তিনবার জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। ঐরূপে ঐ জলবিন্দু দ্বারা আপনার মস্তক অভিষিক্ত করিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল বাম-করতলে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে ঐ বাম-হস্তস্থ জলের উপর ঈশানবীজ, (হং), বায়ুবীজ, (যং) বরুণবীজ, (বং), বহ্নিবীজ (রং) ইন্দ্র-বীজ (লং), এই—পাঁচটী বীজ, চারিবার জপ করিয়া, সেই জল দক্ষিণ-হস্তে গ্রহণ করিবে। পরে সাধক সেই জলকে দর্শন এবং তাহাকে তেজোময় ভাবনা করিয়া, ইড়া (বাম-নাসিকা) দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক সেই জলের সহিত শারীরিক ও মানসিক পাপ পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী (দক্ষিণ-নাসিকা) দ্বারা নিঃসারিত করিবে। সাধক, কলুষ নিঃসারিত করিয়া, 'ফট্' এই মন্ত্র উচ্চারণ-করত সম্মুখে কল্পিত বজ্রশিলার উপরিভাগে সেই জল তিনবার তাড়িত করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। ৪৮—৫২। অনন্তর আচমন করিয়া, বক্ষ্যমাণ প্রসিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। তার (ওঁ), মায়া (হ্রীং), ইহার পর 'ঘৃণি সূর্য্য' তাহার পর 'ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং' বলিয়া 'স্বাহা' পদ উচ্চারণ করত অর্ঘ্য দান করিবে। অনন্তর প্রাতঃ-কালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সন্ধ্যাকালে, গুণ-তারতম্যানুসারে ত্রিরূপিণী পরম-দেবতা মহাদেবী গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা কুমারী, তীর্থোদক-পূর্ণ কমণ্ডলু এবং নির্ম্মল মাল্য-ধারিণী, কৃষ্ণাজিন-পরিধানা, হংসারূঢ়া এবং বিশুদ্ধ-স্মিত-শোভিতা ব্রাহ্মী ব্রহ্ম শক্তিকে ধ্যান করিবে। মধ্যাহ্নকালে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণী, গরুড়াসনা, যুবতী, পীন ও

দুরগ্রীং সততং ধ্যায়েন্মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ॥ ৫৮ ॥ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৫৯ ॥ ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্। বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০ ॥ এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলানামঞ্জলিত্রয়ম্। দত্ত্বা জপেৎ তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১ ॥ গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ। আদ্যায়ৈ পদমুচ্চার্য্য বিদ্মহে তদনন্তরম্ ॥ ৬২ ॥ পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ। এষা তু তব গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী ॥ ৬৩ ॥ ত্রিসন্ধ্যমেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ। ততস্তু তর্পয়েদ্ ভদ্রে দেবর্ষি-পিতৃ দেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥ প্রণবং সদ্বিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃপদম্। শক্তৌ তু প্রণবে মায়াং নমঃস্থানে দ্বিঠং বদেৎ ॥ ৬৫ ॥ মূলান্তে সর্ব্বভূতান্তে নিবাসিন্তৈ পদং বদেৎ। সর্ব্বস্বরূপাং ঙেযুক্তাং সায়ুধাপি তথা পঠেৎ ॥ ৬৬ ॥ সাবরণাং সচতুর্থীং

উচ্চস্তনী বনমালা-বিভূষিতা বৈষ্ণবী শক্তিকে রবিমণ্ডলে সতত ধ্যান করিবে। ৫৩—৫৮। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সায়ংকালে শুক্লবর্ণা, শুক্ল-বস্ত্র-পরিধানা, বৃষাসনে আসীনা, ত্রিনেত্রা, করকমল-চতুষ্টয়ে বর, পাশ, শূল ও নৃকপাল ধারিণী বৃদ্ধা এবং বিগত যৌবনা বরদা গায়ত্রী-দেবীকে স্মরণ করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে তিন অঞ্জলি জল প্রদানপূর্ব্বক শতবার কিংবা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। হে দেবেশি! আমি তোমার অভিপ্রায় অনুসারে গায়ত্রী বলিতেছি—শ্রবণ কর প্রথমতঃ 'আদ্যায়ৈ' পদ উচ্চারণ করিয়া, পরে 'বিদ্মহে' এই পদ উচ্চারণ করিবে পরে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ' ইহা বলিবে। ('আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ' এই সম্পূর্ণ গায়ত্রী। ইহার অর্থ,—আমরা আদ্যা পরমেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যাঁহাকে চিন্তা করি ও যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, সেই জগৎ কারণ-স্বরূপা কালী আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিযুক্ত করুন।) মহাপাপ-ধ্বংসকারিণী এই তোমার গায়ত্রী বলিলাম। ৫৮—৬৩। হে ভদ্রে! যিনি ত্রিসন্ধ্যা ইহা জপ করেন, তিনি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা-করণের ফল লাভ করেন। পরে দেব, ঋষি, পিতৃগণ এবং ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করিবে। প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ করিয়া, দ্বিতীয়ান্ত তত্তৎ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পরিশেষে 'তর্পয়ামি নমঃ' এই পদ উচ্চারণ করিবে। শক্তি-বিষয়ে অর্থাৎ ইষ্টদেবতা-তর্পণে প্রণবস্থলে মায়াবীজ (হ্রীং) যোগ করিয়া, 'নমঃ' স্থানে দ্বিঠ অর্থাৎ 'স্বাহা' যোগ করিবে। মূল-মন্ত্রের (হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি স্বাহা এই মন্ত্রের) পর 'সর্ব্বভূত' এই পদ, তৎপরে 'নিবাসিন্তৈ' এই পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর 'সর্ব্বস্বরূপায়ৈ' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, 'সায়ুধায়ৈ'

তব দেবি পরাৎপরায়ৈ । আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং ততো দিঠঃ ॥ ৬৭ ॥ অনেনার্ঘ্যং মহাদেব্যৈ দত্ত্বা মূলং জপেৎ সুধীঃ । যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ ॥৬৮॥ প্রণম্য দেবীং পূজার্থং জলমাদায় সাধকঃ । নত্বা তীর্থং পঠন্ স্তোত্রং দেবতাধ্যানতৎপরঃ ॥ ৬৯ ॥ যাগমণ্ডপমাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ । ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০ ॥ ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ । আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং নিযোজয়েৎ ॥৭১॥

অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য নমসেণ প্রপূর্য্য চ । নিক্ষিপ্য গন্ধং পুষ্পঞ্চ তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ ॥ ৭২ ॥ আধার পাত্রতোয়েষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্ । পূজয়িত্বা তদ্দশধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ॥৭৩ প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনিং সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্ । ততস্তজ্জলপুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্দ্বারদেবতাঃ ॥৭৪॥ গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ বটুকং যোগিনীং তথা । গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো

এই পদ পাঠ করিবে। অনন্তর 'সাবরণায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, 'ইদমর্ঘ্যং স্বাহা' ইহা বলিবে। সুধী ব্যক্তি, এই মন্ত্র দ্বারা মহাদেবীকে অর্ঘ্য দান ও তৎপরে যথাশক্তি মূল-মন্ত্র জপ করিয়া, দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। ৬৪—৬৮। পরে সাধক,—দেবীকে প্রণাম, পূজার নিমিত্ত জলগ্রহণ এবং তীর্থকে নমস্কার করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে ইষ্টদেবতার ধ্যানে তৎপর হইয়া যাগমণ্ডপে আগমনপূর্ব্বক হস্ত পদ শোধন করিবে; তদনন্তর দ্বারদেশের সম্মুখে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। সামান্যার্ঘ্য করিবার বিবরণ এই,—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি একটী ত্রিকোণ, তাহার বহির্দ্দেশে একটী গোলাকার মণ্ডল, তাহার বহির্দ্দেশে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে ('ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা) আধার-শক্তির পূজা করিয়া, তাহাতে আধার স্থাপন করিবে। অনন্তর 'অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা পাত্র প্রক্ষালন করিয়া, (ঐ পাত্র রাখিয়া) 'নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা তাহা জল-পূরিত করিবে, তাহাতে গন্ধ-পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া তীর্থ সকল আবাহন করিবে। আধারে অগ্নির, পাত্রে সূর্য্যমণ্ডলের এবং জলে চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিয়া, দশবার মায়াবীজ (হ্রীং) জপ দ্বারা সেই জল মন্ত্রপূত করিবে। অনন্তর তদুপরি ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। এইটী সামান্যার্ঘ্য বলিয়া কথিত; পরে সেই জল ও পুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতাদিগের পূজা করিবে। ৬৯—৭৪। এই দ্বারদেবতাগণের মধ্যে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, বটুক, যোগিনী, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী—ইঁহাদিগকে (গং গণেশায় নমঃ, ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, বং বটুকায় নমঃ, যাং যোগিনৈ নমঃ, গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, যাং যমুনায়ৈ নমঃ, শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ, এই সমুদয় মন্ত্র দ্বারা) পূজা

যজেৎ ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ সামশাখাং বামপাদপুরঃসরম্। স্মরন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ ॥ ৭৬ ॥ নৈঋত্যাং দিশি বাস্ত্বীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চ্চয়ন্। সামান্যার্ঘ্যস্য তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্‌যাগমন্দিরম্ ॥ ৭৭ ॥ অনন্তরং সাধকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ। দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরিক্ষগান্ ॥ ৭৮ ॥ পার্ষ্ণিঘাতত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ। চন্দনাগুরুকস্তূরীকর্পূরৈর্যাগমণ্ডপম্ ॥ ৭৯ ॥ ধূপয়েৎ স্বোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্।

বিলিখ্য পূজয়েৎ তত্র কামরূপায় সন্মনুঃ ॥ ৮০ ॥ তত্রাসনং সমাস্তীর্য্য কামমাধারশক্তিতঃ। কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজেৎ ॥ ৮১ ॥ উপবিশ্যাসনে বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। বদ্ধবীরাসনো মন্ত্রী বিজয়াং পরিশোধয়েৎ ॥ ৮২ ॥ তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোদ্ভবে। অমৃতবর্ষিণি ততোঽমৃতমাকর্ষয় দ্বিধা ॥ ৮৩ ॥ সিদ্ধিং দেহি ততো ব্রূয়াৎ কালিকাং মে ততঃ পরম্। বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং সংবিদাশোধনে মনুঃ ॥ ৮৪ ॥ মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য বিজয়োপরি। আবাহন্যাদিমুদ্রাশ্চ ধেনুযোনিং প্রদর্শয়েৎ ॥৮৫

করিবে। পরে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দ্বারস্থিত চতুষ্কাষ্ঠের বামদিকের কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্পর্শ পূর্ব্বক বামপাদ অগ্রসর করিয়া, ভগবতীর পাদ-পদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে। পরে পূজা-গৃহ মধ্যে নৈঋতকোণে (ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ ওঁ ঈশায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা) বাস্তুপুরুষ, ঈশ ও ব্রহ্মার অর্চ্চনা করিয়া সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা যাগমন্দির প্রোক্ষিত করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ, অনিমেষ-নয়নে উর্দ্ধদর্শন দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সকল বিদূরিত করিবে এবং 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলক্ষেপে আকাশ-সম্বন্ধী যাবতীয় বিঘ্ন দূর করিবে। পরে তিনবার পদতল-পার্ষ্ণি-আঘাতে ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিবে। চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কর্পূর দ্বারা পূজা-গৃহ আমোদিত করিবে। আপনার উপবেশনার্থ, ত্রিকোণ গর্ভ, চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া, ঐ মণ্ডলে কামরূপকে, "কামরূপায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৭৫—৮০। পরে সেই মণ্ডলের উপরি, আসন বিস্তারিত করিয়া কামবীজ (ক্লীং) উচ্চারণপূর্ব্বক "আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ"—এই মন্ত্র দ্বারা আসনকে পূজা করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ সাধক ব্যক্তি পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বীরাসন বন্ধে সেই পূজিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিজয়া শোধন করিবে। তার (ওঁ) ও মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া, "অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা।" সংবিদা-শোধনের এই মন্ত্র। অনন্তর সেই বিজয়ার উপরি সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধিনী, সম্মুখীকরণী, ধেনু

গুরুং পদ্মে সহস্রারে যথা সঙ্কেতমুদ্রয়া।
ত্রিধৈব তর্পয়েদ্দেবীং হৃদি মূলং সমুচ্চরন্ ॥
৮৬॥ বাগ্‌ভবং বদযুগ্মঞ্চ বাগ্‌বাদিনি পদং
ততঃ। মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ব-
বশঙ্করি। স্বাহান্তেনৈব মনুনা জুহুয়াৎ কুণ্ডলী-
মুখে ॥ ৮৭ ॥ স্বীকৃত্য সংবিদাং বামকর্ণোর্দ্ধে
শ্রীগুরুং নমেৎ। দক্ষিণে চ গণেশানমাদ্যাং
মধ্যে সনাতনীম্ ॥ ৮৮ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো
ভূত্বা দেবীধ্যানপরায়ণঃ। পূজাদ্রব্যাণি
সর্ব্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধীঃ। বামে
সুবাসিতং তোয়ং কুলদ্রব্যাণি যানি চ ॥ ৮৯॥
অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ।
সংপ্রোক্ষ্য সর্ব্ববস্তূনি বেষ্টয়েজ্জলধারয়া।
বহ্নিবীজেন দেবেশি বহ্নেঃ প্রাকারমাচরেৎ॥৯০
পুষ্পং চন্দনসংযুক্তমাদায় করয়োর্দ্বয়োঃ।
অস্ত্রেণ ঘর্ষয়িত্বা তৎ প্রক্ষিপেৎ করশুদ্ধয়ে॥৯১
তর্জ্জনী-মধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণিতলে শিবে।
উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রিতয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং ততঃ।
অস্ত্রেণ ছোটিকাভিশ্চ ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ॥
৯২ স্বাঙ্কে নিধায় চ করাবুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ
মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্ ॥
৯৩ ॥ উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাঞ্চ

এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। যেরূপ
সঙ্কেতমুদ্রা অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা
সহস্রার পদ্মে, বিজয়া দ্বারা তিনবার গুরুর
তর্পণ করিবে; সেইরূপ মূল মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া, হৃদয়ে তিনবার দেবীর তর্পণ করিবে।
৮১—৮৬। বাগ্‌ভব (ঐং) পরে 'বদ বদ'
তাহার পর 'বাগ্‌বাদিনি' এই পদ; অনন্তর
'মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি
স্বাহান্ত' এই মন্ত্র, অর্থাৎ "ঐং বদ বদ
বাগ্‌বাদিনি সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা" ইহা পাঠ
করিয়া, কুণ্ডলী-মুখে বিজয়া দ্বারা আহুতি
দিবে। উক্তরূপে বিজয়া গ্রহণ করিয়া,
বামকর্ণের উর্দ্ধদেশে শ্রীগুরুকে, দক্ষিণ-
কর্ণের উর্দ্ধদেশে গণেশকে এবং মধ্য-
স্থানে সনাতনী আদ্যা কালীকে প্রণাম
করিবে। সুবুদ্ধি সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে
দেবীকে ধ্যান করিয়া সকল পূজাদ্রব্য
দক্ষিণে এবং সুবাসিত জল ও যাহা কুল-
দ্রব্য, তৎসমুদায় বামে রাখিবেন। মূল-
মন্ত্রের অন্তে 'ফট্' যোগ করিয়া তাহা পাঠ
করত সামান্যার্ঘ্যের অংশীভূত জল দ্বারা
সমুদায় পূজোপকরণ প্রোক্ষিত করিয়া জল-
ধারা দিয়া বেষ্টন করিবে। পরে বহ্নিবীজ
(রং) মন্ত্র দ্বারা বহ্নি-প্রাচীর করিবে।
পরে করশুদ্ধি করিবার জন্য দুই হস্তে চন্দন-
সংযুক্ত পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক "ফট্" এই মন্ত্র
পাঠ করত ঐ সচন্দন পুষ্প ঘর্ষণ করিয়া
ফেলিয়া দিবে। ৮৭—৯১। হে শিবে!
পরস্পর-মিলিত তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি
দ্বারা বাম-হস্ত-তলে ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধে তিন-
বার তালি দিয়া 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ করত
ছোটিকা (অঙ্গুলিধ্বনি) দ্বারা দশদিগ্বন্ধন
ও তৎপশ্চাৎ ভূতশুদ্ধি করিবে। ভূতশুদ্ধির
বিবরণ এই,—সাধকশ্রেষ্ঠ, স্বীয় ক্রোড়ে
উত্তান (চিৎ) করতলদ্বয় স্থাপন এবং অন-
ন্তর মনকে মূলাধারে (প্রথম চক্রে) সন্নি-

তাম্। স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিয়োজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ গন্ধাদিঘ্রাণসংযুক্তাং পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ। রসাদি জিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ রূপাদি চক্ষুষা সার্দ্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ। স্পর্শাদিত্বগ্যুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৯৬ ॥ অহঙ্কারে হরেদ্ব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি। মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ ॥৯৭॥ ইত্থং বিলাপ্য মতিমান্ বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্ ॥ ৯৮ ॥ খড়্গা-চর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্। সর্ব্বপাপস্বরূপঞ্চ সর্ব্বদাধোমুখস্থিতম্ ॥ ৯৯ ॥ ততস্তু বামনাসায়াং "যং" বীজং ধূম্রবর্ণকম্। সংচিন্ত্য পূরয়েৎ তেন বায়ুং ষোড়শমাত্রয়া। তেন পাপাত্মকং দেহং শোষয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১০০ ॥ নাভৌ "রং" রক্তবর্ণঞ্চ ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা। চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন দহেৎ পাপরতাং তনুম্ ১০১ ললাটে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ। দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা ॥১০২

বেষ্টিত করিয়া হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলীকে উত্থাপন এবং পরে "হংস" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পৃথিবীর সহিত তাঁহাকে স্বাধিষ্ঠানে (দ্বিতীয় চক্রে নাভিমূলে) আনয়নপূর্ব্বক পৃথিবী প্রভৃতি সকল কার্য্যতত্ত্ব, যথাক্রমে জলাদি কারণ-তত্ত্বে প্রবেশিত করিবে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দের সহিত পৃথিবীকে জলে সংহৃত করিবে, রসনেন্দ্রিয় এবং রসাদিগুণ চতুষ্টয়ের সহিত জলকে অগ্নিতে (তেজে) বিলীন করিবে। রূপাদিগুণত্রয় এবং চক্ষুর সহিত অগ্নিকে (তেজ) বায়ুতে বিলীন করিয়া স্পর্শ, শব্দ, ত্বক্-ইন্দ্রিয়-সমভিব্যাহৃত বায়ুকে আকাশে বিলীন করিবে। ৯৪—৯৬। শব্দ, অর্থাৎ শব্দ ও শ্রোত্র সহ আকাশকে অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধিতত্ত্বে সংহৃত করিবে। বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রকৃতিতে এবং সেই সর্ব্বপ্রাণিনী প্রকৃতিকে ব্রহ্মে লীন করিবে। সুবুদ্ধি ব্যক্তি এইরূপে তত্ত্ব সকল বিলীন করিয়া বাম-কুক্ষিতে, কৃষ্ণবর্ণ তাম্র-লোহিত-শ্মশ্রু, আরক্ত-নয়ন, খড়্গা-চর্ম্মধারী, ক্রোধাবিষ্ট, অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পরিমিত, সর্ব্বদা অধোমুখ অবস্থিত, সর্ব্বপাপ স্বরূপ পুরুষকে চিন্তা করিবে। তাহার পর বাম নাসিকায় ধূম্রবর্ণ 'যং' বীজ চিন্তা করিয়া ষোড়শবার ঐ বীজ জপ করিতে করিতে সেই বামনাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে। অনন্তর সাধকোত্তম সেই আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা পাপপূর্ণ দেহকে শোষিত করিবে। নাভিতে রক্তবর্ণ (রং) বীজ ধ্যান করত কুম্ভক (নিশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ) করিয়া চতুঃষষ্টিবার ঐ বীজ জপ করিতে করিতে তজ্জাত অগ্নি দ্বারা পাপ পরায়ণ নিজ দেহ দগ্ধ করিবে। ৯৭—১০১। ললাটে শুক্লবর্ণ বারুণ বীজ (বং) চিন্তা করিয়া আকৃষ্ট ও তৎপশ্চাৎ কুম্ভিত নিশ্বাস বায়ু ত্যাগ করত ঐ বীজ দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিতে করিতে তদুৎপন্ন অমৃত-জল দ্বারা দগ্ধ শরীরকে প্লাবিত করিবে। এইরূপে

আপাদ-শীর্ষ্যপর্য্যন্তমাপ্লাব্য তদনন্তরম্। উৎ-পন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্॥ ১০৩॥ পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্। তেন বিদ্যাবলোকেন দৃঢ়ী-কুর্য্যান্নিজাং তনুম্॥১০৪॥ হৃদয়ে হস্তমাদায় আং হ্রীং ক্রোং হং স উচ্চরন্। সোহহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্নিধাপয়েৎ॥ ১০৫॥ ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীভাবপরা-য়ণঃ। সমাহিতমনাঃ কুর্য্যান্মাতৃকান্যাসম-ম্বিকে॥১০৬॥ মাতৃকায়া ঋষিব্র্রহ্মা গায়ত্রী চ্ছন্দ ঈরিতম্। দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জন-সংজ্ঞকম্॥ ১০৭॥ স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং পরিকীর্ত্তিতম্। লিপিন্যাসে মহা-দেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা। ঋষিন্যাসং বিধা-য়ৈবং করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥ ১০৮॥ অং আং মধ্যে কবর্গঞ্চ ইং ঈং-মধ্যে চবর্গকম্। উং ঊং-মধ্যে টবর্গঞ্চ এং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্॥ ১০৯॥ ওং ঔং-মধ্যে পবর্গঞ্চ যাদি-ক্ষান্তং বরাননে। বিন্দুসর্গান্তরালে চ ষড়ঙ্গে মন্ত্র ঈরিতঃ॥১১০॥ বিন্যস্য ন্যাসবিধিনা ধ্যায়েন্মাতৃ-

পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিয়া তাহার পর দেবতাময় নব-শরীর উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা ভাবিবে। পরে মূলাধার-চক্রে পীতবর্ণ পৃথিবী-বীজ (লং) চিন্তা করত ঐ বীজ উচ্চারণ ও অনিমেষ-দর্শনে অচির-জাত নিজ শরীরকে দৃঢ় করিবে। স্বীয় বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া, 'আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ' উচ্চারণের পর 'সোহহং' যোগ করিয়া ঐ মন্ত্র দ্বারা সেই নবজাত দেবতাময় দেহে দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। হে অম্বিকে! এইরূপে ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া "আমি দেবীস্বরূপ" এই চিন্তা করত একাগ্র-চিত্তে মাতৃকান্যাস করিবে। ১০২—১০৬। (মাতৃকান্যাস যথা—) এই মাতৃকান্যাসের ব্রহ্মা—ঋষি, গায়ত্রী—ছন্দ, মাতৃকা সরস্বতী-দেবী—দেবতা, ব্যঞ্জনবর্ণ—বীজ, স্বরবর্ণ—শক্তি এবং বিসর্গ —কীলক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে মহাদেবি। লিপিন্যাসে বিনিয়োগ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে ঋষিন্যাস করিয়া কর-ন্যাস এবং হৃদয়াদি অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। (১) 'অং' 'আং' এই দুই বর্ণের মধ্যে কবর্গ (ককারাদি পঞ্চবর্ণ) অর্থাৎ প্রথমে 'অং' তাহার পর 'কং খং গং ঘং ঙং' পরে 'আং' (এইরূপ অর্থ অন্যত্রও জানিবে)। (২) 'ইং' 'ঈং' এই দুই বর্ণের মধ্যে চকারাদি পঞ্চবর্ণ, (৩) 'উং' 'ঊং' দুই বর্ণের মধ্যে টকারাদি পঞ্চবর্ণ, (৪) 'এং' 'ঐং' ইহার মধ্যে তকারাদি পঞ্চবর্ণ, (৫) 'ওং' 'ঔং' এই দুই বর্ণের মধ্যে পকারাদি পঞ্চবর্ণ, (৬) অনুস্বার (অং) ও বিসর্গ (অঃ) ইহার মধ্যে য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত তাবৎ বর্ণ, করন্যাস এবং অঙ্গন্যাসমন্ত্ররূপে কথিত হইয়াছে। ন্যাস-বিধি অনুসারে (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত এক এক শ্রেণী মন্ত্র উচ্চারণ ও তৎপরে যথাক্রমে) (১) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, (২) তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, (৩) মধ্যমাভ্যাং বষট্, (৪)

সরস্বতীম্ ॥ ১১১ ॥ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ ১১২ ধ্যাত্বৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্সুচক্রেষু বিন্যসেৎ। হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে কণ্ঠে চ ষোড়শ স্বরান্ ॥ ১১৩ ॥ হৃদম্বুজে কাদি-ঠান্তান্ বিন্যস্য কুলসাধকঃ। ডাদি-ফান্তান্ নাভিদেশে বাদি-লান্তাংশ্চ লিঙ্গকে ॥১১৪॥ মূলাধারে চতুষ্পত্রে বাদিসান্তান্ প্রবিন্যসেৎ। ইত্যন্তর্ম্মনসা ন্যস্য মাতৃকার্ণান্ বহির্ন্যসেৎ ॥ ১১৫ ॥ ললাট-মুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতি-ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ। ওষ্ঠ-দন্তোত্তমাঙ্গাস্য-দোঃ-পৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥১১৬॥ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়াংসয়োঃ। ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদ-যুগে ততঃ ॥১১৭॥ জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্। ইত্থং লিপিং প্রবিন্যস্য প্রাণা-য়ামং সমাচরেৎ ॥১১৮॥ মায়াবীজং ষোড়শধা

অনামিকাভ্যাং হুং (৫) কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ (৬) করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ উচ্চারণ—এই করন্যাস-বিধি,—তাহার পর ঐরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক (১) হৃদয়ায় নমঃ, (২) শিরসে স্বাহা, (৩) শিখায়ৈ বষট্, (৪) কবচায় হুং, (৫) নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, (৬) করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ উচ্চারণ—অঙ্গন্যাস বিধি অনুসারে কর ও অঙ্গন্যাস করিয়া মাতৃকা-সরস্বতীর ধ্যান করিবে। ১০৭-১১১। ধ্যান যথা;—যাঁহার মুখ, বাহু, পাদ, কটিদেশ এবং বক্ষঃ-স্থল—পঞ্চাশদ্বর্ণে বিভক্ত, যাঁহার কিরীট—উজ্জ্বল-শশিকলা-নিবদ্ধ, যাঁহার স্তন—পীন ও উচ্চ এবং যিনি কর-কমলচতুষ্টয়ে তত্ত্ব-মুদ্রা, অক্ষমালা, অমৃতপূর্ণ কলস এবং বিদ্যা ধারণ করিতেছেন, সেই শুক্লবর্ণা ত্রিনয়না বাগ্দেবতাকে আশ্রয় করি। এইরূপে মাতৃকা-দেবীর ধ্যান করিয়া ষট্চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে;—কুলসাধক, ভ্রূ-মধ্যস্থিত পদ্মে 'হ' 'ক্ষ' এই দুই বর্ণের, কণ্ঠস্থিত পদ্মে অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ স্বরের এবং হৃৎপদ্মে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত বর্ণ বিন্যাস করিয়া নাভি-দেশে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গমূলে বর্গীয় ব হইতে ল পর্য্যন্ত এবং চতুর্দ্দল মূলাধার চক্রে অন্তস্থ ব হইতে স পর্য্যন্ত বর্ণের ন্যাস করিবে। এইরূপ অন্তরে মাতৃকাবর্ণ ন্যাস করিয়া বহির্দ্দেশেও ঐ মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবে;—ললাট, মুখ, চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, অধর, উভয় দন্ত-পঙ্ক্তি, মস্তক, আস্যবিবর, বাহুদ্বয়ের সন্ধি ও অগ্রভাগ, পদদ্বয়ের সন্ধি ও অগ্রভাগ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয় স্কন্ধদ্বয়, ককুদ্; হৃদয় হইতে দক্ষিণ-বাহু, হৃদয় হইতে বাম-বাহু, হৃদয় হইতে দক্ষিণ-পদ, হৃদয় হইতে বাম-পদ, অনন্তর হৃদয় হইতে জঠর ও হৃদয় হইতে মুখ,—এই সকল স্থানে যথাক্রমে সকল মাতৃকাবর্ণ ন্যাস করিবে। এইরূপ বর্ণন্যাস করিয়া, প্রাণায়াম করিবে। ১১২—১১৮।

জপ্ত্বা বামেন বায়ুনা। পূরয়েদাত্মনো দেহং চতুঃষষ্ট্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধৃত্বা নাসাদ্বয়ং সুধীঃ। দ্বাত্রিংশতা জপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ ॥ ১২০ ॥ পুনঃপুনস্ত্রিরাবৃত্ত্যা প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ। প্রাণায়ামং বিধায়েত্থমৃষিন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২১ ॥ অস্য মন্ত্রস্য ঋষয়ো ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা। গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্যা কালী তু দেবতা ॥ ১২২ ॥ আদ্যাবীজং বীজমিতি শক্তির্মায়া প্রকার্ত্তিতা। কমলা কীলকং প্রোক্তং স্থানেষ্বেতেষু বিন্যসেৎ। শিরো-বদন-হৃদ্-গুহ্য-পাদ-সর্ব্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩ ॥ মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যামাপাদ-মস্তকাবধি। মস্তকাৎ পাদপর্য্যন্তং সপ্তধা বা ত্রিধা ন্যসেৎ। অয়ন্তু ব্যাপকন্যাসো যথোক্তফলসিদ্ধিদঃ ॥ ১২৪ ॥ যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা। অথবা মূলমন্ত্রেণ ষড়্দীর্ঘেণ বিনা প্রিয়ে ॥ ১২৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ। অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ। নমঃ স্বাহা বষট্ হুং চ বৌষট্ ফট্ ক্রমশঃ সুধীঃ ॥ ১২৬ ॥ হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা। শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্ ॥ ১২৭ ॥ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চ অস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ।

মায়াবীজ (হ্রীং) ষোড়শবার জপ করত বাম-নাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ শরীর পূর্ণ করিবে। দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাদ্বয় ধারণ করিয়া চতুঃষষ্টিবার জপ করত কুম্ভক করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ত্যাগ করিয়া কেবল দুই অঙ্গুলি দ্বারা বাম-নাসা ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বার জপ করত দক্ষ-নাসা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। তিনবার এই কার্য্য, প্রাণায়াম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া, ঋষিন্যাস করিবে। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণ এই মন্ত্রের ঋষি; গায়ত্রী প্রভৃতি ইহার ছন্দ; আদ্যা কালী ইহার দেবতা; ক্রীং ইহার বীজ; আদ্যা মায়া হ্রীং ইহার শক্তি; কমলা শ্রীং ইহার কীলক। ইহা শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, চরণদ্বয়ে ও সর্ব্বাঙ্গে যথাক্রমে ন্যাস করিতে হইবে। ১১৯—১২৩। মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাতবার বা তিনবার ন্যাস করিবে। এই ব্যাপকন্যাস, যথোক্ত ফলসিদ্ধি দানে সমর্থ। যে মূলমন্ত্রের আদ্যাক্ষরে যে বীজ হইবে, তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টী দীর্ঘস্বর—আ ঈ ইত্যাদি যোগ করিয়া, অথবা তদ্ব্যতিরেকে অঙ্গশুদ্ধ ঐ বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, তর্জ্জনীদ্বয়ে, মধ্যমাদ্বয়ে, অনামিকাদ্বয়ে, কনিষ্ঠাদ্বয়ে, করতল-পৃষ্ঠে ক্রমশঃ নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্, ফট্ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। আদিতে হৃদয়ে নমঃ, মস্তকে বহ্নিবল্লভা (স্বাহা), শিখাতে বষট্—এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে,—কবচদ্বয়ে হুং, নেত্রত্রয়ে বৌষট্ এবং (করতল-পৃষ্ঠদ্বয়ে) অস্ত্রায়

ষড়ঙ্গানি বিধায়েত্থং পীঠন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২৮ ॥ আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ। সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং পারিজাত-তরুং ততঃ ॥ ১২৯ ॥ চিন্তামণিগৃহঞ্চৈব মণিমাণিক্যবেদিকাম্। তত্র পদ্মাসনং বীরো বিন্যসেদ্ধৃদয়াম্বুজে ॥ ১৩০ ॥ দক্ষবামাংসয়োর্বামকটৌ দক্ষকটৌ তথা। ধর্ম্মং জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ১৩১ ॥ মুখপার্শ্বে নাভিদক্ষপার্শ্বে সাধকসত্তমঃ। নঞ্‌পূর্ব্বাণি চ তান্যেব ধর্ম্মাদীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২ আনন্দকন্দং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্। সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ। কেশরান্ কর্ণিকাঞ্চৈব পত্রেষু পীঠনায়িকাঃ ॥ ১৩৩ ॥ মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরা-জিতা। নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্ট নায়িকাঃ ॥ ১৩৪ ॥ অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীত্যষ্ট ভৈরবাঃ। দলাগ্রেষু ন্যসেদেতান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥ গন্ধ-পুষ্পে সমাদায় করকচ্ছপমুদ্রয়া। হৃদি হস্তৌ সমাধায় ধ্যায়েদ্দেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৩৬ ॥ ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং সরূপারূপ-ভেদতঃ। অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্‌-মনসগোচরম্ ॥ ১৩৭ ॥ অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্। অগম্যং

ফট্—ইহা উক্ত হইয়াছে। সুধী-ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে এইরূপ ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া পীঠ-ন্যাস করিবে। ১২৪—১২৮। পীঠন্যাস যথা;—বীর সাধক স্বীয় হৃৎপদ্মে আধার-শক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাত-তরু, চিন্তামণি গৃহ, মণিমাণিক্য বেদিকা ও তৎস্থিত পদ্মাসন—এই সমুদায়ের ন্যাস করিবে। দক্ষিণ-স্কন্ধে, বাম কটিতে, দক্ষিণ-কটিতে ক্রমশঃ ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের ন্যাস করিবে। সাধকোত্তম,—মুখে, বাম-পার্শ্বে, নাভিতে, দক্ষিণ-পার্শ্বে, নঞ্‌ পূর্ব্বক সেই ধর্ম্মাদির (অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্যের) যথা-ক্রমে ন্যাস করিবে। পরে হৃদয়ে আনন্দকন্দ, সূর্য্য, সোম, অগ্নি এবং আদ্যক্ষরে অনুস্বার যোগ করিয়া, সত্ত্ব, রজ, তম এবং কেশর সকল ও কর্ণিকার ন্যাস করিয়া, হৃৎপদ্মের পত্র সমুদায়ে পীঠনায়িকাদিগের ন্যাস করিবে। ১২৯—১৩৩। অষ্টনায়িকার নাম যথা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরা-জিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও বৈষ্ণবী। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ ও সংহারী—এই অষ্টজন ভৈরবকে অষ্টদল হৃৎপদ্মের প্রত্যেক দলের অগ্রভাগে ন্যাস, পরে প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর কচ্ছপমুদ্রা-মুদ্রিত করতলে গন্ধ-পুষ্প গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে হস্তদ্বয় স্থাপন-পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান দুই প্রকার;—সরূপ ও অরূপ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। সরূপ অর্থাৎ সাকার অরূপ অর্থাৎ নিরাকার এইরূপ বিষয়-ভেদে ধ্যান দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। তোমার নিরাকার-বিষয়ক যে ধ্যান, তাহা বাক্য ও

যোগিভির্গম্যং কুচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিঃ ॥ ১৩৮ ॥ মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। স্থূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে ॥ ১৩৯ ॥ অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ। গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা ॥ ১৪০ ॥ মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্। নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহাকালং বীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্ ॥ ১৪১ ॥ এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা তু সাধকঃ। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মনসৈরুপচারকৈঃ ॥১৪২॥ হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যান্মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥ তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ। আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্ ॥ ১৪৪ ॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্ ॥ ১৪৫ ॥ অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা ॥ ১৪৬ ॥

মনের অগোচর, সুতরাং অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, "ইহা এইরূপ" ইত্যাদি সাধারণের দুর্জ্ঞেয়, উপদেশ-বহির্ভূত এবং বহু কষ্টে বহু সমাধি দ্বারা কেবল যোগিগণের জ্ঞেয়। ১৩৪—১৩৮। এক্ষণে মনের ধারণার জন্য, শীঘ্র অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য এবং সূক্ষ্মধ্যান অর্থাৎ নিরাকার ধ্যান প্রবোধের জন্য তোমায় স্থূল ধ্যান বলিতেছি। বস্তুতঃ নিরাকার কালজননী মহাদ্যুতি কালিকার গুণ-ক্রিয়ানুসারে রূপকল্পনা করা হয়। যাঁহার অঙ্গ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার ললাটদেশে চন্দ্ররেখা বিরাজিত, যিনি ত্রিলোচনা, যিনি রক্তাম্বর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, যিনি পাণিযুগল দ্বারা অভয় ও বর অর্থাৎ এক হস্তে অভয় ও অপর হস্তে বর ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রস্ফুটিত রক্ত পদ্মের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন এবং সুমধুর মাধ্বীক অর্থাৎ মধুক-পুষ্পজাত মদ্য পানানন্তর নৃত্য-পরায়ণ মহাকালকে সম্মুখে দর্শন করিয়া যাঁহার বদনকমল প্রফুল্ল হইয়াছে, সেই আদ্যা কালিকাকে ভজনা করি। সাধক নিজের মস্তকে পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক এইরূপ ধ্যান করিয়া, পরম ভক্তি সহকারে মানস-উপচার দ্বারা পূজা করিবে। মানস-পূজার বিবরণ যথা,—আসনরূপে হৃৎপদ্মকে প্রদান করিবে, সহস্র-দল কমলচ্যুত অমৃত দ্বারা চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে; মনকে অর্ঘ্য করিয়া নিবেদন করিবে। সেই অর্থাৎ সহস্রদল-কমলচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় জল, বসনরূপে আকাশতত্ত্ব এবং গন্ধরূপে গন্ধতত্ত্ব কল্পিত করিবে। চিত্তকে পুষ্পস্বরূপ কল্পনা করিবে। পঞ্চ প্রাণকে ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপ স্থানে তেজস্তত্ত্ব, সুধাম্বুধিকে নৈবেদ্যরূপে, অনাহত-ধ্বনিকে ঘণ্টাধ্বনিরূপে, বায়ুতত্ত্বকে চামর এবং ইন্দ্রিয়ের

পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৭ ॥ অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদং তথা। অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা। অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮ ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্ ॥ ১৪৯ ॥ ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈ-র্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ। সুধাম্বুধিং মাংস-শৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্ ॥ ১৫০ ॥ মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা। কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ ॥ ১৫১ ॥ কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ। মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী-সূত্রযন্ত্রিতা ॥ ১৫২ ॥ সবিন্দুং মন্ত্রমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ। অকারাদি-লকারান্ত-মনুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩ ॥ পুনর্লকার মারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ। বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারো মেরুরুচ্যতে ॥ ১৫৪॥ অষ্টবর্গান্তিমৈর্বর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্। এব-মষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বানেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥ সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণি।

যাবতীয় কার্য্য ও মনের চাঞ্চল্যকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে। আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য নানাবিধ পুষ্প দেবীকে প্রদান করিবে। মায়া-রাহিত্য, অহঙ্কারাভাব, রাগরাহিত্য, মদরাহিত্য, মোহরাহিত্য, দম্ভরাহিত্য, দ্বেষ-রাহিত্য, ক্ষোভরাহিত্য, মাৎসর্য্য-রাহিত্য, লোভরাহিত্য—এই দশ বিষয় পুষ্প বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩৯—১৪৮। তাহার পর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-রূপ পুষ্প, দয়ারূপ পুষ্প, ক্ষমারূপ পুষ্প এবং জ্ঞানরূপ পুষ্প—এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিবে। এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবরূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে সুধার সাগর, মাংসের পর্ব্বত, ভর্জ্জিত মৎস্যের পর্ব্বত, অর্থাৎ প্রচুর মৎস্য মাংস, মুদ্রার রাশি, উত্তম অন্ন, ঘৃতাক্ত পায়স, কুলামৃত অর্থাৎ শক্তিঘটিত অমৃত-বিশেষ, তৎপুষ্প অর্থাৎ স্ত্রীপুষ্প এবং পীঠক্ষালন-বারি অর্থাৎ স্ত্রী-লোকের অঙ্গবিশেষ-প্রক্ষালন-জল মনে মনে দেবীকে প্রদানপূর্ব্বক বিঘ্নকারী কাম এবং ক্রোধকে বলি দিয়া জপ আরম্ভ করিবে। কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণময়ী মালা জপমালা বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বিন্দুসহিত অকারাদি লকারান্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অাং হ্রীং ক্রোং পরমেশ্বরী স্বাহা আং হ্রীং ইত্যাদি এই জপ অনুলোম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। ১৪৯—১৫৩ পুনর্ব্বার বিন্দুযুক্ত লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের এক একটী করিয়া বিন্দুযুক্ত আটটী জপ করিবে। ইহা বিলোম জপ বলিয়া বিখ্যাত। ক্ষ ইহার মেরু স্বরূপ। অনন্তর অষ্ট বর্গের অর্থাৎ স্বরবর্ণ, ককারাদি পঞ্চ, টবর্গ, তবর্গ পবর্গ, যকারাদি চারবর্ণ ও শকারাদি পঞ্চ বর্ণের অন্তিম বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগে একশত আট বার জপ করিয়া, উহা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা সমর্পণ করিবে। মন্ত্র

গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫৬ ॥ সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেন্ধিয়া। ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ১৫৭ ॥ বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারস্তন্ত্রাদৌ কথ্যতে শৃণু। যস্য স্থাপনমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ১৫৮ ॥ দৃষ্ট্বার্ঘ্যপাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ। ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি ॥১৫৯ স্ববামে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্ঘ্যস্য বারিণা। মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ চতুরস্রকম্ ॥১৬০

যথা ;—হে সর্বান্তঃকরণ-বাসিনি! হে অন্তরাত্ম-জ্যোতিঃস্বরূপে! হে মাতঃ! হে আদ্যে কালিকে! তোমাকে প্রণাম করি; আমার এই মানস-জপ গ্রহণ কর। এই মন্ত্র দ্বারা জপ সমর্পণ করিয়া, মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। এইরূপে মানস-পূজা করিয়া, বাহ্য-পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। প্রথমতঃ সেই বিশেষার্ঘ্যের সংস্কার বলিতেছি—শ্রবণ কর; যাহার স্থাপনমাত্র দেবতা প্রসন্ন হন। ১৫৪—১৫৮। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যোগিনীগণ ও ভৈরবগণ, অর্ঘ্যপাত্র দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন এবং প্রীতহৃদয়ে সিদ্ধি প্রদান করেন। আপনার বামদিকে, সম্মুখস্থলে, সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা একটী ত্রিকোণ-মণ্ডল, তন্মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা, ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটী গোলাকার মণ্ডল এবং তাহার বাহিরে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া,

বিলিখ্য পূজয়েৎ তত্র মায়াবীজপুরঃসরম্। ওঁহন্তামাধারশক্তিঞ্চ নমঃশব্দাবসানিকাম্ ॥ ১৬১ ॥ ততঃ প্রক্ষালিতাধারং বিন্যস্য মণ্ডলোপরি। মং বহ্নিমণ্ডলং ওঁহন্তং দশকলাত্মনে ততঃ ॥ ১৬২ ॥ নমোঽন্তেন চ সংপূজ্য ক্ষালয়েদর্ঘ্যপাত্রকম্ অস্ত্রেণ স্থাপয়েৎ তত্র আধারোপরি সাধকঃ ॥ ১৬৩ ॥ অমর্কমণ্ডলায়োক্ত্বা দ্বাদশান্তকলাত্মনে। নমোঽন্তেন যজেৎ পাত্রং মূলেনৈব প্রপূরয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥ ত্রিভাগমলিনাপূর্য্য শেষং তোয়েন সাধকঃ। গন্ধপুষ্পে তত্র দত্ত্বা পূজয়েদমুনাম্বিকে ॥ ১৬৫ ॥ ষষ্ঠস্বরং বিন্দুযুক্তং ওঁহন্তং বৈ চন্দ্রমণ্ডলম। ষোড়শান্তে

তাহাতে "হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধার-শক্তির পূজা করিবে। পরে সেই মণ্ডলের উপরি প্রক্ষালিত পাত্র স্থাপন করিয়া, তাহাতে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্র দ্বারা পূজা এবং "ফট্" মন্ত্র দ্বার অর্ঘ্য পাত্র প্রক্ষালিত করিয়া, সেই আধারের উপরি স্থাপন করিবে। ১৫৯—১৬৩। হে অম্বিকে! পরে "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূল-মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরিত করিবে। তৎপরে সাধক তিন ভাগ মদ্য ও অবশিষ্ট ভাগ জল দ্বারা এই অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে গন্ধ-পুষ্প প্রদান করিবে। অনন্তর বক্ষ্যমান মন্ত্রে তাহাতে পূজা করিবে। "উং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র

কলাশব্দাদাত্মনে নম ইত্যপি ॥ ১৬৬ ॥ ততস্তু শ্রীফলে পত্রে রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্। দূর্ব্বাপুষ্পং সাক্ষতঞ্চ কৃত্বা তত্র নিধাপয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥ মূলেন তীর্থমাবাহ্য তত্র দেবীং বিভাব্য চ। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাভ্যাং মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ১৬৮ ॥ ধেনুযোনী দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ। তদন্তু প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য সাধকঃ ॥ ১৬৯ ॥ আত্মানং দেয়বস্তূনি প্রোক্ষয়েৎ তেন মন্ত্রিবৎ পূজাসমাপ্তিপর্য্যন্তমর্ঘ্যপাত্রং ন চালয়েৎ ॥ ১৭০ ॥ বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারঃ কথিতোঽহং শুচিস্মিতে। যন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি সমস্তপুরুষার্থদম্ ॥ ১৭১ ॥ মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ তদ্বাহ্যে বৃত্তযুগ্মকম্। তয়োর্মধ্যে যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ ষোড়শ কেশরান্ ॥ ১৭২ ॥ তদ্বাহ্যেঽষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ভূপুরং লিখেৎ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং সুরেখং সুমনোহরম্ ॥ ১৭৩ ॥ স্বর্ণে বা রাজতে তাম্রে কুণ্ডগোলবিলেপিতে। স্বয়ম্ভূকুসুমৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ কুশীদেনাথ বা লিপ্তে স্বর্ণময্যা শলাকয়া। মালূরকণ্টকেনাপি মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। বিলিখেদ্‌যন্ত্ররাজন্তু দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥ অথবোৎকীলরেখাভিঃ স্ফাটিকে বিদ্রুমেঽপি বা। বৈদূর্য্যে

দ্বারা পূজা করিয়া বিল্বপত্রে রক্তচন্দনাক্ত দূর্ব্বা, পুষ্প ও আতপ-তণ্ডুল রাখিয়া তৎসমুদায় পাত্রের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে। অনন্তর তাহাতে মূলমন্ত্র দ্বারা তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিয়া, গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৬৪—১৬৮। অনন্তর সাধক ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইয়া ধূপ-দীপ প্রদর্শন করাইবে। অনন্তর সেই জল, কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সেই জল দ্বারা আপনাকে ও দেয় দ্রব্য-সমুদায়কে প্রোক্ষিত করিবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূজাসমাপ্তি পর্য্যন্ত বিশেষার্ঘ্য-পাত্র চালিত করিবে না। হে নির্ম্মলস্মিতে! এই বিশেষার্ঘ্যের সংস্কার কহিলাম, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ যন্ত্ররাজ অর্থাৎ তাহার লেখন-বিধি বলিতেছি। একটী ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে মায়াবীজ লিখিবে। তাহার বাহিরে গোলাকার মণ্ডলদ্বয় লিখিবে। ঐ গোলাকার মণ্ডলদ্বয়ের মধ্যে দুইটী দুইটী করিয়া ষোড়শ কেশর লিখিবে। ঐ বৃত্তদ্বয়ের বহির্দ্দেশে অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্মের বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত, সরল-রেখা-বিশিষ্ট, সুমনোহর ভূপুর লিখিবে। ১৬৯—১৭৩। কুণ্ড দ্বারা, গোল দ্বারা (শক্তিবিশেষের পুষ্প) অথবা স্বয়ম্ভূকুসুম (অন্যান্য শক্তিঘটিত পুষ্প) দ্বারা লিপ্ত, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুম দ্বারা, অথবা কেবল রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত সুবর্ণময় পাত্রে, রজতময় পাত্রে অথবা তাম্রময় পাত্রে স্বর্ণময় শলাকা দ্বারা, অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দেবতার ভাবসিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত যন্ত্ররাজ লিখিবে; স্ফটিক-নির্ম্মিত পাত্রে কিংবা প্রবাল-

কারয়েদ্‌যন্ত্রং কারুকেণ সুশিল্পিনা॥ ১৭৬॥ শুভপ্রতিষ্ঠিতং কৃত্বা স্থাপয়েদ্‌ভবনান্তরে। নশ্যন্তি দুষ্টভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ॥১৭৭॥ পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈর্মোদতে তস্য মন্দিরম্‌। দাতা ভর্ত্তা যশস্বী চ ভবেদ্‌ যন্ত্রপ্রসাদতঃ॥ ১৭৮॥ এবং যন্ত্রং সমালিখ্য রত্নসিংহাসনে পুরঃ। সংস্থাপ্য পীঠন্যাসোক্ত-বিধিনা পীঠদেবতাঃ। সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পূজয়েন্মূলদেবতাম্‌॥ ১৭৯॥ কলসস্থাপনং বক্ষ্যে চক্রানুষ্ঠানমেব চ। যেনানুষ্ঠানমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি। মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নূনং মিচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ১৮০॥ কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা। নির্ম্মিতোঽয়ং সবৈ যস্মাৎ কলসস্তেনকথ্যতে॥ ১৮১॥ ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ। চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখং তস্য ষড়ঙ্গুলম্‌। পঞ্চাঙ্গুলমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতৌ॥ ১৮২॥ সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্‌। পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্‌। কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥১৮৩॥ সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্‌। তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্‌॥ ১৮৪॥ কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং

নির্ম্মিত পাত্রে বা বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত পত্রে, উত্তম শিল্পনিপুণ কারুকর দ্বারা, যন্ত্ররেখা ক্ষোদিত করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে, ঐ যন্ত্র-প্রসাদে দুষ্ট ভূত সমুদায়, গ্রহ সমুদায়, রোগ সমুদায় ও ভয় বিদূরিত হয়। তাহার গৃহ,—পুত্র, পৌত্র, সুখ ও ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে আনন্দিত হয় এবং স্বয়ং সেই ব্যক্তি এই যন্ত্রের প্রসাদে দাতা, ভর্ত্তা ও যশস্বী হইবে।১৭৪—১৭৮। এইরূপে যন্ত্র লিখিয়া, সম্মুখস্থিত রত্নসিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক পীঠন্যাসোক্ত বিধি অনুসারে পীঠদেবতা-দিগের পূজা করিয়া, কর্ণিকামধ্যে মূল-দেবতার পূজা করিবে।*এক্ষণে কলস-স্থাপন ও চক্রানুষ্ঠান বলিতেছি,—যাহা করিবামাত্র নিশ্চয়ই দেবতার সুপ্রসন্নতা, মন্ত্রসিদ্ধি ও ইচ্ছাসিদ্ধি হইয়া থাকে। বিশ্ব-কর্ম্মা কর্তৃক দেবতাদিগের এক এক কলা (অংশ) গ্রহণ করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া তাহা 'কলশ' শব্দে কথিত। ইহা ৩৬ অঙ্গুলি অর্থাৎ দেড় হস্ত বিস্তৃত, ষোড়শ অঙ্গুলি উন্নত, চারি অঙ্গুলি ইহার কণ্ঠের পরিমাণ, মুখের বিস্তার (কাঁদ) ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশের পরিমাণ পাঁচ অঙ্গুলি,—কলসনির্ম্মাণের এই বিধি। দেবতার প্রীতির নিমিত্ত এই সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময়, কাংস্যময়, মৃন্ময়, পাষাণময় বা কাচময় এবং অক্ষত অচ্ছিদ্র ঘট নির্ম্মাণ করাইবে। ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। ১৭৯—১৮৩। সুবর্ণময় কলস ভোগ প্রদান করে- ইহা উক্ত হইয়াছে; রজতময় কলস, মোক্ষপ্রদ হয়; তাম্রময় কলস, প্রীতিকর—ইহা জ্ঞাতব্য; কাংস্য-ময় কলস, পুষ্টিবর্দ্ধক; কাচময় কলস,

পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি। মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃঢ়ং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮৫ ॥ স্ববামভাগে ষট্‌কোণং তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকম্। তদ্বহির্বৃত্তমালিখ্য চতুরস্রং ততো বহিঃ ॥ ১৮৬ ॥ সিন্দূর-রজসা বাপি রক্তচন্দনকেন বা। নির্ম্মায় মণ্ডলং তত্র যজেদাধারদেবতাম্ ॥ ১৮৭ ॥ মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ঙে-নমোহন্তং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮৮ ॥ নমসা ক্ষালিতাধারং স্থাপয়েন্মণ্ডলোপরি। অস্ত্রেণ ক্ষালিতং কুম্ভং তত্রাধারে নিবেশয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্বর্ণৈর্বিন্দুসমাযুতৈঃ। মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী কারণেন প্রপূরয়েৎ ॥ ১৯০ ॥ বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্। পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্বিদ্বান্ দেবীভাবপরায়ণঃ ॥ ১৯১ ॥ রক্তচন্দন-সিন্দূর-রক্তমাল্যানুলেপনৈঃ। ভূষয়িত্বা তু কলসং পঞ্চীকরণমাচরেৎ ॥ ১৯২ ॥ ফট্‌া দর্ভেণ সন্তাড্য হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠয়েৎ। হ্রীং দিব্যদৃষ্ট্যা সংবীক্ষ্য নমসাভ্যুক্ষণং চরেৎ। মূলেন গন্ধং ত্রির্দদ্যাৎ পঞ্চীকরণমীরিতম্ ॥ ১৯৩ ॥ প্রণম্য কলসং রক্তপুষ্পং দত্ত্বা বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৪ ॥ এক-

---

বশীকরণে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে; পাষাণ-নির্ম্মিত কলস স্তম্ভন কার্য্যে এবং মৃন্ময় কলস, সকল কার্য্যেই প্রশস্ত হইবে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত সকল প্রকার কলসই সুদৃঢ় ও সুপরিষ্কৃত হইবে। নিজ বামভাগে একটী ষট্‌কোণ মণ্ডল, তন্মধ্যে একটী শূন্য এবং ঐ ষট্‌কোণ মণ্ডলের বাহিরে একটী গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। এইরূপে সিন্দূর, রজঃ বা রক্তচন্দন দ্বারা মণ্ডলকে লিখিয়া তাহাতে আধার দেবতার পূজা করিবে। আধার-দেবতার পূজায় 'হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্র উদ্ধৃত করিবে অনন্তর 'নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালিত আধার (মৃৎপিণ্ডাদি) মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে। পরে 'ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা কুম্ভ প্রক্ষালিত করিয়া ঐ কুম্ভ আধারের উপর স্থাপন করিবে। ১৮৪—১৮৯। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, ক্ষ হইতে অকার পর্য্যন্ত বৈপরীত্যে সন্নিবেশিত বর্ণসমুদায় বিন্দুযোগ করিয়া ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ ও অনন্তর মূল-মন্ত্র উচ্চারণ করত কারণ (মদ্য) দ্বারা কুম্ভ পূরিত করিবে। কুলাচারজ্ঞ ব্যক্তি, দেবীভাব-পরায়ণ হইয়া, আধারে বহ্নিমণ্ডল, কুম্ভে সূর্য্যমণ্ডল ও কুম্ভস্থিত পূর্ব্বোক্ত মদ্যেও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে। পরে রক্তচন্দন, সিন্দূর, রক্তমাল্য অনুলেপন দ্বারা কলস ভূষিত করিয়া পঞ্চীকরণ করিবে

এই মন্ত্র পাঠ করত কুশ দ্বারা কলসে তাড়না করিয়া, "হুং" মন্ত্র পাঠ করত অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা কলস অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে "হ্রীং" বীজ পাঠ করত অনিমেষ দর্শনে সকল নিরীক্ষণ করিয়া "নমঃ" মন্ত্র পাঠ করত জল দ্বারা কলস অভ্যুক্ষিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার কলসে চন্দন প্রদান করিবে। ইহাই পঞ্চীকরণ নামে কথিত। পরে

গেব পরং ব্রহ্ম স্থূল-সূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্। কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥ ১৯৫॥ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে বরুণালয়সম্ভবে। রমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্॥ ১৯৬॥ দেবানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি। তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু॥ ১৯৭॥ হ্রীং হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ। নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ১৯৮॥ বারুণেন চ বীজেন ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিনা। ব্রহ্মশাপবিশব্দান্তে মোচিতায়ৈ পদং বদেৎ। সুধাদেব্যৈ নমঃ পশ্চাৎ সপ্তধা ব্রহ্মশাপনুৎ॥ ১৯৯॥ অঙ্কুশং দীর্ঘষট্কেন যুতং শ্রীমায়য়া যুতম্। সুধা পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপং মোচয়েতি পদং ততঃ। অমৃতং স্রাবয়েদ্দ্বন্দ্বং স্বাহান্তো মনুরীরিতঃ॥ ২০০॥ এবং শাপাদ্বিমোচ্য যজেৎ তত্র সমাহিতঃ। আনন্দভৈরবং দেবমানন্দভৈরবীং তথা॥ ২০১॥ সহক্ষমলশব্দান্তে বরয়ুং মিলিতং বদেৎ। আনন্দভৈরবং ঙেহন্তং বষড়ন্তো মনুর্মতঃ॥ ২০২॥ অস্যাস্যং বিপরীতঞ্চ শ্রবণে বামলোচনা। সুধাদেব্যৈ বৌষড়ন্তো মনুরস্যাঃ প্রপূজনে॥ ২০৩॥ সামরস্যং তয়োস্তত্র ধ্যাত্বা

কলসকে প্রণাম ও তৎস্থিত সুরাতে রক্তপুষ্প প্রদান করিয়া, ব্যক্ষমাণ মন্ত্র দ্বারা সুরা শোধন করিবে। ১৮৯—১৯৪। পরংব্রহ্ম অদ্বিতীয় স্থূল ও সূক্ষ্মময় এবং নিত্য। আমি তাঁহার দ্বারা কচজনিত-ব্রহ্মহত্যা নাশ করি। হে দেবি! হে সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থে! হে সমুদ্রগর্ভ-সম্ভূতে! হে রমাবীজময়ি! তুমি শুক্রশাপ হইতে মুক্ত হও। ব্রহ্মময় প্রণব বেদের বীজস্বরূপ। হে দেবি! সেই সত্য দ্বারা তোমার ব্রহ্মহত্যা নাশ হউক। বরুণ-বীজে (বং) ক্রমশঃ ছয়টী দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া, 'ব্রহ্ম' শব্দের পর 'মোচিতায়ৈ' পদ বলিবে, পশ্চাৎ 'সুধাদেব্যৈ নমঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিলে ব্রহ্মশাপ মোচন হইবে। মন্ত্র যথা,—বা বী বূ বৈ বৌ বঃ ব্রহ্মশাপ বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। ১৯৫—১৯৯। অঙ্কুশ অর্থাৎ "ক্রোং" এই পদে দীর্ঘস্বর ছয়টী যোগ করিয়া (শ্রীং) শ্রীবীজ ও মায়াবীজ (হ্রীং) যোগ করিতে হইবে। ইহার পর "সুধা" পদ, পরে "কৃষ্ণশাপং মোচয়" এই পদ। পরে "অমৃতং স্রাবয় স্রাবয়" শেষে 'স্বাহা' এই মন্ত্র কথিত হইয়াছে। এইরূপে শাপ মোচন করিয়া, একাগ্রহৃদয়ে তাহাতে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর পূজা করিবে। "সহক্ষমল" পদের পর 'বরয়ুং' ইহার সহিত মিলিত করিয়া 'আনন্দ ভৈরবায়' বলিবে, শেষে বষট্ থাকিবে;—ইহা আনন্দভৈরবের মন্ত্র। আনন্দভৈরবীর পূজার সময়, 'সহক্ষমলবরয়ুং' এই মন্ত্রের আস্য অর্থাৎ মুখ বর্ণদ্বয় বিপরীত অর্থাৎ "হস" পাঠ করিবে, শ্রবণে অর্থাৎ উকারস্থানে বামলোচনা অর্থাৎ [illegible] করিবে, পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ 'বৌষট্' এই

ত্রয্যং বিভাব্য তস্যোর্দ্ধে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥২০৪॥ মূলেন দেবতা-বুদ্ধ্যা দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ। দর্শয়েদ্-ধূপ-দীপৌ চ ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বকম্ ॥ ২০৫ ॥ ইত্থং তীর্থস্য সংস্কারঃ সর্ব্বদা দেবপূজনে। ব্রতে হোমে বিবাহে চ তথৈবোৎসবকর্ম্মণি ॥ ২০৬ ॥ মাংসমানীয় পুরতস্ত্রিকোণমণ্ডলো-পরি। ফটাভ্যুক্ষ্য বায়ু-বহ্নিবীজাভ্যাং মন্ত্রয়েৎ ত্রিধা ॥ ২০৭ ॥ কবচেনাবগুণ্ঠ্যাথ সংরক্ষেচ্চাস্ত্রমন্ত্রতঃ। ধেন্বা হমৃতীকৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥ ২০৮ ॥ বিষ্ণোর্বক্ষসি যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্য চ। মাংসং মে পবিত্রীকুরু/কুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২০৯॥ ইত্থং মীনং সমানীয় প্রোক্তমন্ত্রেণ সংস্কৃতম্। মন্ত্রেণানেন মতিমাংস্তং মীনমভি-মন্ত্রয়েৎ ॥ ২১০ ॥ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যো-র্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ২১১ ॥ তথৈব মুদ্রামাদায় শোধয়েদমুনা প্রিয়ে ॥ ২১২ ॥ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২১৩ ॥ ওঁ তদ্বিপ্রা সা বিপ-ন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ২১৪ ॥ অথবা সর্ব্বতত্ত্বানি

দুইটী পদ প্রয়োগ করিতে হইবে (ইহাতে মন্ত্রোদ্ধার যথা—হসক্ষমলবরয়ীং আনন্দ-ভৈরব্যৈ বৌষট্। অনন্তর সেই কলসে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর সম-রসতা ধ্যান করিয়া, তদমৃত দ্বারা সংসিক্ত হইয়াছে ভাবনা করিয়া, তদুপরি দ্বাদশ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ২০০-২০৪। অনন্তর দেবতাবোধে সেই মদ্যের উপরি মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। অনন্তর ঘণ্টাধ্বনিপূর্ব্বক তাহাতে ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবে। দেবপূজা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে এইরূপে সুরা-সংস্কার। সম্মুখস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের উপরিভাগে আনয়নপূর্ব্বক 'ফট্' মন্ত্র দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া বায়ুবীজ (যং) ও বহ্নি-বীজ (রং) দ্বারা ইহা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে কবচ অর্থাৎ 'হুং' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া, অস্ত্র অর্থাৎ "ফট্" মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। পরে 'বং' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা উহা অমৃতীকৃত করিয়া, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। যে দেবী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে এবং যে দেবী শঙ্করের বক্ষঃস্থলে থাকেন, তিনি আমার এই মাংস পবিত্র করুন—তিনি আমার সম্বন্ধে বিষ্ণুর প্রধান-পদ করুন। (ইহা মাংসশোধন)। ২০৫—২০৯। কুলধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ঐরূপে মৎস্য আনয়নপূর্ব্বক উক্ত মাংস-শোধন-মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা অভি-মন্ত্রিত করিবে। হে প্রিয়ে! অনন্তর মুদ্রা আনয়ন করিয়া, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি, "ওঁ তদ্বি-প্রাসোবিপ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা উহা শোধন করিবে। অথবা মূলমন্ত্র দ্বারাই পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবে। যিনি মূলমন্ত্রে

মূলেনৈব বিশোধয়েৎ। মূলে তু শ্রদ্দধানো যঃ কিং তস্য দলশাখায়া॥ ২১৫॥ কেবলং মূলমন্ত্রেণ যদ্দ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ। তদেব দেবতাপ্রীত্যৈ সুপ্রশস্তং ময়োচ্যতে॥২১৬॥ যথাকালস্য সংক্ষেপাৎ সাধকানবকাশতঃ। সর্ব্বং মূলেন সংশোধ্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥ ২১৭॥ ন চাত্র প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমিতি শঙ্করশাসনম্॥ ২১৮॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে মন্ত্রোদ্ধার-কলসস্থাপন-তত্ত্বসংস্কারো নাম পঞ্চম উল্লাসঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ উল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

যৎ ত্বয়া কথিতং পঞ্চতত্ত্বং পূজাদি-কর্ম্মণি। বিশিষ্য কথিতং নাথ যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি॥১॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা। সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা॥ ২॥ তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্য-বিভেদতঃ। বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে॥৩॥ যেন কেন সমুৎপন্না যেন কেনাহৃতাপি বা। নাত্র জাতিবিভেদোঽস্তি শোধিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা॥ ৪॥ মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং

শ্রদ্ধান্বিত, তাঁহার শাখা-পল্লবে প্রয়োজন কি? কেবল মূলমন্ত্র দ্বারা যে দ্রব্য পরিশোধিত হইবে, তাহাই দেবতা-প্রীতির নিমিত্ত সুপ্রশস্ত হইবে,—ইহা আমি বলিতেছি। যখন সময় সংক্ষেপ হইবে, যখন সাধকের অবসর থাকিবে না, তখন সকল দ্রব্যই মূলমন্ত্র দ্বারা পরিশোধিত করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা শোধিত তত্ত্ব সমুদায় দেবীকে নিবেদন করিলে, কোন প্রত্যবায় হইবে না, কোন অঙ্গবৈগুণ্য-দোষও ঘটিবে না। ইহা সত্য সত্য; পুনর্ব্বার বলিতেছি—ইহা সত্য,—ইহা শঙ্করের শাসন। ২১৩—২১৮।

পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত॥ ৫॥

ষষ্ঠ উল্লাস

শ্রীদেবী জিজ্ঞাসিলেন,—নাথ! আপনি পূজাদি কর্ম্ম সময়ে পঞ্চতত্ত্ব আমাকে কহিয়াছেন; যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে তাহা এখন বিশেষরূপে বলুন। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—উত্তম সুরা তিন প্রকার;—গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী। এই সুরা তাল-খর্জ্জুরাদি-সম্ভূত হওয়াতে নানারূপ কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেশভেদে এবং নানাদ্রব্য-ভেদে এই সুরা অনেকরূপ উক্ত আছে। এই সকল সুরাই দেবী-অর্চ্চনায় প্রশস্ত। এই সুরা যে কোনরূপেই সমুৎপন্ন হউক, যে কোন ব্যক্তি দ্বারা আনীতই হউক, শোধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে। সুরাবিষয়ে জাতি-

জল-ভূচর-খেচরম্। যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্। তৎ সর্ব্বং দেবতা প্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে। যদ্যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ ॥ ৬ ॥ বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ। স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্যস্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ ॥ ৭ ॥ উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীন-রোহিতাঃ। মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ। তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিভর্জ্জিতাঃ ॥ ৮ ॥ মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ। চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্ ॥ ৯ ॥ যব-গোধূমজং বাপি ঘৃতপক্কং মনোরমম্। মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা। ভর্জ্জিতান্যন্যবীজানি অধমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥ মাংসং মীনশ্চ মুদ্রা চ ফলমূলানি যানি চ। সুধাদানে দেবতৈ যৈ সংজ্ঞেষাং শুদ্ধিরীরিতা ॥ ১১ ॥ বিনা শুদ্ধ্যা হেতুদানং পূজানাং তর্পণং তথা। নিষ্ফলং জায়তে দেবি দেবতা ন প্রসীদতি ॥ ১২ ॥ শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলং বিষভক্ষণম্। চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ ॥ ১৩ ॥ শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্ব্বীর্য্যে প্রবলে কলৌ [illegible] স্বকীয়া

বিভেদ নাই। মাংস ত্রিবিধ ;—জলচর, ভূচর এবং খেচর। এই মাংস যে কোন স্থান হইতে আনীত হউক, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঘাতিত হউক, তৎসমুদায় দেবতার প্রীতির নিমিত্ত হইবে—সন্দেহ নাই। দেবতা-বিষয়ে দেয় বস্তুতে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী। যে যে বস্তু আপনার প্রিয়, তাহাই ইষ্ট দেবতাকে দিবে। ১—৬। দেবি! বলিদানে পুরুষ পশুই বিহিত হইয়াছে। মহাদেবের শাসন হেতু স্ত্রী-পশু হনন করিবে না। শাল, বোয়াল ও রুই মাছ,—এই তিন প্রকার মাছই উত্তম। আজ্ঞা কণ্টকহীন মৎস্য মধ্যম, বহু-কণ্টকযুক্ত মৎস্য অধম। বহু-কণ্টকযুক্ত মৎস্যও সুন্দররূপে ভাজিয়া, দেবীকে দেওয়া যাইতে পারে। মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম এবং অধম,—ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যাহা চন্দ্রবিম্ব-সদৃশ শুভ্র, যাহা শালিতণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত, অথবা যাহা যব বা গোধূম দ্বারা প্রস্তুত হইবে এবং যাহা ঘৃতপক্ক ও মনোহর, তাদৃশ মুদ্রাই উত্তম। যাহা ভৃষ্ট ধান্য প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত, তাহা মধ্যম মুদ্রা। যাহা অন্য প্রকার শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত হইবে, তাহা অধম মুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। ৭—১০। দেবীকে সুধা দান করিবার সময় যে মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, ফল, মূল প্রদত্ত হইবে, তৎসমুদায় শুদ্ধি শব্দে অভিহিত হইবে। শুদ্ধি বিনা দেবীকে সুধাদান করিয়া পূজা বা তর্পণ করিলে সমস্ত নিষ্ফল হইবে এবং তাহাতে দেবতা প্রসন্ন হইবেন না।৮০ শুদ্ধি বিনা মদ্যপান করিলে, তাহা কেবল বিষ ভক্ষণ হয় এবং চিররোগী ও স্বল্পায়ু হইয়া অচিরাৎ মৃত্যু হয়। মহেশানি! নির্ব্বীর্য্য কলি প্রবল

কেরলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥ ১৪ ॥ অথ বাত্র স্বয়ম্ভ্বাদি কুসুমং প্রাণবল্লভে। কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুষীদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫ ॥ অশোধিতানি তত্ত্বানি পত্র-পুষ্প-ফলানি চ। নৈব দদ্যান্মহাদেব্যৈ দত্ত্বা বৈ নারকী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ শ্রীপাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ স্বীয়য়া গুণশীলয়া। অভিষিঞ্চেৎ কারণেন সামান্যার্ঘোদকেন বা ॥ ১৭ ॥ আদৌ বাগ্ভবং সমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ ততো বদেৎ। নমঃশব্দাবসানে চ ইমাং শক্তিং মুদীরয়েৎ ॥ ১৮ ॥ পবিত্রীকুরুশব্দান্তে মম শক্তিং কুরু দ্বিঠঃ ॥ ১৯ ॥ অদীক্ষিতা যদা নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ। শক্তয়োঽন্যাঃ পূজনীয়া নার্থ তাড়নকর্ম্মণি ॥ ২০ ॥ অথাত্ম-যন্ত্রয়োর্মধ্যে মায়াগর্ভং ত্রিকোণকম্। বৃত্তং ষট্কোণমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্বহিঃ ॥ ২১ ॥ অস্রকোণে পূর্ণশৈলমুড্ডীয়ানং তথৈব চ। জালন্ধরং কামরূপং সচতুর্থী-নমোঽন্তকম্। নিজনামাদিবীজাঢ্যং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ২২ ষট্কোণেষু ষড়ঙ্গানি মূলেনৈব ত্রিকোণকম্। মায়ামাধারশক্তিঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥ নমসা ক্ষালিতাধারং সংস্থাপ্য তত্র

হইলে, শেষতত্ত্ব শোধন একমাত্র সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন হইবে। প্রাণবল্লভে! অথবা আমি যে স্বয়ম্ভু-কুসুমাদির কথা বলিয়াছি, তৎ প্রতিনিধিস্থলে, রক্তচন্দন কথিত হইল। ১১—১৫। উক্ত পঞ্চতত্ত্ব এবং ফল, মূল, পত্র, শোধন না করিয়া দেবীকে দান করিবে না; করিলে নরকগামী হইতে হইবে। গুণশীলা স্বীয় পত্নী দ্বারা শ্রীপাত্রে স্থাপন করিবে এবং ঐ পত্নীকে কারণ দ্বারা, সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। অভিষেক মন্ত্র,—প্রথমতঃ "ঐং ক্লীং সৌঃ" উচ্চারণ করিবে, পরে "ত্রিপুরায়ৈ নমঃ" উচ্চারণ করিবে, তৎপরে "ইমাং শক্তিং" এই পদ বলিবে; পরে "পবিত্রীকুরু" এই শব্দের অন্তে "মম শক্তিং কুরু স্বাহা" এই পদ উচ্চারণ করিবে। যদি নারী অদীক্ষিতা থাকে, তবে তাহার কর্ণে মায়াবীজ উচ্চারণ করিবে। মৈথুনতত্ত্ব-সম্পাদনের নিমিত্ত অন্য যে সমুদায় পরকীয়া শক্তি থাকিবে, তাহাদিগকে পূজা করিবে। ১৬—২০। অনন্তর আপনি ও যন্ত্র—এই উভয়ের মধ্যে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, তাহার মধ্যে মায়াবীজ লিখিবে। পরে ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে একটী ষট্কোণ মণ্ডল লিখিয়া, তাহার বাহিরে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। অনন্তর সাধকোত্তম, ঐ চতুষ্কোণ মণ্ডলের চারি কোণে "পূং পূর্ণশৈলায় পীঠায় নমঃ, উং উড্ডীয়ানায় পীঠায় নমঃ, জাং জালন্ধরায় পীঠায় নমঃ, কাং কামরূপায় পীঠায় নমঃ" এই মন্ত্র-চতুষ্টয় পূর্ণশৈল, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, কামরূপ—এই পীঠচতুষ্টয়ের পূজা করিবে। পরে ষট্কোণ বৃত্তের ছয় কোণে, "হ্রাং নমঃ হ্রীং নমঃ, হ্রূং নমঃ, হ্রৈং নমঃ, হ্রৌং নমঃ, হ্রঃ নমঃ" এই ছয়টী মন্ত্র দ্বারা ষট্কোণের

পূর্ব্ববৎ। বৃত্তোপরি যজেদ্বহ্নেঃ কলাঃ স্বস্বাদিমাক্ষরৈঃ ॥ ২৪ ॥ ধূম্রার্চ্চির্জ্বলিনী সূক্ষ্মা জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী। সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা তথা ॥ ২৫ ॥ সচতুর্থী নমোহন্তেন পূজ্যা বহ্নেঃ কলা দশ ॥ ২৬ ॥ মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশান্তে চ কলাত্মনে অবসানে নমো দত্ত্বা পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ২৭ ॥ অতোঽর্ঘ্যপাত্রমানীয় ফট্কারেণ বিশোধিতম্। আধারে স্থাপয়িত্বা তু কলাঃ সূর্য্যস্য দ্বাদশ। কভাদিবর্ণবীজেন ঠডান্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচির্জ্বালিনী রুচিঃ। সুধূম্রা ভোগদা বিশ্বাবোধিনী ধারিণী ক্ষমা ॥ ২৯ ॥ অং সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দ্বাদশান্তে কলাত্মনে। নমোহন্তেনার্ঘ্যপাত্রে তু পূজয়েৎ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ৩০ ॥ বিলোমমাতৃকাং তদ্বন্মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। ত্রিভাগং পূরয়েন্মন্ত্রী কলসস্থেন হেতুনা ॥ ৩১ ॥ বিশেষার্ঘ্যজলৈঃ শেষং পূরয়িত্বা সমাহিতঃ। ষোড়শস্বরবীজেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ। সচতুর্থীনমোহন্তেন কলাঃ সোমস্য ষোড়শ ॥ ৩২ ॥ অমৃতা মানদা পূজা তুষ্টিঃ পুষ্টী রতির্ধৃতিঃ।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিবে। পরে ত্রিকোণ মণ্ডলে "হ্রীং সাধার-শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আধার-দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর 'নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালিত আধার পূর্ব্বের ন্যায় সেই স্থানে সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে স্ব স্ব আদিম অক্ষর উচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নির দশ কলা পূজা করিবে। দশ কলার নাম ;—ধূম্রা, অর্চ্চিঃ, জ্বলিনী, সূক্ষ্মা, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা। ২১—২৫। এই সমুদায় শব্দে চতুর্থী বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া, অন্তে 'নমঃ' শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক বহ্নির দশ কলা পূজা করিবে। অনন্তর "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বহ্নি-মণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর ফট্কার দ্বারা বিশোধিত অর্ঘ্যপাত্র আনয়নপূর্ব্বক, আধারে স্থাপন করিয়া, কভ প্রভৃতি ঠড পর্য্যন্ত বর্ণ বীজ পূর্ব্বে উচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্যের দ্বাদশ কলার পূজা করিবে। দ্বাদশ কলার নাম ;—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুধূম্রা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রে "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলা-ত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল পূজা করিবে। ২৬—৩০। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত বিলোম মাতৃকা-বর্ণ ও তদন্তে মূল-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, কলসস্থ সুরা দ্বারা অর্ঘ্য-পাত্রের তিন ভাগ পূর্ণ করিবে। অনন্তর সমাহিত-চিত্ত বিশেষার্ঘ্যের জল দ্বারা, অর্ঘ্য-পাত্রের শেষাংশ পূরণ করিয়া, ষোলটী স্বর বীজের অন্তে চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, অন্তে 'নমঃ' শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক চন্দ্রের ষোড়শ কলা পূজা করিবে। ষোড়শ কলার নাম ;—অমৃতা, মানদা, পূজা, তুষ্টি, পুষ্টি,

শশিনী চন্দ্রিকাকান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা। পূর্ণাপূর্ণামৃতা কামদায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ ॥ ৩৩ ॥ ওঁং সোমমণ্ডলায়েতি ষোড়শান্তে কলাত্মনে। নমোঽন্তেন যজেন্মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ সোমমণ্ডলম্ ॥ ৩৪ ॥ দূর্ব্বাক্ষতং রক্তপুষ্পং বর্ব্বরামপরাজিতাম্। মায়য়া প্রক্ষিপেৎ পাত্রে তীর্থমাবাহয়েদপি ॥ ৩৫ ॥ কবচেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্রমুদ্রয়া রক্ষণং চরেৎ। ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য চ্ছাদয়েন্মৎস্যমুদ্রয়া ॥ ৩৬ ॥ মূলং সঞ্জপ্য দশধা দেবতাবাহনং চরেৎ। আবাহ্য পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্। অখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈর্মন্ত্রয়েৎ তদনন্তরম্ ॥ ৬৭ ॥ অখণ্ডৈকরসানন্দাকরে পরসুধাত্মনি। স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহি কুলরূপিণি ॥ ৩৮ ॥ অনঙ্গস্থামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে। অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥ ৩৯ ॥ তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ কৃত্বার্ঘ্যং তৎস্বরূপিণি। ভূত্বা কুলামৃতাকারমপি বিস্ফুরণং কুরু ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডরস-সম্ভূতমশেষরস-সম্ভবম্। আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ ॥ ৪১ ॥ অহন্তাপাত্রভরিতমিদন্তাপরমামৃতম্। পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥ ইত্যামন্ত্র্য ততস্তস্মিন্ শিবয়োঃ সামরস্যকম্।

রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা ; এই ষোড়শ কলা কামদায়িনী অর্থাৎ কামনা-ফলদাত্রী। পরে ঐ অর্ঘ্য পাত্রের জলে "ওঁং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সোম-মণ্ডলের পূজা করিবে। তৎপরে দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প, বর্ব্বরাপত্র, অপরাজিতা পুষ্প —এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া, 'হ্রীং' এই মন্ত্র দ্বারা পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, তীর্থ আবাহন করিবে। পরে 'হুং' এই বীজ পাঠপূর্ব্বক অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য-পাত্রস্থ সুরা অবগুণ্ঠিত করিয়া, অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা করিবে। অনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকৃত করিয়া, উহা মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ সুরার উপরি দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, তাহাতে ইষ্টদেবতার আবাহনপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অখণ্ড প্রভৃতি পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সুধা অভিমন্ত্রিত করিবে। ৩১—৩৭। পাঁচটী মন্ত্রের অর্থ যথা ;—(১) হে কুলরূপিণি! তুমি এই পরম সুধাময় বস্তুতে অখণ্ড একমাত্র সান্দ্র রস ও সদানন্দ-প্রদায়িনী। তুমি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি প্রদান কর। (২) তুমি অনঙ্গস্থ অমৃত স্বরূপা, বিশুদ্ধ জ্ঞানই তোমার শরীর। তুমি ক্লিন্নরূপ এই বস্তুতে অমৃতত্ব বিধান কর। (৩) হে সুরাস্বরূপিণি! তুমি প্রধান মাধুর্য্যরসরূপে এই পূজার্ঘ্যরূপ মদ্য ঐক্যরস্য অর্থাৎ প্রধান মাধুর্য্যবিশিষ্ট করিয়া, কুলামৃত-স্বরূপ হইয়া আমার স্ফূর্ত্তি সাধন কর। (৪) সুধা দ্বারা পূর্ণ এই মহাপাত্র ব্রহ্মাণ্ড-রসযুক্ত, অশেষ রসের আকর ও পীযূষ রসময় কর। (৫) আত্মভাবরূপ পাত্রে ধারিত ইদন্তাবপরম অমৃত, পরাত্ম-রূপ বহ্নিতে অহন্তাদি পাত্র ইদন্তাদির

বিভাব্য পূজয়েদ্ধূপ-দীপাবপি চ দর্শয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ ইতি শ্রীপাত্রসংস্কারঃ কথিতঃ কুলপূজনে। অকৃত্বা পাপভাঙ্‌মন্ত্রী পূজা চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ ঘট শ্রীপাত্রয়োর্মধ্যে পাত্রাণি স্থাপয়েদ্বুধঃ। গুরুপাত্রং ভোগপাত্রং শক্তিপাত্রমতঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥ যোগিনী-বীরপাত্রে চ বলিপাত্রং ততঃ পরম্। পাদ্যাচমনয়োঃ পাত্রং শ্রীপাত্রেণ নব ক্রমাৎ। সামান্যার্ঘ্যস্য বিধিনা পাত্রাণাং স্থাপনং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥ কলসস্থামৃতেনৈব ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ। মাষপ্রমাণং পাত্রেষু শুদ্ধিখণ্ডং নিয়োজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ বাম অঙ্গুষ্ঠা-

সহিত স্বীকার-লক্ষণ হোম আহুতি প্রদান কর। এইরূপে সুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে শিব-শিবার সমরসতা ধ্যান ও পূজা করিয়া ধূপ-দীপ প্রদর্শন করিবে। কুলপূজা বিষয়ে এই শ্রীপাত্র-সংস্কার তোমার নিকট কথিত হইল। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি এইরূপে সংস্কার না করে, তাহা হইলে পাপভাগী হইবে এবং তাহার পূজা বিফল হইবে। জ্ঞানী ব্যক্তি ঘট এবং শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে গুরুপাত্র, ভোগপাত্র, শক্তিপাত্র, অতঃপর যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, আচমন-পাত্র ও পাদ্যপাত্র, শ্রীপাত্রের সহিত এই নয়টী পাত্র স্থাপন করিবে। সামান্যার্ঘ্য-স্থাপনের বিধি অনুসারে পাত্র-স্থাপন কর্ত্তব্য ৩৮—৪৬। অনন্তর ঐ সকল পাত্রের তিন ভাগ কলসস্থিত সুধা দ্বারা পূরিত করিয়া, ঐ সমুদয় পাত্রে মাষপ্রমাণ

নামিকাভ্যামমৃতং পাত্রসংস্থিতম্। গৃহীত্বা শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়া তত্ত্বমুদ্রয়া। সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাদ্বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥ শ্রীপাত্রাৎ পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা শুদ্ধিসংযুতম্। আনন্দভৈরবং দেবং ভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ গুরুপাত্রামৃতেনৈব তর্পয়েদ্‌গুরুসন্ততিম্। সহস্রারে নিজগুরুং সপত্নীকং প্রতর্প্য চ। বাগ্‌ভবাদ্যস্বনাম্না তদ্বদ্‌গুরুচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ স্বহৃদয়াম্ভোজে ভোগপাত্রামৃতেন চ। আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি নিজবীজপুরঃসরম্। ৫১

শুদ্ধিখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। পরে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পাত্রস্থিত অমৃত শুদ্ধিখণ্ডের সহিত গ্রহণ করিয়া, তত্ত্বমুদ্রিত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সমুদায় পাত্রেই তর্পণ করিবে। এই তর্পণের বিধি পরে বলিতেছি। শ্রীপাত্র হইতে শুদ্ধির সহিত পরম বিন্দু অর্থাৎ সুধাবিন্দু লইয়া আনন্দভৈরব এবং আনন্দ-ভৈরবীর তর্পণ করিবে। পরে গুরু-পাত্রস্থ অমৃত দ্বারা গুরু-সমূহকে তর্পণ করিবে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল-কমলে পত্নীর সহিত নিজ গুরুর তর্পণ করিয়া, বাগ্‌ভব বীজ অর্থাৎ ঐং বীজ আদিতে যোগ করিয়া পশ্চাৎ গুরু-চতুষ্টয়ের অর্থাৎ গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুর নিজ নিজ নামোচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পরে নিজ হৃৎপদ্মে ভোগপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা প্রথমে অস্ববীজ হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি

স্বাহান্তেন ত্রিধা মন্ত্রী তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্। শক্তিপাত্রামৃতৈস্তদ্বদঙ্গাবরণতর্পণম্ ॥ ৫২ ॥ যোগিনীপাত্রসংস্থেন সায়ুধাং সপরীকরাম্। সন্তর্প্য কালিকামাদ্যাং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ ॥ ৫৩ ॥ স্ববামভাগে সামান্যং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ। সংপূজ্য স্থাপয়েৎ তত্র সামিষান্নং সুধান্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥ বাঙ্মায়া-কমলাবঙ্ক বটুকায় নমঃপদম্। সংপূজ্য পূর্ব্ব-ভাগে চ বটুকস্য বলিং হরেৎ ॥ ৫৫ ॥ ততশ্চ যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা যাম্যাং হরেদ্বলিম্ ॥ ৫৬॥ ষড়্দীর্ঘযুক্তং সম্বর্ত্তং ক্ষেত্রপালায় ঙন্মনুঃ। অনেন ক্ষেত্রপালায় বলিং দদ্যাৎ তু পশ্চিমে ॥ ৫৭ ॥ খান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতম্। ঙেহন্তং গণপাত-য়োক্ত্বা বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ ॥ ৫৮ ॥ উত্তরস্যাং গণেশায় বলিমেতেন কল্পয়েৎ। মধ্যে তথা সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাদ্যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥ হ্রাং শ্রীং সর্ব্বপদস্যোক্ত্বা বিঘ্ন-কৃদ্ভ্যস্ততো বদেৎ। সর্ব্বভূতেভ্যো ইত্যুক্ত্বা হুং ফট্ স্বাহা মনুর্ম্মতঃ ॥৬০॥ ততঃ শিবায়ৈ বিধিবদ্বলিমেকং প্রকল্পয়েৎ। গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি ॥ ৬১ ॥

স্বাহা, তৎপরে আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি, অন্তে স্বাহা এই মন্ত্রে তিন বার ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে, তদ্বৎ ঐ শক্তি-পাত্রের অমৃত দ্বারা অঙ্গদেবতা ও আবরণ-দেবতার তর্পণ করিবে। ৪৭—৫২। যোগিনী-পাত্রস্থ অমৃত দ্বারা অস্ত্র এবং পরিকরের সহিত বর্ত্তমানা আদ্যা-কালিকার তর্পণ করিয়া বটুকাদি-দিগকে বলি প্রদান করিবে। সুধী ব্যক্তি নিজ বামভাগে একটী সামান্য চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিবে। অনন্তর তাহা অর্চ্চনা করিয়া তাহাতে মদ্যযুক্ত সামিষ অন্ন স্থাপন করিবে। বাক্ (ঐং), মায়া (হ্রীং), কমলা (শ্রীং) ও 'বং' পরে 'বটুকায় নমঃ' এই—পদ, এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পূর্ব্ব-ভাগে বটুকের বলিদান করিবে। ৫৩—৫৫। তদনন্তর "যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের দক্ষিণদিকে যোগিনীদিগকে বলি প্রদান করিবে। পরে ছয় দীর্ঘস্বর-যুক্ত সংবর্ত্ত (ক্ষ) অর্থাৎ ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ, অনন্তর "ক্ষেত্রপালায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পশ্চিম-দিকে ক্ষেত্র-পালের বলি প্রদান করিবে। ৫৬—৫৭। ছয়টী দীর্ঘস্বরযুক্ত 'খ' এই বর্ণের অন্ত্য বীজ (গ) অর্থাৎ গাং গীং ইত্যাদি উদ্ধার করিয়া, চতুর্থীর একবচনান্ত গণপতি শব্দ (গণ-পতয়ে) উচ্চারণপূর্ব্বক অনন্তর বহ্নিজায়া (স্বাহা) পদ উচ্চারণ করিবে; এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি প্রদান করিবে এবং মণ্ডলের মধ্যভাগে যথাবিধি সর্ব্বভূতের বলি প্রদান করিবে। "হ্রাং শ্রীং সর্ব্ব" এই পদ উচ্চারণ করিয়া, অনন্তর "বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ" এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে "সর্ব্বভূতেভ্যঃ" এই পদ বলিয়া "হুং ফট্ স্বাহা" এইরূপ উচ্চারণ করিবে। ইহাই সর্ব্বভূত-বলি-মন্ত্র বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছে। তৎপরে "গৃহ্ণ দেবি

শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব। মূলমেষ বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ৈ নম ইত্যপি। চক্রানুষ্ঠানমেতৎ তু তবাগ্রে কথিতং শিবে ॥ ৬২ ॥ চন্দনাগুরুকস্তূরী-বাসিতং সুমনোহরম্। পুষ্পং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং কূর্ম্মকচ্ছপমুদ্রয়া ॥ ৬৩ ॥ নীত্বা স্বহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদাদ্যাং পরাৎপরাম্ ॥ ৬৪ ॥ সহস্রারে মহাপদ্মে সুষুম্না ব্রহ্মবর্ত্মনা। নীত্বা সানন্দিতং কৃত্বা বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা। দীপাদ্দীপান্তরমিব তত্র পুষ্পে নিযোজ্য চ ॥ ৬৫ ॥ যন্ত্রে নিধাপয়েন্মন্ত্রী দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৬৬ ॥ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৬৭ ॥ ক্রীমাদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ। ইহাগচ্ছ দ্বিধা প্রোক্তা ইহতিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥ ৬৮ ॥ ইহশব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ-সন্নিপদাৎ ততঃ। রুধ্যস্বপদমাভাষ্য মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯ ॥ ইত্থমাবাহনং কৃত্বা দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৭০ ॥ আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং বহ্নিজায়া প্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ। অমুষ্যা দেবতায়াশ্চ প্রাণা ইহ

মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি"। শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব" মূলমন্ত্র ("হ্রীং শ্রীং" ইত্যাদি) "এষ বলিঃ" তৎপশ্চাৎ "শিবায়ৈ নমঃ" অর্থাৎ হে দেবি! হে মহাভাগে! হে শিবে! হে কালাগ্নিরূপিণি! গ্রহণ কর। আমার শুভাশুভ ব্যক্তরূপে বল। তোমার এই বলি গ্রহণ কর, এই বলি শিবাকে দিলাম। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি শিবকে একটী বলি প্রদান করিতে হইবে। হে শিবে! এই আমি তোমার নিকট চক্রানুষ্ঠান কহিলাম। ৫৮—৬২। অনন্তর চন্দন, অগুরু, কুস্তূরী দ্বারা অতিশয় সুগন্ধীকৃত সুমনোহর পুষ্প, কচ্ছপমুদ্রিত হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া, নিজ হৃদয়-পদ্মে পরাৎপরা আদ্যা কালীকে আনিয়া ধ্যান করিবে। অনন্তর সুষুম্নারূপ ব্রহ্মপথ দ্বারা ভগবতীকে সহস্রার মহাপদ্মে লইয়া গিয়া, নির্ম্মল সুধা দ্বারা তাঁহাকে আনন্দিতা করিয়া, বৃহৎ নিশ্বাসরূপ পথ দ্বারা, প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য প্রদীপের ন্যায় ভগবতীকে হস্তস্থিত সেই পুষ্প সংক্রমণপূর্ব্বক যন্ত্রে স্থাপন করিয়া, পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, দৃঢ় ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে;— হে দেবেশি! হে ভক্তিসুলভে! হে বহু-পরিবার-পরিবৃতে! আমি যে পর্য্যন্ত তোমার পূজা করিব, সে পর্য্যন্ত তুমি সুস্থিরা হও। "ক্রোং আদ্যে কালিকে দেবি! পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" উচ্চারণ করিয়া, "ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ," পরে "ইহ" শব্দ, পরে "সন্নিধেহি," অনন্তর "ইহ সন্নি" পদ, পরে "রুধ্যস্ব" পদ বলিয়া, "মম পূজাং গৃহাণ" পাঠ করিবে। এই প্রকার দেবীর আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৬৩—৭০। অর্থাৎ "আং হ্রীং ক্রোং শ্রীং বহ্নিজায়া (স্বাহা) আদ্যাকালীদেবতায়াঃ

ততঃ পরম্। প্রাণা ইতি ততঃ পঞ্চ বীজানি তদনন্তরম্ ॥ ৭১ ॥ অমুষ্যা জীব ইহ চ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ পুনঃ। পঞ্চ বীজান্তমুষ্যাশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥ পুনস্তৎ-পঞ্চবীজানি অমুষ্যা বচনাত্ততঃ। বাঙ্‌মনো-নয়ন-ঘ্রাণ-শ্রোত্র-ত্বক্‌পদতো বদেৎ ॥ ৭৩ ॥ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ ইতি ত্রিধা যন্ত্রমধ্যে লেলিহানাখ্য-মুদ্রয়া। সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান্ কৃতাঞ্জলি-পুটো বদেৎ ॥ ৭৫ ॥ আদ্যে কালি স্বাগতং তে সুস্বাগতমিদং তব। আসনঞ্চেদমত্র স্থীয়তাং পরমেশ্বরি ॥ ৭৬ ॥ ততো বিশেষার্ঘ্যজলৈস্ত্রিধা মূলং সমুচ্চরন্। প্রোক্ষ-য়েদ্দেবশুদ্ধ্যর্থং ষড়ঙ্গৈঃ সকলীকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥ দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলী-কৃতিঃ। ততঃ সংপূজয়েদ্দেবীং ষোড়শৈ-রুপচারকৈঃ ॥৭৮॥ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসন-ভূষণে। গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপৌ নৈবেদ্যা-চমনে তথা ॥ ৭৯ ॥ অমৃতঞ্চৈব তাম্বূলং তর্পণঞ্চ নতিক্রিয়া। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়া-মুপচারাংশ্চ ষোড়শ ॥ ৮০ ॥ আদ্যাবীজ-মিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্। পাদ্যং

প্রাণা ইহ” অনন্তর “প্রাণাঃ” ইহা, পরে উক্ত পঞ্চবীজ (আং হ্রীং ইত্যাদি), তদনন্তর “আদ্যাকালীদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ” ইহা উচ্চারণ করিবে। পুনর্ব্বার সেই “পঞ্চবীজ আং হ্রীং ইত্যাদি আদ্যাকালী-দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি” উচ্চারণ করিবে। পুনর্ব্বার সেই “পঞ্চবীজ আদ্যাকালীদেব-তায়াঃ” কথান্তে “বাঙ্মনোনয়ন ঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্” পদ, অনন্তর “প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয় (স্বাহা)” পাঠ করিবে। অর্থাৎ আদ্যাকালীর প্রাণ এই স্থানে প্রাণ, আদ্যাকালীর জীবাত্মা এইস্থানে থাকিল, আদ্যাকালীর সকল ইন্দ্রিয়, আদ্যাকালীর বাক্য, মন, চক্ষু, নাসা, কর্ণ, ত্বক্ এবং প্রাণ ইহাতে বহুকাল সুখে অবস্থিতি করুক। যন্ত্রমধ্যে এইরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া লেলিহানমুদ্রা দ্বারা উহাতে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে,—হে আদ্যে কালি! তোমার স্বাগত? সুস্বাগত? তোমার এই আসন আছে, হে পরমেশ্বরি! ইহাতে তুমি উপবেশন কর। ৭১—৭৬। পরে দেবতাশুদ্ধির নিমিত্ত তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ করত বিশেষার্ঘ্যের জল দ্বারা দেবীকে প্রোক্ষিত করিবে, পরে ষড়ঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা সকলীকরণ করিবে। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ-ন্যাস সকলীকরণ। তৎপশ্চাৎ ষোড়শোপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরা-চমনীয়, অমৃত, তাম্বুল, তর্পণ, নমস্কার,—দেবীপূজার সময় এই ষোড়শ উপচার প্রযোজিত করিবে। আদ্যা বীজ (হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরি স্বাহা) “ইদং পাদ্যং আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা চরণ-দ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে; পরে ঐরূপ

চরণয়োর্দদ্যাচ্ছিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮১ ॥ স্বাহাপদেন মতিমান্ স্বধেত্যাচমনীয়কম্। মুখে নিয়োজয়েন্মন্ত্রী মধুপর্কং মুখাম্বুজে। বংস্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ৮২ ॥ স্নানীয়ং সর্ব্বগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ। নিবেদয়ামি মন্ত্রেণ দদ্যাদেতানি দেশিকঃ ॥ ৮৩ ॥ মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ গন্ধং দদ্যাদ্ধৃদম্বুজে। নমোহন্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন পুষ্পকম্ ॥ ৮৪ ॥ ধূপ-দীপৌ চ পুরতঃ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ। নিবেদয়ামি মন্ত্রেণ উৎসৃজ্য তদনন্তরম্ ॥ ৮৫ ॥ জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি মন্ত্রপূর্ব্বকম্। সংপূজ্য ঘণ্টাং বামেন বাদয়ন্ দক্ষিণেন তু ॥ ৮৬ ॥ ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ নাসিকাধো নিয়োজয়েৎ। দীপঞ্চ দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা ভ্রাময়েৎ পুনঃ ॥ ৮৭ ॥ ততঃ পাত্রঞ্চ শুদ্ধিঞ্চ সমাদায় করদ্বয়ে। মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে নিবেদয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি। গৃহাণ শুদ্ধিসহিতং দেহি মে মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ৮৯ ॥ ততঃ সামান্যবিধিনা পুরতো মণ্ডলং লিখেৎ। তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥ ৯০ ॥ প্রোক্ষণঞ্চাবগুণ্ঠঞ্চ রক্ষণঞ্চামৃতীকৃতম্।

('নমঃ' পদের পরিবর্ত্তে) স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে; জ্ঞানী সাধক ঐরূপ (নমঃ পদের পরিবর্ত্তে) স্বধান্ত মন্ত্র দ্বারা মুখে আচমনীয় ও উক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবীর মুখপদ্মে মধুপর্ক প্রদান করিবে; এই মন্ত্রের অন্তে (কেবল স্বধার পরিবর্ত্তে) "নিবেদয়ামি" মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্বগাত্রে স্নানীয়, বসন, ভূষণ, এই সকল প্রদান করিবে। ৭৭—৮৩। (সর্ব্ব প্রথমের মত) অন্তে 'নমঃ' পদযুক্ত মন্ত্র দ্বারা মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা দেবীর হৃদয়-কমলে গন্ধ দান করিবে, পরে নমঃ পদের পরিবর্ত্তে বৌষট্-অন্ত ঐ মন্ত্র-দ্বারা পুষ্প প্রদান করিবে। তৎপরে ধূপ দীপ সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংশোধিত ও (বৌষট পদের পরিবর্ত্তে) "নিবেদয়ামি" অন্ত মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জয়ধ্বনিমন্ত্র "মাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘণ্টা পূজা করিয়া, উহা বাম-হস্ত দ্বারা বাদন করিতে করিতে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা ধূপ গ্রহণ করিয়া দেবীর নাসিকার নিম্নে নিয়োজিত করিবে; দীপকে দেবীর সম্মুখে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ভ্রমণ করাইবে। পরে পানপাত্র এবং শুদ্ধি (মাংসাদি) হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যন্ত্র-মধ্যে নিবেদন করিবে। ৮৪—৮৮। হে কোটিকল্পান্ত-কারিণি! এই পরম বারুণীকল্প শুদ্ধির সহিত গ্রহণ কর, আমাকে অক্ষয় মুক্তি প্রদান কর—এই প্রার্থনা করিবে। তদনন্তর সামান্য বিধি অনুসারে সম্মুখে মণ্ডল লিখিয়া, তদুপরি নৈবেদ্য-পূরিত পাত্র স্থাপন করিবে। পরে 'ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য-প্রোক্ষণ, 'হুং' মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন, 'ফট' মন্ত্র দ্বারা রক্ষাকরণ, 'বং' মন্ত্র দ্বারা

মূলেন সপ্তধামন্ত্র্য অর্ঘ্যাদ্ভির্বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯১ ॥ মূলমেতৎ তু সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্। নিবেদয়ামি দেব্যৈ জুষ শেদং হবিঃ শিবে ॥ ৯২ ॥ ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাশয়েদ্ধবিঃ ॥ ৯৩ ॥ বামে নৈবেদ্যমুদ্রাঞ্চ বিকচোৎপলসন্নিভাম্। দর্শয়েন্মূলমন্ত্রেণ পানার্থং তীর্থপূরিতম্ ॥ ৯৪ ॥ কলসং বিনিবেদ্যাথ পুনরাচমনীয়কম্। ততঃ শ্রীপাত্রসংস্থেনামৃতেন তর্পয়েৎ ত্রিধা ॥ ৯৫ ॥ উত্তমাঙ্গ-হৃদাধার-পাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ। পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯৬ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্।

তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমো বদেৎ ॥৯৭॥ অগ্নিনৈঋতিবায়ীশপুরতঃ পৃষ্ঠতঃ ক্রমাৎ। ষড়ঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরুপংক্তীঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৮ ॥ গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা। পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব যজেৎ কুলগুরূনিমান্ ॥ ৯৯ ॥ গুরুপাত্রামৃতেনৈব ত্রিস্ত্রিস্তর্পণমাচরেৎ। ততোঽষ্টদলমধ্যে তু পূজয়েদষ্ট নায়িকাঃ ॥ ১০০ ॥ মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা। নন্দিনী নারসিংহী চ কৌমারী-ত্যষ্ট মাতরঃ ॥ ১০১ ॥ দলাগ্রেষু যজেদষ্ট

অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা নিবেদন করিবে। মূলমন্ত্র ("হ্রীং শ্রীং" ইত্যাদি) "সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নং ইষ্টদেবতায়ৈ নিবেদয়ামি শিবে হবিরিদং জুষাণ" ইহা নিবেদনের মন্ত্র। অনন্তর প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবীকে হবিঃ (ভোজ্য) ভোজন করাইবে। পরে বাম-হস্তে প্রস্ফুটিত-পদ্মাকৃতি নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে, অনন্তর মূলমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পানার্থ তীর্থ-পূরিত (সুরা পূরিত) কলস এবং পুনরাচমনীয় নিবেদন করিয়া, অনন্তর শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে। সাধক মূলমন্ত্র দ্বারা দেবীর শিরোদেশে, হৃদয়ে, আধারে, চরণ-যুগলে এবং সর্ব্বাঙ্গে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা

করিবে এবং "তব আবরণদেবান্ পূজয়ামি নমঃ" অর্থাৎ তোমার আবরণদেবতাগণের পূজা করি—ইহা বলিবে। ৮৯—৯৭। যন্ত্রের অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশানকোণ, সম্মুখ প্রদেশ ও পশ্চাদ্ভাগে যথাক্রমে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে। গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরু—এই সকল কুলগুরুর অর্চ্চনা করিবে। গুরুপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে।* অনন্তর অষ্ট দল মধ্যে অষ্ট-নায়িকার পূজা করিবে। মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কৌমারী—এই অষ্ট জন (নায়িকা) মাতা। ৯৮—১০১। সাধক-শ্রেষ্ঠ,—দলাগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড,

* তর্পণের মন্ত্র যথা;—প্রথমে "ওঁ" পরে যাঁহার তর্পণ করিবে, দ্বিতীয়ান্ত সেই নামের উল্লেখ; তৎপরে "তর্পয়ামি নমঃ"। যথা;—ওঁ গুরুং তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

ভৈরবান্ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০২ ॥ অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ ॥১০৩॥ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্ ভূপুরান্তঃ প্রপূজয়েৎ। তেষামস্ত্রাণি তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ তর্পয়েৎ ততঃ ॥১০৪॥ সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১০৫ ॥ মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা। শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ ॥ ১০৬ ॥ অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ ॥ ১০৭ ॥ সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ। অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্ ॥ ১০৮ ॥ কৃত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ। সংপূজ্য গন্ধ-সিন্দূর-পুষ্প-নৈবেদ্য-পাথসা। গায়ত্রীং দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমোচনীম্ ॥১০৯॥ পশুপাশায় শব্দান্তে বিদ্মহে পদমুচ্চরেৎ। বিশ্বকর্ম্মণে চ পদাদ্ ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ১১০ ॥ ততশ্চোদীরয়েন্মন্ত্রী তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ। এষা তু পশুগায়ত্রী পশুপাশ-বিমোচনী ॥ ১১১ ॥ ততঃ খড়্গাং সমাদায় কূর্চ্চবীজেন পূজয়েৎ। তদগ্র-মধ্য-মূলেষু ক্রমতঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ১১২ ॥ বাগীশ্বরীক

ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহার—এই অষ্টভৈরবের পূজা করিবে। ভূপুর-মধ্যে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণের পূজা করিবে, তদ্বহির্ভাগে দিক্‌পালগণের অস্ত্র-সমূহের পূজা করিবে * অনন্তর দিক্‌পাল-গণকে তর্পণ করিবে। এইরূপে একাগ্র-চিত্তে পাদ্যাদি সর্ব্বোপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে। মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী, শশক, গোধা, কূর্ম্ম ও গণ্ডার—এই দশবিধ পশু বলিদানে প্রশস্ত, বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ১০২—১০৬। সাধকের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য পশুও বলি প্রদান করিবে। মন্ত্রবিৎ সুধী সাধক রোগাদিশূন্য সুলক্ষণ পশুকে দেবী-সম্মুখে স্থাপন, অর্ঘ্যজল দ্বারা প্রোক্ষণ এবং ধেনু-মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া "ছাগায় পশবে নমঃ" যথাসম্ভব ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ, সিন্দূর, পুষ্প, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিয়া পশুর দক্ষিণ-কর্ণে পাশবিমোচনী গায়ত্রী জপ করিবে। "পশুপাশায়" শব্দের পর "বিদ্মহে" পদ উচ্চারণ করিবে, পরে "বিশ্বকর্ম্মণে" এই পদের পর "ধীমহি" পদ বলিবে; অনন্তর "তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ" উচ্চারণ করিবে। ইহাই পশুপাশ-বিমো-চনী পশুগায়ত্রী*। অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ খড়্গাগ্রহণপূর্ব্বক কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ "হুঁ" এই মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে খড়্গের অগ্র,

* বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে প্রথমে "ওঁ" মধ্যে চতুর্থ্যন্ত নাম ও অন্তে "নমঃ" একত্রে মন্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট। যথা;—ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ ইত্যাদি।

* যেস্থলে এইরূপ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ও হইবে, ঐস্থলে ছন্দের অনুরোধে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রযুক্ত উক্ত পদগুলিকে একত্রিত করিলে বক্তব্য মন্ত্র উদ্ভূত হয়।

ব্রহ্মাণং লক্ষ্মী-নারায়ণৌ ততঃ। উমা-মহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকো স্বয়ঃ ॥১১৩॥ অনন্তরং ব্রহ্ম-বিষ্ণু শিব-শক্তিযুতায় চ। খড়্গায় নম ইত্যন্তমনুনা খড়্গাপূজনম্ ॥ ১১৪ ॥ মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাঞ্জলি-পুটো বদেৎ। যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ ॥ ১১৫ ॥ ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং ভূমিসংস্থন্ত কারয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ দেবীভক্ত-পরো ভূত্বা হন্যাৎ তীব্রপ্রহারতঃ। স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা ভ্রাত্রা বা সুহৃদৈব বা। সপিণ্ডেনাথবা ছেদ্যো নারিপক্ষং নিযোজ-য়েৎ ॥ ১১৭ ॥ ততঃ কবোষ্ণং রুধিরং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ। সপ্রদীপশীর্ষ-বলির্নমো দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চ্চনে। অন্যথা দেবতাপ্রীতির্জায়তে ন কদাচন ॥ ১১৯ ॥ ততো হোমং প্রকুর্বীত তদ্বিধানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১২০ ॥ স্বদক্ষিণে বালুকাভিঃ-র্মণ্ডলং চতুরস্রকম্। চতুর্হস্তপরিমিতং কৃত্বা মূলেন বীক্ষণম্। অস্ত্রেণ তাড়য়িত্বা চ তেনৈব প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২১ ॥ কূর্চ্চবীজেনাবগুণ্ঠ্য দেবতানামপূর্ব্বকম্। স্থণ্ডিলায় নম ইতি যজেৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১২২ ॥ প্রাগগ্রা উদ-গগ্রাশ্চ রেখাঃ প্রাদেশসংমিতাঃ। তিস্রস্তিস্রো বিধাতব্যাস্তত্র সংপূজয়েদিমান্ ॥ ১২৩ ॥

মধ্য ও মূলপ্রদেশে বাগীশ্বরী-ব্রহ্মা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, উমা-মহেশ্বরের পূজা করিবে। ১০৭—১১৩। অনন্তর "ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-শক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গ পূজা করিবে। অনন্তর মহাবাক্য দ্বারা পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে "যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতং" ইহা পাঠ করিবে। এইরূপ বিধানানুসারে নিবেদন করিয়া, পশুকে ভূমিসংস্থ করিবে। দেবীভক্তি-পরায়ণ হইয়া তীক্ষ্ণ প্রহারে পশুচ্ছেদন করিবে। পশুচ্ছেদন,—স্বয়ং, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, সুহৃৎ অথবা সপিণ্ড এই সকল দ্বারা কর্ত্তব্য; শত্রুপক্ষকে কদাপি নিযুক্ত করিবে না। অনন্তর "এষ কবোষ্ণ-রুধিরবলিঃ ওঁ বটুকেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বটুকগণকে ঈষদুষ্ণ (সদ্যো-নির্গত) রুধিরবলি দিবে এবং "এষ সপ্র-দীপ-শীর্ষবলিঃ ওঁ হ্রীং দেব্যৈ নমঃ" এই বলিয়া দেবীকে শীর্ষবলি প্রদান করিবে। কৌলিকগণের কুলার্চ্চনে এইরূপ বলিবিধি উক্ত হইয়াছে; অন্যথা অর্থাৎ ইহা না করিলে, কদাপি দেবতার প্রীতি জন্মে না। হে প্রিয়ে! তদনন্তর হোম করিবে, তাহার বিধান বলিতেছি—শ্রবণ কর। সাধকশ্রেষ্ঠ আপনার দক্ষিণদিকে বালুকারাশি দ্বারা চতুর্হস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা বীক্ষণ, অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বারা তাড়না, উক্ত মন্ত্র দ্বারাই প্রোক্ষণ এবং কূর্চ্চবীজ (হুং) দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া, দেবতা নামোচ্চারণপূর্ব্বক "স্থণ্ডিলায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত স্থণ্ডিলের পূজা করিবে। ১১৪—১২২। পরে (স্থণ্ডিলে) প্রাদেশ-পরিমিত তিনটী পূর্ব্বাগ্র ও তিনটী

প্রাগগ্রাসু চ রেখাসু মুকুন্দেশপুরন্দরান্। ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দুংশ্চ উত্তরাগ্রাসু পূজয়েৎ ॥ ১২৪ ॥ ততঃ স্বণ্ডিলমধ্যে তু হসৌঃ গর্ভং ত্রিকোণকম্। ষট্কোণং তদ্বহির্বৃত্তং ততোঽষ্টদলপঙ্কজম্। ভূপুরং তদ্বহির্বিদ্বান্ বিলিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১২৫ ॥ মূলেন পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন তু। হোমদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য কর্ণিকায়াং যজেৎ সুধীঃ মায়ামাধারশক্ত্যাদীন্ প্রত্যেকং বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৬ ॥ অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্মঞ্চ জ্ঞানং

উত্তরাগ্র রেখা বিধান করিবে; তাহাতে এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ দেবগণের পূজা করিবে। পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয়ে মুকুন্দ, ঈশ, পুরন্দরের এবং উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও ইন্দুর যথাক্রমে পূজা করিবে। তৎপরে বিচক্ষণ সাধক স্থণ্ডিলমধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে, তাহার মধ্যে হসৌঃ এই শব্দ থাকিবে। ত্রিকোণ মণ্ডলের বহির্ভাগে ষট্কোণ, তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত ও তাহার বাহর্ভাগে অষ্টদল পদ্ম ও তাহার বহির্ভাগে ভূপুর বিলিখন করিবে; এইরূপে উত্তম যন্ত্র রচনা করিবে; পরে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা লিখিত যন্ত্রে পূজা এবং পশ্চাৎ প্রণবোচ্চারণ দ্বারা হোমদ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া, অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকাতে মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চারণপূর্ব্বক আধারশক্তিগণের একদা পূজা করিবে বা প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পূজাবিধান করিবে। ১২৩—১২৬। যন্ত্রের অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে

বৈরাগ্যমেব চ। ঐশ্বর্য্যং পূজয়িত্বা তু পূর্ব্বাদিষু দিশাং ক্রমাৎ ॥ ১২৭ ॥ অধর্ম্মমজ্ঞানমিতি অবৈরাগ্যমতস্ত্বরম্। অনৈশ্বর্য্যং যজেন্মন্ত্রী মধ্যেঽনন্তঞ্চ পদ্মকম্ ॥ ১২৮ ॥ কলাসহিতসূর্য্যাস্য তথা সোমস্য মণ্ডলম্। প্রাগাদিকেশরেষেবু মধ্যে চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৯ ॥ পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা তথৈব চ। স্ফুলিঙ্গিনী চ রুচিরা জ্বলিনীতি তথা ক্রমাৎ ॥ ১৩০ ॥ প্রণবাদিনমোঽন্তেন সর্ব্বত্র পূজনং চরেৎ। রং বহ্নেরাসনায়েতি নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩১ ॥ বাগীশ্বরীং ঋতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ধ্যাত্বা মন্ত্রী তদাসনে ॥ ১৩২ ॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের এবং পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের যথাক্রমে পূজা করিয়া, সাধক মধ্যে অনন্ত, পদ্ম, কলা-সহিত সূর্য্য-মণ্ডল ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া, প্রাগাদি কেশরে যথাক্রমে পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও জ্বলিনী—ইহাদিগকে পূজা করিবে। সর্ব্বত্র দেবতার নামের আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। "রং বহ্নেরাসনায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নির আসন পূজা করিবে। অনন্তর সাধক, ঋতুস্নাতা নীলনলিনী-লোচনা বাগীশ্বরীকে ধ্যান করিয়া ঐ বহ্ন্যাসনে মায়া (হ্রীং) বীজ উচ্চারণ করিয়া, তাঁহাদের অর্থাৎ বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীর পূজা করিবে।

মায়য়া তৌ প্রপূজ্যাথ বিধিবদ্বহ্নিমানয়েৎ। মূলেন বীক্ষণং কৃত্বা ফটাবাহনমাচরেৎ॥ ১৩৩॥ প্রণবঞ্চ ততো বহ্নের্যোগপীঠায় হৃন্মনুঃ। যন্ত্রে পীঠং পূজয়িত্বা দিক্ষু চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ। বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী অম্বিকেতি যথাক্রমাৎ॥ ১৩৪॥ ততোঽমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ পদম্। ইতি স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে মূলরূপিণীম্॥ ১৩৫॥ ধ্যাত্বা বাগীশ্বরীং দেবীং বহ্নিবীজপুরঃসরম্ বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলান্তে কূর্চ্চমন্ত্রং সমুচ্চরন্॥ ১৩৬॥ ক্রব্যাদেভ্যো বহ্নিজায়াং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ। অস্ত্রেণ বহ্নিং সংবীক্ষ্য কূর্চ্চেনৈবাবগুণ্ঠয়েৎ॥ ১৩৭॥ ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যামগ্নিমুদ্ধরেৎ। প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণাগ্নিং ভ্রাময়ন্ স্থণ্ডিলোপরি॥ ১৩৮॥ ত্রিধা জানুস্পৃষ্টভূমিঃ শিববীজং বিচিন্তয়ন্। আত্মনোঽভিমুখীকৃত্য যোনিযন্ত্রে নিয়োজয়েৎ॥ ১৩৯॥ ততো মায়াং সমুচ্চার্য্য বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ ঙেযুতাম্। নমোঽন্তেন প্রপূজ্যাথ রং বহ্নিপরতঃ সুধীঃ। চৈতন্যায় নমো বহ্নেশ্চৈতন্যং পরিপূজয়েৎ॥ ১৪০॥ নমসা বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ চৈতন্যং পরিকল্প্য চ। প্রজ্বালয়েৎ ততো বহ্নিং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ॥ ১৪১॥

অনন্তর বিধানানুসারে অগ্নি আনয়ন করিবে; পরে মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নিবীক্ষণ এবং 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আবাহন করিবে। প্রণব, পরে, "বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ" মন্ত্র দ্বারা বহ্নিপীঠের পূজা করিয়া, পীঠে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকার যথাক্রমে পূজা করিবে। ১২৭—১৩৪ তৎপরে "অমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা স্থণ্ডিলে পূজা করিয়া তন্মধ্যে মূলরূপিণী বাগীশ্বরী দেবীকে ধ্যান করিয়া বহ্নিবীজ (রং) উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া মূলমন্ত্র পাঠানন্তর কূর্চ্চবীজ (হুং) ও অস্ত্র (ফট্) এই মন্ত্র উচ্চারণ করত "ক্রব্যাদেভ্যঃ" পরে বহ্নিজায়া (স্বাহা) উচ্চারণপূর্ব্বক রাক্ষসগণের দেয় অংশ দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর অস্ত্রবীজ (ফট্) দ্বারা অগ্নিকে বীক্ষণ করিয়া কূর্চ্চবীজ (হুং) দ্বারা অবগুণ্ঠন (তর্জ্জনী-ভ্রামণ দ্বারা বহ্নিবেষ্টন) করিবে। ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা অগ্নি উত্থাপিত করিবে এবং প্রদক্ষিণ ক্রমে স্থণ্ডিলের উপরিভাগে তিনবার ভ্রামিত করিয়া অগ্নিকে শম্ভুবীর্য্য বলিয়া চিন্তা করত জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক নিজাভিমুখ করিয়া যোনিযন্ত্রের উপর স্থাপন করিবে। ১৩৫—১৩৯। অনন্তর সুধী-সাধক মায়াবীজ (হ্রীং) এবং পরে চতুর্থী বিভক্তির একবচনান্ত বহ্নিমূর্ত্তি শব্দোচ্চারণ ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া বহ্নিমূর্ত্তির পূজা করিবে এবে "রং বহ্নি" পরে "চৈতন্যায় নমঃ" অর্থাৎ বহ্নিচৈতন্যের পূজা করিবে। 'নমঃ' মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমূর্ত্তি ও বহ্নিচৈতন্যের মনে মনে পরিকল্পনা করিয়া—এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। প্রথমে প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য চিৎপিঙ্গলপদং তথা। হনদ্বয়ং দহ দহ পচ পচেতি ততো বদেৎ ॥ ১৪২ ॥ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা বহ্নিপ্রজ্বালনে মনুঃ। ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রকুর্য্যাদগ্নিবন্দনম্ ॥ ১৪৩ ॥ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ১৪৪ ॥ ইত্যুপস্থাপ্য দহনং ছাদয়েৎ স্বস্তিকং কুশৈঃ। স্বেষ্টনাম্না বহ্নিনাম কৃত্বাভ্যর্চ্চনমাচরেৎ ॥ ১৪৫ ॥ তারো বৈশ্বানরপদাজ্জাতবেদঃপদং বদেৎ। ইহাবহাবহেত্যুক্ত্বা লোহিতাক্ষপদান্তরম্ ॥ ১৪৬ ॥ সর্ব্বকর্ম্মাণি পদতঃ সাধয়ান্তেঽগ্নিবল্লভা। ইত্যভ্যর্চ্য হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥ সহস্রার্চ্চিঃপদং ঙেঽন্তং হৃদয়ায় নমো বদেৎ। ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্বহ্নেস্ততো মূর্ত্তীর্যজেৎ সুধীঃ। জাতবেদঃপ্রভৃতয়ো মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৮ ॥ ততো যজেদষ্টশক্তীর্ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্। পদ্মাদ্যষ্টনিধীনিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্ ॥ ১৪৯ ॥ বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকম্। কুশপত্রদ্বয়ং নীত্বা ঘৃতমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ১৫০ ॥ বামে ধ্যায়েদিড়াং নাড়ীং পিঙ্গলাং দক্ষিণে তথা। মধ্যে সুষুম্নাং সঞ্চিন্ত্য দক্ষভাগাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৫১ ॥

"চিৎপিঙ্গল" পদ, তৎপরে "হন হন" তৎপরে "দহ দহ' এবং তৎপরে "পচ পচ' পাঠ করিবে। ১৪০—১৪২। অনন্তর "সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা" এই মন্ত্র বহ্নি-প্রজ্বালনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নিবন্দনা করিবে। প্রজ্বলিত, সুবর্ণ তুল্য, নির্ম্মল, প্রদীপ্ত ও সর্ব্বতোমুখ, জাতবেদ হুতাশনকে বন্দনা করি,—এইরূপে অগ্নিবন্দনা করিয়া, কুশ দ্বারা স্বস্তিক আচ্ছাদিত করিবে। অনন্তর নিজ ইষ্টদেবতার নামোচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নি-নামোচ্চারণ করিয়া অভ্যর্থনা করিবে। প্রণব (ওঁ) "বৈশ্বানর' পদ, তদনন্তর "জাতবেদ" পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে "ইহাবহাবহ" এই বাক্য কথনান্তে "লোহিতাক্ষ' পদ, পরে "সর্ব্বকর্ম্মাণি" পদ, পরে 'সাধয়' তদন্তে অগ্নি-বল্লভা অর্থাৎ "স্বাহা" এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বহ্নির অভ্যর্থনা করিয়া হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে। ১৪৩—১৪৭। অনন্তর সুধী সাধক, চতুর্থী বিভক্তির এক বচনান্ত সহস্রার্চ্চিঃ শব্দ অর্থাৎ 'সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া, হৃদয়াদি বহ্নি-ষড়ঙ্গ পূজা করিবে; পরে বহ্নিমূর্ত্তির পূজা করিবে। জাতবেদঃ প্রভৃতি বহ্নির অষ্টমূর্ত্তি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। তদনন্তর পদ্মাদি অষ্টনিধির পূজা করিয়া, ইন্দ্রাদি দিক্‌পতিগণের পূজা করিবে এবং দিক্‌পতি-গণের বজ্রাদি অস্ত্রগণের পূজা করিয়া প্রাদেশ-পরিমিত কুশপত্রদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতমধ্যে স্থাপিত করিবে। ১৪৮—১৫০। ঘৃতের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ীকে চিন্তা করিয়া, পরে একাগ্র-চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া সুবুদ্ধি

আজ্যং গৃহীত্বা মতিমান্ দক্ষনেত্রে হুতাশিতুঃ। মন্ত্রেণানেন জুহুয়াৎ প্রণবাদ্যেহগ্নয়ে পদম্ ॥ ১৫২ ॥ স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো বামভাগাদ্ধবির্হরেৎ। বামনেত্রে হুনেদ্বহ্নেরোং সোমায় দ্বিঠো মনুঃ ॥ ১৫৩ ॥ মধ্যাদাজ্যং সমানীয় ললাটে হবনং চরেৎ। অগ্নীষোমৌ সপ্রণবৌ তুর্য্যাদ্বিবচনান্বিতৌ ॥১৫৪॥ স্বাহান্তোহয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দ্দক্ষিণতো হবিঃ। গৃহীত্বা নমসা মন্ত্রী প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ ॥ ১৫৫ ॥ অগ্নয়ে চ স্বিষ্টিকৃতে বহ্নিকান্তাং ততো বদেৎ। অনেন বহ্নিবদনে জুহুয়াৎ সাধকোত্তমঃ। ভূর্ভুবঃস্বর্দ্বিঠান্তেন ব্যাহৃত্যা হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৬ ॥ তারো বৈশ্বানরপদং জাতবেদ ইহাবহ। বহ লোহি-পদান্তে চ তাক্ষ সর্ব্বপদং বদেৎ। কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেন হুতীর্হরেৎ ॥ ১৫৭ ॥ ততোহগ্নৌ স্বেষ্টমাবাহ্য পীঠাদ্যৈঃ সহ পূজনম্। কৃত্বা স্বাহান্তমনুনা মূলেন পঞ্চবিংশতীঃ ॥ ১৫৮ ॥ হুত্বা বহ্ন্যাত্মনোর্দেব্যা ঐক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া। একাদশাহুতীর্হুত্বা মূলেনৈবাঙ্গদেবতাঃ ॥ ১৫৯ ॥ হুত্বা স্বকামমুদ্দিশ্য তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈর্বিল্বদলৈর্বাপি যথাবিহিতবস্তুভিঃ ॥ ১৬০ ॥

সাধক, এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রানুসারে অগ্নির দক্ষিণ-নেত্রে আহুতি প্রদান করিবে। প্রথমে প্রণব, তদনন্তর "অগ্নয়ে" এই পদ, অন্তে "স্বাহা" শব্দ ;—ইহাই মন্ত্র বলিয়া আখ্যাত। বামভাগ হইতে হবিঃ গ্রহণ করিবে এবং অগ্নির বাম-নেত্রে আহুতি প্রদান করিবে ; ইহার মন্ত্র,—"ওঁ সোমায় স্বাহা" মধ্যভাগ হইতে আজ্য গ্রহণপূর্ব্বক বহ্নিললাটে আহুতি প্রদান করিবে। ওঙ্কারযুক্ত চতুর্থী বিভক্তির দ্বিবচনান্ত "অগ্নীষোম" শব্দ অর্থাৎ ওঁ "অগ্নীষোমাভ্যাম্।" পরে "স্বাহা" ইহা ললাটে আহুতি প্রদানের মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নমঃ শব্দ দ্বারা দক্ষিণ-ভাগ হইতে পুনর্ব্বার হবিঃ গ্রহণ করিয়া প্রথমে প্রণবোচ্চারণ করিবে, "অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" এবং তদনন্তর বহ্নি-জায়া (স্বাহা) শব্দ উচ্চারণ করিবে। সাধক এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিমুখে হোম করিবে। পরে প্রথমে প্রণব ও অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন-ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিবে। ১৫১—১৫৬। অনন্তর প্রথমতঃ প্রণব, পরে "বৈশ্বানর" পদ, তৎপরে "জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহি" তৎপরে "তাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা" এই পদ উচ্চারণ করিবে। এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর অগ্নিতে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিয়া স্বাহান্ত মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নিমধ্যে পঞ্চবিংশতি আহুতি প্রদান করিয়া, বুদ্ধি দ্বারা বহ্নি, দেবী ও নিজ আত্মার ঐক্য চিন্তা করত মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশ আহুতি দান করিয়া অঙ্গদেবতার উদ্দেশ করিয়া হোম করিবে। অনন্তর স্বকামনা উদ্দেশ করিয়া তিল, ঘৃত ও মধু-

যথাশক্ত্যাহুতিং দদ্যাদষ্টন্যূনাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬১ ॥ ততঃ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ ফলপত্র-সমন্বিতাম্। স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহার-মুদ্রয়া। তস্মাদ্দেবীং সমানীয় স্থাপয়েদ্ধৃদয়াম্বুজে ॥ ১৬২ ॥ ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ বিসৃজেৎ তং হুতাশনম্। কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী স্বচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ হুতশেষং ভ্রুবোর্মধ্যে ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪ ॥ এষ হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বত্রাগমকর্ম্মণি। হোমকর্ম্ম সমাপ্যৈবং সাধকো জপমাচরেৎ ॥ ১৬৫ ॥ বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা

মিশ্রিত পুষ্প, বিল্বদল কিংবা যথাবিহিত বস্তু দ্বারা যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিবে। অষ্ট সংখ্যার ন্যূন আহুতি দিবে না। ১৫৭—১৬১। অনন্তর স্বাহান্ত মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে ফল ও তাম্বুল-সমন্বিতা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীকে অগ্নি হইতে আনয়নপূর্ব্বক হৃৎ-পদ্মে স্থাপন করিবে। অনন্তর সাধক "(অগ্নে) ক্ষমস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। তদনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ হুতাবশিষ্ট দ্রব্য (ঘৃতমিশ্রিত ভস্ম) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে ধারণ করিবে সকল আগমকর্ম্মে এইরূপ হোম-বিধি উক্ত হইল। অনন্তর সাধক এইরূপে হোমকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া জপ করিবে। হে দেবেশি যাহা দ্বারা বিদ্যা প্রসন্না হন, আমি তাহ্ জপানুষ্ঠানের বিধান বলিতেছি—শ্রবণ কর

প্রসীদতি। দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়েদ্ধিয়া ॥ ১৬৬ ॥ মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী। অভেদেন যজেদ্ যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৬৭ ॥ গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াম্বুজে। রসনায়াং মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিন্ত্য চ। ত্রয়াণাং তেজসাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥ তারেণ সংপুটীকৃত্য মূলমন্ত্রঞ্চ সপ্তধা। জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চান্মাতৃকা-পুটিতাং স্মরেৎ ॥ ১৬৯ ॥ মায়াবীজং স্বশিরসি দশধা প্রজপেৎ সুধীঃ। বদনে প্রণবং তদ্বৎ পুনর্ম্মায়াং হৃদম্বুজে। প্রজপ্য

মনে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিবে। ১৬২—১৬৬। মন্ত্রবর্ণ, দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং দেবতা গুরু-রূপিণী; যে ব্যক্তি এই তিনের অভেদ জ্ঞানে পূজা করিবেন, তাঁহার অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ হইবে। মস্তকে গুরুকে চিন্তা করিয়া হৃদয়-কমলে দেবতাকে এবং রস-নাতে তেজোরূপ মূলমন্ত্রাত্মিকা বিদ্যাকে চিন্তা করিয়া গুরু, দেবতা ও মূলমন্ত্র—এই তিনের তেজঃ দ্বারা একীভূত আত্মাকে চিন্তা করিবে। মূলমন্ত্রকে প্রণব-সংপুটিত কর-ণান্তে সপ্তবার উহা জপ করিয়া পরে মাতৃকাপুটিত করিয়া সপ্তবার স্মরণ করিবে। বিচক্ষণ সাধক নিজ শিরোদেশে মায়াবীজ (হ্রীং) দশবার জপ করিবে। সেইরূপ স্বীয় মুখে দশবার প্রণব জপ করিবে। পুনরায় হৃৎপদ্মে সপ্তবার মায়াবীজ বীজ

সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১৭০ ॥ ততো মালাং সমাদায় প্রবালাদিসমুদ্ভবাম্। মালে মালে মহামালে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি ॥ ১৭১ ॥ চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব। ইতি সংপূজ্য তাং মালাং শ্রীপাত্রস্থামৃতেন চ ॥ ১৭২ ॥ ত্রিধা মূলেন সন্তর্প্য স্থিরচিত্তো জপং চরেৎ। অষ্টোত্তরসহস্রং বাপ্যথবাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭৩ ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ। গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ ১৭৪ ॥ ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ দেব্যা বামকরাম্বুজে। তেজোরূপং সমর্প্য প্রণমেদ্ভুবি ॥ ১৭৫ ॥ ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ১৭৬ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষার্ঘ্যেণ সাধকঃ। বিলোমার্ঘ্যপ্রদানেন কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্ ॥ ১৭৭ ॥ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তে অবস্থাসু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥ মনসান্তে বদেদ্বাচা কর্ম্মণা তদনন্তরম্। হস্তাভ্যাং পদতঃ পশ্চাদুদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ১৭৯ ॥ শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতং পদতো বদেৎ। যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ। ভবত্বন্তে মাং মদীয়ং সকলং তদনন্তরম্ ॥ ১৮০ ॥ আদ্যাকালীপদান্তে তে অর্পয়ামি

করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম করিবে। তদনন্তর প্রবালাদি-নির্ম্মিত মালা গ্রহণ করিয়া, হে মালে! হে মালে! হে মহামালে! হে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গই তোমাতে বিন্যস্ত আছে, সেই হেতু তুমি আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর, —এই মন্ত্র দ্বারা সেই মালার পূজনান্তে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার মালার তর্পণ করিয়া স্থিরচিত্তে অষ্টোত্তর-সহস্র অথবা অষ্টোত্তর-শতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ১৬৭—১৭৩। তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া সুবুদ্ধি সাধক, হে দেবি! হে মহেশ্বরি! তুমি গুহ্যাতিগুহ্য ও রক্ষাকর্ত্রী; তুমি আমাকর্ত্তৃক কৃত জপ গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধিলাভ হউক,—এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীপাত্র-স্থিত জল ও পুষ্প দ্বারা দেবীর বাম-করকমলে তেজোরূপ জপফল সমর্পণ করিবে। সমর্পণ করিয়া ভূতলে প্রণাম করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। পরে সাধক প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সংস্থাপিত বিশেষার্ঘ্য-প্রদানান্তে দেবীকে আত্মসমর্পণ করিবে। "ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি" এই পদের পর "অবস্থাসু" পদ কীর্ত্তন করিবে; পরে "মনসা" তৎপরে "বাচা কর্ম্মণা" পদ বলিবে; তৎপরে "হস্তাভ্যাং" এই পদের পর "পদ্ভ্যামুদরেণ", তদনন্তর "শিশ্নয়া যৎ কৃতং" এই পদোচ্চারণান্তে "যৎ স্মৃতং" পদ, তৎপরে "যদুক্তং তৎসর্ব্বং" পাঠ করিবে; তদনন্তর "ব্রহ্মার্পণং" এই

পদং বদেৎ। প্রণবং তৎসদিত্যুক্ত্বা কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্॥ ১৮১॥ ততঃ কৃতাঞ্জলি-র্ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্। মায়াবীজং-সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে বদেৎ॥১৮২॥ পূজিতাসি যথাশক্ত্যা ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য চ। সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাঘ্রায় স্থাপয়েদ্ধৃদি॥ ১৮৩॥ ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা ত্রিকোণং সুপরিষ্কৃতম্। তত্র সংপূজয়েদ্দেবীং নির্ম্মাল্য-পুষ্পবারিণা। হ্রীং নির্ম্মাল্যপদঞ্চোক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইত্যপি॥ ১৮৪॥ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ। নৈবেদ্যং বিতরেৎ পশ্চাদ্গৃহ্ণীয়াৎ শক্তিসাধকঃ॥ ১৮৫॥ স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য পৃথগাসনে। একাসনোপবিষ্টো বা পাত্রং কুর্য্যান্মনোরমম্॥১৮৬॥ পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্। তোলকত্রিতয়া-ন্যূনং স্বার্ণং রাজতমেব চ॥ ১৮৭॥ অথবা কাচজনিতং নারিকেলোদ্ভবঞ্চ বা। আধারো-পরি সংস্থাপ্য শুদ্ধিপাত্রস্য দক্ষিণে॥ ১৮৮॥

শব্দ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে "ভবতু" তদন্তে "স্বাহা মদীয়ং সকলং," তৎপরে "আদ্যাকালী-পদাম্ভোজে অর্পয়ামি" (অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে—প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাধিকারে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে মন, বাক্য, কর্ম্ম, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও উপস্থ দ্বারা যথাসম্ভব যাহা কৃত, স্মৃত ও উক্ত হইয়াছে; তৎসমস্তই ব্রহ্মে অর্পিত হউক, আমিও যাবতীয় বস্তুতে আমার বলিয়া অভিমান আছে, তাহা আদ্যাকালীর শ্রীচরণ-কমলে সমর্পণ করিলাম) এই পদ পাঠ করিবে। অনন্তর প্রণব (ওঁ) তৎ-সৎ উচ্চারণ করিয়া দেবীকে আত্মসমর্পণ করিবে। ইহা আত্মসমর্পণের মন্ত্র। ১৭৪—১৮১। তৎপরে (সাধক) কৃতাঞ্জলি হইয়া ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে। মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া "শ্রীআদ্যে কালিকে" এই পদ উচ্চারণ করিবে, তৎপরে "যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। এই-রূপে ইষ্টদেবতাকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সংহার মুদ্রা দ্বারা গৃহীত পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া দেবীকে স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে। অনন্তর ঈশানকোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহাতে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও জল দ্বারা নির্ম্মাল্য" এই পদ উচ্চারণ করিয়া পরে "বাসিন্যৈ নমঃ" ইহা বলিয়া দেবীকে (হ্রীং নির্ম্মাল্য-বাসিনীকে) পূজা করিবে। অনন্তর শক্তি সাধক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি সকল দেবগণকে নৈবেদ্য বিতরণ করিবে এবং পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে। বামভাগে ভিন্ন আসনে স্বীয় শক্তিকে স্থাপন করিয়া অথবা তৎসহিত একা-সনে উপবিষ্ট হইয়া পানাদি জন্য মনোরম পাত্র স্থাপন করিবে। পরিমাণে পঞ্চ-তোলকের অনধিক এবং ত্রিতোলকের অন্যূন স্বর্ণময়, কিংবা রাজত বা কাচনির্ম্মিত অথবা নারিকেল-সম্ভূত পানপাত্র করিবে। শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণভাগে আধারোপরি

মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ। স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ১৮৯ ॥ পানপাত্রে সুধা দেয়া শৌদ্ধ্যে শুদ্ধ্যাদিকানি চ। ততঃ সাময়িকৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৯০ ॥ আদাবাস্তরণার্থায় গৃহ্লীয়াচ্ছুদ্ধিমুত্তমাম্। ততোহতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ কুলসাধকঃ ॥ ১৯১ ॥ স্বস্বপাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্। মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥ ১৯২ ॥ বিভাব্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥ ১৯৩ ॥ অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্। সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৯৪॥ অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯৫ ॥ যাবন্ন চালয়েদ্ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ। তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ১৯৬ ॥ পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্যস্য ঘৃণী চ শক্তিসাধকে। স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াদাদ্যাং কালীং ভজাম্যহম্ ॥ ১৯৭ ॥ যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্টদোষো ন বিদ্যতে। তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ পানঞ্চ ভোজনম্। হস্তপ্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্যসেবনে। লেপাপনোদনং কুর্য্যাদ্বস্ত্রেণ পাথসাপি বা॥ ১৯৯ ॥ ততো নির্ম্মাল্য-

সংস্থাপিত করিয়া, বিচক্ষণ সাধক, মহাপ্রসাদ আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং, ভ্রাতা বা পুত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাত্রে পরিবেশণ করাইবে। ১৮২—১৮৯। পানপত্রে সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে শুদ্ধি (মাংস-মৎস্যাদি) প্রদান করিবে। অনন্তর দেবীর পূজা সময়ে সমাগতগণের সহিত পান-ভোজন করিবে। প্রথমতঃ আস্তরণের জন্য উত্তমা শুদ্ধি (মাংসাদি) গ্রহণ করিবে। পরে সমস্ত কুলসাধক অতিশয় আনন্দিতচিত্তে উৎকৃষ্ট মদ্যপূরিত স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া, মূলাধার হইতে জিহ্বা পর্য্যন্ত ব্যাপিনী চৈতন্যস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া, তাঁহার মুখকমলে মূলমন্ত্র সমুচ্চারণপূর্ব্বক পরস্পরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কুণ্ডলীমুখে পরমামৃত হোম করিবে। কুলস্ত্রীগণের পক্ষে মদ্যগন্ধ-গ্রহণই অলিপান এবং গৃহস্থ সাধকগণের পক্ষে পঞ্চপাত্র-পরিমিত মদ্যপান অলিপান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯০—১৯৪। কুলসাধকগণের, অতিরিক্ত পান করিলে সিদ্ধিহানি হয়। মদ্যপান যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিকে ঘূর্ণিত করিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত পান করিবে। ইহার অতিরিক্ত পান পশুপান-তুল্য। পানে যাহার চিত্তবৈকল্য জন্মে এবং যে শক্তিসাধককে ঘৃণা করে, সে পাপিষ্ঠ "আমি আদ্যা কালীকে ভজনা করি" এ কথা কিরূপে বলিবে? যেমন ব্রহ্মে সমর্পিত অন্নাদিতে স্পর্শদোষ নাই, অর্থাৎ জাতিভেদ বর্জ্জিত হইয়াছে, তদ্রূপ তোমার প্রসাদেও জাতিভেদ বর্জ্জন করিবে। এই প্রকার বিধানানুসারে পান-ভোজন করিবে। তোমার নৈবেদ্য-সেবনে হস্ত-প্রক্ষালন নাই; বস্ত্র

কুসুমং বিধৃত্য শিরসা সুধীঃ। যন্ত্রলেপং কণ্ঠদেশে বিহরেদ্দেববদ্ভুবি ॥ ২০০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীপাত্রস্থাপন-হোম-চক্রানুষ্ঠানকথনং নাম ষষ্ঠ উল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম উল্লাসঃ।

শ্রুত্বাদ্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোদ্ধারং মহাফলম্। সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্ ॥ ১ ॥ প্রাতঃকৃত্যং তথা স্নানং সন্ধ্যাং সংবিদ্বিশোধনম্। ন্যাসপূজাবিধানঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ ॥ ২ ॥ বলিপ্রদানং হোমঞ্চ চক্রানুষ্ঠানমেব চ। মহাপ্রসাদস্বীকারং পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা। বিনয়াবনতা দেবী প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি ॥ ৩ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। সদাশিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক। কৃপয়া কথিতং দেব পরাপ্রকৃতিসাধনম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বপ্রাণিহিতকরং ভোগমোক্ষৈককারণম্। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্ ॥ ৫ ॥ তব বাগমৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জন্মম মানসম্। নোত্থাতুমীহতে স্বৈরং ভূয়ঃ প্রার্থয়তেঽচিরাৎ ॥৬॥ পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ সূচিতং ন প্রকাশিতম্। স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৭ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে স্তোত্রমেতদনুত্তমম্।

বা জল দ্বারা হস্তলেপাপনয়ন করিবে। অনন্তর সুধী সাধক মস্তকে নির্ম্মাল্য কুসুম ধারণ করিয়া লেপদ্রব্য ভ্রূযুগল-মধ্যে ধারণ করিবে,—দেবতুল্য হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবে। ১৯৫—২০০।

ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম উল্লাস।

মহাফল-জনক, সৌভাগ্য ও মোক্ষ-প্রদ, ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় সাধন, আদ্যাকালিকাদেবীর মন্ত্রোদ্ধার, প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, সংবিদাশোধন, বাহ্য-মানস-ভেদে ন্যাস ও পূজাবিধান, বলিদান, হোম, ভৈরবী ও তত্ত্ব-চক্রানুষ্ঠান এবং মহাপ্রসাদ-গ্রহণ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তা পার্ব্বতী দেবী বিনয়াবনতা হইয়া শঙ্করকে বলিলেন,—হে সদাশিব! হে জগন্নাথ! হে জগতের হিতকর্ত্তা দেব! তুমি কৃপা-পরবশ হইয়া আমার নিকট,—প্রাণিগণের হিতকর ভোগ ও মোক্ষের অদ্বিতীয় সাধন, বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণের আশু সিদ্ধিপ্রদ পরমা-প্রকৃতি-সাধন কহিলে। তোমার বাক্যরূপ অমৃত-সাগরে ক্রমে নিমগ্নপ্রায় আমার মন অল্পে অল্পে উত্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে না, বরং পুনর্ব্বার তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছে। মহাদেবীর পূজা-বিধিতে স্তোত্র ও কবচ-পাঠের সূচনা করিয়াছ, কিন্তু তাহা প্রকাশ কর নাই। হে দেব! এক্ষণে তাহা প্রকাশ কর। ১—৭। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে জগদ্বন্দ্যে! হে দেবি! এই সর্ব্বোত্তম

পঠনাচ্ছ্রবণাদ্যস্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥৮॥ অসৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্। অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্ ॥ ৯ ॥ শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসান্নিধ্যকারণম্। স্তবস্যাস্য প্রসাদেন ত্রিপুরারিরহং শিবে ॥ ১০ ॥ স্তোত্রস্যাস্য ঋষির্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ। ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতাদ্যা কালিকা পরিকীর্ত্তিতা। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥ হ্রীং কালী শ্রীং করালী চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী। কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা ॥ ১২ ॥ কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ। কপর্দ্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা ॥ ১৩ ॥ কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা। কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী ॥ ১৪ ॥ কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচিনী। কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী ॥১৫॥ কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া। কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী ॥১৬॥ কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী। কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী ॥ ১৭ ॥ কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী। কাদম্বরীপান-

স্তোত্র বলিতেছি—শ্রবণ কর। যাহার পাঠে বা শ্রবণে সর্ব্বসিদ্ধির ঈশ্বর হয়। ইহা দ্বারা অসৌভাগ্যের বিনাশ ও সুখ-সম্পত্তির বৃদ্ধি হয়; ইনি অকাল-মৃত্যুকে হরণ ও আপদ্-সমূহের নিরাকরণ করেন। হে শিবে! এই স্তোত্র আদ্যা কালিকা-দেবীর সুখজনক-সন্নিধান-লাভের কারণ। আমি এই স্তবের প্রসাদেই ত্রিপুরারি হইয়াছি। হে দেবি! সদাশিব এই স্তোত্রের ঋষি বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন; ছন্দ অনুষ্টুপ এবং আদ্যাকালিকা দেবতা-রূপে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গে বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইবে। ৮—১১। স্তোত্র যথা;—হ্রীং-রূপা কালী, শ্রীংরূপা করালী, এবং ক্রীং-রূপা কল্যাণী। কলাবতী, কমলা, কলিদর্প-নাশিনী, মহাদেবের প্রতি কৃপাবতী। কালিকা, কালমাতা অর্থাৎ কালেরও আদিভূতা, কালানল-সমদ্যুতি অর্থাৎ যাঁহার তেজ প্রলয়কালীন অগ্নির সদৃশ, কপর্দ্দিনী, করালবদনা, করুণারূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য অর্থাৎ যাঁহার করুণা অপার অপরিমেয় এবং অক্ষয়। কৃপাময়ী, কৃপাধারা, কৃপা-পারা, কৃপাগমা অর্থাৎ যাঁহার নিজ কৃপাবলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। কৃশানু, অর্থাৎ, অগ্নিরূপা, কপিলা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণানন্দ-বিবর্দ্ধিনী। কালরাত্রি, কামরূপা, কামপাশ-বিমোচনী অর্থাৎ কামবন্ধ-চ্ছেদিনী, কাদম্বিনী (মেঘমালারূপা), কলাধারা, কলিপাপহারিণী। ১২—১৫। কুমারী পূজন-প্রীতা অর্থাৎ যিনি কুমারী-পূজনে প্রীতি-যুক্তা হন, কুমারীপূজকালয়া অর্থাৎ কুমারী-পূজকের নিকটেই অবস্থান করেন, কুমারী-ভোজনানন্দা অর্থাৎ কুমারীদিগকে ভোজন করাইলে আনন্দিত হন, কুমারী-রূপধারিণী। কদম্ববন-সঞ্চারা (কদম্ববন-বিচারিণী),

রতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥ ১৮ ॥ কপাল-পাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী। কমলাসন-সন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী ॥ ১৯ ॥ কমলালয়-মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী। কলহংসগতিঃ ক্লৈব্যনাশিনী কামরূপিণী ॥ ২০ ॥ কামরূপ-কৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী। কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা ॥ ২১ ॥ কমনীয়-গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী। কারণামৃত-সন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥ ২২ ॥ কারণা-নন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা। কারণার্ণব-সংমগ্না কারণব্রতপালিনী ॥ ২৩ ॥ কস্তুরী-সৌরভামোদা কস্তুরীতিলকোজ্জ্বলা। কস্তুরী-পূজনরতা কস্তুরীপূজকপ্রিয়া। কস্তুরীদাহ-জননী কস্তুরীমৃগতোষিণী ॥ ২৪ ॥ কস্তুরী-ভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা। কর্পূর-

কদম্ববন বাসিনী, কদম্বপুষ্প-সন্তোষা অর্থাৎ কদম্বপুষ্পে যাঁহার সন্তোষ হয়, কদম্বপুষ্প-মালিনী অর্থাৎ যিনি কদম্বপুষ্পের মালা ধারণ করিয়া থাকেন। কিশোরী, কলকণ্ঠা অর্থাৎ যাঁহার কণ্ঠস্বর অতীব মধুর, কলনাদ-নিনাদিনী (কোকিলবৎ সুস্বরা), কাদম্বরী-পানরতা অর্থাৎ মদ্যপান-রতা, কাদম্বরী প্রিয়া। কপালপাত্র-নিরতা অর্থাৎ যাঁহার পানপাত্র নর-কপাল, কঙ্কাল-মাল্যধারিণী অর্থাৎ যিনি অস্থিমালা ধারণ করিয়া থাকেন। কমলাসন-সন্তুষ্টা, অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতি সন্তুষ্টা, কমলাসন-বাসিনী অর্থাৎ পদ্মাসীনা। কমলালয়-মধ্যস্থা, কমলামোদ-মোদিনী অর্থাৎ কমলগন্ধে যাঁহার আনন্দ লাভ হয়। কলহংসগতি (রাজহংসবৎ সুন্দরগামিনী), ক্লৈব্যনাশিনী (ভক্তদুঃখ-হারিণী), কামরূপিণী, কামরূপ-কৃতাবাসা (কামরূপ প্রদেশে যাঁহার স্থিতি), কামপীঠ-বিলাসিনী। কমনীয়া, কল্পলতা (যিনি কল্পলতার ন্যায় সাধকাভীষ্ট সম্পূর্ণ করেন), কমনীয়বিভূষণা। ১৬—২১। কমনীয়-গুণারাধ্যা অর্থাৎ কমনীয় গুণসমূহই যাঁহার আরাধনা-সাধন। কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী, কারণামৃত-সন্তোষা অর্থাৎ মদ্যরূপ অমৃত দ্বারা যাঁহার সন্তোষ হইয়া থাকে, কারণানন্দ-সিদ্ধিদা (কারণ-পানে যাঁহার আনন্দ হয় অর্থাৎ যে যথার্থ কুলসাধক, যিনি তাহাকে সিদ্ধি প্রদান করেন), কারণানন্দ-জাপেষ্টা অর্থাৎ কুলসাধকগণ জপাদি দ্বারা যাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, কারণার্চ্চন-হর্ষিতা অর্থাৎ কারণ দ্বারা পূজা করিলে যিনি প্রীতা হইয়া থাকেন, কারণার্ণবসংমগ্না অর্থাৎ ত্রিলোকাধার কারণ-সমুদ্রের অন্তর্নিহিতা, কারণব্রত-পালিনী। কস্তুরী-সৌরভামোদা (কস্তুরীগন্ধে যিনি আনন্দিতা হইয়া থাকেন, কস্তুরীতিলকোজ্জ্বলা (কস্তুরী-তিলক ধারণ করায় বিচিত্র কান্তিশালিনী), কস্তুরী পূজনরতা অর্থাৎ কস্তুরী দ্বারা পূজা করিলে যাঁহার অতি সন্তোষ হয়, কস্তুরী-পূজক-প্রিয়া (যে কস্তুরী দ্বারা পূজা করে, সে যাঁহার প্রিয়), কস্তুরীদাহ-জননী, কস্তুরীমৃগ-তোষিণী। কস্তুরীভোজন-প্রীতা, কর্পূরা-মোদমোদিতা অর্থাৎ কর্পূর-গন্ধে আনন্দিতা,

মালাভরণা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা ॥২৫॥ কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী। কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া ॥ ২৬ ॥ কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজাপপরায়ণা। কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী। কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী ॥ ২৭ ॥ কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশ-বরদায়িনী। কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা ॥ ২৮ ॥ কলমঞ্জীরচরণা ক্কণৎকাঞ্চীবিভূষণা। কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥২৯॥ কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী। কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥ ৩০ ॥ ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী ॥ ৩১ ॥ ইত্যাদ্যকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্ ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকম্ ॥ ৩২ ॥ পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু কালিকাকৃতমানসঃ। মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু তস্য কালী প্রসীদতি ॥ ৩৩ ॥ বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ। ধনবান্ কীর্ত্তিমান্ ভূয়াদ্দানশীলো

কর্পূর-মালাভরণা (কর্পূরবাসিত-মাল্যবিভূষিতা), কর্পূরচন্দনোক্ষিতা অর্থাৎ যিনি কর্পূর-মিশ্রিত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিতা। ২২—২৫। কর্পূরকারণাহ্লাদা (কর্পূরমিশ্রিত সুরা যাঁহার আনন্দ উৎপাদন করে), কর্পূরামৃতপায়িনী অর্থাৎ যিনি কর্পূর-বাসিত সুধা পান করিয়া থাকেন, কর্পূরসাগর-স্নাতা অর্থাৎ যিনি কর্পূর-সুবাসিত জলরাশিতে স্নান করেন, কর্পূরসাগরালয়া অর্থাৎ যিনি কর্পূর-সাগরে অবস্থান করেন। কূর্চ্চবীজ-জপ-প্রীতা অর্থাৎ যিনি 'হুং' এই বীজজপে প্রীত হন। কূর্চ্চজাপ-পরায়ণা, কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা (কৌলিকগণের উপাস্যা), কৌলিক-প্রিয়কারিণী অর্থাৎ যিনি কৌলিকগণের প্রিয়কার্য্য-সাধনে তৎপরা, কুলাচারা, কৌতুকিনী, কুলমার্গ-প্রদর্শিনী। কাশীশ্বরী, কষ্টহর্ত্রী, কাশীশবরদায়িনী অর্থাৎ যিনি শিবকে বর দিয়া থাকেন। কাশীশ্বর-কৃতামোদা (মহাদেব যাঁহার আনন্দ-বিধানে সমর্থ) কাশীশ্বর-মনোরমা অর্থাৎ কাশীশ্বরের মনোমোহিনী। কলমঞ্জীর-চরণা অর্থাৎ যাঁহার চরণযুগলে মধুর-শব্দ নূপুর বিরাজ করিতেছে, ক্কণৎকাঞ্চী-বিভূষণা অর্থাৎ শব্দায়মানকাঞ্চীদাম-ভূষিতা। কাঞ্চনাদ্রি-কৃতাগারা অর্থাৎ সুমেরু-পর্ব্বতবাসিনী, কাঞ্চনাচল-কৌমুদী (সুমেরু-পর্ব্বতের জ্যোৎস্না-স্বরূপা)। কামবীজ-জপানন্দা অর্থাৎ যিনি 'ক্লীং' এই বীজ-জপে আনন্দিতা হন, কামবীজ-স্বরূপিণী, কুমতিঘ্নী অর্থাৎ দুর্ব্বুদ্ধি-নাশিনী কুলীনার্ত্তি-নাশিনী (কুলাচারিগণের দুঃখহারিণী), কুলকামিনী এবং ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণ-প্রভাবে কালকণ্টক-ঘাতিনী অর্থাৎ যমভয়-নাশিনী। ২৬—৩১। হে দেবি! ককাররাশি-ঘটিত কালীরূপ-স্বরূপ আদ্যা-কালিকা-দেবীর এই শতনাম স্তোত্র কীর্ত্তিত হইল। যে ব্যক্তি কালিকায় মন অর্পণ করিয়া পূজাকালে এই স্তোত্র পাঠ করে, শীঘ্র তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং কালী তাহার প্রতি প্রসন্না হন। গুরুর উপদেশ-

দয়ান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥ পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈর্মোদতে সাধকো ভুবি ॥ ৩৫ ॥ ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মপঞ্চকসমন্বিতঃ। পূজয়িত্বা মহাকালীমাদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৬ ॥ পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ। অসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥ বিদ্যায়াং বাক্‌পতিঃ সাক্ষাদ্ ধনে ধনপতির্ভবেৎ। সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে বলে চ পবনোপমঃ ॥ ৩৮ ॥ তিগ্মাংশুরিব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শশিবচ্ছুভদর্শনঃ। রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ৩৯ ॥ সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ৪০ ॥ যং যং কামং পুরস্কৃত্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ। তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ ॥ ৪১ ॥ রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে। দস্যুগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাঘ্রাবৃতে তথা ॥ ৪২ ॥ অরণ্যে প্রান্তরে দুর্গে গ্রহরাজভয়েঽপি বা জ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসঙ্কুলে ॥ ৪৩ ॥ বালগ্রহাদিরোগে চ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে। দুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদ্‌গতে ॥ ৪৪ ॥ বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাদ্যাং কালীং পরাৎপরাম্। যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ। সর্ব্বাপদ্ভ্যো বিমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ ন পাপেভ্যো ভয়ং তস্য ন রোগেভ্যো ভয়ং ক্বচিৎ।

মাত্রে তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাভ হয় (পরিশ্রম করিতে হয় না)। সে ধনবান্, কীর্ত্তিমান্, দাতা ও দয়ালু হয়। এবং সেই সাধক পৃথিবীতলে পুত্র পৌত্র সুখ ঐশ্বর্য্যে আনন্দিত থাকে। ৩২—৩৫। মঙ্গলবার অমাবস্যা নিশাভাগে মদ্য প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বযুক্ত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যা কালীকে পূজা করিয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করিলে সাক্ষাৎ কালী-স্বরূপ হয়;—ত্রিভুবনে তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। বিদ্যায় সাক্ষাৎ বাক্‌পতি (বৃহস্পতি), ধনে ধনপতি (কুবের), গাম্ভীর্য্যে সরিৎপতি (সমুদ্র) এবং বলে পবনোপম হয়। উষ্ণরশ্মির (সূর্য্যের) ন্যায় দুর্দ্দর্শ এবং শশধরবৎ সৌম্যদর্শন হয়; রূপে মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় হইয়া নারীগণের হৃদয়ে বিরাজ করে। ৩৬—৩৯। এই স্তব প্রসাদে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে। যে যে কামনা করিয়া এই স্তব পাঠ করিবে, শ্রীআদ্যা কালিকার প্রসাদে সেই সেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে;—যুদ্ধে, রাজসভায়, দ্যূতক্রীড়ায়, বিবাদে (মোকদ্দমায়), প্রাণসঙ্কট সময়ে, গ্রামদাহে, দস্যুপূর্ণ স্থানে, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল স্থানে, প্রান্তরে, দুর্গে, গ্রহভয়ে, রাজভয়ে, জ্বরদাহে, চিরব্যাধিতে, মহারোগাদির আক্রমণে, বালগ্রহাদিযোগে, দুঃস্বপ্নদর্শনে, দুস্তর-সমুদ্রে কিংবা বায়ুজনিত বিপদাপন্ন পোতোপরি বিপদে যে ব্যক্তি পরাৎপরা পরমা-মায়া আদ্যাকালীকে ধ্যানপূর্ব্বক দৃঢ় ভক্তি-সমন্বিত হইয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করিবে, সে সত্যই সকল বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—হে দেবি! ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহার কোন স্থলেই পাপ-

সর্ব্বত্র বিজয়স্তস্য ন কুত্রাপি পরাভবঃ ॥ ৪৬ ॥ তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদ্‌গণাঃ ॥৪৭॥ স বক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্ব্বসম্পদাম্‌। স কর্ত্তা জাতিধর্ম্মাণাং জ্ঞাতীনাং প্রভুরেব সঃ ॥ ৪৮ ॥ বাণী তস্য বসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা গৃহে। তন্নাম্না মানবাঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি সসম্ভ্রমাঃ ॥ ৪৯ ॥ দৃষ্ট্যা তস্য তৃণায়ন্তে হ্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ৫০ ॥ আদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্‌। অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা পুরশ্চর্য্যাস্য গীয়তে ॥ ৫১ ॥ পুরস্ক্রিয়ান্বিতং স্তোত্রং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্‌ ॥৫২॥ শতনামস্তুতিমিমামাদ্যাকালীস্বরূপিণীম্‌। পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদপি ॥ ৫৩ ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪ ॥ কথিতং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ স্তবনং মহৎ। আদ্যায়াঃ শ্রীকালিকায়াঃ কবচং শৃণু সাম্প্রতম্‌ ॥ ৫৫ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ ছন্দোঽনুষ্টুব্‌ দেবতা চ আদ্যা কালী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৬ ॥ মায়াবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃতা। ক্রীং কীলকং কাম্যসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥ হ্রীমাদ্যা মে শিরঃ পাতু শ্রীং কালী বদনং মম। হৃদয়ং ক্রীং পরা শক্তিঃ পায়াৎ কণ্ঠং

ভয় থাকে না, রোগভয়ও থাকে না; তাহার সর্ব্বত্র জয় হইয়া থাকে,—কোন স্থানে পরাভব হয় না; তাহার দর্শনমাত্রেই বিপদসমূহ পলায়ন করে। ৪০—৪৭। সে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রের বক্তা হয়; সে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করে; সে জাতি ও ধর্ম্মের কর্ত্তা হয় এবং জ্ঞাতিবর্গের প্রভু হয়। সরস্বতী তাহার মুখে ও লক্ষ্মী নিশ্চলা হইয়া তাহার গৃহে বাস করেন। সমস্ত মানব-মণ্ডলী তাহার নাম শ্রবণমাত্রেই সসম্ভ্রমে প্রণাম করে। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিগণ তাহার দর্শনমাত্রেই তৃণবৎ প্রতীয়মান হয়। (অর্থাৎ এরূপ পুরুষ দর্শনমাত্রেই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা ততোধিক কোন বিষয় লাভ করা যায়)। আদ্যাকালী স্বরূপাখ্য শতনাম-স্তোত্র কীর্ত্তিত হইল। এই স্তোত্রের পুরশ্চরণ অষ্টোত্তর-শতবার পাঠ দ্বারা হইবে—ইহা কথিত হইয়াছে। এই স্তোত্র কৃত-পুরশ্চরণ হইলে, সকল অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। যে ব্যক্তি এই আদ্যাকালী-স্বরূপিণী শতনাম স্তুতি পাঠ করে বা পাঠ করায়, শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৪৮—৫৪। হে দেবি! তোমার নিকট পরম-ব্রহ্মস্বরূপ প্রকৃতির মহৎ স্তোত্র কহিলাম। ইদানীং আদ্যা শ্রীকালিকার কবচ শ্রবণ কর। এই ত্রৈলোক্য-বিজয় কবচের—শিব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দ, আদ্যাকালী—দেবতা, মায়া বীজ (হ্রীং) ও রমাবীজ (শ্রীং) শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে, ক্রীং কীলক এবং কাম্যসিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইবে। "হ্রীং' রূপা আদ্যা আমার মস্তক এবং 'শ্রীং রূপা কালী আমার বদন রক্ষা করুন। 'ক্রীং' রূপা পরাশক্তি হৃদয় এবং পরাৎপরা কণ্ঠ

পরাৎপরা ॥ ৫৮ ॥ নেত্রে পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী। ঘ্রাণং পাতু মহামায়া রসনাং সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৫৯ ॥ দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কপোলৌ কমলালয়া। ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষেচ্চিবুকং চারুহাসিনী ॥ ৬০ ॥ গ্রীবাং পায়াৎ কুলেশানী ককুৎ পাতু কৃপাময়ী দ্বৌ বাহূ বাহুদা রক্ষেৎ করৌ কৈবল্যদায়িনী ৬১ ॥ স্কন্ধৌ কপর্দ্দিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী। পার্শ্বে পায়াদপর্ণা মে কটিং মে কমঠাসনা ॥৬২॥ নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী প্রজাস্থানং প্রভাবতী। উরূ রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্ব্বতী ॥ ৬৩ ॥ জয়দুর্গাবতু প্রাণান্ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥ ৬৪ ॥ রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন চ। তৎ সর্ব্বং মে সদা রক্ষেদাদ্যা কালী সনাতনী ॥ ৬৫ ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্। কবচং কালিকাদেব্যা আদ্যায়াঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৬৬ ॥ পূজাকালে পঠেদ্ যস্ত আদ্যাধিকৃতমানসঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্যাদ্যা সুপ্রসীদতি ॥৬৭॥ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু কিঙ্করাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ ॥৬৮॥ অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধনম্। বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯ ॥ সহস্রাবৃত্তপাঠেন বর্ম্মণোঽস্য পুর-

---

রক্ষা করুন। জগদ্ধাত্রী নয়নদ্বয় রক্ষা করুন, শঙ্করী কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন। মহামায়া নাসিকা ও সর্ব্বমঙ্গলা জিহ্বা রক্ষা করুন। কৌমারী দন্তশ্রেণী এবং কমলালয়া কপোলদ্বয় রক্ষা করুন। ক্ষমা ওষ্ঠাধর এবং চারুহাসিনী চিবুক রক্ষা করুন। ৫৫—৬০। কুলেশানী গ্রীবাদেশ ও কৃপাময়ী ককুৎ (কন্ধরা) রক্ষা করুন। বাহুদা বাহুদ্বয় এবং কৈবল্যদায়িনী করদ্বয় রক্ষা করুন। কপর্দ্দিনী স্কন্ধদ্বয় এবং ত্রৈলোক্য-তারিণী পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। অপর্ণা আমার পার্শ্বদ্বয় এবং কমঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন। বিশালাক্ষী নাভিদেশাবচ্ছেদে (আমাকে) অর্থাৎ আমার নাভিদেশ এবং প্রভাবতী প্রজাস্থান রক্ষা করুন। কল্যাণী উরুদ্বয় এবং পার্ব্বতী আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন। জয়দুর্গা পঞ্চপ্রাণ এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। যে স্থান কবচে বর্জ্জিত ও রক্ষাহীন অর্থাৎ উল্লিখিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিন্ন, সনাতনী আদ্যাকালী সর্ব্বদা সেই সেই স্থান রক্ষা করুন। হে দেবি! তোমার নিকট ত্রৈলোক্যবিজয় নামক আদ্যাকালিকা-দেবীর দিব্য কবচ কথিত হইল। যে ব্যক্তি পূজাকালে আদ্যাময়-চিত্তে আদ্যাকালিকার এই পরমাদ্ভুত কবচ পাঠ করে, সে, সকল অভীষ্টফল প্রাপ্ত হয় এবং আদ্যাকালী তাহার প্রতি সুপ্রসন্না হন,—শীঘ্র তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র অর্থাৎ কথিত ফলের নিকট তুচ্ছ অণিমাদি সিদ্ধিগণ, তাহার কিঙ্করস্বরূপ হয়। ৬১—৬৮। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, ধনার্থী ধন প্রাপ্ত হয়, বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে ও কামী ব্যক্তি কাম্যফল লাভ করে। সহস্রবার পাঠ দ্বারা এই কবচের পুরশ্চরণ

ক্রিয়া। পুরশ্চরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ চন্দনাগুরুকস্তুরী কুঙ্কুমৈ রক্তচন্দনৈঃ। ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ॥৭১॥ শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধকোত্তমঃ। তস্যাদ্যা কালিকা বশ্যা বাঞ্ছিতার্থংপ্রযচ্ছতি ॥ ৭২ ন কুত্রাপি ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী কবিঃ। আরোগী চিরজীবী স্যাদ্বলবান্ ধারণক্ষমঃ ॥ ৭৩ ॥ সর্ব্ববিদ্যাসু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ। বশে তস্য মহীপালা ভোগ-মোক্ষৌ করস্থিতৌ ॥ ৭৪ ॥ কলিকল্মষ-যুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কথিতং কৃপয়া নাথ স্তোত্রং কবচমেব চ। অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চর্য্যাবিধিং, বিভো ॥ ৭৬ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। যো বিধির্ব্রহ্মমন্ত্রাণাং পুরশ্চরণ-কর্ম্মণি। স এবাদ্যাকালিকায়া মন্ত্রাণাং বধিরিষ্যতে ॥ ৭৭ ॥ অশক্তে সাধকে দেবি জপপূজাহুতাদিষু। পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্যা পুরশ্চরণমেব চ ॥ ৭৮ ॥ যতো হি নিরনু-ষ্ঠানাৎ স্বল্পানুষ্ঠানমুত্তমম্। সংক্ষেপপূজনং ভদ্রে তত্রাদৌ শৃণু কথ্যতে ॥ ৭৯ ॥ আচম্য মূলমন্ত্রেণ ঋষিন্যাসং সমা-চরেৎ। করশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যান্ন্যাসঞ্চ কর-দেহয়োঃ ॥ ৮০ ॥ সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং কৃত্বা প্রাণায়ামং চরেৎ সুধীঃ। ধ্যানং পূজাং

হইবে। এই কবচ পুরশ্চরণ-সম্পন্ন হইলে যথোক্ত ফলপ্রদ হয়। যদি সাধক,-অগুরুচন্দন কস্তুরী, কুঙ্কুম বা রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া (মণ্ডলীকৃত) ভূর্জ্জপত্র-রূপা গুটিকা স্বর্ণস্থ করিয়া শিখাতে, দক্ষিণ-বাহুতে, কণ্ঠে, কিংবা কটিদেশে ধারণ করে, আদ্যাকালী তাহার বশীভূতা হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। কুত্রাপি তাহার ভয় থাকে না; সে সর্ব্বস্থানে বিজয়ী, কবি, আরোগী, বলবান্, ধারণক্ষম, চিরজীবী, সর্ব্ব-বিদ্যায় নিপুণ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হয়। মহীপালগণ তাহার বশীভূত হন এবং ভোগ ও মোক্ষ তাহার করতলে থাকে। এই কবচ কলিকালে পাপযুক্ত মানবগণের মোক্ষজনক, অতএব অতীব শ্রেষ্ঠ। ৬৯—৭৫। শ্রীদেবী কহিলেন,—হে নাথ! তুমি কৃপা করিয়া স্তোত্র ও কবচ বলিলে, হে বিভো! সম্প্রতি পুরশ্চরণবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ-কর্ম্মে যে বিধি, তাহাই আদ্যাকালিকা-মন্ত্রের পুরশ্চরণ কার্য্যে বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দেবি! সাধক, জপ-পূজা-হোমাদি কার্য্য করিতে অশক্ত হইলে, সংক্ষেপতঃ পূজা ও পুরশ্চরণ করিবে। যেহেতু অকরণ অপেক্ষা স্বল্পকরণও উত্তম। হে ভদ্রে! তাহার মধ্যে প্রথমে সংক্ষেপ-পূজা-বিধি কথিত হইতেছে—শ্রবণ কর। মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া ঋষিন্যাস করিবে। তদ-নন্তর করশুদ্ধি, করন্যাস এবং অঙ্গন্যাস করিবে। পরে বিচক্ষণ ব্যক্তি, সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপক (ব্যাপক) ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম

জপঞ্চেতি সংক্ষেপপূজনে বিধিঃ ॥ ৮১ ॥ পুরশ্চর্য্যায়াং মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো জপঃ। তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥ ৮২ ॥ অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥ কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য কৌজে বা শনিবাসরে। পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্‌ ॥ ৮৪ ॥ মহানিশায়াময়ুতং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ। ভোজয়িত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠান্‌ পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥ কুজবাসরমারভ্য যাবন্মঙ্গলবাসরম্‌। প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং সহস্রপরিসংখ্যয়া ॥ ৮৬ ॥ বসুসংখ্যাজপেনৈব ভবেন্মন্ত্রপুরস্ক্রিয়া ॥৮৭॥ শ্রীআদ্যা-কালিকামন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ। সদা সর্ব্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৮৮ ॥ কালীরূপাণি বহুধা কলৌ জাগ্রতি পার্ব্বতি। প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতজ্জগদ্ধিতম্‌ ॥ ৮৯ ॥ নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্‌। নিয়মানিয়মো নাপি জপন্নাদ্যাং প্রসাদয়েৎ ॥ ৯০ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যা-প্রসাদতঃ। ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥ ন চ প্রয়াসবাহুল্যং কায়ক্লেশোঽপি ন প্রিয়ে। আদ্যাকালীসাধকানাং সাধনং সুখসাধনম্‌ ॥ ৯২ ॥

ধ্যান, পূজা, এবং জপ (যথাক্রমে) করিবে। সংক্ষেপ-পূজাতে এই বিধি। ৭৬—৮০। মন্ত্রের পুরশ্চরণে যে মন্ত্রে যৎসংখ্যক জপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অসমর্থে হোমাদি অকরণে তাহার চতুর্গুণ জপ দ্বারাই পুরশ্চরণ বিহিত হইয়াছে। অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণবিধি কথিত হইতেছে। মঙ্গল অথবা শনিবারে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী প্রাপ্ত হইলে, সেই দিবস রজনীযোগে পঞ্চতত্ত্ব আনয়নপূর্ব্বক জগন্ময়ীর পূজা করিয়া, মহানিশাতে একাগ্রমনে দশ সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া কৃতপুরশ্চরণ হইবে। (অন্য পুরশ্চরণ-বিধি) এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যবহিত-পরবর্ত্তী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে; অষ্টসহস্র-সংখ্যক জপ দ্বারাই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হইবে। ৮১—৮৭। হে দেবি! আদ্যাকালিকার মন্ত্র সকল—সিদ্ধ মন্ত্র; সর্ব্বযুগে সকল সময়ে সুসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ কলিকালে। হে পার্ব্বতি! কলিকালে বহুপ্রকার কালীরূপ জাগরিতা থাকেন। বিশেষতঃ প্রবল কলিকালে এই রূপই জগতের হিতজনক। এই মন্ত্রে সিদ্ধাদি-চক্রগণনার অপেক্ষা নাই; অরি-মিত্রাদি দোষ নাই। এই মন্ত্রে বিশেষ নিয়মানিয়ম নাই। এই মন্ত্র জপ করিয়া আদ্যাকালীকে প্রসন্না করিবে। এই মন্ত্র জপ করিলে শ্রীমদাদ্যাকালীর প্রসাদে ব্রাহ্ম জ্ঞান লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত মনুষ্য জীবন্মুক্ত ইহাতে সংশয় নাই। হে প্রিয়ে! এই মন্ত্রসাধনে বিশেষ প্রয়াস নাই, কায়ক্লেশও নাই। আদ্যাকালী-সাধকগণের সাধনা অতিশয় সুখ-সম্পাদ্য। ৮৮—৯২। এই

চিত্তসংশুদ্ধিরেবাত্র মন্ত্রিণাং ফলদায়িনী॥ যাবন্ন চিত্তকলিলং হাতুমুৎসহতে ব্রতী॥ ৯৩॥ তাবৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত কুলভক্তি-সমন্বিতঃ। যথাবদ্বিহিতং কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ হি কারণম্॥ ৯৪॥ আদৌ মন্ত্রং গুরোর্বক্ত্রাদ্গৃহ্ণীয়াদ্ ব্রহ্মমন্ত্রবৎ। প্রাতঃকৃত্যাদিনিয়মান্ কৃত্বা কুর্য্যাৎ পুরস্ক্রিয়াম্॥ ৯৫॥ চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে। ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে কৃত্যাকৃত্যং ন বিদ্যতে॥ ৯৬॥ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। কুলং কিং পরমেশান কুলাচারশ্চ কিং বিভো। লক্ষণং পঞ্চতত্ত্বস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৯৭॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। সম্যক্ পৃষ্টং কুলেশানি সাধকানাং হিতৈষিণী। কথয়ামি তব প্রীত্যৈ যথাবদবধারয়॥ ৯৮॥ জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥ ৯৯॥ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পমেতেষ্বাচরণঞ্চ যৎ। কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥ ১০০॥ বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ। ক্ষীণপাপানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ॥ ১০১॥ কুলাচারগতা বুদ্ধির্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা। তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে॥ ১০২॥ সদ্গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্। কুলাচাররতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ

বিষয়ে চিত্তশুদ্ধিই সাধকগণের ফলদায়িনী। ব্রতী যতদিন চিত্তের মালিন্য-দূরীকরণে সমর্থ না হইবে, ততদিন কুলভক্তি-সমন্বিত হইয়া কর্ম্ম করিবে। কারণ, যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠানই চিত্তশুদ্ধির উপায়। ব্রহ্মমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রও প্রথমতঃ গুরুমুখ হইতে গ্রহণ করিবে। প্রাতঃকৃত্যাদি নিয়মানুষ্ঠানপূর্ব্বক পুরশ্চরণ করিবে। হে মহেশানি! চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কৃত্যাকৃত্য থাকে না। পার্ব্বতী কহিলেন,—হে পরমেশান হে বিভো! কুল কি? কুলাচারই বা কি? তাহা এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ যথাযথরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৯৩—৯৭। শিব কহিলেন,—হে কুলেশানি! তুমি সাধকবর্গের হিতৈষিণী, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার প্রীতির জন্য তত্ত্বতঃ তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, আকাশ, পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু কুল নামে অভিহিত। হে আদ্যে! এই সকল বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা বিকল্পশূন্য যে আচরণ, তাহাই কুলাচার এবং এই কুলাচার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপ্রদ; তপস্যা, দান ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে নিষ্পাপ সাধকদিগেরই কুলাচারে মতি হয়। কুলাচারগতা বুদ্ধি সত্বরই সুনির্ম্মল হয়। তখন তাহাদিগের আদ্যাকালীর পাদপদ্মে মতি হয়। ৯৮—১০১। সদ্গুরুসেবায় পরাৎপরা এই মন্ত্ররূপা বিদ্যা লাভপূর্ব্বক কুলাচারে নিরত হইয়া, পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলেশ্বরী আদ্যাকালিকার পূজাপরায়ণ

কুলেশ্বরীম্ ॥ ১০৩ ॥ যজন্তঃ কালিকামাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ সাধকোত্তমাঃ। ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ ব্রজন্ত্যন্তে নিরাময়ম্ ॥১০৪॥ মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিস্মারকং মহৎ। আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৫ ॥ অসংস্কৃতং যৎ তত্ত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্। বিবাদরোগজনকং ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে ॥ ১০৬ ॥ গ্রাম্যবায়ব্যবন্যানাং সম্ভূতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৭ ॥ জলোদ্ভবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্। প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥১০৮॥ সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ। আয়ুর্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৯ ॥ মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্। অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥ ১১০॥ আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে। অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ॥ ১১১ ॥ পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে ॥ ১১২ ॥ ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলং তত্ত্বানি পঞ্চ চ। আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে স্তোত্র-কবচ-কুল-তত্ত্বলক্ষণকথনং নাম সপ্তম উল্লাসঃ ॥ ৭ ॥

ব্যক্তিগণ—কুলজ্ঞ এবং সাধকোত্তম; ইহারা ইহলোকে নিখিল সুভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া চরমে মোক্ষলাভ করেন। জীব সকলের যাহা মহৌষধ দুঃখবিস্মারক মহৎ অথচ আনন্দজনক সেইটী আদ্যতত্ত্বের লক্ষণ। যে তত্ত্ব শোধিত না হইলে, কেবল মোহপ্রদ, ভ্রমজনক এবং বিবাদ ও রোগের কারণ,—হে প্রিয়ে! কৌলিকগণ তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। যাহা গ্রাম্য (ছাগাদি), বায়ব্য (হারীতাদি পক্ষিগণ), বন্য (মৃগাদি)—যাহাদের শরীরোদ্ভূত, পুষ্টিবর্দ্ধন এবং বুদ্ধি, তেজ ও বলপ্রদ; তাহাই দ্বিতীয় তত্ত্বের লক্ষণ। ১০২—১০৭। হে কল্যাণি! যাহা জল হইতে সমুদ্ভূত, অতি লোভনীয়, সুখপ্রদ এবং প্রজাবৃদ্ধিকর, তাহাই তৃতীয় তত্ত্বলক্ষণ। যাহা সুলভ, ভূমিজাত জীবগণের জীবনস্বরূপ এবং ত্রিভুবনের পরমায়ুর্নিদান, তাহাই চতুর্থ-তত্ত্বলক্ষণ। হে দেবি! মহানন্দ-জনক, প্রাণিগণের সৃষ্টির কারণ এবং আদ্যন্ত-রহিত জগতের মূল,—ইহা শেষ তত্ত্বের লক্ষণ। হে প্রিয়ে! আদ্যতত্ত্বকে তেজ বলিয়া জানিও; দ্বিতীয় তত্ত্ব—পবন; তৃতীয় তত্ত্বকে জল বলিয়া জানিও; চতুর্থ তত্ত্বকে পৃথিবী বলিয়া জানিও। হে বরাননে! পঞ্চম তত্ত্বকে জগদাধার নভোমণ্ডল বোধ কর। হে কুলেশানি! মনুষ্য এই প্রকারে কুল, পঞ্চতত্ত্ব এবং কুলধর্ম্মের আচার পরিজ্ঞাত হইয়া (কর্ম্ম করিলে) জীবন্মুক্ত হয়। ১০৮—১১৩।

সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম উল্লাসঃ।

শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহুবিধান্ ভবানী ভব-মোচনী। হিতায় জগতাং মাতা ভূয়ঃ শঙ্করমব্রবীৎ ॥ ১ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। শ্রুতং বহুবিধং ধর্ম্মমিহামুত্র সুখপ্রদম্। ধর্ম্মার্থ-কামদং বিঘ্নহরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ২ ॥ সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি বর্ণাশ্রমান্ বিভো। তত্র যে বিহিতাচারাঃ কৃপয়া বদ তানপি ॥ ৩ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। চত্বারঃ কথিতা বর্ণা আশ্রমা অপি সুব্রতে। আচারা-শ্চাপি বর্ণানামাশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥ কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥ ৫ ॥ এতেষাং সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি। তেষামাচারধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামি তে ॥ ৬ ॥ পূর্ব্বৈব কথিতং তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতম্। তপঃস্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি। ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে। গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥ গৃহস্থস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে। নান্যমার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহমেধিনাম্ ॥ ৯ ॥ ভৈক্ষুকেঽপ্য-

অষ্টম উল্লাস।

সংসার-মোচনী ভবানী মাতা বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া জগতের হিতের জন্য পুনর্ব্বার শঙ্করকে কহিলেন,—ইহলোক ও পরলোকে ও সুখপ্রদ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপ্রদ, মোক্ষজনক, বিঘ্ননাশক বহুবিধ ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ করিলাম। হে বিভো! সম্প্রতি বর্ণ ও আশ্রম এবং সেই সেই বর্ণে ও আশ্রমে যে আচার বিহিত আছে, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; কৃপা করিয়া সেই সকল কীর্ত্তন কর। শ্রীসদাশিব কহিলেন, হে সুব্রতে! সত্য প্রভৃতি চতুর্যুগে চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমের আচার ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হইয়াছে; কিন্তু কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সামান্য—এই পাঁচ রকম বর্ণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণসমূহের আশ্রম দুই প্রকার। হে আদ্যে! হে মহেশ্বরি! তোমাকে সেই সকল বর্ণ ও আশ্রমের আচার ও ধর্ম্ম কহিতেছি—শ্রবণ কর। ১—৬। কলিকাল-সম্ভূত মনুষ্যগণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তপস্যা ও বেদপাঠ-বিহীন, অল্পায়ুঃ, ক্লেশ ও প্রয়াসে অশক্ত মনুষ্যগণের কায়িক পরিশ্রম অসম্ভব। হে প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই। গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক—এই দুইটী আশ্রম। হে শিবে! কলি-কালে গৃহস্থগণের সকল ক্রিয়াই আগমোক্ত অর্থাৎ তন্ত্রমতে কর্ত্তব্য; গৃহস্থগণের অন্যরূপ পথে কদাপি ক্রিয়া-সিদ্ধি হইবে না। হে দেবি! হে তত্ত্বজ্ঞে! কলিযুগে

শ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্। কলৌ
নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তচ্ছ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥
শৈবসংস্কারবিধিনাঽবধূতাশ্রমধারণম্। তদেব
কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥১২॥
সর্ব্বেষামেব সংস্কারাঃ কর্ম্মাণি শৈববর্ত্মনা।
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কর্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্ ॥
১৩ ॥ জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদা-
শ্রমী ভবেৎ। গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাদ্
যথাবিধি মহেশ্বরি ॥ ১৪ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে
সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা। তদা
সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥
বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ
সুধীঃ ॥ ১৬ ॥ মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যা-
ঞ্চৈব পতিব্রতাম্। শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাব-
ধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥ মাতৃঃ পিতৄন্ শিশূন্
দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি। যঃ প্রব্রজতি
হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥১৮॥ মাতৃহা
পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ। অস-
ন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে ॥১৯॥
ব্রাহ্মণা বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ববর্ণোক্তসংস্ক্রিয়াম্।

ভৈক্ষুকাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ডধারণ নাই;
কারণ, তাহা বৈদিক সংস্কার। হে
ভদ্রে! কলিকালে শৈব সংস্কার-বিধি
অনুসারে অবধূতাশ্রম ধারণ—তাহাই
"সন্ন্যাসগ্রহণ" নামে কথিত হইয়া থাকে।
হে দেবি! কলিযুগ প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ
এবং অন্য সকল বর্ণেরই এই উভয় আশ্রমে
অধিকার থাকিবে। ৭—১২। শৈব বিধি
অনুসারে সকলেরই সংস্কার ও ক্রিয়া-কলাপ
হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণগণের কর্ম্ম-
প্রণালী পৃথক্ পৃথক্ হইবে। হে মহেশ্বরি!
মানব, জন্মমাত্রেই গৃহস্থ হয়; অনন্তর
সংস্কার-বলে আশ্রমী হয়। প্রথমেই যথা-
বিধি গার্হস্থ্যাশ্রম করিবে। তত্ত্বজ্ঞান
অর্থাৎ সংসারে নিয়ত দুঃখাদিজ্ঞান সমুৎপন্ন
হইলে যখন বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায়
পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়
করিবে। বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন, যৌবনা-
বস্থায় ধনোপার্জ্জন ও বিবাহ এবং প্রৌঢ়া-
বস্থায় ধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিবে; পরে সুধী
অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ
হইয়া চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে
সন্ন্যাসাশ্রম করিবে। বৃদ্ধ পিতামাতা,
পতিব্রতা ভার্য্যা বা শিশু-তনয় পরিত্যাগ
করিয়া অবধূতাশ্রম প্রাপ্ত হইবে না। যে
ব্যক্তি মাতাপিতা, শিশুপুত্র, পত্নী, স্বজন,
জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব ইহাদিগকে ত্যাগ
করিয়া প্রব্রজ্যা করে, সে মহাপাতকী হয়।
যে ব্যক্তি স্বীয় পিত্রাদির তৃপ্তি উৎপাদন
না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে গমন করিবে, সে
মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, স্ত্রীঘাতী এবং ব্রহ্ম-
ঘাতক; অর্থাৎ এই সমস্ত কার্য্যে যাদৃশ
পাপ হয়, সে ব্যক্তি তাদৃশ পাপে কলুষিত।
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্ন, শৈব-পথানুসারেই
স্বীয়-স্বীয় বর্ণানুসারে বিহিত সংস্কারের

শৈবেন বর্ত্মনা কুর্য্যাদেষ ধর্ম্মঃ কলৌ যুগে ॥ ২০ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কো বা ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্য চ কিং বিভো। বিপ্রস্য বিপ্র-ভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥ ২১ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্ম্যং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাম্। তদেব কথয়াম্যাদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাদ্ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥ ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যান্ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ। দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতাম্। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥ তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি। তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬ ॥ ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্। যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাং তপঃ ॥ ২৭ ॥ আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজনমেব চ। তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ। পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ২৯ ॥ ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্। পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ৩০ ॥ মাতরং পিতরং বীক্ষ্য

অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই কলিযুগে ধর্ম্ম। ১৩—২০। শ্রীদেবী কহিলেন,—হে বিভো! গৃহস্থের ধর্ম্ম কি? ভিক্ষুকের ধর্ম্মই বা কি? তাহা এবং বিপ্র ও বিপ্র ভিন্ন অপর সকলের সংস্কারাদি আমার নিকট বল। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে কৌলিনি! গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সকল মানবের আদি এবং ধর্ম্মজনক; অতএব প্রথমে যথার্থরূপে তাহাই বলিতেছি—শ্রবণ কর। গৃহস্থ,—ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইবে। সে, যে যে কর্ম্ম করিবে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে। গৃহস্থ মিথ্যাবাক্য কহিবে না, শঠতা করিবে না এবং দেবতা-অতিথি-পূজনে তৎপর হইবে। গৃহস্থ, মাতা-পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা সকল রকম প্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা করিবে। ২১—২৫। হে শিবে! হে পার্ব্বতি! মাতাপিতা সন্তুষ্ট হইলে তোমার প্রীতি হইয়া থাকে। হে দেবি! তোমার প্রীতি হইলেই পরব্রহ্ম প্রসন্ন হন। হে আদ্যে! তুমিই জগতের মাতা এবং পরাৎপর ব্রহ্মই জগতের পিতা। অতএব যে যে কার্য্য হইতে গৃহস্থগণ তোমাদের প্রীতি জন্মায়, গৃহিগণের তাহা হইতে আর তপস্যা কি আছে? তত্তৎ সময় বিবেচনা করিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য-বস্তু প্রদান করিবে। কুলপাবন সৎপুত্র তাঁহাদিগকে কোমল বাক্য শুনাইবে। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য করিবে। মাতাপিতার আজ্ঞানুসারী হইবে। যদি আপনার মঙ্গল-কামনা করে, তাহা হইলে কদাপি মাতা-

নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সম্ভ্রমঃ। বিনাজ্ঞয়া নোপ-
বিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৩১ ॥ বিদ্যা-
ধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্। স
যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥৩২॥
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥
৩৩ ॥ বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে
স্বোদরম্ভরিঃ। ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ
পরত্র নারকী ভবেৎ ॥৩৪॥ গৃহস্থো গোপয়ে-
দ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্। পোষয়েৎ
স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৫॥ জনন্যা
বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্
পরিত্যজেৎ ॥ ৩৬ ॥ এষামর্থে মহেশানি
কৃত্বা কষ্টশতান্যপি। প্রীণয়েৎ সততং
শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥ স ধন্যঃ
পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ। ব্রহ্ম-
নিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ ॥ ৩৮ ॥
ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ
সদা। ন ত্যজেদ্ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী
পতিব্রতা ॥৩৯॥ স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং
ন সংস্পৃশেৎ। দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা

পিতার নিকট ঔদ্ধত্য, পরিহাস, তর্জ্জন বা
অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করিবে না।
২৬—৩০। পিতৃশাসনানুবর্ত্তী পুত্র মাতা
পিতার দর্শন মাত্রেই প্রণাম করিয়া গাত্রো-
ত্থান করিবে এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞা ব্যতীত
উপবিষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তি বিদ্যা ও
ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে হেলা করে,
সে (ইহলোকে) সর্ব্বধর্ম্মে অনধিকারী হইয়া
অন্তে ঘোর নরকে যায়। গৃহস্থ, কণ্ঠগত-প্রাণ
হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অতিথি
ও সহোদর—ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া
ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি গুরু সকল
(মাতাপিতা প্রভৃতি) ও সকল বন্ধুকে
(সহোদরাদি দিগকে) বঞ্চনা করিয়া ভোজন
করে, সেই স্বকীয় উদরম্ভরি ইহলোকে
নিন্দিত হয় এবং পরলোকে নরকে গমন
করে। গৃহস্থ,—পত্নীকে রক্ষা করিবে,
পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, স্বজন ও বন্ধু-
গণের পোষণ করিবে;—ইহাই সনাতন
ধর্ম্ম। জননী কর্ত্তৃক দেহ বর্দ্ধিত হয়, জনক
কর্ত্তৃক দেহ প্রয়োজিত হয় ও স্বয়ং স্বজনগণ
কর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়া থাকে;
সে অধম,—যে ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ
করে ৩১—৩৬। হে মহেশানি! ইহাঁ-
দিগের নিমিত্ত শত শত কষ্ট করিয়াও যথা-
সাধ্য ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত করিবে,
—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। যে মানব পৃথিবীতে
ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়, সেই মহা-
পুরুষই ধন্য এবং সেই পুরুষই পরমার্থবিদ্।
কদাপি ভার্য্যাকে তাড়না করিবে না,—সতত
মাতার ন্যায় পালন করিবে। যদি ভার্য্যা
সাধ্বী এবং পতিব্রতা হয়,—ঘোর কষ্টে
পতিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে না।
বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় পত্নী বিদ্যমান থাকিতে

নারকী ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া। অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥ ৪১ ॥ ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ। সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ ॥ ৪২ ॥ উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে। ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্য-বিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৪৩ ॥ যস্মিন্ নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা। সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪ ॥ চতুর্ব্বর্ষা-বধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা। ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু। ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ৪৭ ॥ এবং ক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বস্রভ্রাতৃসুতানপি। জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি

দুষ্টভাবে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না। অন্যথা অর্থাৎ স্পর্শ করিলে, নরকগামী হইবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত বিরলে শয়ন, বিরলে বাস এবং অযুক্ত ভাষণ ত্যাগ করিবে এবং স্ত্রীলোককে শৌর্য্য দেখাইবে না। ৩৭—৪১। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা ও সুমধুর বাক্য দ্বারা সতত ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট করিবে,—কখনই তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। সংসার-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি,—উৎসব, লোকযাত্রা, তীর্থ এবং অন্য ব্যক্তির গৃহে পুত্র অথবা অমাত্যকে সঙ্গে না দিয়া স্ত্রীকে পাঠাইবে না। হে মহেশানি! পতিব্রতা ভার্য্যা যে পুরুষের প্রতি পরিতুষ্টা, (পতিব্রতা ভার্য্যার সন্তোষেই) তৎকর্ত্তৃক সকল ধর্ম্ম কৃত হয়, অর্থাৎ সে ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত ফল প্রাপ্ত হয় এবং তোমার প্রিয় হয়। পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালন-পালন করিবে, তাহার পর ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা করাইবে। পালন ও শিক্ষায় বিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইলে, বিংশতি-বৎসরাধিক-বয়স্ক পুত্রদিগকে (কিছুকাল) গৃহ-কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। তৎপরে অর্থাৎ গৃহ-কর্ম্মে উপযুক্ত হইলে, আত্মতুল্য বোধ করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে। ৪২—৪৬। কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবে এবং অতি যত্নে শিক্ষা দিবে; কন্যাকে ধনরত্নে সমন্বিতা করিয়া, জ্ঞানবান্ বরকে প্রদান করিবে। গৃহী এইরূপে ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগের পালন এবং তুষ্টিসাধন করিবে। তদনন্তর গৃহস্থ স্বধর্ম্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত-গণ এবং উদাসীনগণকেও পরিপালন করিবে।* হে দেবি! গৃহস্থ, বিভব

* ভ্রাত্রাদি-পালনের সামর্থ্য থাকিলে, স্বধর্ম্মনিরত একগ্রাম-নিবাসীদের পালন কর্ত্তব্য,—ইহা জানাইবার জন্য ভ্রাত্রাদির উল্লেখানন্তর মূলে "ততঃ" অর্থাৎ তদনন্তর কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভৃত্যাংশ্চ পালয়েৎ তোষয়েদ্‌গৃহী ॥৪৮॥ ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ। অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ যদ্যেবং নাচরেদ্দবি গৃহস্থো বিভবে সতি। পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥ ৫০ ॥ নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ। আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ ৫১ ॥ যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্ মিতমৈথুনঃ। স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২ ॥ শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাদ্বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ। জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ ৫৩ ॥ সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্। সহবাসেন তর্কেণ বিদিত্বা বিশ্বসেৎ ততঃ ॥ ৫৪ ॥ ত্রসেদ্দ্বেষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্। প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্ নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ। কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে। গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥৫৭॥ বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যত্নমান উপার্জ্জয়েৎ। ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥ ৫৮ ॥ অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়া-

থাকিতে যদি এইরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে, সে পশু বলিয়াই জ্ঞাতব্য এবং সে পাপী, লোক-সমাজে নিন্দিত হয়। নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, কেশ-বিন্যাস, ভোজন এবং বস্ত্রে আসক্তি, অতিরিক্ত করিবে না। ৪৭—৫১। গৃহস্থ পরিমিত-ভোজী, পরিমিত-নিদ্র, নির্ম্মল-প্রকৃতি, পরিমিত-ভাষী, পরিমিত-মৈথুন, নম্র, শুচি, নিপুণ, নিরালস্য এবং সর্ব্বকর্ম্মে তৎপর হইবে। শত্রুর নিকট শূর এবং বান্ধব ও গুরুর সন্নিধানে বিনীত হইবে। নিন্দিত ব্যক্তিকে আদর করিবে না। মান্য-গণকে অবজ্ঞা করিবে না। পরস্পর সহবাস ও বিচার দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্দ, ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ক্ষুদ্র শত্রু হইতেও ভয় করিবে এবং সময় বিবেচনা করিয়া নিজভাব প্রদর্শন করাইবে; কিন্তু ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিবেই না। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয় যশ, পৌরুষ ও যাহা অন্য লোক, প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছে এবং যাহা পরোপকারের জন্য কৃত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে না। ৫২—৫৬। যশস্বী ব্যক্তি, নিশ্চয় জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও কদাপি লোক-গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না এবং গুরু বা লঘু ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবে না। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে। অসত্য, ব্যসন, (দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি) কুসংসর্গ, মিথ্যা-কথা, পরদ্রোহ পরিত্যাগ করিবে। চেষ্টা—অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া—সময়ের অনুগত, অতএব অবস্থা ও সময় পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। গৃহীরা যোগক্ষেমে অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর অর্জ্জন এবং

সুগতাঃ ক্রিয়াঃ। তস্মাদনস্থাং সমগ্রং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯ ॥ যোগক্ষেম রতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ। মিত-বাঙ্ মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ ॥৬০॥ জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্ত্যঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ। অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥ ৬১ ॥ সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিত-করং বদেৎ। আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬২ ॥ জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি। সেতুঃ প্রতি-ষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৩ ॥ সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্নমুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ। গায়ন্তি যদ্‌যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৪ ॥ সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা। কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫ ॥ বিরক্তঃ পর-দারেষু নিঃস্পৃহঃ পরবস্তুষু। দম্ভ-মাৎসর্য্য-হীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬ ॥ ন বিভেতি রণাদ্‌যো বৈ সংগ্রামেহপ্য-পরাঙ্মুখঃ। ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোক-ত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাম্ভবাচারতৎপরঃ। মচ্ছাসনেহিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৮ ॥ জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা। ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৯ ॥

লব্ধ বস্তুর রক্ষণে অনুরক্ত হইবে। দক্ষ, ধার্ম্মিক ও স্বভাবতই মিতভাষী এবং মিত-হাস্য হইবে (অর্থাৎ অধিক বাক্য ও উচ্চ অধিক হাস্য ব্যবহার করিবে না), বিশেষতঃ মান্য-ব্যক্তির নিকট। জিতেন্দ্রিয়, নির্ম্মল-স্বভাব, সুচিন্তা, দৃঢ়ব্রত, প্রমাদ-রহিত এবং দীর্ঘদর্শী হইয়া বিষয়োপভোগের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার করিবে। ৫৭—৬১। ধীর জন,—সত্য, কোমল, সন্তোষজনক, শুভকর বাক্য ব্যবহার করিবে; আত্ম-গৌরব প্রকাশ ও পরনিন্দা করিবে না। যে জন পথে জলাশয়, বিশ্রামগৃহ ও সেতু প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ লাভ করেন। মাতা পিতা যাহার উপর সন্তুষ্ট, মিত্রসমূহ যাহার উপর অনুরাগী, লোক-সমূহ যাহার যশোগান করিয়া থাকে, সেই জন কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত থাকে। সত্যই যাহার ব্রত, যাহার দীনের প্রতি সর্ব্বদা দয়া আছে, কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে। যে জন পরস্ত্রীতে বিরক্ত ও পর-বস্তুতে অভিলাষ-হীন, যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্য-বিহীন, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়া থাকে। যে ক্ষত্রিয় রণে ভীত হয় না ও পরাঙ্মুখ হয় না এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-যুদ্ধে মৃত হয়, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হয়। ৬২—৬৭। যাহার মনে সন্দেহ নাই, যে ব্যক্তি বিশ্বাসযুক্ত পাশু-পতাচার-নিরত এবং আমার আজ্ঞা প্রতি-পালন করে, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিভুবন জিত হয়। যে জ্ঞানী,—শত্রু এবং মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি করিয়া কেবল সংসারযাত্রা-

শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যৎ তচ্ছৌচমান্তরিকং স্মৃতম্ ॥ ৭০ ॥ অদ্ভির্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্। দেহশুদ্ধির্ভবেদ্যেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে ॥ ৭১ ॥ গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্যস্তথা কূপাশ্চ জলকাঃ। সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥ ৭২ ॥ ভস্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা। বাসোঽজিনতৃণাদীনি মৃৎস্নানীহি সুব্রতে ॥ ৭৩ ॥ কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে। মনঃ পূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তৎ তদাচরেৎ ॥ ৭৪ ॥ নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ। ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥ সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ। উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৭৬ ॥ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং প্রিয়ে। জ্ঞানাদ্‌ব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী ॥ ৭৭ ॥ অন্যেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকম্। অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনং তথা ॥ ৭৮ ॥

নির্ব্বাহার্থ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংসার জিত হইয়া থাকে। হে দেবি! শৌচ দুই প্রকার;—বাহ্য এবং আভ্যন্তর। ব্রহ্মে যে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ পরমাত্মাতে যে মনের একাগ্রতা, তাহা আন্তরিক শৌচ বলিয়া কথিত হয়। জল কিংবা ভস্ম দ্বারা মলাপনয়ন জন্য যে দেহ-শুদ্ধি হয়, তাহাকে বাহ্য শৌচ বলা যায়। হে প্রিয়ে! ক্ষুদ্র জলাশয়, কূপ, বাপী, হ্রদ, নদী, গঙ্গা ও স্বর্ণদী ইহারা যথাক্রমে অধিক পবিত্রতার জনক অর্থাৎ এই সকল তীর্থজলে অবগাহন করিলে দেহ শুদ্ধ হয়। * হে সুব্রতে! বহিঃ-শৌচ-বিষয়ে যাজ্ঞিক ভস্মই প্রশস্ত। নির্ম্মল মৃত্তিকা দ্বারাও ঐরূপ স্নানে শুদ্ধ হইতে পারে। বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম, তৃণ প্রভৃতিও মৃত্তিকা-সদৃশ শুদ্ধিজনক; হে শিবে! এই শৌচ ও অশৌচ বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্যক নাই,—যাহাতে মন পবিত্র হয়, গৃহস্থ তাহাই আচরণ করিবে। ৬৮—৭৪। নিদ্রার পর, মৈথুনের পর, মল-মূত্র-পরিত্যাগের পর, আহারের পর, এবং মল স্পর্শ হইলে উক্ত প্রকার বহিঃশৌচ বিধান করিতে হয়। ত্রিকালে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্নে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথাক্রমে সম্পাদন করিবে এবং উপাসনা-ভেদে যথাশাস্ত্র পূজা করিবে। প্রিয়ে! যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহারা গায়ত্রী-জপ-কালে 'গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা করিবেন; তাহা হইলে বৈদিকী সন্ধ্যা হইবে। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক নহেন, তাঁহাদিগের বৈদিকী সন্ধ্যা, সূর্য্যার্ঘ-দান ও গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। হে ভদ্রে! সমস্ত আহ্নিক-কার্য্যেই

* মূলে "ক্রমতঃ" শব্দে পাঠক্রম গ্রাহ্য নহে, কিন্তু অর্থক্রম গ্রাহ্য।

সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা। জপানাং নিয়মো ভদ্রে সর্ব্বত্রাহ্নিককর্ম্মণি ॥ ৭৯ ॥ শূদ্রসামান্যজাতীনামধিকারোঽস্তি কেবলম্। আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ঃ কালো মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্। সায়ং সূর্য্যাস্তসময়স্ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ ॥ ৮১ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ বিপ্রাদিসর্ব্ববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্রিকী ক্রিয়া। ত্বয়ৈব কথিতা নাথ সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৮২ ॥ তদিদানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককর্ম্মণি নিঃযোজয়সি তৎ সর্ব্বং বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮৩ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বজ্ঞে সর্ব্বেষাং তান্ত্রিকী ক্রিয়া। লোকানাং ভোগমোক্ষায় সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদা ॥৮৪॥ ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী। তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি ॥ ৮৫ ॥ অতোঽত্র কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ। গায়ত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ ॥ ৮৬ ॥ তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭ ॥ দ্বিজাদীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি। সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্ ॥৮৮॥ অন্যথা শাক্তবৈর্ম্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্-

---

অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত কিংবা দশবার জপ করিবার নিয়ম আছে। হে দেবি! শূদ্র-জাতির ও সাধারণ-জাতির কেবল আগমোক্ত বিধিতেই অধিকার আছে। তাহাতেই তাহাদের সকল প্রকার সিদ্ধি হইবে। ৭৫—৮০। প্রাতঃসন্ধ্যা সূর্য্যোদয়কালে করিবে। এইরূপ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা মধ্যাহ্নকালে এবং সূর্য্যাস্তসময়ে করিতে হইবে;—এই সন্ধ্যা-বন্দনায় ত্রিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীদেবী কহিলেন,—হে নাথ! তুমি স্বয়ং বলিয়াছ যে, কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণের একমাত্র তান্ত্রিকী ক্রিয়া বিহিতা আছে। দেবদেব! এক্ষণে কি হেতু তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক ক্রিয়াতে নিয়োজিত করিতেছ? এতৎসমুদায় বিশেষরূপে বর্ণন কর। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞে! তুমি যথার্থই বলিয়াছ। কলিযুগে সকল বর্ণের পক্ষেই একমাত্র তান্ত্রিকী ক্রিয়া,—ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত হয় এবং সমুদায় কার্য্যেই সিদ্ধি দান করে। এই ব্রহ্মসাবিত্রী যেমন বৈদিকী, সেইরূপ তান্ত্রিকী হইতে পারে এবং উভয় কর্ম্মেই প্রশস্ত। হে দেবি! এই জন্যই আমি এস্থলে বলিয়াছি যে, কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ-সমূহের গায়ত্রীতেই অধিকার আছে,—অন্য কোন বৈদিকমন্ত্রে অধিকার নাই। ৮১—৮৬। কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী যথাক্রমে "ওঁ", "শ্রীং" এবং "ঐং" পূর্ব্বিকা হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর পূর্ব্বে ওঁ, ক্ষত্রিয়ের গায়ত্রীর পূর্ব্বে শ্রীং, বৈশ্যদিগের গায়ত্রীর পূর্ব্বে ঐং যোগ করিবে। পরমেশ্বরি! শূদ্র হইতে দ্বিজগণকে পৃথক্ করিবার জন্য তাঁহাদিগের আহ্নিক-প্রাক্কালে বৈদিক-

ভবেৎ। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যায়াং কর্ত্তব্যা দেববন্দিতে। ওঁতৎসদ্ব্রহ্ম চোচ্চার্য মোক্ষেপ্সুভিরনাতুরৈঃ ॥ ৯০ ॥ আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্। গৃহ্যকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে ॥ ৯১ ॥ সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা। গৃহস্থো নিঃতং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ ॥ ৯২ ॥ পুণ্যতীর্থে পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। জপং দানং প্রকুর্ব্বাণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥

কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্যতে। উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥ কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ। তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৯৫ ॥ মাস-বৎসর-পক্ষাণামারম্ভদিনমম্বিকে। চতুর্দ্দশ্যষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কুহূঃ ॥ ৯৬ ॥ নিজজন্মদিনঞ্চৈব পিত্রোর্ম্মরণবাসরঃ। বৈধোৎসবদিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৭ ॥ গঙ্গানদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ। প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৮ ॥ ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্। নরকায় ভবেৎ তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্ ॥ ৯৯ ॥ ন তীর্থ-

---

সন্ধ্যার বিধি কথিত হইয়াছে। অন্যথা অর্থাৎ বৈদিক সন্ধ্যা না করিয়াও কেবল শৈব-পদ্ধতি দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে,—ইহা সত্য, সত্য, বিশেষ সত্য, সন্দেহ নাই। হে দেববন্দিতে! অনাতুর মুমুক্ষু ব্যক্তি সন্ধ্যার যথোক্ত সময় অতীত হইলেও, "ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্ম" উচ্চারণ করিয়া এই সন্ধ্যা করিবেন।* আসন, বসন, পাত্র, শয্যা, যান, গৃহ, গৃহোপকরণ-সমূহ পরিষ্কৃত হইতে পরিষ্কৃততর হইলেই প্রশস্ত। গৃহস্থ আহ্নিক কার্য্য সমাধা করিয়া স্বাধ্যায় বা গৃহকর্ম্ম করিবে,—নিরুদ্যম হইয়া অবস্থান করিবে না। ৮৭—৯২। পুণ্যতীর্থে, পুণ্যতিথিতে, চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে জপ ও দান করিলে মঙ্গলের পাত্র হয়। কলিযুগে মানবগণ অন্নগত প্রাণ, সুতরাং উপবাস প্রশস্ত নহে। কলিযুগে উপবাসের প্রতিনিধি-রূপে একমাত্র দানই বিহিত। হে মহেশানি! কলিযুগে দানই সর্ব্ব সিদ্ধিকর। সৎক্রিয়ান্বিত দরিদ্র ব্যক্তিকেই তাহার (দানের) পাত্র বলিয়া জানিবে। হে অম্বিকে! মাসের বৎসরের ও পক্ষের আরম্ভ-দিন, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, শুক্লপক্ষের একাদশী, অমাবস্যা, নিজ জন্মদিন, পিতামাতার মরণ-দিন এবং বৈধ-উৎসব-দিন, পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত রহিয়াছে। গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুগৃহ ও প্রসিদ্ধ দেবতাক্ষেত্র, পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধ্যয়ন, মাতা ও পিতার শুশ্রূষা এবং দাররক্ষণ পরিত্যাগ

---

* আতুরের পক্ষে বিশেষ নিয়ম না রাখিবার অভিপ্রায়ে "অনাতুর" বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে।

সেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা॥ ১০০॥ ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপো দানং ব্রতং গুরুঃ। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতি-সেবাং সমাচরেৎ॥ ১০১॥ পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাদ্বচসা পরিচর্য্যয়া। তদাজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্॥ ১০২॥ নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ। নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥ ১০৩॥ কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়-কর্ম্মভিঃ। যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্ম পদং লভেৎ॥ ১০৪॥ নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণং চরেৎ। ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী॥ ১০৫॥ তিষ্ঠেৎ পিত্রো-র্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে। বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ কচিৎ॥ ১০৬॥ অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত-পতিসেবনাম্। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥ ১০৭॥ নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়ান্নরাকৃতিপশূং-স্তথা। বহূপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্॥ ১০৮॥ ফলানি গ্রাম্য-বন্যানি মূলানি বিবিধানি চ। ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে॥১০৯॥ অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্। অশক্তৌ

করিয়া তীর্থ-গমন, পুরুষদিগের নরকের কারণ হয়। ৯৩—৯৯। নারীদিগের ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষা ব্যতীত তীর্থসেবা নাই, উপবাসাদি ক্রিয়া নাই, ব্রত করার নিয়ম নাই অর্থাৎ এই সকল কর্ম্মজনিত ফল,—মাত্র স্বামি-শুশ্রূষায় লাভ হয়; সুতরাং ঐ সকল কার্য্য করা বিহিত হয় নাই। স্বামীই স্ত্রীলোক-দিগের তীর্থ, তপস্যা, দান, ব্রত এবং গুরু। অতএব নারী সর্ব্বান্তঃকরণে পতিসেবা করিবে। বাক্য দ্বারা, পরিচর্য্যা দ্বারা সর্ব্বদা স্বামীর প্রিয়কার্য্য করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া পতি-বান্ধব-গণকে তুষ্ট করিবে। পতিব্রতা স্ত্রী, পতিকে ক্রূরদৃষ্টিতে অবলোকন করিবে না, দুর্ব্বাক্যও শুনাইবে না। মন দ্বারাও স্বামীর অপ্রিয়-কার্য্য করিবে না। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ভর্ত্তাকে পরিতুষ্ট করেন, তিনি ব্রহ্ম-পদ লাভ করেন। ভর্ত্তার আজ্ঞানুসারিণী নারী, অন্য পুরুষের মুখ দেখিবে না, অন্য পুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অন্য পুরুষকে স্বীয় অঙ্গ দেখাইবে না। ১০০—১০৫। স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতার বশবর্ত্তিনী, যৌবনকালে ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী, বার্দ্ধক্যাবস্থায় পতি-বান্ধবগণের বশবর্ত্তিনী থাকিবে,—কোন অবস্থাতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না। পিতা,—পতিমর্য্যাদানাভিজ্ঞা, পতিসেবান-ভিজ্ঞা, ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কন্যার বিবাহ দিবেন না। নরমাংস, নরাকৃতি-পশু মাংস, বহূপকারক গো এবং রসহীন মাংস-ভোজী জন্তু ভোজন করিবে না। হে শিবে! ভূমিজাত-গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফল-মূল স্বেচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণের অধ্যাপন এবং যাজন—এই দুইটী

ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ ॥ ১১০ ॥ রাজন্যানাঞ্চ সদ্বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্। অত্রাশক্তৌ বণিগ্বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥ ১১১ ॥ বাণিজ্যাশক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তম-দূষণম্। শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবা বৃত্তি-বিধীয়তে ॥ ১১২ ॥ সামান্যানাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিষু। অধিকারোঽস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩ ॥ অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥ অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সন্মার্গ-বর্ত্তিনঃ। সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম্মুখঃ ॥ ১১৫ ॥ মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণম্। নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ ॥ ১১৬ ॥ যুযুৎসা গর্হিতা সন্ধৌ সম্মানৈঃ সন্ধিরুত্তমা। মৃত্যু-র্জয়ো বা যুদ্ধেষু রাজন্যানাং বরাননে ॥ ১১৭ ॥ অলোভী স্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহ্নীয়াৎ সম্মিতং করম্। রক্ষন্ স্বীকৃতং ধর্ম্মং পুত্র-বৎ পালয়েৎ প্রজাঃ ॥ ১১৮ ॥ ন্যায়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মাণ্যন্যানি যানি চ। মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥ ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ন্যায়দণ্ড-পুরস্ক্রিয়াঃ। করণীয়া যথাশাস্ত্রং সন্ধিং কুর্য্যাদ্‌যথাবলম্ ॥ ১২০ ॥ উপায়ৈঃ সাধয়েৎ

বৃত্তি উত্তম। অশক্ত হইলে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি, তাহাতে অশক্ত হইলে বৈশ্য-বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। সংগ্রাম ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দিগের সদ্‌বৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বারা অশক্ত হইলে, বৈশ্য-বৃত্তি, তাহাতেও অশক্ত হইলে শূদ্র-বৃত্তি আশ্রয় করিবে। হে পরমেশানি! বাণিজ্যে অসমর্থ বৈশ্যদিগের শূদ্র-বৃত্তি আশ্রয় দূষ-ণীয় নহে। শূদ্রদিগের সেবা-বৃত্তি বিহিত আছে। ১০৬—১১২। হে দেবেশি! সামান্য বর্ণ-(পঞ্চম-বর্ণ)-দিগের দেহ-রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণবৃত্তি ভিন্ন সকল বৃত্তিতেই অধিকার আছে। স্ববৃত্তি-স্থিত ব্রাহ্মণ,—দ্বেষশূন্য, মমতাবর্জ্জিত, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসর্য্যরহিত ও অকপট হইবেন; সৎপথাবলম্বী শিষ্যদিগকে পুত্র-বোধে অধ্যয়ন করাইবেন; সর্ব্বলোক-হিতৈষী ও পক্ষপাত-শূন্য হইবেন। ব্রাহ্মণ,—মিথ্যা-কথা, অসূয়া, ব্যসন (মৃগয়াদ্যূতাদি), অপ্রিয় বাক্য, নীচলোকের সহিত সংসর্গ এবং দম্ভ সর্ব্বথা করিবেন না। হে বরাননে! ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সন্ধি অবধারণ হইলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নিন্দনীয়। সম্মানপূর্ব্বক সন্ধি স্থির রাখিবেন এবং যুদ্ধে জয় বা মৃত্যু—উভয়ই উত্তম। রাজা, প্রজার ধনে অলোভী হইবেন, নিয়মমত কর গ্রহণ করিবেন এবং স্বীকৃত ধর্ম্ম রক্ষাপূর্ব্বক প্রজাসমূহকে পুত্র-বৎ প্রতিপালন করিবেন। ১১৩—১১৮। ন্যায়, যুদ্ধ, সন্ধি এবং অন্যান্য রাজকীয় কার্য্য সকল, রাজা সর্ব্বদা মন্ত্রিগণের সহিত বিচারপূর্ব্বক করিবেন। ধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ করিবেন, ন্যায়তঃ দণ্ড ও পুরস্কার করিবেন

কার্য্যং যুদ্ধং সান্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ। উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ ১২১ ॥ স্যান্নীচসঙ্গাবিরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ। ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ী ॥১২২॥ নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ। স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাচ্ছিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্ ॥ ১২৩ ॥ ন হন্যান্মূর্চ্ছিতান্ যুদ্ধে ত্যক্তশস্ত্রান্ পরাঙ্মুখান্। বলানীতান্ রিপূন্ দেবি রিপুদারশিশূনপি ॥ ১২৪ ॥ জয়লব্ধানি বস্তূনি সন্ধিপ্রাপ্তানি যানি চ। বিতরেৎ তানি সৈন্যেভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥ ১২৫ ॥ শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্। বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥ ১২৬ ॥ নৈকস্মিন্ বিশ্বসেদ্রাজা নৈকং ন্যায়ে নিযোজয়েৎ। সাম্যং ক্রীড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৭ ॥ বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি। বহুমানোঽপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ড-প্রসাদয়োঃ ॥ ১২৮ ॥ স্বয়ং বা চারদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ। এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ ॥১২৯॥ ক্রোধাদন্তাৎ প্রমাদাদ্বা সম্মানং শাসনং তথা। সহসা নৈব কর্ত্তব্যং স্বামিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥ ১৩০ ॥ সৈন্যসেনাধিপামাত্য-বনিতাপত্য-

---

এবং বলানুসারে যথাশাস্ত্র সন্ধি করিবেন। উপায় দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি, উপায় দ্বারা করিবেন। যেহেতু সমস্ত জয়, মঙ্গল এবং ঐশ্বর্য্য—উপায়ানুগত। নীচসঙ্গে রত হইবেন না, সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের প্রিয় হইবেন; কার্য্যকুশল, সুশীল, পরিমিতব্যয়ী ও বিপত্তি সময়ে ধৈর্য্যশালী হইবেন। দুর্গসংস্কারে নিপুণ, শস্ত্রশিক্ষায় বিচক্ষণ ও নিজ নিজ সৈন্যগণের ভাবান্বেষী হইবেন এবং তাহাদিগকে রণ-কৌশল শিখাইবেন। হে দেবি! যুদ্ধে মূর্চ্ছিত, ত্যক্ত-শাস্ত্র, পলায়ন-তৎপর অথবা বলপূর্ব্বক আনীত শত্রুকে এবং শত্রুদিগের স্ত্রী ও শিশু-সন্তানদিগকে বিনাশ করিবেন না। যে-সকল বস্তু জয়-লব্ধ বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত, তৎসমস্ত যথা-যোগ্য বিভাগে সৈন্যদিগকে বিতরণ করিবেন। যোদ্ধাদিগের বীর্য্য ও চরিত্র রাজার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানা উচিত; আত্মহিতে নিরত রাজা, এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্যের অধিপতি করিবেন না। ১১৯—১২৬। রাজা এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না, এক ব্যক্তিকে বিচারে নিযুক্ত করিবেন না এবং নীচ লোকের প্রতি সমভাব প্রদর্শন ক্রীড়া ও উপহাস পরিত্যাগ করিবেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও মিতভাষী, জ্ঞানবান্ হইলেও জিজ্ঞাসু, বহু সম্মান-পাত্র হইলেও দম্ভশূন্য হইবেন। তিনি দণ্ড-প্রদান বা প্রসন্নতার সময় ধীর হইবেন, অর্থাৎ উভয় সময়েই আকারেঙ্গিতে সম-ভাব অবলম্বন করিবেন। নরপতি স্বয়ং অথবা চারদৃষ্টি দ্বারা প্রজাবর্গের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিবেন এবং তিনি স্বজন ও ভৃত্যবর্গের ভাব দর্শন করিবেন। তত্ত্বদর্শী

সেবকাঃ। পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেদ্দণ্ড্যা রাজ্ঞা যথাবিধি ॥ ১৩১ ॥ উন্মত্তানসমর্থাংশ্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্ জরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্নৃপঃ ॥ ১৩২ ॥ বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনম্। যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥১৩৩॥ অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু। প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৩৪ ॥ নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যমুভয়োঃ সম্মতৌ শিবে। পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥ ১৩৫ ॥ মত্ত-বিক্ষিপ্ত-বালানামরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে। রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনামসিদ্ধৌ দান-বিক্রয়ৌ ॥ ১৩৬ ॥ ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ। বিপর্য্যয়ে তদ্‌গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৭ ॥ কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ। বিপর্য্যয়ে তদ্‌গুণানামন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ॥ ১৩৮ ॥ কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুপ্তদোষপ্রকাশনাৎ। বর্ষাতীতেঽপি তৎ ক্রেয়মন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৩৯ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ। অতঃ কুলেশি তৎক্রেয়ো ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ ॥ ১৪০ ॥ যবগোধূমধান্যানাংলাভো বর্ষেগতেপ্রিয়ে। যুক্ত-

স্বামী ক্রোধ, দম্ভ বা প্রমাদ-বশতঃ সহসা সম্মান বা শাসন করিবেন না। সৈন্যগণের, সেনাপতির ও অমাত্যবর্গের স্ত্রী, কন্যা, পুত্র ও ভৃত্যবর্গ রাজার পালনীয়; যদি দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে যথাবিধি দণ্ডনীয় হইবে। ১২৭—১৩১। উন্মত্ত, অসমর্থ, বালক, পীড়াভিভূত ও বৃদ্ধ—ইহারা মৃতবান্ধব হইলে রাজা তাহাদিগকে পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন। কৃষি-বাণিজ্যকেই বৈশ্যদিগের সনাতন বৃত্তি বলিয়া জানিও; বৈশ্যকৃত যে কৃষি-বাণিজ্যরূপ উপায় দ্বারা সমস্ত লোকের শরীর রক্ষা হইয়া থাকে। হে দেবি! এই হেতু বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে অনবধানতা, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা ব্যবহার ও শঠতা, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। হে শিবে! ক্রেতা ও বিক্রেতা—উভয়ের সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য অবধারিত হইলে, পরস্পর স্বীকার করিলে, ক্রয় সিদ্ধ হইবে। হে প্রিয়ে! মত্ত, বিক্ষিপ্ত, শোকার্ত্ত, বিশেষ উৎকণ্ঠিত, বালক, শত্রু-গৃহীত এবং রোগ-প্রভাবে ভ্রান্ত-বুদ্ধিদিগের কৃত দান-বিক্রয় অসিদ্ধ। অদৃষ্ট বস্তুর গুণ শ্রবণেই ক্রয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু তদ্‌গুণের বিপর্য্যয় হইলে বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্বদিগের গুণ-শ্রবণে ক্রয়সিদ্ধি হয়; পরন্তু যদি বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রয় অসিদ্ধ হইবে। হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্বদিগের গুপ্তদোষ প্রকাশ হইলে এক বৎসর পরেও সেই ক্রয় অন্যথা করিতে পারিবে। ১৩২—১৩৯। হে কুলেশ্বরি! মানবদেহ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ভোজন স্বরূপ; অতএব আমার শাসন হেতু, এই শরীরক্রয় সিদ্ধ হইবে না। হে প্রিয়ে! যব, গোধূম ও ধান্যের

শ্চতুর্থো ধাতূনামষ্টবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪১ ॥ ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু। যদ্‌যদঙ্গীকৃতং মর্ত্ত্যৈস্তত্তং কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্‌ ॥ ১৪২ ॥ দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তৌ ভবেন্নরঃ ॥ ১৪৩ ॥ প্রভুর্বিভুসমো মান্যস্তজ্জায়া জননীসমা। মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈরিহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ ॥ ১৪৪ ॥ ভর্ত্তুর্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াৎ তদরীনরীন্‌। সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্‌ ॥১৪৫॥ অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্ত্যর্থং কথিতঞ্চ যৎ। ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ ॥ ১৪৬ ॥ অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ। তৎসন্নিধাবসদ্বাক্যং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥ ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্‌গৃহকিঙ্করীঃ। বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥ প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ। উপানদ্ভূষণং শস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ। প্রাগল্ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫০ ॥ সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈর্ব্রাহ্মণং কৌলিকং তথাশনম্‌।

(ঋণে) বৎসরান্তে মূলের চতুর্থ অংশমাত্র লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবে। ধাতুদ্রব্যের (ঋণে) এক বৎসরে অষ্টম অংশ লাভ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঋণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই মনুষ্যগণ শাস্ত্রসম্মত যাহা স্বীকার করে, সেই রূপই করিবে। সেবা-বৃত্তিস্থিত ব্যক্তি,—দক্ষ অর্থাৎ কার্য্যকুশল, পবিত্র, সত্যবাদী, জিতনিদ্র, জিতেন্দ্রিয়, সাবধান ও নিরালস্য হইবে। ইহলোকে ও পরলোকে সুখাভিলাষী ভৃত্যগণ, প্রভুকে বিষ্ণুর ন্যায় সম্মান করিবে, তৎপত্নীকে মাতৃবৎ মান্য করিবে এবং প্রভু-বান্ধবদিগকে দেবতাতুল্য সম্মান করিবে। প্রভুর মিত্রদিগকে নিজ মিত্র জ্ঞান করিবে, প্রভুর শত্রুদিগকে নিজ শত্রু জ্ঞান করিবে। সকল সময়েই প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করত সভয় হইয়া অবস্থান করিবে। ১৪০—১৪৫। অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গোপনের জন্য কথিত বাক্য এবং যাহা প্রভুর গ্লানিকর, তাহা অতি যত্নে গোপন করিবে। স্বামি-ধনে লোভশূন্য হইবে, সর্ব্বদা স্বামি-হিতে রত থাকিবে। তাঁহার সন্নিধানে অসদ্‌বাক্য উচ্চারণ, ক্রীড়া ও হাস্য, পরিত্যাগ করিবে। স্বামীর গৃহ-দাসীদিগকেও পাপমনে দর্শন করিবে না। তাহাদের সহিত নির্জ্জনে শয়ন ও হাস্য কৌতুক বর্জ্জন করিবে। প্রভুর শয্যা, আসন, যান, বসন, ভাজন অর্থাৎ পানাদি পাত্র, পাদুকা, ভূষণ, শস্ত্র—আপনার প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবে না। যদি ভৃত্য অপরাধ করে, তাহা হইলে, প্রভুর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। প্রভুর নিকট ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়-বাদ (জ্যেঠামি ও লম্বাচৌড়া কথা) ও সমতা-প্রদর্শন পরিত্যাগ করিবে। হে শিবে! ভৈরবীচক্র ও তত্ত্বচক্র ব্যতীত

কুর্ব্বীরন্ ভৈরবীচক্রাৎ তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে ॥ ১৫১ ॥ উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে ॥ ১৫২ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। কিমিদং ভৈরবীচক্রং তত্ত্বচক্রঞ্চ কীদৃশম্। তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ১৫৩ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। কুলপূজাবিধৌ দেবি চক্রানুষ্ঠানমীরিতম্। বিশেষপূজাসময়ে তৎ কার্য্যং সাধকোত্তমৈঃ ॥ ১৫৪ ॥ ভৈরবীচক্র-বিষয়ে ন তাদৃগ্ নিয়মঃ প্রিয়ে। যথাসময়-মাসাদ্য কুর্য্যাচ্চক্রমিদং শুভম্ ॥ ১৫৫ ॥ বিধানমস্য বক্ষ্যামি সাধকানাং শুভাবহম্। আরাধিতা যেন দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫৬ ॥ কুলাচার্য্যো রম্যভূমাবাস্তীর্য্যাসন-মুত্তমম্। কামাদ্যেনাস্ত্রবীজেন সংশোধ্যো-পবিশেৎ ততঃ ॥ ১৫৭ ॥ সিন্দূরেণ কুসীদেন কেবলেন জলেন বা। ত্রিকোণং চতুরস্রঞ্চ মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫৮ ॥ বিচিত্রঘট-মানীয় দধ্যক্ষতবিমুক্ষিতম্। ফলপল্লবসংযুক্তং সিন্দূরতিলকান্বিতম্ ॥ ১৫৯ ॥ সুবাসিতজলৈঃ পূর্ণং মণ্ডলে তত্র সাধকঃ। প্রণবেন তু সংস্থাপ্য ধূপ-দীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬০ ॥ সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্।

সকল বর্ণ স্ব স্ব বর্ণের সহিত ব্রাহ্মবিবাহ ও ভোজন করিবে। কিন্তু হে মহেশানি! উভয় স্থলেই অর্থাৎ তত্ত্বচক্রে ও ভৈরবী-চক্রে শৈব-বিবাহ কথিত হইয়াছে এবং ঐ স্থলে অদন অর্থাৎ ভোজন ও পানের সময় বর্ণভেদ নাই। তাৎপর্য্য (এই দুই শ্লোকের) এই যে, শৈব-বিবাহে বর্ণবিচার নাই এবং শৈব-বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী চক্র-দ্বয়ে প্রশস্ত,—অন্য সকল কার্য্যে ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা পত্নীই প্রশস্ত; চক্রদ্বয়ে আহারে জাতিভেদ নাই,—অন্য সময়ে আছে। ১৪৯—১৫২। শ্রীদেবী কহিলেন,—এই ভৈরবীচক্র কি তত্ত্বচক্রই, বা কিরূপ? আমি তৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, কৃপা করিয়া বল। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে দেবি! কুলপূজা-বিধিতে চক্রানুষ্ঠান কথিত হইয়াছে। সাধকোত্তমদিগের বিশেষ পূজা-সময়ে তাহা কর্ত্তব্য হে প্রিয়ে! ভৈরবীচক্র বিষয়ে তাদৃশ কোন নিয়ম নাই; যে কোন সময়ে এই শুভ ভৈরবী-চক্র করিবে। সাধকগণের মঙ্গল-কর ভৈরবী-চক্রের বিধান বলিতেছি; যদ্দারা আরা-ধিতা হইলে, ভগবতী সত্বর বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। কুলাচার্য্য রম্য ভূমিতে উত্তম আসন বিছাইয়া কামাদ্য অস্ত্র অর্থাৎ "ক্লীং ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা ঐ আসন শোধনানন্তর তাহাতে উপবেশন করিবেন। সুবুদ্ধি ব্যক্তি,—সিন্দুর, রক্তচন্দন অথবা কেবল জল দ্বারা ত্রিকোণ ও তদ্বহির্ভাগে চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন। সাধক, বিচিত্র ঘট আনয়ন করিয়া তাহাকে ক্রমে দধি ও অক্ষত-যুক্ত, ফল-পল্লবোপেত, সিন্দুর-তিলকযুক্ত এবং সুবাসিত-জল-পূর্ণ করিয়া প্রণবোচ্চারণান্তে সেই মণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক ধূপ দীপ দেখাইবে। ১৫৩—১৬০। গন্ধ-

সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৬১ ॥ বিশেষমত্র বক্ষ্যামি শৃণুষামরবন্দিতে। গুর্ব্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিষ্যতে ॥ ১৬২ ॥ যথেষ্টং তত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য পুরতো ব্রতী। প্রোক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ দিব্য-দৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ অলিযন্ত্রে গন্ধ-পুষ্পং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ। আনন্দ-ভৈরবীং দেবীমানন্দভৈরবং তথা ॥ ১৬৪ ॥ নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্। চারুহাসামৃতাভাসোল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্ ॥ ১৬৫॥ নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্। বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েদ্বরাভয়করাম্বুজাম্ ॥১৬৬॥ ইত্যানন্দময়ীং ধ্যাত্বা স্মরেদানন্দভৈরবম্ ॥ ১৬৭ ॥ কর্পূরপূরধবলং কমলায়তাক্ষং দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্। বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং দক্ষেণ শুদ্ধি-গুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৮ ॥ ধ্যাত্বৈবমু-ভয়ং তত্র সামরস্যং বিচিন্তয়ন্। প্রণবাদি-নমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ। সংপূজ্য গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥ ১৬৯ ॥ পাশাদিত্রিকবীজেন স্বাহান্তেন কুলার্চ্চকঃ। অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপন্ হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৭০ ॥ গৃহকার্য্যেক-চিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ। আদ্যতত্ত্ব-

পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে এবং সংক্ষেপপূজা বিধি অনুসারে তাহাতে পূজা করিবে। হে সুর-বন্দিতে! ইহাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহাতে গুরু প্রভৃতির নয়টী পাত্র স্থাপন প্রয়োজনীয় নহে। ব্রতী, যথেপ্সিত তত্ত্ব সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া অস্ত্র অর্থাৎ 'ফট্' মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ অনিমিষ-দর্শন দ্বারা অবলোকন করিবে। অনন্তর অলিযন্ত্রে অর্থাৎ মদ্যপাত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া, তাহাতে আনন্দভৈরবী দেবী ও আনন্দ-ভৈরবের ধ্যান করিবে। (আনন্দভৈরবীর ধ্যান) বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমানমূর্ত্তি, মনোরম-হাস্য-সুধায় কমনীয় কান্তি দ্বারা শোভমান-মুখ-কমলা, নৃত্যগীতে আনন্দিতা, নানালঙ্কার-বিভূষিতা, বিচিত্র-বসনা, বরাভয়-করাকে ধ্যান করিবে। ১৬১—১৬৬। এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া, আনন্দভৈরবকে স্মরণ অর্থাৎ ধ্যান করিবে। (আনন্দভৈরবের ধ্যান) কর্পূর-রাশির ন্যায় শুক্লবর্ণ, কমলের ন্যায় বিশালনেত্র, দিব্য-বসনে ও দিব্য-ভূষণে দ্বিগুণিত দেহকান্তি, বাম-পাণিকমল দ্বারা সুধাপূর্ণ পাত্র এবং দক্ষিণ-পাণিকমল দ্বারা শুদ্ধি-গুটিকাধারীকে স্মরণ করি। সাধক এইরূপে উভয়ের ধ্যান করিয়া সেই সুরাপাত্রে উভয়ের সম-রসতা চিন্তা করত আদিতে প্রণব, অন্তে নমঃ-সং-যুক্ত নাম-মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করণানন্তর সুরা শোধন করিবে। কুলপূজক, স্বাহান্ত-পাশাদি বীজত্রয় অর্থাৎ "আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা" এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিয়া হেতু অর্থাৎ সুরা শোধন করিবেন। প্রবল কলিকালে একমাত্র গৃহকার্য্য-

প্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্ ॥ ১৭১ ॥ দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্। অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৭২ ॥ স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ। তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥ অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি। ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে ... স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা ॥ ১৭৪ ॥ ততস্তু প্রাগুক্তত্ত্বানি পললাদীনি যানি চ। প্রত্যেকং শতধানেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৭৫ ॥ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্। নিবেদ্য পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৭৬ ॥ ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্। তবাগ্রে কথিতং ভদ্রে সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ১৭৭ ॥ বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্ব্বতি। সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা ॥ ১৭৮ ॥ বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্। পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥ সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥ নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্। চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা নচান্যথা ॥ ১৮১ ॥

কামনায় নিবিষ্টচিত্ত গৃহস্থদিগের আদ্যতত্ত্বের প্রতিনিধি পক্ষে মধুরত্রয় বিধেয়। ১৬৭—১৭১। দুগ্ধ, সিতা অর্থাৎ চিনি ও মধু মধুত্রয় বলিয়া জ্ঞাতব্য। ইহাকে অলিরূপ অর্থাৎ মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে। কলিজাত মনুষ্য সকল স্বভাবতঃ কাম দ্বারা বিভ্রান্ত-চিত্ত, অতএব সামান্য-বুদ্ধি; শক্তিকে অর্থাৎ নারীকে শক্তিরূপে জানিতে পারিবে না। হে পার্ব্বতি! অতএব তাহাদিগের পক্ষে শেষতত্ত্বের অর্থাৎ মৈথুন-তত্ত্বের প্রতিনিধিতে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে। অনন্তর, মাংস প্রভৃতি যাহা প্রাগুক্ত অর্থাৎ কলিকালে অদূষিত; প্রত্যেক, সমস্ত তত্ত্বের উক্ত মন্ত্র (আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা) দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে আনীত সমুদায় বস্তু ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কালীকে নিবেদন করিয়া পান ও ভোজন করিবে। ১৭২—১৭৬। হে ভদ্রে! এই ভৈরবীচক্র,—সার হইতেও সার, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বতন্ত্রে গোপিত আছে। ইহা তোমার নিকট কথিত হইল। হে পার্ব্বতি! ভৈরবীচক্রে ও তত্ত্বচক্রে শৈব-পদ্ধতিক্রমে বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করা সাধকশ্রেষ্ঠের কর্ত্তব্য। বিনা পরিণয়ে শক্তিসেবী বীর সাধক, পরস্ত্রীগামীদিগের পাপ অর্থাৎ তৎপাপ সদৃশ পাপ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভৈরবীচক্র আরব্ধ হইলে সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিই দ্বিজশ্রেষ্ঠ। ভৈরবীচক্র সমাপ্ত হইলে সমুদায় বর্ণই পৃথক্ পৃথক্। এই ভৈরবীচক্রে মধ্যে জাতি-বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি-বিচারও নাই। চক্রমধ্য-গত বীর সাধকগণ

ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্রবিচারণম্। যেন কেনাহৃতং দ্রব্যং চক্রেঽস্মিন্ বিনি-যোজয়েৎ ॥ ১৮২ ॥ দূরদেশাৎ সমানীতং পক্বং বাপক্বমেব বা। বীরেণ পশুনা বাপি চক্রমধ্যগতং শুচি ॥ ১৮৩ ॥ চক্রারম্ভে মহেশানি বিঘ্নাঃ সর্ব্বে ভয়াকুলাঃ। বিভীতা-স্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মতেজসা ॥১৮৪॥ পিশাচা গুহ্যকা যক্ষা বেতালাঃ ক্রূরজাতয়ঃ। শ্রুত্বাত্র ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি সাধ্বসম্ ॥ ১৮৫ ॥ তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি মহাতীর্থাদি-কানি চ। সেন্দ্রামরগণাঃ সর্ব্বে তত্রাগচ্ছন্তি সাদরম্ ॥ ১৮৬ ॥ চক্রস্থানং মহাতীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং শিবে। ত্রিদশা যত্র বাঞ্ছন্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৭ ॥ ম্লেচ্ছেন শ্বপচেনাপি কিরাতেনাপি হূণুনা। আমং পক্বং যদানীতং বীরহস্তার্পিতং শুচি ॥১৮৮॥ দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাংশ্চ সাধকান্। মুচ্যন্তে পাপপাশেভ্য কলিকল্মষদূষিতাঃ ॥ ১৮৯ ॥ প্রাবলে কলিকালে তু ন কুর্য্যাচ্চক্রে-গোপনম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বীরঃ সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ১৯০ ॥ চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহুভাষণম্। নিষ্ঠীবনমধোবায়ুং বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯১ ॥ ক্রূরান্ খলান্ পশূন্ পাপান্ নাস্তিকান্ কুলদূষকান্। নিন্দকান্ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাদ্দূরতরং

আমারই স্বরূপ, অন্যথা নাই। ১৭৭—১৮১

এই চক্রে দেশ-কাল-নিয়ম নাই, পাত্র-বিচার নাই। যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহৃত দ্রব্য নিয়োজিত করিবে। বীরাচারী বা পশ্বাচারী কর্ত্তৃক দূরদেশ হইতে আনীত পক্ব বা অপক্ব দ্রব্য চক্রমধ্যগত হইলেই পবিত্র। হে মহেশ্বরি! ভৈরবীচক্রের আরম্ভ সময়ে বীরগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া বিঘ্নসমুদয় পলায়ন করে। পিশাচ, গুহ্যক, যক্ষ, বেতাল এবং অপরাপর সমস্ত ক্রূরজাতি, ভৈরবীচক্র শ্রবণ করিবামাত্র ভয় পাইয়া দূরে গমন করে। সেই স্থানে সমুদয় তীর্থ, মহাতীর্থ প্রভৃতি এবং দেবরাজের সহিত সকল দেবগণ আদর-সহকারে আগমন করেন। হে শিবে। চক্রস্থান মহাতীর্থ, সুতরাং সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যাহাতে দেবতারাও তোমার উত্তম নৈবেদ্য দানে ইচ্ছা করেন। ১৮২—১৮৭। ম্লেচ্ছ, শ্বপচ, কিরাত অথবা হূণ কর্ত্তৃক আনীত আম বা পক্ব দ্রব্য বীর-হস্তে অর্পিত হইলেই শুচি হইবে। কলি-কলুষ-দূষিত ব্যক্তি-গণ,—ভৈরবীচক্র এবং মৎস্বরূপ সাধক-গণকে দর্শন করিলেই পাপপাশ হইতে মুক্ত হয়। প্রবল কলিকালে চক্রানুষ্ঠান গোপন করিবার আবশ্যকতা নাই। বীরা-চারী সকল স্থানে সকল সময়ে কুলসাধন করিবেন। চক্রমধ্যে বৃথালাপ, চপলতা, বাচালতা, নিষ্ঠীবন বা অধোবায়ু নিঃসারণ এবং বর্ণভেদ অর্থাৎ বর্ণ-বিচার করিবে না। ক্রূর, খল, পশ্বাচারী, পাপী, নাস্তিক, কুল-দূষক এবং কুলশাস্ত্রের নিন্দকদিগকে চক্র হইতে দূরে ত্যাগ করিবে। স্নেহ, ভয় বা

ব্রজেৎ ॥১৯২॥ স্নেহাদ্ভয়াদানুরক্ত্যা পশূং-শ্চক্রে প্রবেশয়ন্। কুলধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৯৩ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্যজাতয়ঃ। কুলধর্ম্মাশ্রিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ সদা ॥১৯৪॥ বর্ণাভিমানাচ্চক্রে তু বর্ণভেদং করোতি যঃ। স যাতি ঘোরনিরয়মপি বেদান্তপারগঃ ॥১৯৫॥ চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধূনাং শুদ্ধচেতসাম্। সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাপাশঙ্কা ভবেৎ কুতঃ ॥ ১৯৬ ॥ যাবদ্-বসন্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ। তাবত্তু শাক্তবাচারাংশ্চরেয়ুঃ শিবশাসনাৎ ॥ ১৯৭ ॥ চক্রাদ্বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্। লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধ্যর্থং কুর্য্যুঃ কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯৮ ॥ পুরশ্চর্য্যা-শতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ ॥ চক্রমধ্যে সকৃজ্জপ্ত্বা তৎফলং লভতে সুধীঃ ॥ ১৯৯ ॥ ভৈরবীচক্রমাহাত্ম্যং কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ। সকৃদেতৎপ্রকুর্ব্বাণঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০০॥ ষণ্মাসং ভূমিপালঃ স্যাদ্বর্ষং মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্। নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্ত্যো ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০১ ॥ বহুনা কিমি-হোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে। ইহা-মুত্র সুখাবাপ্ত্যৈ কুলমার্গো হি নাপরঃ ॥২০২॥ কলেঃ প্রাবল্যসময়ে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে। গোপনাৎ কুলধর্ম্মস্য কৌলোঽপি নারকী ভবেৎ ॥ ২০৩ ॥ কথিতং ভৈরবীচক্রং

অনুরাগ হেতুক পশ্বাচারীদিগকে চক্রে প্রবেশ করাইলে বীরাচারীও কুলধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিবে। ১৮৮—১৯৩। যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা সামান্য জাতি, কুলধর্ম্মাবলম্বী হইবে, তাঁহারা সর্ব্বদা দেববৎ পূজ্য। যিনি বর্ণাভিমান বশতঃ চক্রে বর্ণভেদ করিবেন, তিনি বেদান্তপারগ হইলেও ঘোর-নরকগামী হইবেন। পবিত্র-মনা সাধু এবং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ চক্রান্তর্গত কৌলিকদিগের কোথা হইতে পাপাশঙ্কা হইবে? শৈব-মার্গাবলম্বী বিপ্রাদিগণ যাবৎ চক্রমধ্যে অবস্থিতি করেন, শিবের আদেশ-ক্রমে তাবৎ শাক্তবাচার অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাঁরা সকলে চক্র হইতে বিনিঃসৃত হইয়া লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোক্ত কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ সম্পাদন করিবেন। শবাসন, মুণ্ডাসন ও চিতাসনে আরূঢ় হইয়া শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল লাভ হয়, জ্ঞানী সাধক চক্রমধ্যে একবার জপ করিলে সেই ফল লাভ করেন। ১৯৪—১৯৯। ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য কোন্ ব্যক্তি বলিতে সমর্থ হইবে! একবার ইহা করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। ছয়মাস ইহা করিলে ভূপতি এবং এক বৎসর ইহা করিলে মৃত্যুঞ্জয় হয়। নিত্য আচরণ করিলে নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে কালিকে! এ বিষয়ে অধিক কথায় প্রয়োজন কি? হে সুব্রতে! সত্য জানিও যে, কুলপদ্ধতি ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-লাভের উপায়ান্তর নাই। সর্ব্বধর্ম্ম-শূন্য কলির প্রাধান্য-সময়ে কুলধর্ম্ম গোপন

ভোগমোক্ষৈকসাধনম্। তত্ত্বচক্রং কুলে-
শানি সাম্প্রতং বচ্মি তচ্ছৃণু॥ ২০৪॥
তত্ত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে।
নাত্রাধিকারঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান্ সাধকান্
বিনা॥ ২০৫॥ পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা
ব্রহ্মতৎপরাঃ। শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ
সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ॥ ২০৬॥ নির্ব্বিকারা
নির্ব্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ। সত্য-
সঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ॥২০৭॥
ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্।
তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেঽধি-
কারিতা॥ ২০৮॥ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাব-
শ্চক্রেঽস্মিংস্তত্ত্বসংজ্ঞকে। যেষামুৎপদ্যতে
দেবি ত এব তত্ত্বচক্রিণঃ॥ ২০৯॥ ন
ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্॥
২১০॥ ব্রহ্মমন্ত্রী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ
প্রিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং তত্ত্বচক্রং
সমারভেৎ॥ ২১১॥ রম্যে সুনির্ম্মলে দেশে
সাধকানাং সুখাবহে। বিচিত্রাসনমানীয়
কল্পয়েদ্বিমলাসনম্॥ ২১২॥ তত্রোপবিশ্য
চক্রেশঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ। আসাদয়েত্তু
তত্ত্বানি স্থাপয়েদগ্রতঃ শিবে॥ ২১৩॥
তারাদিপ্রাণবীজান্তং শতাবৃত্ত্যা জপন্
মনুম্। সর্ব্বতত্ত্বেষু চক্রেশ ইমং মন্ত্রমুদী-
রয়েৎ॥ ২১৪॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ

করিলে কৌলও নারকী হইবেন। ভোগ ও
মোক্ষের একমাত্র সাধন ভৈরবীচক্র কথিত
হইল। হে কুলেশ্বরি! অধুনা তত্ত্বচক্র
বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তত্ত্বচক্র, চক্র
সকলের রাজা। ইহা দিব্যচক্র বলিয়া
কথিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ব্যতীত ইহাতে
সকলের অধিকার নাই। যাঁহারা পরমব্রহ্মের
উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম-তৎপর, পবিত্রান্তঃ-
করণ, সর্ব্বপ্রাণীর হিতাচরণে রত, শান্ত,
নির্ব্বিকার, তন্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসী, দয়া-
শীল, দৃঢ়ব্রত, সত্যসঙ্কল্প এবং ব্রাহ্ম,
তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী।
২০৫—২০৭। হে তত্ত্বজ্ঞে! যাঁহারা এই
চরাচরকে ব্রহ্মভাবে অবলোকন করেন,
সেই সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের এই তত্ত্ব-
চক্রে অধিকার আছে। হে দেবি! এই
তত্ত্ব নামক চক্রে যাঁহাদের "সকলই ব্রহ্মময়"
এইরূপ ভাব হয়, তাঁহারাই তত্ত্বচক্রী অর্থাৎ
তাঁহাদিগেরই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে।
ইহাতে ঘটস্থাপনা নাই, বাহুল্যরূপে পূজা
নাই। সকল স্থলেই ব্রহ্মভাবে তত্ত্ব-সাধন
করিবে। হে প্রিয়ে! ব্রহ্ম-মন্ত্রোপাসক ও
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি চক্রেশ্বর হইবেন। তিনি
ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তত্ত্বচক্র আরম্ভ
করিবেন। রমণীয় অতি নির্ম্মল এবং সাধক-
দিগের সুখজনক প্রদেশে বিচিত্র আসন
আনয়ন করিয়া, বিমল আসন কল্পনা করি-
বেন। হে শিবে! চক্রেশ্বর সেই স্থানে
ব্রহ্ম-সাধকদিগের সহিত উপবেশন করিয়া
তত্ত্ব সমুদায় আহরণ করিবেন ও অনন্তর
সম্মুখে স্থাপন করিবেন। চক্রেশ্বর, সকল
তত্ত্বের আদিতে তার অর্থাৎ ওঁ পরে প্রাণ-

ব্রহ্মণা হুতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-
কর্ম্মসমাধিনা ॥ ২১৫ ॥ সপ্তধা বা ত্রিধা জপ্তা
তানি সর্ব্বাণি শোধয়েৎ ॥ ২১৬ ॥ ততো
ব্রাহ্মোণ মনুনা সমর্প্য পরমাত্মনে । ব্রহ্মজ্ঞৈঃ
সাধকৈঃ সার্দ্ধং বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥২১৭॥
ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ।
ন দেশ-কালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা ॥২১৮॥
যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ ।
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং
গতিম্ ॥ ২১৯ ॥ অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞৈঃ
সাধকোত্তমৈঃ । তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্ম-
কামার্থ-মুক্তয়ে ॥ ২২০ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ ।
গৃহস্থানামশেষেণ ধর্ম্মানকথয়ং প্রভো ।
সন্ন্যাসবিহিতান্ ধর্ম্মান্ কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥
২২১ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ । অবধূতা-
শ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে । বিধিনা
যেন কর্ত্তব্যস্তং সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥২২২॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি ।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥
২২৩ ॥ বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং
পতিব্রতাম্ । ত্যক্ত্বাহসমর্থান্ বন্ধুংশ্চপ্রব্রজন্

বীজ "হংসং" এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। যদ্দ্বারা যজ্ঞে ঘৃতাদি অর্পণ করা যায়, তাহা অর্পণ-পদবাচ্য অর্থাৎ স্রুবাদি, তাহা ব্রহ্ম; যাহা অর্পিত হইতেছে অর্থাৎ ঘৃতাদি, তাহাও ব্রহ্ম; ব্রহ্ম-অগ্নিতে স্বয়ং ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক হুত হইতেছে অর্থাৎ অগ্নি এবং হোমকর্ত্তাও ব্রহ্ম; এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্মে যাঁহার চিত্তৈকাগ্রতা জন্মে, তিনি ব্রহ্মলাভই করিয়া থাকেন। ২০৮—২১৫। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র ("ব্রহ্ম—ধিনা" মূল) সাতবার কিংবা তিনবার জপ করিয়া তৎসমস্ত তত্ত্ব শোধন করিবে। অনন্তর ব্রাহ্ম মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় পরমাত্মাতে উৎসর্গ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ সাধক-গণের সহিত একত্র পান ও ভোজন করিবে। হে মহেশ্বরি! এই ব্রহ্মচক্রে জাতিগত পার্থক্য পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে দেশ-কালের নিয়ম কিংবা পাত্র-নিয়ম নাই। যে সকল মূঢ় নর এই দিব্য-চক্রে অনবধানতা বশতঃ বংশগত কিংবা জাতিগত বৈষম্য করিয়া থাকে, তাহারা অতি নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ সাধক-প্রধান,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার যত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবেন। ২১৬—২২০। শ্রীদেবী কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি অশেষ প্রকার গৃহস্থ-দিগের ধর্ম্ম কহিয়াছেন, এক্ষণে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-বিহিত ধর্ম্ম-সমুদায় বলুন। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে দেবি! কলিযুগে অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত। যে বিধি দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রম কর্ত্তব্য, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সমুদায় কাম্য-কর্ম্ম রহিত হইলে, অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু পুত্র, পতিব্রতা ভার্য্যা, অসমর্থ বন্ধুবর্গ—এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যিনি প্রব্রজ্যা

নারকী ভবেৎ ॥ ২২৪ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ। কুলাবধূত-সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২২৫ ॥ সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি। নির্ম্মমো নিস্পৃহো গচ্ছেদ্গৃহং যো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২৬ ॥ আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ। প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেদ্ গৃহাজ্জিগমিষুর্জনঃ ॥ ২২৭ ॥ তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতাম্। গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ ॥ ২২৮ ॥ মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্বৃতঃ। কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥ ২২৯ ॥ গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ। প্রসাদং কুরু মে নাথ সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি ॥ ২৩০ ॥ নিবৃত্তগৃহকর্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্গুরুঃ। শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ ॥ ২৩১ ॥ ততঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো যতাত্মা বিহিতাহ্নিকঃ। ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চ্চয়েৎ পিতৄন্ ॥ ২৩২ ॥ দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বগণৈঃ সহ। ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেব-ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥ ২৩৩॥ অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি ॥ ২৩৪ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব

করিবেন, তিনি নরকে গমন করিবেন। কুলাবধূত-সংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি—এই পাঁচ বর্ণেরই অধিকার আছে। সাধক, গৃহস্থোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া, মমতা-শূন্য, কামনা-শূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবে। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গমন করিতে অভিলাষী ব্যক্তি,—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণকে এবং গ্রামস্থ জনগণকে ডাকিয়া প্রীতিপূর্ণ-মনে অনুমতি প্রার্থনা করিবে। পরে সকলের অনুমতি গ্রহণানন্তর অভীষ্ট-দেবতাকে প্রণাম-পূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিরপেক্ষ-হৃদয়ে গৃহ হইতে নির্গত হইবে। সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ-লাভে সুখী হইয়া, কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট গিয়া ইহা প্রার্থনা করিবে, "হে পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে আমার এই বয়স কাটিয়া গিয়াছে। হে নাথ! আমি এক্ষণে সন্ন্যাস-গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি,—আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" ২২১—২৩০। গুরু বিচার করিয়া নিবৃত্ত-গৃহকর্ম্মা সেই ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেক-যুক্ত দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রম আদেশ করিবেন। তদনন্তর শিষ্য স্নান করিয়া সংযতাত্মা হইয়া আহ্নিককার্য্য সমাধাপূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন। দেবগণ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অনুচরগণের সহ রুদ্র; ঋষিগণ—সনক প্রভৃতি দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি-গণ। যে সকল পিতৃগণ সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় পূজ্য, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি—শ্রবণ কর। হে দেবি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—মাতা, পিতামহী,

প্রপিতামহ এব চ। মাতা পিতামহী দেবি তথৈব প্রপিতামহী। মাতামহাদয়োঽপ্যেব মাতামহ্যাদয়োঽপি চ ॥ ২৩৫ ॥ প্রাচ্যামৃষীন্ যজেদ্দেবান্ দক্ষিণস্যাং পিতৄন্ যজেৎ। মাতামহান্ প্রতীচ্যাঞ্চ পূজয়েন্ন্যাসকর্ম্মণি ॥২৩৬॥ পূর্ব্বাদিক্রমতো দদ্যাদাসনানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্ দেবাদীন্ ক্রমতস্তত্রাবাহ্য পূজাং সমাচরেৎ সমর্চ্চ্য বিধিবত্তেভ্যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্॥ ২৩৭ ॥ পিণ্ডপ্রদানবিধিনা দত্ত্বা পিণ্ডং যথাক্রমম্। কৃতাঞ্জলিপুটো প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩৮

তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকাগণাঃ গুণাতীতপদে যুয়মনৃণী কুরুতাচিরাৎ ॥২৩৯॥ ইত্যানৃণ্যং প্রার্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্ত আত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪০ ॥ পিতা হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং তৎপিতা প্রপিতামহঃ। আত্মতাত্মার্পণার্থায় কুর্য্যাদা-ত্মক্রিয়াং সুধীঃ ॥২৪১॥ উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পূর্ব্ববৎ কল্পিতাসনে। আবাহ্যাত্মপিতৄন্ দেবি দদ্যাৎ পিণ্ডং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ২৪২ ॥ প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রাংশ্চ পশ্চিমাগ্রান্ যথাক্রমাৎ। পিণ্ডার্থমাস্তরেদ্দর্ভানুদগগ্রান্ স্বকর্ম্মণি ॥ ২৪৩ ॥ সমাপ্য শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি গুরুদর্শিত-

প্রপিতামহী,—মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ-প্রমাতামহ,—মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ-প্রমাতামহীকে পূজা করিতে হইবে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্বদিকে দেব-গণের ও ঋষিগণের পূজা করিতে হইবে; পশ্চিমদিকে মাতমহ-পক্ষের পূজা করিবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই আসন স্থাপন করিবে। এই আসনে ক্রমশঃ দেবপ্রভৃতির আবাহন করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। অনন্তর যথাবিধানে সকলের অর্চ্চনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদান করিবে। ২৩১—২৩৭। এইরূপে পিণ্ডদানের বিধানানুসারে যথা-ক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণের ও দেব-গণের নিকট প্রার্থনা করিবে; "হে পিতৃগণ! হে মাতৃগণ! হে দেবগণ! হে দেবর্ষিগণ! আমি গুণাতীত-পদে গমন করিতেছি, আপনারা শীঘ্র আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত করুন।" এইরূপে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মাতৃগণের নিকট বারংবার প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট আপ-নার আনৃণ্য প্রার্থনা করিয়া ঋণত্রয়-বিনির্ম্মুক্ত সাধক আত্মশ্রাদ্ধ করিবে। আত্মাই সকলের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ; অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আপনার শ্রাদ্ধ করিবেন। হে দেবি! পূর্ব্ববৎ পরিকল্পিত আসনে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবে এবং নিজ পিতৃগণকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনা করত পিণ্ডদান করিবে। দেবগণের ঋষি-গণের ও পিতৃগণের পিণ্ডদানের নিমিত্ত যথাক্রমে পূর্ব্বাগ্র, দক্ষিণাগ্র, পশ্চিমাগ্র এবং আপনার পিণ্ডদানের নিমিত্ত উত্তরাভি-মুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিবে। মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরু-প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া

বর্ত্মনা। মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থমিমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ২৪৪ ॥ হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ২৪৫ ॥ উপাসনানুসারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্ব্বকম্। সংস্থাপ্য কলসং তত্র গুরুঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ২৪৬ ॥ ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাম্ভব-বর্ত্মনা। বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নি-স্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৪৭ ॥ প্রাগুক্তসংস্কৃতে

দত্ত্বা শিষ্যং

সমাহূয় সাকল্যং হাবয়েৎ তু তম্ ॥ ২৪৮ ॥ আদৌ ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রাণহোমং প্রকল্পয়েৎ। প্রাণাপানৌ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥ ২৪৯ ॥ তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্য্যাদ্-দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে। পৃথিবী সলিলং বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ ॥ ২৫০ ॥ গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দো যথাক্রমাৎ। ততো বাক্‌পাণিপাদাশ্চ পায়ূপস্থৌ ততঃ পরম্ ॥ ২৫১ ॥ শ্রোত্রং ত্বঙ্ নয়নং জিহ্বা ঘ্রাণং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চাহঙ্কারো দেহজাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৫২ ॥ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি যানি চ। এতানি মে-পদান্তে চ শুধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ ॥ ২৫৩ ॥ হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং দ্বিঠ ইত্যপি ॥ ২৫৪ ॥ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি

শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শতবার "হ্রীং ত্র্যম্বকং" এই মন্ত্র জপ করিবে। ২৩৮—২৪৫। অনন্তর গুরু, পূজাপদ্ধতি অনুসারে বেদীতে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিবেন। পরে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, পরম ব্রহ্মের ধ্যানপূর্ব্বক শৈব-পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া বহ্নি-স্থাপন করিবেন। অনন্তর গুরু পূর্ব্বকথিত সংস্কৃত বহ্নিতে স্বকল্পোক্ত আহুতি প্রদান করিয়া, শিষ্যকে আহ্বানপূর্ব্বক সাকল্য হোম করাইবেন। প্রথমতঃ মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাণ-হোম অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চ-বায়ুর হোম করিবে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু। অনন্তর দেহে আত্মার অধ্যাসের অর্থাৎ দেহকে আত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহার বিনিবৃত্তির নিমিত্ত তত্ত্বহোম করিতে হইবে। "পৃথিবী" ইত্যাদি "প্রাণকর্ম্মাণি" পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু নির্দেশ করিয়া, "এতানি মে" পদের অন্তে "শুধ্যন্তাং" পদ উচ্চারণ করিবে; পরে "হ্রীং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা" ইহা বলিবে (ইহা তত্ত্বহোমের মন্ত্র)। অর্থ এই,—পৃথিবী, সলিল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, শ্রোত্র ত্বক্ নয়ন জিহ্বা ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, দেহজ সমুদায় কার্য্য, সমুদায় ইন্দ্রিয়কার্য্য, যে সমুদায় প্রাণ-কার্য্য—এই এই সকল আমার শুদ্ধ হউক; জ্যোতিঃ-স্বরূপ আমি রজঃ ও পাপশূন্য হই। এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও সমুদায়

কর্ম্মাণি দৈহিকানি চ। হুত্বাগ্নৌ নিষ্ক্রিয়ো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েৎ ততঃ॥ ২৫৫॥ বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং রহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা। স্মরংস্তৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ২৫৬॥ ঐং ক্লীং হংস ইতি মন্ত্রেণ স্কন্ধাদুত্তার্য্য মন্ত্রবিৎ। যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ম্॥ বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ॥ ২৫৭॥ হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্। ছিত্ত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিযোজয়েৎ॥ ২৫৮॥ ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বালরূপা তপস্বিনী। দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে॥ ২৫৯॥ কামং মায়াং কূর্চ্চমন্ত্রং বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্। তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ॥ ২৬০॥ শিখামাশ্রিত্য পিতরো দেবা দেবর্ষয়স্তথা। সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি॥ ২৬১॥ অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষি-পিতৃ দেবতাঃ। শিখাসূত্রপরিত্যাগাদ্দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ। যজ্ঞসূত্র-শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ স্যাদ্ দ্বিজন্মনাম্॥ ২৬২॥ শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংস্ক্রিয়া। ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেদ্দণ্ডবদ্‌গুরুম্॥ ২৬৩॥ গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্। তত্ত্বমসি মহা-

দৈহিক কর্ম্ম অগ্নিতে হোম করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পরে নিজ শরীর মৃতবৎ চিন্তা করিবে। ২৪৬—২৫৫। এইরূপে নিজ শরীর মৃতবৎ ও সর্ব্ব-কর্ম্ম-রহিত ভাবনা করিয়া সেই পরম-ব্রহ্ম স্মরণ করত গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উদ্ধৃত করিবে,—বক্ষঃস্থল হইতে স্কন্ধদেশে রাখিবে। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি "ঐঁ ক্লীং হুং" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে যজ্ঞসূত্র উত্তারণ ও হস্তে ধারণ, ব্যাহৃতিত্রয় পাঠ এবং স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিয়া ঘৃত-সংযুক্ত ঐ যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে যজ্ঞোপবীত হোম করিয়া কামবীজ অর্থাৎ "ক্লীং" উচ্চারণ করত শিখাচ্ছেদনপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া ঘৃতমধ্যে স্থাপন করিবে। হে ব্রহ্মপুত্রি! হে শিখে! তুমি কেশরূপা তপস্বিনী। হে দেবি! তোমাকে অগ্নিতে স্থান দিতেছি, তুমি গমন কর; তোমাকে নমস্কার। পরে কাম, মায়া, কূর্চ্চ, অস্ত্র এবং বহ্নিজায়া অর্থাৎ "ক্লীং হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই সুসংস্কৃত অগ্নিতে শিখা-হোম করিবে। পিতৃগণ, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ শিখা আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন এবং সমুদায় আশ্রমের কর্ম্ম সকল শিখার উপরি অবস্থান করে; অতএব দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং দেবতাগণ—সকলকেই সন্তর্পিত করিয়া দেহী,—শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগ করিলেই দ্বিজগণের সন্ন্যাস হয়। শূদ্র ও সামান্যজাতিগণের শিখা-হোম করিলেই সংস্কার হয়। অনন্তর শিখা ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ২৫৬—২৬৩। গুরু, শিষ্যকে

প্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥ ২৬৪ ॥ ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ। আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুঃ ॥ ২৬৫ ॥ নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ। ত্বমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬৬ ॥ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্। স্বমন্ত্রেণ শিখা-চ্ছেদাৎ সন্ন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধ-পূজনৈঃ। স্বেচ্ছাচারপরাণাঞ্চ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ ২৬৮ ॥ ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামস্থিরমানসঃ। বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভুবি ॥ ২৬৯ ॥ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্। বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি ॥২৭০॥ অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ ২৭১ ॥ মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগ-ক্ষেম আত্মবিৎ। সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥ ২৭২ ॥ স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিঃস্পৃহঃ।

উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণকর্ণে ইহা বলিবেন যে, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই ব্রহ্ম তুমিই। তুমি 'হংসঃ' ও 'সোঽহং' ভাবনা কর। তুমি অহঙ্কার ও মমতা রহিত হইয়া নিজের শুদ্ধভাবে সুখে বিচরণ কর।" অনন্তর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ গুরু, ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবেন। মন্ত্র যথা;— তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার। তোমাকে ও আমাকে বারংবার নমস্কার। হে বিশ্বরূপ! তুমিই তাহা অর্থাৎ জীব এবং তাহাই অর্থাৎ জীবই তুমি; তোমাকে নমস্কার করি। জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্ম-মন্ত্রোপাসকদিগের নিজ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিখাচ্ছেদনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তি-দিগের যজ্ঞ, পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রয়োজন কি? তাঁহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ, তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই।২৬৪—২৬৮। অনন্তর শিষ্য সুখ-দুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বরহিত, কামনারহিত, স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন। তিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্ব সৎস্বরূপ চিন্তা করিবেন; নাম-রূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার ধ্যান করত আবাসশূন্য, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক-হৃদয়, সংসর্গশূন্য, মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য ও সন্ন্যাসী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত হইবেন। তিনি লব্ধ বিষয়ের রক্ষা ও অলব্ধ বিষয়ের লাভ করিবার চেষ্টা করি-বেন না। তিনি সুখ-দুঃখে সমান, ধীর, জিতেন্দ্রিয় এবং স্পৃহারহিত হইবেন। দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থির থাকিবে, সুখ উপস্থিত দেখিলেও তিনি তাহাতে স্পৃহা করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা

সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ॥ ২৭৩॥ নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ। বিগতামর্ষভীর্দান্তো নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥ ২৭৪॥ শোকদ্বেষবিমুক্তশ্চ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ। শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ॥ ২৭৫॥ সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা। নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী॥ ২৭৬॥ যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি। আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ॥ ২৭৭॥ ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্। আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥ ২৭৮॥ ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া। রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৭৯॥ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ২৮০॥ বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্। দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥ ২৮১॥ অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ। অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ॥ ২৮২॥

আনন্দযুক্ত, শুচি, শান্ত, নিরপেক্ষ ও আকুলতাশূন্য হইবেন। তিনি কোন জনকে উদ্বিগ্ন করিবেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতকরণে রত হইবেন, তিনি ক্রোধ ও ভয়শূন্য, সঙ্কল্পশূন্য, উদ্যমশূন্য হইবেন। শোকশূন্য, দ্বেষশূন্য এবং শত্রুমিত্রে সমদর্শী হইবেন। তিনি শীত, বাত, আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি মান ও অপমান তুল্য জ্ঞান করিবেন। ২৬৯—২৭৫। তিনি শুভ-অশুভে সমদর্শী হইবেন। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তুতেই পরিতুষ্ট থাকিবেন। তিনি ত্রিগুণাতীত, নির্ব্বিকল্প, লোভশূন্য ও সঞ্চয়রহিত হইবেন। জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও যেমন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার ন্যায় আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যাভূত এই দেহ, আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে,—সন্ন্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া সুখী হইবেন। ইন্দ্রিয়গণই পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে; আত্মা—সাক্ষী ও নির্লিপ্ত,—সন্ন্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া মোক্ষভাগী হন। সন্ন্যাসী,—ধাতুদ্রব্য-প্রতিগ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা-ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া পরিত্যাগ করিবেন। পরিব্রাট্ সন্ন্যাসী,—দেবতা, মনুষ্য বা কীটে—সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন; সর্ব্বকর্ম্মেই সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা চাণ্ডালের অন্ন হউক, যে কোন ব্যক্তির অন্ন যে কোন দেশ হইতে সমাগত, তাহা দেশ-কাল-বিচার না করিয়া ভোজন করিবেন। ২৭৬—২৮১। অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াও বেদান্তপ্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব-বিচার দ্বারা সময় অতিপাত করিবেন। সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখনই

সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন। সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥ ২৮৩॥ অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্। স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসঙ্কুলে॥ ২৮৪॥ অত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে। শ্রেয়স্তদেব জানন্ত তত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ॥ ২৮৫॥ অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে। নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥ ২৮৬॥ ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসন্ন্যাসনং বিনা। কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্‌জনঃ॥ ২৮৭॥ কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ। সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥ ২৮৮॥ যস্তেদ দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ। তীর্থ-ব্রত-তপো-দান-সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ২৮৯॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মকথনং নামাষ্টম উল্লাসঃ॥ ৮॥

দাহ করিবে না। ঐ দেহ গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া, নিখাত অর্থাৎ ভূমিতে প্রোথিত করিবে অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে। হে দেবি! সর্ব্বদা কামাভিলাষী অপ্রাপ্ত-যোগ মনুষ্য সকলের স্বভাবতই কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হয়। এই সকল ব্যক্তি সেই কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত হইয়া ধ্যান, পূজা, জপ প্রভৃতি সাধন বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই ধ্যান, পূজা, জপকে শ্রেয় বলিয়া জানুন। এই কারণে আমি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান বলিয়াছি। এই কারণেই, আমি বহুবিধ নাম-রূপ কল্পনা করিয়াছি। হে দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাস ব্যতিরেকে শত-কল্প ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলেও কোন জন মুক্তিভাগী হইতে পারিবে না। ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন কুলাবধূত, মনুষ্যাকৃতি হইয়াও জীবন্মুক্ত। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধ করিয়া পূজা করিবেন। মনুষ্যগণ, যতিকে দর্শন করিবামাত্র সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থ, ব্রত, তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করে। ২৮২—২৮৯।

অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম উল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ কথিতাস্তব সুব্রতে। সংস্কারান্ সর্ব্ববর্ণানাং শৃণুষ্ব গদতো মম॥ ১॥ সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে। নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাদ্দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি॥ ২॥

নবম উল্লাস।

শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে সুব্রতে! বর্ণ ও আশ্রম সকলের আচার ও ধর্ম্ম তোমার সমীপে কথিত হইয়াছে। সমস্ত বর্ণের সংস্কার, বক্তা আমা হইতে শ্রবণ কর। হে দেবি! সংস্কার বিনা দেহশুদ্ধি হয় না। অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকার

অতো বিপ্রাদিভির্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংস্ক্রিয়াঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ ॥ ৩॥ জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা। জাত-নাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃ পরম্ চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥৪॥ শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে। তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ॥ ৫ ॥ নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ। কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা ॥ ৬ ॥ যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু। পূর্ব্বৈব

হইতে পারিবে না। এইহেতু ইহলোকে ও পরলোকে হিতাভিলাষী বিপ্রাদি বর্ণের সর্ব্বথা বহুপ্রযত্নে স্ব স্ব বর্ণবিহিত সংস্কার করা কর্ত্তব্য। জীবসেক অর্থাৎ গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, *নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, অনন্তর চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ,—দশ সংস্কার বলিয়া কথিত হইয়াছে। * শূদ্রজাতি ও শূদ্রভিন্ন অর্থাৎ সামান্যজাতির উপনয়ন নাই। তাহাদের নয়টী মাত্র সংস্কার এবং দ্বিজগণের দশ সংস্কার স্মৃত হইয়াছে। হে বরারোহে! নিত্য-নৈমিত্তিক এবং কাম্য—সকল কর্ম্মই শম্ভুপ্রদর্শিত মার্গ দ্বারা করিবে।১—৬। হে প্রিয়ে! যে যে কর্ম্মে যে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট

* মূলে—"অতঃপর" শব্দের অর্থ "অনন্তর" ইহা প্রত্যেক সংস্কার-নামের পর অনুবর্ত্তিত হইবে; তাহাতে সংস্কারের ক্রম-নির্ণয় নিঃসন্দেহে হইবে।

ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে॥ ৭ ॥ সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু। বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ॥ ৮ ॥ সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎকর্ম্মসু কালিকে। প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিযোজয়েৎ ॥ ৯ ॥ কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নরাঃ। মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১০ ॥ নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ। সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ॥ ১১ ॥ কলাবন্নগতপ্রাণা মানবা হীনতেজসঃ। তেষাং হিতায় কল্যাণি কুলধর্ম্মো নিরূপিতঃ ॥ ১২ ॥ কলিদুর্ব্বল-

আছে, পূর্ব্বেই ব্রহ্মরূপে তৎসমস্ত আমাকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত সংস্কার ও অন্যান্য কর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণভেদ অনুসারে ক্রমে মন্ত্র আমাকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। হে কালিকে! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে সেই সেই কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানকালে আদিতে প্রণব যোগ করিয়া মন্ত্র ব্যবহার করিবে। হে পরমেশানি! শঙ্করের আদেশক্রমে কলিযুগে আদিতে ওঁকারের পরিবর্ত্তে মায়াবীজ (হ্রীং) যুক্ত তত্তৎ মন্ত্র দ্বারা সকল কর্ম্ম করিবে। নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতাতে সমুদায় মন্ত্র আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, যুগভেদে প্রয়োগভেদও উক্ত হইয়াছে। হে কল্যাণি! কলিকালের মনুষ্যগণ অন্নগত-প্রাণ, সুতরাং হীনতেজাঃ। তাহাদিগের হিতের নিমিত্তই

জীবানাং প্রয়াসাশক্তচেতসাম্। সংস্কারাদি-ক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচ্মি তে ॥১৩॥ সর্ব্বেষাং শুভকার্য্যাণামাদিভূতা কুশণ্ডিকা তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং দেববন্দিতে ১৪ ॥ রম্যে পরিষ্কৃতে দেশে তুষাঙ্গারাদি-বর্জ্জিতে। হস্তমাত্রপ্রমাণেন স্থণ্ডিলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫ ॥ তিস্রো রেখা বিধাতব্যাঃ প্রাগগ্রাস্তত্র মণ্ডলে। কূর্চ্চেনাভ্যুক্ষ্য তাঃ সর্ব্বা বহ্নিনা বহ্নিমাহরেৎ ॥ ১৬ ॥ আনীয় বহ্নিং তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্ভবং স্মরন্ ॥১৭॥ ততস্তস্মাজ্জ্বলদ্দারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনা। হ্রীং ক্রব্যাদ্ভ্যো নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদংশং পরিত্যজেৎ ॥ ১৮ ॥ ইত্থং প্রতিষ্ঠিতং বহ্নিং পাণিভ্যামাত্মসম্মুখম্। উদ্ধৃত্য তাসু রেখাসু মায়াদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্ ॥১৯॥ সংস্থাপ্য তৃণ-দারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্। সমিধে দ্বে ঘৃতাক্তে চ হুত্বা তস্মিন্ হুতাশনে। স্বকর্ম্মবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েজ্জনঞ্জয়ম্ ॥২০॥ বালার্কারুণসঙ্কাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্। অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥ ২১ ॥ ধ্যাত্বৈবং প্রাঞ্জলির্ভূত্বাবাহয়েদ্ধব্য-বাহনম্ ॥২২॥ মায়ামেহ্যেহি-পদতঃ সর্ব্বামর বদেৎ প্রিয়ে। হব্যবাহপদান্তে চ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ। অধ্বরং রক্ষ রক্ষেতি নমঃ স্বাহা, ততো বদেৎ ॥ ২৩ ॥ ইত্যা-

---

কুলধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। কলিযুগের দুর্ব্বল জীব, পরিশ্রম সহ্য করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়া সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি। হে সুরবন্দিতে! কুশণ্ডিকা, সকল শুভকর্ম্মের আদিভূতা। অতএব প্রথমতঃ তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। ৭—১৪। বিচক্ষণ ব্যক্তি, তুষ অঙ্গার-প্রভৃতি-রহিত রমণীয় পরিষ্কৃত স্থানে এক হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল রচনা করিবে। সেই মণ্ডলের পূর্ব্বাগ্রে তিনটী রেখা বিধেয়। কূর্চ্চ (হূং) মন্ত্র দ্বারা উহা অভ্যুক্ষিত করিয়া বহ্নি বীজ (রং) মন্ত্র দ্বারা বহ্নি আনয়ন করিবে। পরে বহ্নি আনয়ন করিয়া বাগ্ভব অর্থাৎ ঐং মন্ত্র স্মরণ করত মণ্ডল-পার্শ্বে স্থাপন করিবে। তৎপরে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা তাহা হইতে জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া "হ্রীং ক্রব্যাদ্ভ্যো নমঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণ-দিকে রাক্ষসের অংশ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি, পাণিযুগল দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া, মায়াদ্যা অর্থাৎ আদিতে হ্রীং-যুক্তা ব্যাহৃতি স্মরণ করত আপনার সম্মুখে ঐ রেখাত্রয়ে সংস্থাপন ও তৃণ-কাষ্ঠ দ্বারা ঐ অগ্নিকে উজ্জ্বল করিয়া সেই হুতাশনে ঘৃতাক্ত দুইটী সমিধ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে বিহিত নাম করণানন্তর অগ্নিকে ধ্যান করিবে। ১৫—২০। "বালার্ক-সদৃশ অরুণবর্ণ, সপ্তজিহ্ব, দ্বিমস্তক, ছাগে আরূঢ়, শক্তিধারী, জটা ও মুকুটে বিভূষিত। এইরূপ ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে আবাহন করিবে। আবাহনের মন্ত্র যথা;—হে প্রিয়ে! মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া "এহ্যেহি" পদের পর "সর্ব্বামর" পদ বলিবে। পরে "হব্যবাহ" পদের অন্তে "মুনিভিঃ স্বগণৈঃ

বাহ্ণ হব্যবাহমিমং তে যোনিরুচ্চরন্। যথোপচারৈঃ সংপূজ্য সপ্তজিহ্বাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥ কালী কপালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী চ লেলায়মানেতি চ সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ২৫ ॥ ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বমারভ্য সহ কীলালপাণিনা। উত্তরান্তং মহেশানি ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥ তথৈব যাম্যমারভ্য কৌবেরান্তং শুচিস্মিতে। ত্রিধা পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ ততো যজ্ঞীয়বস্তুনঃ ॥ ২৭ ॥ পরিস্তরেৎ ততো দর্ভৈঃ পূর্ব্বস্মাদুত্তরাবধি। উদক্সংস্থৈরুত্তরাগ্রৈঃ প্রাগগ্রৈরন্যদিক্স্থিতৈঃ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা গত্বা ব্রহ্মাসনান্তিকম্। কনিষ্ঠাভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাসনাৎ ॥ ২৯ ॥ গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীং নিরস্তঃ পরাবসু। ইত্যুক্ত্বাগ্নের্দক্ষিণস্যাং নিক্ষিপেত্তুৎকরাঙ্গিনা ॥ ৩০ ॥ সীদ যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্নিদং তে কল্পিতাসনম্। সীদামীতি বদন্ ব্রহ্মা বিশেৎ তত্রোত্তরামুখঃ ॥৩১॥ সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্রহ্মাণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥৩২॥ গোপায় যজ্ঞং যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে। মাঞ্চ যজ্ঞপতিং পাহি কর্ম্মসাক্ষিন্ নমোঽস্তু তে ॥ ৩৩ ॥ গোপায়ামি বদেদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মাভাবে

সহ অমুবরং রক্ষ রক্ষ” ইহার পর “নমঃ স্বাহা” উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অগ্নিকে আবাহন করিয়া, (বহ্নে!) “অয়ং তে যোনিঃ” এইপদ উচ্চারণ করত যথা-উপস্থিত উপচার দ্বারা পূজা করিয়া সপ্ত জিহ্বার পূজা করিবে। কালী, কাপালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বনিরূপিণী, লোলায়মানা এই সপ্তজিহ্বা। হে মহেশ্বরি! অগ্নির পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত তিনবার প্রোক্ষণ করিবে; পরে যজ্ঞীয় বস্তুরও তিন বার প্রোক্ষণ করিবে। ২১—২৭। তৎপরে মণ্ডলের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। উত্তরদিকে স্থিত কুশগুলি উত্তর-মুখ এবং অন্যদিকের কুশগুলি পূর্ব্বমুখ হইবে। অগ্নিকে দক্ষিণ করিয়া অর্থাৎ অগ্নির বাম-দিক্ দিয়া ব্রহ্মাসন-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার কল্পিত আসন হইতে একটী কুশপত্র গ্রহণ করিয়া “হ্রীং নিরস্তঃ পরাবসুঃ” এই বলিয়া অগ্নির দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে। “হে যজ্ঞপতে! হে ব্রহ্মন্! এই তোমার আসন প্রস্তুত—উপবেশন কর” বলিবে। ব্রহ্মা, “সীদামি” অর্থাৎ উপবেশন করিতেছি, ইহা বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—“হে যজ্ঞেশ্বর! যজ্ঞ রক্ষা কর। হে বৃহস্পতে! যজ্ঞ রক্ষা কর। আমি যজ্ঞপতি, আমাকেও রক্ষা কর। হে কর্ম্মসাক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার।” ২৮—৩৩। ব্রহ্মা বলিবেন, “রক্ষা করিতেছি”। ব্রহ্মা না থাকিলে স্বয়ং ঐ

স্বয়ং বেদবৎ। তত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েদ্‌-
যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥ ততো ব্রহ্মন্নিহাগচ্ছা-
গচ্ছেত্যাবাহ্য সাধকঃ। পাদ্যাদিভিশ্চ
সংপূজ্য যাবদ্‌যজ্ঞসমাপনম্‌। তাবদ্ভবদ্ভিঃ
স্থাতব্যমিতি প্রার্থ্য নমেৎ ততঃ ॥ ৩৫ ॥
সোদকেন করেণাগ্নেরীশানাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্তিকম্‌
ত্রিধা পর্য্যুক্ষ্য বহ্নিঞ্চ ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদন-
ন্তরম্‌ ॥ ৩৬ ॥ আগত্য বর্ত্মনা তেন
সূপবিশ্য নিজাসনে। স্থণ্ডিলস্যোত্তরে
দর্ভানুদগগ্রান্‌ পরিস্তরেৎ ॥ ৩৭ ॥ তেষু
যজ্ঞীয়বস্তূনি সর্ব্বাণ্যাসাদয়েৎ সুধীঃ।
সোদকং প্রোক্ষণীপাত্রমাজ্যস্থালীসমিৎ-
কুশান্‌ ॥ ৩৮ ॥ আসাদ্য স্রুক্‌স্রুবাদীনি হ্রাং
হ্রীংহ্রূমিতিমন্ত্রকৈঃ। দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন
সংস্কৃত্য তদনন্তরম্‌ ॥ ৩৯ ॥ পৃথিব্যাং দক্ষিণং
জানু পাতয়িত্বা স্রুবে স্রুচা। ঘৃতমাদায়
মতিমাংশ্চিন্তয়ন্‌ হিতমাত্মনঃ। হ্রীং বিষ্ণবে
দ্বিঠান্তেন প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্‌ ॥ ৪০ ॥ তথৈব
ঘৃতমাদায় ধ্যায়ন্‌ দেবং প্রজাপতিম্‌।
বায়ব্যাদগ্নিকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥ ৪১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যায়ন্‌ দেবং পুরন্দরম্‌।
নৈর্ঋতাদীশকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥
৪২ ॥ ততোঽগ্নেরুত্তরে বায়ৌ মধ্যে চ

বাক্য বলিবেন এবং "আগচ্ছাগচ্ছ" অর্থাৎ এখানে আইস, এখানে আইস, এইরূপে আবাহন করিয়া অনন্তর পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া "যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপ্তি, সে পর্য্যন্ত আপনাকে এখানে অবস্থান করিতে হইবে" এই প্রার্থনা করিয়া তৎপরে নমস্কার করিবে। অগ্নির ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত তিনবার সজল হস্ত দ্বারা পর্য্যুক্ষণ করিয়া এবং পরে তিনবার অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিয়া, অনন্তর সেই অর্থাৎ পূর্ব্বাগত পথ দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ আসনে উপবেশন করিবে এবং মণ্ডলের উত্তরদিকে কতকগুলি কুশ উত্তরা-ভিমুখ করিয়া বিছাইবে। অনন্তর সুধী সাধক, তাহাতে সজল প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্য-স্থালী, সমিধ্‌ ও কুশ প্রভৃতি সকল যজ্ঞীয় বস্তু স্থাপন করিবে। পরে স্রুক্‌স্রুবাদি স্থাপন করিয়া "হ্রাং হ্রীং হ্রূং" এই মন্ত্র পাঠ, দিব্য-দৃষ্টি অর্থাৎ অনিমিষ-নয়নে অবলোকন এবং প্রোক্ষণ দ্বারা সংস্কার করিয়া, তদনন্তর বিচক্ষণ সাধক ভূমিতে দক্ষিণজানু পাতিয়া স্রুবনামক যজ্ঞীয়-পাত্রস্থিত ঘৃত, স্রুক্‌ দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার হিতচিন্তা করত "হ্রীং বিষ্ণবে," অন্তে দ্বিঠ অর্থাৎ "স্বাহা" মন্ত্র দ্বারা তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। ৩৪—৪০। সেইরূপ অর্থাৎ স্রুক্‌ দ্বারা স্রুব-স্থিত ঘৃত লইয়া প্রজাপতি দেবের ধ্যান করত বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দ্বারা হোম করিবে।* ঐরূপে পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া পুরন্দর দেবের ধ্যান করত নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ

* হোমস্থলে বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে প্রথমতঃ 'হ্রীং', পরে বহুদ্দেশে হোম করিতে হইবে, তাঁহার চতুর্থ্যন্ত নাম, অন্তে 'স্বাহা', যথা;—"হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা" ইত্যাদি।

পরমেশ্বরি। অগ্নিং সোমমগ্নীষোমৌ সমুল্লিখ্য যথাক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ সচতুর্থী-নমোহন্তেন মায়াদ্যেনাহুতিত্রয়ম্। হুত্বা বিধেয়কর্ম্মোক্তং হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥ আহুতিত্রয়দানান্তং ধারাহোমং প্রচক্ষতে ॥ ৪৫ ॥ যদুদ্দিশ্যাহুতিং দদ্যাদ্দেয়োদ্দেশোঽপি তৎকৃতে। সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥

স্বকো হোমঃ কলৌ নাস্তি বরাননে। স্বিষ্টিকৃতা ব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ৪৭॥ পূর্ব্ববদ্ধবিরাদায় ব্রহ্মাণং মনসা স্মরন্ অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽপি বা। ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু ॥ ৪৮ ॥ মায়াদ্যেনামুনা দেবি স্বাহান্তেনাহুতিং হরেৎ ॥ ৪৯ ॥ ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ। যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয় ॥ ৫০॥ অনেন হবনং কুর্য্যান্মায়য়া বহ্নিজায়য়া। হোমং সমাপ্য ক্রতুসাধকঃ ॥ ৫১ ॥ কর্ম্মণোঽস্য পরব্রহ্মন্নযুক্তং বিহিতঞ্চ যৎ। তচ্ছান্ত্যৈ যজ্ঞসম্পত্ত্যৈ

করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা প্রদান করিবে। হে পরমেশ্বরি! অনন্তর অগ্নির উত্তরে, দক্ষিণে এবং মধ্যে যথাক্রমে অগ্নি, সোম ও অগ্নীষোমের উল্লেখ করিয়া তাহাতে চতুর্থী, অন্তে নমঃ ও আদিতে মায়া অর্থাৎ "হ্রীং" এই যোগ-নিষ্পন্ন "হ্রীং অগ্নয়ে নমঃ" "হ্রীং সোমায় নমঃ" "হ্রীং অগ্নীষোমাভ্যাং নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার আহুতি প্রদানানন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি বিধেয়-কর্ম্মোক্ত হোম করিবে। আহুতিত্রয় দান পর্য্যন্ত কর্ম্মকে ধারা-হোম কহে। যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে, দেয়বস্তুর উল্লেখও সেই দেবতার উদ্দেশে করিতে হইবে। যথা;—হ্রীং বিষ্ণবে স্বাহা হবিরিদং। এইরূপে প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিবে। ৪১—৪৬। হে বরাননে! কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত-হোম নাই, স্বিষ্টিকৃৎ ও ব্যাহৃতি হোম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ হবি গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ স্রুবস্থিত হবি স্রুক্ দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাকে মনে মনে স্মরণ করত "হে দেবেশ! প্রমাদ বশতঃ বা ভ্রম বশতঃ এই কার্য্য যাহা কিছু ন্যূনাধিক হইয়াছে, তৎসমুদায়কে আমার উত্তম ফলদায়ক কর" হে দেবি! এই অর্থাৎ মূলস্থ "অস্মিন্—কুরু" মন্ত্র আদিতে মায়া (হ্রীং) অন্তে 'স্বাহা' যোগে পাঠ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। হে অগ্নে! তুমি সকল লোকের পবিত্রতাজনক, অভীষ্ট-কর্ত্তা, প্রভু, যজ্ঞের সাক্ষী এবং মঙ্গল-কর্ত্তা; তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর। আদিতে মায়াবীজ ও শেষে 'স্বাহা' পদ যোগে এই অর্থাৎ মূলস্থ 'ত্বমগ্নে—পূরয়' মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। যজ্ঞসাধক এইরূপে স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিয়া "হে পরব্রহ্মন্! এই কর্ম্মের যাহা কিছু অযুক্ত কৃত হইয়াছে, হে বিভো! তাহা শান্তির

ব্যাহৃত্যা হূয়তে বিভো ॥ ৫২ ॥ মায়াদি-বহ্নিজায়ান্তৈর্ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ। আহুতি-ত্রয়ং ত্রিতয়েন তথৈব চ ॥ ৫৩ ॥ হুত্বান্তে যজমানেন দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ স্বয়ং চেৎ কর্ম্মকর্ত্তা স্যাৎ স্বয়মেবাহুতিং ক্ষিপেৎ ॥ ৫৪ ॥ অভিষেকবিধানাদাবেব-মেব বিধিঃ স্মৃতঃ। আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য ততো যজ্ঞপতে বদেৎ ॥ ৫৫ ॥ পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ। ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্তু বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ ॥ ৫৬॥ মন্ত্রেণানেন মতিমানুত্থায় সুসমাহিতঃ। ফলতাম্বুলসহিতাহুতিং দদ্যাদ্ধুতাশনে ॥ ৫৭ ॥ দত্তপূর্ণাহুতির্বিদ্বান্ শান্তিকর্ম্ম সমা-চরেৎ। প্রোক্ষণীপাত্রতোয়েন কুশৈঃ সম্মা-র্জ্জয়েচ্ছিরঃ ॥ ৫৮ ॥ আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ভবন্ত্বোষধয়ো মম। আপো রক্ষন্তু মাং নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ আপো-হিষ্ঠাময়োভুবস্তান্ন উর্জ্জে দধাতনঃ। ইত্যাভ্যাং মার্জ্জনং কৃত্বা ভূমৌ বিন্দূন্ বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬০ ॥ যে দ্বিষন্তি চ মাং নিত্যং যাংশ্চ দ্বিষ্মো বয়ম্। আপো

নিমিত্ত এবং যজ্ঞ-সম্পত্তির নিমিত্ত ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিতেছি বলিবে। আদিতে মায়া (হ্রীং) এবং অন্তে বহ্নিজায়া (স্বাহা) যুক্ত "ভূঃ" "ভুবঃ" "স্বঃ" এই তিন মন্ত্র (হ্রীং "ভূঃ স্বাহা" ইত্যাদি) দ্বারা তিনবার আহুতি দিবে ও ত্রিতয় (হ্রীং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা) মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া জ্ঞানী যজ্ঞকর্ত্তা যজমানের সহিত পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। যদি যজমান স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা হন, তাহা হইলে স্বয়ং আহুতি প্রদান করিবেন। ৪৭—৫৪। অভিষেক-বিধানাদিতেও এইরূপ বিধি স্মৃত আছে। প্রথমতঃ মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর 'যজ্ঞপতে' এই পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর "পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্তু" শেষে বহ্নিকান্তা (স্বাহা);—ইহা পূর্ণা-হুতির মন্ত্র। অর্থাৎ "হে যজ্ঞেশ্বর! আমার এই যজ্ঞ পূর্ণ হউক, যজ্ঞ-দেবতারা পরিতুষ্ট হউন, এই যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রদান করুন। জ্ঞানী ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্র-চিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফল ও তাম্বূলের সহিত আহুতি হুতাশনে প্রদান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ণাহুতি দান করিয়া শান্তিকর্ম্ম আচরণ করিবে। প্রথমতঃ প্রোক্ষণীপাত্র হইতে কুশ দ্বারা গৃহীত জল দ্বারা মস্তক্য-সম্মার্জ্জন করিবে। "জল আমার উত্তম বন্ধু স্বরূপ হউন; আমার পক্ষে ওষধি স্বরূপ হউন, জল আমাদিগকে নিত্য রক্ষা করুন, জল স্বয়ং নারায়ণ। হে সলিল! তুমি সুখ প্রদান করিয়া থাক, তুমি আমাদিগকে ঐহিক বিষয় প্রদান কর।" এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা মস্তক সিক্ত করিয়া ভূমিতে জল বিন্দু নিক্ষেপ করিবে। ৫৫—৬০। "যাহারা নিয়ত আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যে সকল লোকের দ্বেষ করিয়া থাকি, তাহাদের পক্ষে জল শত্রুস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে

স্তূর্শ্মিন্নিয়াস্তেষাং সন্তু তর্পন্তু তানপি ॥ ৬১ ॥ অনেনেশানদিগ্‌ভাগে বিন্দূন্ প্রক্ষিপ্য-তান্ কুশান্। হিত্বা কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদ্ধব্যবাহনম্ ॥ ৬২ ॥ বুদ্ধিং বিদ্যাং বলং মেধাং শ্রদ্ধাং প্রজ্ঞাং যশঃশ্রিয়ম্। আরোগ্যং তেজ আয়ুষ্যং দেহি মে হব্যবাহন ॥ ৬৩ ॥ ইতি প্রার্থ্য বীতিহোত্রং বিসৃজেদমুনা শিবে ॥৬৪ ॥ যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ যজ্ঞং গচ্ছ হুতাশন। স্বাং যোনিং গচ্ছ যজ্ঞেশ পূরয়াস্মন্মনোরথম্ ॥ ৬৫ ॥ অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেতি মন্ত্রেণাগ্নেরুদগ্দিশি। দত্ত্বা দধ্যাহুতিং বহ্নিং দক্ষিণস্যাং বিচালয়েৎ ॥৬৬ ॥ ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দত্ত্বা ভক্ত্যা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ। ততস্তু তিলকং কুর্য্যাৎ স্রুবলগ্নভস্মনা ॥ ৬৭ ॥ মায়াং কামং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বশান্তিকরো ভব। ললাটে তিলকং কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন যাজ্ঞিকঃ ॥ ৬৮ ॥ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বাসবাগ্নিপ্রসাদতঃ। মরুতাং ব্রহ্মণশ্চৈব বসুরুদ্র-প্রজাপতেঃ ॥ ৬৯ ॥ অনেন বসুনায়ুষ্যং ধারয়ন্ মস্তকোপরি। স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দদ্যাদ্ধোম-প্রকৃতকর্ম্মণোঃ ॥ ৭০ ॥ ইতি তে কথিতা দেবি সর্ব্বকর্ম্মকুশণ্ডিকা। প্রযোজ্যা শুভকর্ম্মাদৌ যত্নতঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ৭১।

তর্পণ করুন" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুশ দ্বারা ঈশানকোণে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া, কুশ-সমুদায়ও পরিত্যাগ করিয়া পরে কৃতাঞ্জলিপুটে হুতাশনের নিকট প্রার্থনা করিবে; "হে হব্যবাহন! আমাকে বুদ্ধি অর্থাৎ শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান, বল অর্থাৎ শক্তি, মেধা অর্থাৎ ধারণাশক্তি, প্রজ্ঞা অর্থাৎ সারাসার-বিবেক-নৈপুণ্য, শ্রদ্ধা, যশঃ, শ্রী, আরোগ্য, তেজ, আয়ু—এতৎ সমুদায় প্রদান কর।" হে শিবে! অগ্নির নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে। "হে যজ্ঞ! তুমি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুতে গমন কর; হে হুতাশন! তুমি যজ্ঞে প্রবিষ্ট হও। হে যজ্ঞেশ্বর! তুমি স্বস্থানে গমন কর এবং আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দাও।" "অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে দধি দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত করিবে। ৬১—৬৬। অনন্তর ব্রহ্মাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া ভক্তি-সহকারে নমস্কারপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। পরে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা তিলক করিবে। মায়া অর্থাৎ হ্রীং, কাম অর্থাৎ ক্লীং, উচ্চারণ করিয়া "সর্ব্বশান্তিকরো ভব" বলিবে। এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তা ললাটে তিলক ধারণ করিবে। "ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বসুগণ, রুদ্রগণ ও মরুদগণের প্রসাদে শান্তি হউক ও মঙ্গল হউক" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের উপর আয়ু-র্বৃদ্ধিকর তিলক ধারণ করিয়া হোমের ও প্রকৃত কর্ম্মের যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বসৎকর্ম্মের কুশণ্ডিকা কহিলাম। কুলসাধকগণ, শুভকর্ম্মের অগ্রে যত্নপূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে শিবে! বংশ-

প্রকৃতে কর্ম্মণি শিবে চরুর্যেষাং কুলাগমঃ। সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণাং তেষাং চরুকর্ম্ম নিগদ্যতে॥ ৭২॥ চরুস্থালী প্রকর্ত্তব্যা তাম্রী বা মৃত্তিকোদ্ভবা॥ ৭৩॥ কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি। কৃত্বা কর্ম্ম চরুস্থালীমানয়েদাত্মসম্মুখে॥ ৭৪॥ অক্ষতামব্রণাং দৃষ্ট্বা প্রাদেশপরিমাণকম্। পবিত্রকুশমেকঞ্চ স্থালীমধ্যে নিযোজয়েৎ॥ ৭৫॥ আনীয় তণ্ডুলাং তত্র সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলান্তিকে। যস্মিন্ কর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরার্চ্চিতে॥ ৭৬॥ তত্তনাম চতুর্থ্যন্তমুক্ত্বা ত্বাজুষ্টমীরয়ন্। গৃহ্লামি নির্ব্বপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাদ্বদন্॥ ৭৭॥ গৃহীত্বা নির্ব্বপেৎ স্থাল্যাং প্রোক্ষয়েজ্জলবিন্দুনা। প্রত্যেকং চতুরো মুষ্টীন্ দেবমুদ্দিশ্য তণ্ডুলান্॥ ৭৮॥ ততো দুগ্ধং সিতাঞ্চৈব দত্ত্বা পাকবিধানতঃ। সুপচেৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ সাবধানেন সুব্রতে॥ ৭৯॥ সুপক্বং কোমলং জ্ঞাত্বা দদ্যাৎ তত্র ঘৃতস্রুবম্॥ ৮০॥ অগ্নেরুত্তরতঃ পাত্রং বিনিধায় কুশোপরি। পুনস্ত্রিধা ঘৃতং দত্ত্বা স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ কুশৈঃ॥ ৮১॥ ততঃ স্রুবে চরুস্থাল্যা ঘৃতাধারণপূর্ব্বকম্। কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় আজ্যহোমং সমাচরেৎ॥ ৮২॥ ধারা-হোমং ততঃ কৃত্বা প্রধানীভূতকর্ম্মণি। যত্র যে

ক্রমে যাঁহাদের প্রকৃত কর্ম্মে চরু করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদের কর্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত চরু-কর্ম্ম বলিতেছি। ৬৭—৭২। প্রথমতঃ তাম্রময়ী বা মৃন্ময়ী চরুস্থালী প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসারে দ্রব্য-সংস্কার অবধি সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনার সম্মুখে চরুস্থালী আনয়ন করিবে। পরে ঐ চরুস্থালী অক্ষত ও অব্রণ দেখিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ একটী পবিত্র কুশ স্থালী-মধ্যে নিযুক্ত করিবে। হে সুরবন্দিতে! তৎপরে যজ্ঞস্থলে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া স্থণ্ডিলের নিকট সংস্থাপন পূর্ব্বক, যে কর্ম্মে যে দেবতার পূজা করিবার রীতি আছে, চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত তত্তন্নাম উল্লেখ করিয়া "ত্বাজুষ্টম্" এই কথা বলিয়া ক্রমশঃ "গৃহ্লামি" (লইতেছি), "নির্ব্বপামি" (স্থালীতে রাখিতেছি), 'প্রোক্ষামি' (জলসেক করিতেছি) বলিয়া প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিবে, স্থালীতে রাখিবে এবং জলসিক্ত করিবে। হে সুব্রতে! অনন্তর তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি প্রদান করিয়া সমাহিত-হৃদয়ে সুসংস্কৃত বহ্নিতে পাক-বিধি অনুসারে উহা উত্তমরূপে পাক করিবে। ৭৩—৭৯। পরে যখন জানিবে,—ঐ অন্ন সুপক্ক ও কোমল হইয়াছে, তখন তাহাতে ঘৃত-স্রুব নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি চরুপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে পুনশ্চ তিনবার ঘৃত প্রদানপূর্ব্বক কুশ দ্বারা চরুস্থালী আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে চরুস্থালী হইতে স্রুব-সংজ্ঞক যজ্ঞপাত্রে কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে ঘৃত প্রদানপূর্ব্বক আজ্য-হোম করিবে। তদনন্তর ধারা-হোম করিয়া প্রধানীভূত কর্ম্মে যে স্থলে

বিহিতা দেবাস্তন্মন্ত্রৈরাহুতিং হুনেৎ ॥ ৮৩ ॥ সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্বিষ্টিকৃদ্ধোমপূর্ব্বকম্ । প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ ॥ ৮৪ ॥ সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাসু বিধিরেব প্রকীর্ত্তিতঃ । বিধেয়ঃ শুভকর্ম্মাদৌ কর্ম্মসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৫ ॥ অথোচ্যতে মহামায়ে গর্ভাধানোদিতাঃ ক্রিয়াঃ । তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥ ৮৬ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ । ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিক্পতয়স্তথা । স্থণ্ডিলস্যৈন্দ্রদিগ্ভাগে ঘটেষেতান্ প্রপূজয়েৎ ॥৮৭॥ ততস্তু মাতৃকাঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ । গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া ॥ ৮৮ ॥ দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টিধৃতিঃ ক্ষমা । আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥ ৮৯ ॥ আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বাস্ত্রিদশানন্দকারিকাঃ । বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞানাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকল্পতাম্ ॥ ৯০ ॥ যানশক্তিসমারূঢ়াঃ সৌম্যমূর্ত্তিধরাঃ সদা । আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বা যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯১ ॥ ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ । দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশপরিমাণতঃ । সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ দদ্যাৎ সিন্দূরচন্দনৈঃ ॥ ৯২ ॥ প্রত্যেকবিন্দুং মতিমান্ কামং মায়াং রমাং

যে দেবতা পূজ্য, সেই দেবতার মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপে প্রকৃত হোম সমাপন্ন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ-হোম সমাপনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৮৩—৮৪। দশবিধ সংস্কার সময়ে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে এইরূপ বিধি কথিত হইল। শুভ-কর্ম্মের আদিতে কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত ইহা বিধেয়। 'হে মহামায়ে। অতঃপর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া সকল উক্ত হইতেছে। তন্মধ্যে ক্রম অনুসারে প্রথমতঃ ঋতু-সংস্কার কথিত হইতেছে—শ্রবণ কর। নিত্য-কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক শুদ্ধাচার হইয়া ব্রহ্মা, দুর্গা, গণেশ, গ্রহগণ ও দিক্পতিগণ—এই পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। স্থণ্ডিলের পূর্ব্বদিকে ঘটের উপর এই সমুদায় দেবতার পূজা করিয়া পরে ক্রমে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। মাতৃগণ যথা;—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, ক্ষমা, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা। "হে দেবগণের আনন্দ-দায়িনী সমস্ত মাতৃগণ! আপনারা আগমন করুন! বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞের সমুদায় অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন। হে সমুদায় মাতৃগণ! স্ব স্ব যান ও শক্তি-সমারূঢ় হইয়া সদা সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যজ্ঞোৎসব-সমৃদ্ধির নিমিত্ত আগমন করুন।" এই প্রকারে মাতৃকাগণকে আবাহন ও যথাশক্তি পূজা করিয়া নাভি-পরিমিত উচ্চ দেহলীতে প্রাদেশ-পরিমিত স্থানে সিন্দূর ও চন্দন

৮৫—৯২। জ্ঞানী ব্যক্তি,—কাম,

স্মরন্। ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্ত্বা তত্র বসুং যজেৎ ॥৯৩॥ বসুধারাং প্রকল্প্যৈবং ময়োক্তেনৈব বর্ত্মনা। বিরচ্য স্থণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বকম্। হোমদ্রব্যাণি সংস্কৃত্য পচেচ্চরুমনুত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ প্রাজাপত্যশ্চরুশ্চাত্র বায়ুনামা হুতাশনঃ। সমাপ্য ধারাহোমান্তং কুর্য্যার্ত্তবমারভেৎ ॥ ৯৫ ॥ হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা চরুণৈবাহুতিত্রয়ম্। প্রদায়ৈকাহুতিং দদ্যাদিমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ৯৬ ॥ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৯৭ ॥ আজ্যেন চরুণা বাপি সাজ্যেন চরুণাপি বা। সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৮ ॥ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেববাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ৯৯ ॥ ধ্যাত্বা দেবীং সিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা স্বাহান্তমনুমানেন দদ্যাদাহুতিমুত্তমাম্ ॥ ১০০ ॥ ততঃ কামং বধূং মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্। অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি সন্নিষ্ঠম্। উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ১০১ ॥ যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যুত্তানা গর্ভ-

রমা অর্থাৎ ক্লীং হ্রীং শ্রীং এই বীজত্রয় স্মরণ করত প্রত্যেক বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা বসু নামক দেবতার পূজা করিবে। ধীর-ব্যক্তি মদুক্ত পদ্ধতি অনুসারে এইরূপে বসুধারা রচনা করিয়া স্থণ্ডিল-বিরচনানন্তর বহ্নি স্থাপনপূর্ব্বক হোমদ্রব্য-সমুদায় সংস্কার করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট চরু পাক করিবে। এই ঋতুসংস্কার-কার্য্যে প্রাজাপত্য নামা চরু; ইহাতে বায়ুনামা বহ্নি। ধারা-হোম পর্য্যন্ত কার্য্য-সমুদায় সমাধা করিয়া ঋতুসংস্কার-কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। "হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চরু দ্বারা আহুতিত্রয় প্রদান করিয়া এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র (বিষ্ণু—তে ৯৭) পাঠ করত এক আহুতি প্রদান করিবে। "বিষ্ণু উৎপত্তি-স্থান রচনা করুন; ত্বষ্টা রূপকে পরিষ্কৃত করুন; প্রজাপতি নিষেক করুন; ধাতা তোমার গর্ভ পোষণ করুন।" ৯৩—৯৭। অনন্তর সূর্য্য, প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করত ঘৃত দ্বারা, চরু দ্বারা বা সঘৃত চরু দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। "তুমি সিনীবালী-স্বরূপা হইয়া গর্ভধারণ কর। তুমি সরস্বতী-স্বরূপা হইয়া গর্ভধারণ কর। পদ্মপুষ্প-মালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার গর্ভ আধান করুন।" দেবী সিনীবালী, সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ধ্যান করিয়া স্বাহান্ত এই মন্ত্র (গর্ভং—স্রজৌ স্বাহা) দ্বারা উত্তম আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর কাম, বধূ, মায়া, রমা ও কূর্চ্চ অর্থাৎ ক্লীং স্ত্রীং হ্রীং শ্রীং হুং উচ্চারণ করিয়া "অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। "এই উত্তানা ধরণী

সাদধে। তথা ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতয়ে। স্বাহান্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতি-মাচরেৎ ॥ ১০২ ॥ পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরম্। বিষ্ণো শ্রেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সম্। সুতমাধেহি ঠদ্বন্দ্বমুক্ত্বা বহ্নৌ হবিঃ ক্ষিপেৎ ॥ ১০৩ ॥ কামেন পুটিতাং মায়াং মায়য়া পুটিতাং বধূম্। পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পঠিত্বাস্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৪ ॥ পতিপুত্রবতীভিশ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ। শিরশ্চালনত্য হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ ক্রোড়তলে পতিঃ ॥ ১০৫ ॥ বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাত্বা দদ্যাৎ ফল-ত্রয়ম্। ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ যদ্বা প্রদোষসময়ে গৌরীশঙ্করপূজনাৎ। ভাস্করার্ঘ্যপ্রদানাচ্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ ॥ ১০৭ ॥ আর্ত্তবং কথিতং কর্ম্ম গর্ভাধানমথো শৃণু ॥ ১০৮ ॥ তদ্রাত্রাবন্ধরাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া। সদনাভ্যন্তরং গত্বা ধ্যাত্বা দেবং প্রজাপতিম্ ॥ ১০৯ ॥ স্পৃশন্ পত্নীং পঠেদ্ভর্ত্তা মায়াবীজ-পুরঃসরম্। আবয়োঃ সুপ্রজাত্যৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভব ॥ ১১০ ॥ আরুহ্য ভার্য্যয়া শয্যাং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। উপবিশ্য

দেবী যেমন গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, সেই-রূপ দশম মাসে প্রসব করিবার নিমিত্ত তুমি গর্ভধারণ কর” স্বাহান্ত এই মন্ত্র (মূল, “যথেয়ং—সূতয়ে স্বাহা”) পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুর ধ্যান করত আহুতি প্রদান করিবে। পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান-পূর্ব্বক “হে বিষ্ণো! তুমি শ্রেষ্ঠ রূপ দ্বারা এই নারীতে শ্রেষ্ঠ সন্তান আধান কর।” এতদর্থক মন্ত্র,—“বিষ্ণো—ধেহি” ও ঠদ্বন্দ্ব অর্থাৎ “স্বাহা” পদ উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। ৯৮—১০৩। অনন্তর কামবীজ-পুটিত মায়া অর্থাৎ ক্লীং হ্রীং ক্লীং এবং মায়া-পুটিত বধূ অর্থাৎ হ্রীং স্ত্রীং হ্রীং ও পুনর্ব্বার কামবীজ (ক্লীং) মায়াবীজ (হ্রীং) পাঠ করিয়া ইহার (ভার্য্যার) মস্তক স্পর্শ করিবে। পরে পতি-পুত্রবতী রমণীবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বামী দুই হস্ত দ্বারা বধূর মস্তক স্পর্শ-পূর্ব্বক বিষ্ণু, দুর্গা, বিধি ও সূর্য্যের ধ্যান করিয়া তাহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদান-পূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে। অথবা সায়ংকালে গৌরী-শঙ্কর পূজা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে দম্পতীর শোধন হইবে। এই তোমার নিকট ঋতুশোধন কর্ম্ম কহিলাম, এক্ষণে গর্ভাধান বলিতেছি—শ্রবণ কর। সেই ঋতুসংস্কারের রাত্রিতে অথবা অন্য কোন যুগ্ম-রাত্রিতে ভার্য্যার সহিত গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রজাপতি-দেবকে ধ্যান করিয়া ভর্ত্তা পত্নীকে স্পর্শ করত মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণপূর্ব্বক পাঠ করিবে যে, “হে শয্যে! আমাদের উত্তম সন্তানের নিমিত্ত তুমি শুভকরী হও” (“হ্রীং আবয়োঃ—ভব” এই মন্ত্র)। ১০৪—১১০। অনন্তর ভার্য্যার সহিত

স্ত্রিয়ং পশ্যন্ হস্তমাধায় মস্তকে। বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ॥ ১১১॥ শীর্ষে কামং শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্‌ভবং শতম্। কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতং শতম্॥ ১১২॥ হৃদয়ে দশধা মায়াং নাভৌ তাং পঞ্চবিংশতিম্। জপ্ত্বা-যোনৌ করং দত্ত্বা কামেন সহ বাগ্‌ভবম্ ১১৩ শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেহপ্যেবং সমাচরন্। বিকাশ্য মায়য়া যোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সুতাপ্তয়ে॥১১৪॥ রেতঃসম্পাতসময়ে ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিঃ। নাভেরধস্তাচ্চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং প্রপাতয়েৎ॥ ১১৫॥ শুক্র-সেকান্তরে বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ১১৬॥ যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূর্দ্যৌর্যথা বজ্রধারিণা। বায়ুনা দিগ্‌গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব॥ ১১৭॥ জাতে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্নন্যস্মিন্ বা মহেশ্বরি। তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংসবনং গৃহী॥ ১১৮॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পঞ্চ দেবান্ সমার্চ্চয়েৎ। গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসোর্ধারাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১১৯॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা সুধীঃ। ধারাহোমান্তমাপাদ্য কুর্য্যাৎ পুংসবনক্রিয়াম্॥ ১২০॥ প্রাজাপত্যশ্চরুস্তত্র চন্দ্রনামা হুতা-

শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তর-মুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক পত্নীকে দর্শন করত ঐ পত্নীর মস্তকে হস্ত আধান করিয়া বামহস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করণান্তে স্থানে স্থানে মন্ত্রজপ করিবে। মস্তকে একশত বার কামবীজ (ক্লীং) জপ করিয়া চিবুকে একশত বার বাগ্‌ভব (ঐং), কণ্ঠে রমা (শ্রীং) বীজ বিংশতিবার, স্তনদ্বয়েও শ্রীং বীজ এক এক শতবার, হৃদয়ে দশবার মায়া (হ্রীং) বীজ, নাভিতেও হ্রীং বীজ পঞ্চবিংশতি বার জপ করণানন্তর যোনিতে হস্ত প্রদান করিয়া, কামবীজের সহিত বাগ্‌ভব অর্থাৎ "ক্লীং ঐং" এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া লিঙ্গে ঐরূপ অর্থাৎ "ক্লীং ঐং" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করার পর "হ্রীং" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যোনিকে বিকাশিত করিয়া সন্তান-কামনায় পত্নীগমন করিবে। পতি রেতঃপাত সময়ে প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া নাভির নিম্নে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা-নাড়ীতে বীজ নিক্ষেপ করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি শুক্র-ত্যাগ সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—"যেমন পৃথিবী অগ্নি দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, অমরাবতী যেমন ইন্দ্র দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, দিক্ যেমন বায়ু দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও গর্ভবতী হও।" (ইহা মন্ত্রের অর্থ; মন্ত্র যথা;—"যথা—ভব")। হে মহেশ্বরি! সেই ঋতুতে অথবা অন্য ঋতুতে গর্ভ হইলে, গৃহস্থ গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন সংস্কার করিবে। ভর্ত্তা নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। ১১১—১১৯। তৎপরে সুধী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধি

শনঃ ॥১২১॥ গব্যে দধ্নি যবৈকৈকং দ্বৌ মাষাবপি নিক্ষিপেৎ। পৃচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং ভদ্রে কিং ত্বং পিবসি ত্রিঃকৃতম্ ॥১২২॥ ততঃ সীমন্তিনী ব্রূয়াৎ পুংসবনং ত্রিধা। প্রহৃষ্টা-ত্রীন্ পিবেন্নারী যবমাষযুতং দধি ॥ ১২৩ ॥ জীবৎসুতাভির্বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ। সংস্থাপ্য বামভাগে তাং চরুহোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৪ ॥ পূর্ব্ববচ্চরুমাদায় মায়াং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্। যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ ॥ ১২৫ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ। তান্ সর্ব্বান্ নাশয় দ্বন্দ্বং গর্ভরক্ষাং কুরু দ্বিঠঃ ॥ ১২৬ ॥ মন্ত্রেণানেন রক্ষোঘ্নং চিন্তয়িত্বা হুতাশনম্। রুদ্রং প্রজাপতিং ধ্যায়ন্ প্রদদ্যাদ্দ্বাদশাহুতীঃ ॥ ১২৭ ॥ ততো মায়াচন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতিপঞ্চকম্। দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ ॥ ১২৮ ॥ ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ। ততস্তু পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং স্ত্রিয়ৈ ॥ ১২৯ ॥ শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকম্। পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহশুদ্ধৌ বিধীয়তে ॥ ১৩০ ॥ বাগ্ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং

অনুসারে ধারা-হোমান্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পুংসবন-ক্রিয়া করিবে। তাহাতে প্রাজাপত্য-নামা চরু এবং চন্দ্রনামা হুতাশন। অনন্তর স্বামী গব্য-দধিতে একটী যব এবং দুইটী মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে তিনবার জিজ্ঞাসা করিবে,—"হে ভদ্রে! তুমি কি পান করিতেছ?" অনন্তর পত্নী তিনবার বলিবে যে, "হ্রীঁ পুংসবনম্" অর্থাৎ পুত্র-প্রসবের হেতু-ভূত বস্তু পান করিতেছি। পরে নারী তিন প্রহৃতি যব ও মাষকলায়-যুক্ত দধি পান করিবে। অনন্তর স্বামী জীবৎপুত্রা নারীগণের সহিত বনিতাকে যাগস্থানে আনয়ন করিবে এবং বামভাগে উপবেশন করাইয়া চরু-হোম আরম্ভ করিবে। প্রথমতঃ পূর্ব্বের ন্যায় চরু লইয়া মায়া কূর্চ্চ অর্থাৎ হ্রীং হুং উচ্চারণপূর্ব্বক বলিবে,—"গর্ভবিঘ্নকর্ত্তা যে সকল এবং গর্ভনাশক যে সকল ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতাল ও বাল-ঘাতক, তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর, গর্ভ-রক্ষা কর" (ইহা মন্ত্রার্থ)। পরে "স্বাহা" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা;—হ্রীং হুং যে—কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র দ্বারা রক্ষোঘ্ন হুতাশনের ধ্যান করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যান করত দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে। ১২০—১২৭। অনন্তর মায়া অর্থাৎ "হ্রীং" বীজের পর "চন্দ্রমসে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ আহুতি প্রদান করিয়া স্পর্শপূর্ব্বক ভার্য্যার হৃদয়ে একশত বার মায়া, লক্ষ্মী অর্থাৎ "হ্রীং শ্রীং" এই মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর স্বিষ্টকৃৎ-হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম দ্বারা পুংসবন-কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরে পঞ্চম মাসে ভার্য্যাকে পঞ্চামৃত প্রদান করিবে। শর্করা, মধু, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি,—সমভাগ এই পঞ্চ দ্রব্য পঞ্চামৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ইহা দেহশুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত। হে শিবে! স্বামী পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ দ্রব্যের

কূর্চ্চং পুরন্দরম্। পঞ্চদ্রব্যোপরি শিবে প্রজপ্য পঞ্চ পঞ্চধা। একীকৃত্যামৃতান্যত্র প্রাশয়েদ্দয়িতাং পতিঃ॥ ১৩১॥ সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যান্মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি বা। যাবন্ন জায়তেঽপত্যং তাবৎ সীমন্তনক্রিয়া॥১৩২॥ পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা স্ত্রিয়া সহ। উপবিশ্যাসনে প্রাজ্ঞঃ প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্। বিকবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়াং সমুচ্চরন্॥ ১৩৩॥ ততশ্চন্দ্রমসং ধ্যাত্বা শিবনাম্নি হুতাশনে সপ্তধা হবনং কুর্য্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ॥ ১৩৪॥ অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং প্রজাপতিম্। ধ্যাত্বা প্রত্যেকতোদ দ্যাদাহুতীঃ পঞ্চধা শিবে॥ ১৩৫॥ স্বর্ণকঙ্কতিকাং ভর্ত্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে। সীমন্তাদ্বদ্ধকেশান্তঃ কেশপাশে নিবেশয়েৎ॥ ১৩৬॥ শিবং বিষ্ণুং বিধিং ধ্যায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্। ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে॥ ১৩৭॥ সুপ্রসূয় ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ। আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুরু॥ ১৩৮॥ ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধবনাদিভিঃ॥১৩৯॥ জাতমাত্রং সুতং দৃষ্ট্বা দত্ত্বা স্বর্ণং গৃহান্তরে। পূর্ব্বোক্তবিধিনা ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ॥১৪০॥ ততঃ

প্রত্যেকের উপর বাগ্ভব, মদন, মায়া, কূর্চ্চ ও ইন্দ্র অর্থাৎ ঐং ক্লীং হ্রীং হুং, লং এই বীজ কয়েকটী পাঁচ পাঁচ বার জপ করিয়া পঞ্চামৃত একত্র করিয়া পঞ্চম মাসে পত্নীকে পান করাইবে। ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। যে পর্য্যন্ত সন্তান প্রসূত না হয়, তাহার মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কার কর্ত্তব্য। ১২৮—১৩২। জ্ঞানবান্ ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত ধারা-হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ভার্য্যার সহিত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক, 'বিকবে' 'ভাস্বতে' 'ধাত্রে' বহ্নিজায়া অর্থাৎ "বিকবে স্বাহা" ইত্যাদি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর মানব চন্দ্রমার ধ্যান করিয়া শিব নামক হুতাশনে চন্দ্রের উদ্দেশে সাতবার আহুতি প্রদান করিবে। হে শিবে! অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, প্রজাপতি,—ইঁহাদিগের ধ্যান করিয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর ভর্ত্তা দক্ষিণ-করে সুবর্ণময় কঙ্কতিকা (চিরুণী) গ্রহণ করিয়া সীমন্ত হইতে বদ্ধ কেশের (খোঁপার) অন্তর্বর্ত্তী কেশপাশে প্রবেশ করাইবে। ১৩৩—১৩৬। শিব, বিষ্ণু ও বিধিকে ধ্যান করণানন্তর মায়াবীজ অর্থাৎ "হ্রীং" এই বীজ উচ্চারণ করিয়া "ভার্য্যে—কুরু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার অর্থ,—হে ভার্য্যে! হে কল্যাণি! হে সুভগে! হে সুব্রতে! তুমি দশম মাসে উত্তম সন্তান প্রসব করিয়া প্রীত ও আয়ুষ্মতী হও এবং বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে কঙ্কতিকা তোমার তেজোবর্দ্ধিনী হউক। তুমি শুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ-হোমাদি দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে। সন্তান উৎপন্ন হইবামাত্র ধীর-ব্যক্তি সুবর্ণ প্রদান-পূর্ব্বক পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সূতিকাগার

পঞ্চাহুতীর্দ্দ্যাদগ্নিমিন্দ্রং প্রজাপতিম্। বিশ্বান্ দেবাংশ্চ ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য তদনন্তরম্ ॥ ১৪১ ॥ মধু সর্পিঃ কাংস্যপাত্রে সমানীয় সমাংশকম্। বাগ্‌ভবং শতধা জপ্ত্বা প্রাশয়েৎ তনয়ং পিতা। দক্ষহস্তানামিকয়া মন্ত্রমেমং সমুচ্চরন্ ॥১৪২॥ আয়ুর্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো। ইত্যায়ুর্জননং কৃত্বা গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ ॥১৪৩॥ কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহ্বয়েৎ। প্রায়শ্চিত্তাদিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ। নালচ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাদুৎসাহপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪৪ ॥ যাবন্ন চ্ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং ন বাধতে। প্রাগেব নাড়িকাচ্ছেদাদ্দৈবীং পৈত্রীং ক্রিয়াং চরেৎ ॥ ১৪৫ ॥ কুমার্য্যাশ্চাপি কর্ত্তব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্। ষষ্ঠে বা চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাৎ প্রকাশতঃ ॥১৪৬॥ স্নাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে। ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ সুতম্ ॥ ১৪৭ ॥ অভিষিঞ্চেচ্ছিশোর্মূর্দ্ধ্নি সহিরণ্য-কুশোদকৈঃ। জাহ্নবী যমুনা রেবা সুপবিত্রা সরস্বতী ॥ ১৪৮ ॥ নর্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাশ্চ সরাংসি চ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৯ ॥ ওঁ হ্রীং

ভিন্ন অন্ত গৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম সমাপন করিবে। পরে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মা,—ইহাঁদের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর পিতা কাংস্য-পাত্রে সমভাগ মধু ও ঘৃত লইয়া তাহাতে বাগ্‌ভব অর্থাৎ "ঐং" এই বীজ একশতবার জপ করিয়া দক্ষিণহস্তের অনামিকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করত পুত্রকে উহা পান করাইবে। মন্ত্র যথা; আয়ুঃ—শিশো। তাহার অর্থ,—হে শিশো! তোমার আয়ুঃ, তেজ, বল ও মেধা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। এইরূপ আয়ুষ্কর কার্য্য করিয়া বালকের একটী গুপ্ত নাম রাখিতে হইবে। ১৩৭—১৪৩। পরে পুত্র উপনীত হইলে, তাহাকে ঐ গুপ্ত নাম দ্বারা আহ্বান করিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্তাদি হোম সমাধান করিয়া জাতকর্ম্ম সমাপন করিবে। তদনন্তর ধাত্রী উৎসাহপূর্ব্বক নাড়ীচ্ছেদ করিবে। যে পর্য্যন্ত নাড়ীচ্ছেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত শৌচ বাধিত হয় না, অর্থাৎ অশৌচ হয় না; অতএব নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে দৈবী ও পৈত্রী ক্রিয়া আচরণ করিবে। কন্যারও এইরূপ সমস্ত কর্ম্ম অমন্ত্রক সম্পাদন করিবে। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে প্রকাশ্যে-নামকরণ করিবে। ১৪৪—১৪৬। নামকরণের সময় জননী শিশুপুত্রকে স্নান করাইয়া এবং উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করাইয়া ভর্ত্তার নিকটে আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে পূর্ব্বমুখ করিয়া বসাইবে। অনন্তর পিতা, সুবর্ণ-সহিত কুশোদক দ্বারা শিশুর মস্তকে জলসেক করিবে। (১) "জাহ্নবী, যমুনা, রেবা, সুপবিত্রা সরস্বতী, নর্ম্মদা, বরদা, কুন্তী, সাগর সকল, সরসী সকল—ইহাঁরা ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে

আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে ॥ ১৫০ ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উষতীরিব মাতরঃ ॥ ১৫১ ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৫২ ॥ অভিষিচ্য ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্ববদ্বহ্নিসংস্ক্রিয়াম্। কৃত্বা সম্পাদ্য ধারান্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ ॥ ১৫৩ ॥ অগ্নয়ে প্রথমাং দত্ত্বা বাসবায় ততঃ পরম্। ততঃ প্রজানাম্পতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ ॥ ১৫৪ ॥ ব্রহ্মণে চাহুতিং দদ্যাদ্বহ্নৌ পার্থিবসংজ্ঞকে ॥ ১৫৫ ॥ ততোহঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েদ্দক্ষিণশ্রুতৌ। স্বসাঙ্করং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ ॥১৫৬॥ শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ। ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম কৃত্বা স্বিষ্টিকৃদাদিকম্ ॥ ১৫৭ ॥ কন্যায়া নিষ্ক্রমো নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে। নামান্নপ্রাশনং চূড়াং কুর্য্যাদ্ধীমানমন্ত্রকম্ ॥ ১৫৮ ॥ চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বা কুর্য্যান্নিষ্ক্রমণং শিশোঃ ॥ ১৫৯ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনায়কম্। স্নাপয়িত্বা তু তনয়ং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্। সংস্থাপ্য পুরতো বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৬০ ॥

ষিক্ত করুন।” (২) “হে জল! তোমরা যেহেতু সুখদাতা, অতএব আমাদিগের ইহকালের অন্ন-সংস্থান ও পরকালে আমাদিগকে পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও”। (৩) “মাতার ন্যায় স্নেহযুক্ত তোমরা আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলকর-রস-ভাগী কর। হে জল সকল! তোমরা যে রস দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা যাহাতে পরিতৃপ্ত হই; সেই রস আমাদিগকে সম্ভোগ করাও।” ১৪৭—১৫২। জ্ঞানবান্ পিতা এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া, পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংস্কার করিয়া ধারা-হোমান্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করণানন্তর পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। পার্থিব নামক অগ্নিতে উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার সময় প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে এবং তৎপরে ব্রহ্মাকে আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বসাঙ্কর সুখোচ্চার্য্য তদীয় শুভ নাম শ্রবণ করাইবে। এইরূপে তিনবার নাম শ্রবণ করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ-হোম প্রভৃতি সমাধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৫১—১৫৬। কন্যা-সন্তানের নিষ্ক্রমণ নাই, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও নাই; ধীমান্ ব্যক্তি,—নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ অমন্ত্রক সম্পাদন করিবেন। চতুর্থ মাসে বা ষষ্ঠ মাসে শিশুর নিষ্ক্রমণ-সংস্কার সম্পাদন করিবে। এই নিষ্ক্রমণ-সংস্কারের সময় স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয় হইয়া গণেশের পূজা করণানন্তর বিদ্বান্ পিতা শিশুকে স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। “ব্রহ্মা,

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা। ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নির্বৃহস্পতিঃ। শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্ব্বদা॥ ১৬১॥ ইত্যুক্ত্বাঙ্কে সমাদায় গীতবাদ্য-পুরঃসরম্। বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বালং সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ॥ ১৬২॥ গত্বাধ্বনি কিয়দ্দূরং শিশুং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ॥ ১৬৩॥ ওঁ হ্রীং তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্॥ ১৬৪॥ ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা সমাগত্য নিজালয়ম্। অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় স্বজনান্ ভোজয়েৎ পিতা॥ ১৬৫॥ ষষ্ঠে মাসি কুমারস্য মাসি বাপ্যষ্টমে শিবে। পিতৃভ্রাতা পিতা বাপি কুর্য্যাদন্নাশন-ক্রিয়াম্॥ ১৬৬॥ পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদি বহ্নি-সংস্করণং তথা। এবং ধারান্তকর্ম্মাণি সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা॥ ১৬৭॥ দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তত্র শুচিনাম্নি হুতাশনে। অগ্নি-মুদ্দিশ্য প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং স্মরন্॥ ১৬৮॥ ততঃ প্রজাপতিং দেবং বিশ্বান্ দেবান্ ততঃ পরম্। ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদ্দিশ্য পঞ্চমীমাহুতীং ত্যজেৎ॥ ১৬৯॥ ততো-ঽগ্নাবন্নদাং ধ্যাত্বা দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা। তত্রাথবা গৃহেঽন্যস্মিন্ বস্ত্রালঙ্কার-শোভিতম্। ক্রোড়ে নিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতম্॥ ১৭০॥ পঞ্চপ্রাণাহুতৈর্মন্ত্রৈ-

বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা গণেশ, দিবাকার, ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বৃহস্পতি—ইহাঁরা সকলে শিশুর মঙ্গল করুন এবং পথে ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।" মন্ত্র যথা;—"ব্রহ্মা—সর্ব্বদা"। পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দপূর্ণ স্বজন-গণে পরিবৃত হইয়া গীত-বাদ্যপূর্ব্বক বালককে বাহিরে লইয়া যাইবেন। ১৫৭—১৬২। পথের কিয়দ্দূর গমন করিয়া বালককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। "শুক্রকে অতিক্রম করিয়া দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ যে চক্ষু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকি।" পিতা এই (তৎ—শতম্) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুমারকে সূর্য্য দর্শন কারইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণকে ভোজন করাই-বেন। হে শিবে! কুমারের ষষ্ঠ মাসে অথবা অষ্টম মাসে পিতা বা মাতৃভ্রাতা তাহার অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবেন। পূর্ব্ব-বৎ দেবপূজা প্রভৃতি ও বহ্নিসংস্কার করিয়া, যথাবিধানে ধারা-হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়া শুচি নামক হুতাশনে পঞ্চ আহুতি দিবেন। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম আহুতি, বাসবের উদ্দেশে দ্বিতীয় আহুতি, প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে তৃতীয় আহুতি, বিশ্বদেব-গণের উদ্দেশে চতুর্থ আহুতি, ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর পিতা অগ্নিতে অন্নদা-দেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই গৃহে বা অন্য গৃহে বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিত কুমারকে ক্রোড়ে

র্ভোজয়িত্বা তু পঞ্চধা। ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং দত্ত্বা কিঞ্চিচ্ছিশোর্মুখে॥ ১৭১॥ শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্বা সমাপয়েৎ। ইত্যন্নপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু॥ ১৭২॥ তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ। চূড়াকর্ম্ম শিশোঃ কুর্য্যাদ্বালসংস্কারসিদ্ধয়ে॥ ১৭৩॥ দেবপূজাদিধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধকঃ। সত্যাগ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়-পূরিতম্॥ ১৭৪॥ তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং স্থাপয়েদ্ বুধঃ। কবোষ্ণং সলিলঞ্চাপি ক্ষুরমেকং সুশাণিতম্॥ ১৭৫॥ আসাদ্য তনযং তত্র জনকঃ স্বীয়বামতঃ। সংস্থাপ্য জননীক্রোড়ে কবোষ্ণসলিলৈশ্চ তৈঃ॥১৭৬॥ বারুণং দশধা জপ্ত্বা সম্মার্জ্জ্য শিশুমূর্দ্ধজান্। মায়য়া কুশপত্রাভ্যাং জুটিমেকাং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৭৭॥ মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহজং ক্ষুরম্। ছিত্ত্বা তু জুটিকামূলং মাতৃহস্তে নিবেশয়েৎ॥ ১৭৮॥ কুমারমাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়ান্বিতে। শরাবে স্থাপয়েজ্জুটিং নাপিতায় পিতা বদেৎ॥ ১৭৯॥ ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় ঠদ্বয়ম্।

লইয়া পায়সামৃত পান করাইবেন। ১৬৬—১৭০। "প্রাণায় স্বাহা" "অপানায় স্বাহা," "সমানায় স্বাহা," "উদানায় স্বাহা," "ব্যানায় স্বাহা" এই পঞ্চ প্রাণাহুতি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিশুর মুখে পাঁচবার পায়সামৃত প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সমুদায় অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া ঐ শিশুর মুখে প্রদান করিবে। পরে শঙ্খ-তূর্য্যাদির ধ্বনি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম সমাধানপূর্ব্বক ক্রিয়া সমাপন করিবে। এই তোমার নিকট অন্নপ্রাশন-বিধি কহিলাম। অতঃপর চূড়াকরণ-বিধি বলিতেছি— শ্রবণ কর। জন্মকাল হইতে কুলাচারানুসারে তৃতীয় বর্ষে বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কার-সিদ্ধির নিমিত্ত বালকের চূড়াকর্ম্ম করিবে। ১৭১—১৭৩। বিচক্ষণ সাধক, দেবপূজা অবধি ধারা-হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সত্য নামক অগ্নির উত্তরদিকে বৃষগোময়-পূরিত তিল ও গোধূম-সংযুক্ত একটী নবশরাব, অল্প উষ্ণ জল এবং একখানি সুশাণিত ক্ষুর রাখিয়া দিবেন। অনন্তর পিতা, সেই স্থানে স্বীয় বামদিকে বালককে জননীর ক্রোড়ে রাখিয়া সেই সমস্ত ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা "বং" এই বরুণ-বীজ দশবার জপ করণানন্তর বালকের কেশ মার্জ্জিত করিয়া মায়া অর্থাৎ "হ্রীং" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুইটী কুশপত্র দ্বারা মস্তকে একটী জুটি (ঝুঁটি) রচনা করিবে। মায়া, লক্ষ্মী অর্থাৎ "হ্রীং শ্রীং" এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া লৌহময় ক্ষুর গ্রহণানন্তর জুটিকামূল ছেদন করিয়া মাতার হস্তে নিবেশিত করিবে। ১৭৪—১৭৮। কুমারের মাতা হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া গোময়-যুক্ত শরাবে জুটি স্থাপন করিবে। পরে পিতা, নাপিতকে বলিবে,—"হে ক্ষুরমুণ্ডিন্! (নাপিত!) তুমি সুখে এই শিশুর ক্ষৌর-কর্ম্ম কর (মূলস্থ "ক্ষুর—সাধয় স্বাহা")।

পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ সত্যনামনি পাবকে। প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্॥ ১৮০॥ নাপিতেন কৃতক্ষৌরং স্নাপয়িত্বা শিশুং ততঃ। বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ॥ ১৮১॥ স্ববামভাগে সংস্থাপ্য স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ। প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা॥ ১৮২॥ মায়া শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ। পঠিত্বৈনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণময্যা শলাকয়া। রাজত্যা লৌহময্যা বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৮৩॥ আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য সুতং ততঃ। শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা চূড়াকর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১৮৪॥ গর্ভাধানাদিচূড়ান্তং সমানং সর্ব্বজাতিষু। শূদ্রসামান্যজাতীনাং সর্ব্বমেতদমন্ত্রকম্॥ ১৮৫॥ জাতকর্ম্মাদিচূড়ান্তং কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্। কর্ত্তব্যং পঞ্চভির্বর্ণৈরেকং নিষ্ক্রমণং বিনা॥ ১৮৬॥ অথোচ্যতে দ্বিজাতীনামুপবীতক্রিয়াবিধিঃ। যস্মিন্ কৃতে দ্বিজন্মানো দৈব-পৈত্রাধিকারিণঃ॥ ১৮৭॥ গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে কুর্য্যাদুপনয়ং শিশোঃ। ষোড়শাব্দাধিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োঽপি সঃ॥ ১৮৮॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো

পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাপিতকে অবলোকন করত প্রজাপতিকে উদ্দেশ করিয়া সত্য নামক হুতাশনে আহুতিত্রয় প্রদান করিবে। অনন্তর নাপিত, বালকের ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে, পিতা সেই বালককে স্নান করাইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া অগ্নি-সমীপে আপনার বামভাগে রাখিয়া স্বিষ্টিকৃৎ-হোম করিবে। পরে প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। মায়া অর্থাৎ 'হ্রীং' "শিশো—বিভুঃ" (মুল), অর্থাৎ হে শিশো! বিভু বিশ্বস্রষ্টা তোমার মঙ্গল করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণময়ী, রজতময়ী অথবা লৌহময়ী শলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণবেধ করিবে। পরে "আপোহিষ্ঠাময়োভুব" এই মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শান্তি-কর্ম্ম ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া চূড়াকর্ম্ম সমাপন করিবে। ১৭৯—১৮৪। গর্ভাধান অবধি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার-কর্ম্ম, সকল জাতির সমান। শূদ্র ও সামান্য জাতির এই সকল সংস্কার অমন্ত্রক। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণেরই কন্যার একমাত্র নিষ্ক্রমণ ব্যতীত জাতকর্ম্মাদি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার অমন্ত্রক কর্ত্তব্য। অনন্তর দ্বিজগণের উপনয়ন-কর্ম্ম-বিধি বলিতেছি; যে কার্য্য করিলে দ্বিজগণ,—দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী হইবেন। গর্ভাষ্টমে অথবা অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বালকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন সংস্কার হইবে; যাহার ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না। সে দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী নহে। তাৎপর্য্য এই যে, অষ্টম বৎসর হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত কাল উপনয়নে অপর্য্যদস্ত, তবে গৌণ-মুখ্য ভেদ আছে।

পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ। গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্য্যাদ্দেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে। কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা যাবাদ্ধোমান্তমচরেৎ ॥১৯০॥ প্রাতঃ কৃতাশনং বালং সুস্নাতং সমলঙ্কৃতম্। শিখাং বিনা ক্ষুরকৌরং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতম্ ॥ ১৯১ ॥ ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবজতাগ্নিতঃ সমীপে চাত্মনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে ॥ ১৯২ ॥ শিষ্যাং বদেদ্‌ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস ততঃ শিশুঃ। ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥ ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশবে শান্তচেতসে। কাষায়বাসসী দদ্যাদ্দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বর্চ্চসে ॥ ১৯৪ ॥ মৌঞ্জীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাম্। তুষ্ণীক মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়াম্বরধারিণে ॥ ১৯৫ ॥ মায়ামুচ্চার্য্য সুভগা মেখলা স্যাচ্ছুভপ্রদা। ইত্যুক্তা মেখলাং বদ্ধা মৌনী তিষ্ঠেদ্‌গুরোঃ পুরঃ ॥ ১৯৬ ॥ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ১৯৭ ॥ মন্ত্রেণানেন শিশবে দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনান্বিতম্। যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বৈণবং খাদিরঞ্চ বা।

বিদ্বান্ পিতা নিত্যক্রিয়া করিয়া, পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। গৌরী প্রভৃতি যোড়শ মাতৃকাবর্গ পূজা করিবে। তৎপরে বসুধারা দিবে। ১৮৮ ১৮৯ অনন্তর দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে, পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসারে যাবদ্ধোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে সুস্নাত, কৃতাহার, উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, পঞ্চ শিখা মাত্র ব্যতিরেকে সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত, ক্ষৌমবস্ত্রে ভূষিত বালককে ছায়ামণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক সমুদ্ভব নামক অগ্নির সমীপে আপনার বামদিকে সুবিমল আসনে উপবেশন করাইয়া, গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন,—"হে বৎস! ব্রহ্মচর্য্য কর।" তৎপরে শিশু "ব্রহ্মচর্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম" ইহা গুরুর নিকট নিবেদন করিবে। অনন্তর গুরু প্রসন্ন-হৃদয় হইয়া প্রশান্ত-হৃদয় শিশুকে দীর্ঘায়ুঃ ও তেজোবৃদ্ধির নিমিত্ত কষায়-রঞ্জিত বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন। কাষায়-বসনধারী ঐ বালককে গুরু, মুঞ্জময়ী বা কুশময়ী গ্রন্থিযুক্ত ত্রিবৃৎ মেখলা মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক দিবেন। বালক, মায়া অর্থাৎ "হ্রীং" উচ্চারণ করিয়া, "এই সুভগা মেখলা আমার কল্যাণদায়িনী হউন" এই মন্ত্র (হ্রীং সুভগা-প্রদা) পাঠপূর্ব্বক মেখলা বন্ধন করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুর সম্মুখে অবস্থান করিবে। ১৯০—১৯৬। "এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র পূর্ব্বে যাহা বৃহস্পতির সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক ছিল। আয়ুষ্কর, শ্রেষ্ঠ, শুভ্র এই যজ্ঞোপবীত তুমি ধারণ কর। তোমার বল ও তেজ বৃদ্ধি হউক" গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে কৃষ্ণাজিন-যুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বেণু-নির্ম্মিত, খদির-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, পলাশ-কাষ্ঠ-

পালাশমথবা দদ্যাৎ ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্ ॥১৯৮॥ আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ মায়য়া পুটিতেন চ। ত্রিরাবৃত্ত্যা কুশাম্ভোভিরভিষিঞ্চেদুপনীতিনম্ ॥ ১৯৯ ॥ তদঞ্জলিং দিনেশায় দাপয়েদ্ ব্রহ্মচারিণম্। তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ দর্শয়েদ্ভাস্করং গুরুঃ ॥ ২০০ ॥ দৃষ্ট্বা ভাস্করমাচার্য্যো বদেন্মাণবকং ততঃ ॥ ২০১ ॥ মম ব্রতে মনো ধেহি মম চিত্তং দদামি তে জুষস্বৈকমনা বৎস মম বাচোহস্তু তে শিবম্ ॥ ২০২ ॥ হৃদি স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বৈনং কিংনামাসীতি তং বদেৎ। শিষ্যস্ত্বমুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে ॥ ২০৩ ॥ কস্য ত্বং ব্রহ্মচারীতি গুরৌ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি। শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রূয়াদ্ ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহম্ ॥২০৪॥ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারী ত্বমাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ। ইত্যুক্ত্বা সদ্গুরুঃ পশ্চাদ্দেবেভ্যস্তং সমর্পয়েৎ ॥ ২০৫ ॥ ত্বাং প্রজাপতয়ে বৎস সবিত্রে বরুণায় চ। পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ। সমর্পয়ামি তে সর্ব্বে রক্ষন্তু ত্বাং নিরন্তরম্ ॥ ২০৬ ॥ ততো মাণবকো বহ্নিং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ। গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাসনে পুনরা-

---

নির্ম্মিত অথবা ক্ষীরবৃক্ষ-নির্ম্মিত দণ্ড প্রদান করিবেন। অনন্তর গুরু,—দণ্ড ও উপবীত-ধারী বালককে মায়া অর্থাৎ "হ্রীং" এই বীজ কর্ত্তৃক পুটিত অর্থাৎ তাহার আদি অন্তে যুক্ত "আপোহিষ্ঠা" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক কুশজল দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন; অনন্তর জল দ্বারা বালকের অঞ্জলি পূর্ণ করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী সেই জলাঞ্জলি সূর্য্য উদ্দেশে প্রদান করিলে পর, ঐ ব্রহ্মচারীকে "তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গুরু, সূর্য্য দর্শন করাইবেন। পরে আচার্য্য, দৃষ্ট সূর্য্য বালককে বলিবেন যে, "তুমি আমার ব্রতে মনোনিবেশ কর। আমি তোমাকে আমার চিত্ত প্রদান করিতেছি। হে বৎস! তুমি একমনা হইয়া আমার ব্রত আচরণ কর। আমার বাক্যে তোমার কল্যাণ হউক।" গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের হৃদয় স্পর্শপূর্ব্বক "বৎস! তোমার নাম কি?" ইহা তাহাকে বলিবেন। শিষ্য কহিবে যে, "আমি আপনার শিষ্য। আমি অমুক শর্ম্মা, আপনাকে প্রণাম করিতেছি।" ১৯৭—২০৩। হে পার্ব্বতি! পরে গুরু "তুমি কাহার ব্রহ্মচারী?"—ইহা জিজ্ঞাসিলে, শিষ্য সাবধান হইয়া কহিবে যে, "আমি আপনারই ব্রহ্মচারী।" "তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী, হুতাশন তোমার আচার্য্য" সদ্গুরু এই বাক্য বলিয়া পশ্চাৎ সেই শিষ্যকে দেবতাদিগের নিকট সমর্পণ করিবেন। দেবতাদিগের নিকট সমর্পণের মন্ত্র, যথা;—হে বৎস! তোমাকে প্রজাপতির নিকট, সবিতার নিকট, বরুণের নিকট, পৃথিবীর নিকট, বিশ্বদেবগণের নিকট এবং সমুদায় দেবতার নিকট সমর্পণ করিতেছি। তাঁহারা সকলে নিরন্তর তোমাকে রক্ষা করুন। অনন্তর মাণবক দক্ষিণাবর্ত্ত-যোগে বহ্নিকে এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার আপনার আসনে

বিশেৎ ॥ ২০৭ ॥ গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সমুদ্ভবহুতাশনে। পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ প্রিয়ে। প্রজাপতিস্তথা শক্রো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা শিবস্তথা ॥২০৮॥ মায়াদি-বহ্নিজায়ান্তৈর্জুহুয়াৎ স্বস্বনামভিঃ। অনুক্ত-মন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০৯ ॥ ততো দুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সুন্দরী ভুবনেশ্বরী। ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালা ভাস্করাদিনবগ্রহাঃ ॥ ২১০ ॥ প্রত্যেকনাম্না হুত্বৈতান্ বাসসাচ্ছাদ্য বালকম্। পৃচ্ছেন্মাণবকং প্রাজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যাভিমানিনম্। কো বাশ্রমস্তে তনয় ব্রূহি কিং তে মনোগতম্ ॥ ২১১ ॥ ততঃ শিষ্যঃ সাবহিতো ধৃত্বা গুরুপদদ্বয়ম্। করোতু মামাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ ॥ ২১২ ॥ এবং প্রার্থয়মানস্য দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা। শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা তারং সর্ব্বমন্ত্রময়ং শিবে। ব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ২১৩॥ ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তশ্ছন্দস্ত্রিষ্টু-বুদাহৃতম্। অধিষ্ঠাত্রী তু সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিয়োগিতা ॥ ২১৪ ॥ আদৌ তৎ সবিতুঃ পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ। ভর্গঃপদান্তে দেবস্য ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ২১৫ ॥ তৎপরে পরমেশানি ধিয়ো যো নঃ প্রচো-

উপবেশন করিবে। হে প্রিয়ে! পরে গুরু, শিষ্যকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া, সমুদ্ভব নামক হুতাশনে প্রজাপতি, শক্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব —এই পঞ্চদেবের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবেন। আদিতে মায়া অর্থাৎ হ্রীং অন্তে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা-যুক্ত পঞ্চদেবের নিজ নিজ নামোল্লেখ করিয়া আহুতি দিবে। যথা,—"হ্রীং প্রজাপতয়ে স্বাহা" ইত্যাদি। যে মন্ত্রে কোন বিধি উক্ত হয় নাই, সে মন্ত্রেও এই প্রকার বিধি কথিত হইল অর্থাৎ, নামের পূর্ব্বে হ্রীং, শেষে স্বাহা বলিতে হইবে। অনন্তর দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্রাদি দশ-দিক্‌পাল, ভাস্করাদি নবগ্রহ,—প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে আহুতি প্রদান করিয়া বালককে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রাজ্ঞ গুরু ব্রহ্মচর্য্যাভিমানী ঐ মাণবককে জিজ্ঞাসিবেন,—"হে তনয়! এক্ষণে তোমার কি আশ্রম এবং তোমার মনোগত ভাব কি, তাহা বল।" ২০৭—২১১।

অনন্তর শিষ্য সাবধান হইয়া গুরুর পাদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক বলিবে,—"ব্রহ্মোপদেশ প্রদান দ্বারা আমাকে আশ্রমী করুন।" হে শিবে! এইরূপ প্রার্থনাকারী শিশুর দক্ষিণ-কর্ণে গুরু, সর্ব্ব-মন্ত্রময় প্রণব তিনবার শ্রবণ করাইয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রী শ্রবণ করাইবেন। সদাশিব এই সাবিত্রীর ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন; ত্রিষ্টুপ—ছন্দঃ; সাবিত্রী—অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; মোক্ষার্থে বিনিয়োগ। প্রথমতঃ "তৎ সবিতুঃ" পশ্চাৎ "বরেণ্যং" এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে "ভর্গঃ" এই পদের পর "দেবস্য ধীমহি" এই পদ পাঠ করিবে। হে পরমেশ্বরি! তৎপরে "ধিয়ো যো নঃ প্রচো-

দদ্যাৎ। পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরু-র্বদেৎ। ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতি-পাদ্যতে ॥ ২১৬ ॥ পাতা হর্ত্তাচ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ২১৭ ॥ অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ। তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ ॥ ২১৮ ॥ জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টু দীব্যতো বিভোঃ। অন্তর্গতং মহদ্বর্চো বর-ণীয়ং যতাত্মভিঃ ॥ ২১৯ ॥ ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্ ॥ ২২০ ॥ যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ ॥ ২২১ ॥ ইত্থমর্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সদ্‌গুরুঃ। শিষ্যং নিযোজয়েদ্দেবি গৃহস্থা-শ্রমকর্ম্মসু ॥ ২২২ ॥ ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং বৎসেদানীং পরিত্যজ। শাস্ত্রবোদিতমার্গেণ দেবান্ পিতৄন্ সমর্চ্চয় ॥ ২২৩ ॥ ব্রহ্ম-বিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্। প্রাপ্তো গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয় ॥ ২২৪ ॥ উপবীতদ্বয়ং দিব্যবস্ত্রালঙ্করণানি চ। গৃহাণ পাদুকাচ্ছত্রং গন্ধমাল্যানুলেপ-নম্ ॥ ২২৫ ॥ ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিন-সমন্বিতম্। যজ্ঞসূত্রং মেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডকম্ ॥ ২২৬ ॥ আচারাদর্জ্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে শিবে। শুক্লোপবীত-

দদ্যাৎ” এবং পুনর্ব্বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ বলিবেন ;— “ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব দ্বারা পরমেশ্বর প্রতি-পাদিত হন, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা যে দেব প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই দেব ত্রিলো-কের আত্মা। তিনি ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব ভূ ভুঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য ব্রহ্ম। যিনি প্রণব এবং ব্যাহৃতির বাচ্য, তিনিই সাবিত্রী দ্বারা জ্ঞেয় সবিতা অর্থাৎ জগদ্রূপ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াশ্রয় বিভুর অন্তর্গত যোগী-দিগের বরণীয় সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন সেই মহাজ্যোতিকে ধ্যান করি ; যে মহাজ্যোতি সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর। আমাদিগের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সমুদায়কে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে প্রেরণ করুন অর্থাৎ বিনিযোজিত করুন।” হে দেবি! সদ্‌গুরু এই প্রকার অর্থ-সহিত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ২১২—২২২। “হে বৎস! এক্ষণে ব্রহ্ম-চর্য্যোচিত বেশ পরিত্যাগ কর। শম্ভু-প্রদর্শিত পথ অনুসারে দেব ও পিতৃগণকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চিত কর। ব্রহ্মবিদ্যার উপ-দেশে এক্ষণে তোমার কলেবর পবিত্র হইয়াছে। তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্ত হই-য়াছ। অতএব তুমি গৃহস্থাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম কর। উপবীতদ্বয়, দিব্যবস্ত্র, অলঙ্কার, পাদুকা, ছত্র, গন্ধ, মাল্য এবং অনুলেপন গ্রহণ কর। অনন্তর কৃষ্ণাজিন-সমন্বিত কাষায়-বসন, যজ্ঞসূত্র, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও আচার অনুসারে উপার্জ্জিত ভিক্ষা গুরুকে

যুগলং পরিধায়াম্বরে শুভে ॥ ২২৭ ॥ গন্ধ-মাল্যধরস্তূষ্ণীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ। ততো গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যমেতদ্বদেদ্গুরুঃ ॥ ২২৮ ॥ জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব। স্বাধ্যায়াশ্রমকর্ম্মাণি যথাধর্ম্মেণ সাধয় ॥২২৯॥ ইত্যাদিশ্য দ্বিজং পশ্চাৎ সমুদ্ভবহুতাশনে। মায়াদিপ্রণবান্তেন ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রয়েণ চ ॥ ২৩০ ॥ হাবয়িত্বা ত্রিধাচার্য্যঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরন্। দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং ভদ্রে ব্রতকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২৩১ ॥ জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতান্তাঃ পিতৃতো নব। উদ্বাহঃ পিতৃতো বাপি স্বতো-

সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত-যুগল ও উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া, গন্ধ ও মাল্য ধারণপূর্ব্বক আচার্য্য-সমীপে মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবে। আচার্য্য, গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে ইহা কহিবেন,—'তুমি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞান-পর হও। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র লঙ্ঘন না করিয়া অধ্যয়ন ও গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম সকল সম্পাদন কর।" গুরু, দ্বিজ শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিয়া, প্রথমতঃ মায়া, সর্ব্বশেষে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা সমুদ্ভব নামক হুতাশনে তিনবার হোম করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ-হোম আচরণ করত, হে ভদ্রে! পূর্ণাহুতি প্রদানানন্তর উপনয়ন-ক্রিয়া সমাপ্ত করিবেন। হে প্রিয়ে! জীবসেক অবধি উপনয়ন পর্য্যন্ত নয়টী সংস্কার পিতা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে; উদ্বাহ-সংস্কার পিতা অথবা স্বয়ং নিষ্পাদিত

২পি সিধ্যতি প্রিয়ে ॥২৩২॥ বিবাহাহ্নি কৃতস্নানঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতী। পঞ্চ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য গৌর্য্যাদিমাতৃকাস্তথা। বসোর্ধারাং কল্পয়িত্বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ২৩৩ ॥ রাত্রৌ প্রতিশ্রুতং পাত্রং গীতবাদ্যপুরঃসরম্। ছায়ামণ্ডপমানীয় উপবেশ্য বরাসনে ॥ ২৩৪ ॥ বাসবাভিমুখং দাতা পশ্চিমাভিমুখো বিশেৎ। আচম্য স্বস্তিমৃদ্ধিঞ্চ কথয়েদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ২৩৫ ॥ সাধুপ্রশ্নং বরং পৃচ্ছেদর্চ্চনাপ্রশ্নমেব চ। বরাৎ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা পাদ্যাদ্যৈর্বরমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥ সমর্পয়ামি বাক্যেন দেয়দ্রব্যং সমর্পয়েৎ। পাদয়োরর্পয়েৎ পাদ্যং

করিতে পারেন। কার্য্যকুশল ব্যক্তি, বিবাহদিবসে স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া করিয়া পঞ্চদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। পরে বসুধারা দিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। ২২৩—২৩৩। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বর-পাত্র গীতবাদ্য-সহকারে নিশাকালে আগত হইলে তাহাকে ছায়ামণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক বরাসনে পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে। দাতা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। কন্যাদাতা প্রথমতঃ আচমন করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বস্তি ও ঋদ্ধি বলিবেন। অনন্তর কন্যাদাতা বরের নিকট সাধু-প্রশ্ন ও অর্চ্চনা-প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর লইয়া পাদ্যাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিবেন। "সমর্পয়ামি" বাক্য দ্বারা দেয়দ্রব্য সমর্পণ করিবে। চরণদ্বয়ে পাদ্য

শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৭ ॥ আচম্যং বদনে দদ্যাদ্গন্ধং মাল্যং সুবাসসী। দিব্যাভরণরত্নানি যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥ ততস্তু ভাজনে কাংস্যে কৃত্বা দধি ঘৃতং মধু। সমর্পয়ামি বাক্যেন মধুপর্কং করেঽর্পয়েৎ ॥ ২৩৯ ॥ বরোঽপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ নিধায় চ। দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাণাহুত্যাক্তমন্ত্রকৈঃ ॥ ২৪০ ॥ পঞ্চদাঘ্রায় তৎ পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ। মধুপর্কং সমর্প্যৈবং পুনরাচাময়েদ্বরম্ ॥ ২৪১ ॥ দূর্ব্বাক্ষতাভ্যাং জামাতুর্বিধৃত্য জানু দক্ষিণম্। স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসদিতি মাসপক্ষতিথী-

এবং মস্তকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। মুখে আচমনীয় প্রদান করিয়া উত্তম বসন-যুগল, গন্ধমাল্য, উত্তম আভরণ, রত্ন ও যজ্ঞসূত্র সমর্পণ করিবে। পরে কাংস্যপাত্রে দধি, ঘৃত ও মধু রাখিয়া, এই মধুপর্ক "সমর্পয়ামি" অর্থাৎ সমর্পণ করিতেছি, এই বাক্য পাঠপূর্ব্বক হস্তে প্রদান করিবে। বরও সেই মধুপর্ক-পাত্র গ্রহণ করিয়া বাম-হস্তে রাখিয়া প্রাণাহুতি মন্ত্র—"প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি পাঠ করিয়া দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পাঁচবার আঘ্রাণ লইয়া সেই পাত্র উত্তরদিকে স্থাপন করিবে। এইরূপে মধুপর্ক সমর্পণ করিয়া বরকে পুনরাচমন করাইবে। অনন্তর দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণজানু ধরিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ-পূর্ব্বক "তৎ সৎ" এই বাক্য উচ্চারণ এবং মাস, পক্ষ ও তিথি

স্তুতঃ ॥ ২৪২ ॥ সমুল্লিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াদ্বরমুত্তমম্। গোত্রপ্রবরনামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ ॥ ২৪৩ ॥ ষষ্ঠ্যন্তানি সমুচ্চার্য্য বরস্য জনকাবধি। দ্বিতীয়ান্তং বরং ব্রূয়াদ্গোত্রপ্রবরনামভিঃ ॥ ২৪৪ ॥ তথৈব কন্যামুল্লিখ্য ব্রাহ্মোদ্বাহেন পণ্ডিতঃ। দাতুং ভবন্তমিত্যুক্ত্বা বৃণেঽহমিতি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৪৫ ॥ বৃতোঽস্মীতি বরো ব্রূয়াৎ ততো দাতা বদেদ্বরম্। যথাবিহিতমিত্যুক্ত্বা বিবাহকর্ম্ম কুর্ব্বিতি। বরো ব্রূয়াদ্যথাজ্ঞানং করবাণি

উল্লেখ করিয়া বরের প্রপিতামহ হইতে পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র-প্রবর-সহিত ষষ্ঠ্যন্ত নাম উচ্চারণ, ঐরূপ গোত্র-প্রবরাদি-সহিত বরের দ্বিতীয়ান্ত নাম উল্লেখপূর্ব্বক উত্তম বরকে বরণ করিবে। ২৩৪—২৪৪। পরে ঐরূপ কন্যার প্রপিতামহ অবধি পিতা পর্য্যন্ত তিন পুরুষের ষষ্ঠ্যন্ত নাম, গোত্র ও প্রবরের সহিত উচ্চারণ করিয়া, ঐরূপ গোত্র-প্রবর-সহিত দ্বিতীয়ান্ত কন্যার নাম উল্লেখপূর্ব্বক, "ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা কন্যাদান করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমি বরণ করিতেছি" ইহা বিদ্বান্ কন্যাদাতা বলিবেন। অনন্তর বর বলিবে,—"বৃতোঽস্মি" অর্থাৎ বৃত হইলাম। পরে কন্যাদাতা বরকে "যথাবিহিতং" ইহা বলিয়া "বিবাহকর্ম্ম কুরু" অর্থাৎ যথাবিধানে বিবাহ কার্য্য কর, ইহা বলিবেন। বর তদুত্তরে বলিবেন,—"যথাজ্ঞানং করবাণি" অর্থাৎ আমার যেরূপ জ্ঞান আছে, তদনুরূপ করিতেছি।

তদুত্তরম্ ॥ ২৪৬ ॥ ততঃ কন্যাং সমানীয় বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্। বস্ত্রান্তরেণ সংছাদ্য স্থাপয়েদ্বরসম্মুখম্ ॥ ২৪৭ ॥ পুনর্বরং সমভ্যর্চ্য বাসোঽলঙ্করণাদিভিঃ। বরস্য দক্ষিণে পাণৌ কন্যাপাণিং নিযোজয়েৎ ॥ ২৪৮ ॥ তন্মধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বূলমেব বা। দত্ত্বার্চ্চয়িত্বা তনয়াং বরায় বিদুষেঽর্পয়েৎ ॥ ২৪৯ ॥ প্রাগ্বৎ ত্রিপুরুষাখ্যানং নিমিত্তাখ্যানমেব চ। আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ ॥ ২৫০ ॥ কন্যাভিধাং দ্বিতীয়ান্তামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাম্। সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ন্ ॥ ২৫১ ॥ তুভ্যমহমিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সম্প্রদদে বদন্। বরঃ স্বস্তীতি স্বীকুর্য্যাৎ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ ॥ ২৫২ ॥ ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যয়া সহ। বর্ত্তিতব্যং বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ ॥ ২৫৩ ॥ দাতা কামো গ্রহীতাপি কামায়াদাচ্চ কামিনীম্। কামেন ত্বাং প্রগৃহ্লামি কামঃ পূর্ণোঽস্তু চাবয়োঃ ॥ ২৫৪ ॥ ততো বদেৎ সম্প্রদাতা কন্যাং জামাতরং প্রতি। প্রজাপতিপ্রসাদেন যুবয়োরভিবাঞ্ছিতম্। পূর্ণমস্তু শিবঞ্চাস্তু ধর্ম্মং

পরে বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিতা কন্যাকে আনিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বরের সম্মুখে সংস্থাপন করিবে। পরে কন্যাদাতা পুনর্ব্বার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিয়া বরের দক্ষিণহস্তে কন্যার হস্ত সংস্থাপন করিবে এবং সেই হস্ত মধ্যে ফল, তাম্বূল ও পঞ্চরত্ন প্রদান করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক সেই বিদ্বান্ বরকে কন্যা-সমর্পণ করিবে। ঐ কন্যাসমর্পণ করিবার কালে প্রথমে নিজ কামনা উল্লেখ করিয়া তিন পুরুষের নাম উল্লেখপূর্ব্বক নিমিত্ত কীর্ত্তন করিয়া চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। পরে ঐরূপ তিন পুরুষের নাম উল্লেখপূর্ব্বক কন্যার দ্বিতীয়ান্ত নাম এবং "অর্চ্চিতাম্ অলঙ্কৃতাং সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকাং" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পরে "তুভ্যমহং" এই বাক্য কথনান্তে "সম্প্রদদে" এই বাক্য পাঠ করিয়া কন্যা দান করিবে। বর "স্বস্তি" এই কথা বলিয়া প্রতিগ্রহ করিবে। সম্প্রদাতা বরকে বলিবে,—'তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে, অর্থ বিষয়ে, ও কাম বিষয়ে, ভার্য্যার সহিত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে। বর "বাঢ়ং বর্ত্তিতব্যং" অর্থাৎ তাহাই করিব—এই কথা বলিয়া এইরূপ কাম-স্তুতি পাঠ করিবে, —"কাম সম্প্রদান করিতেছেন, কামই প্রতিগ্রহ করিতেছেন, কামই কামহেতু কামিনী গ্রহণ করিয়াছেন। হে ভার্য্যে! আমি কামজন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, আমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক।" ২৪৫—২৫৪। পরে কন্যা-সম্প্রদাতা,—কন্যা ও জামাতার প্রতি বলিবেন,—"প্রজাপতি-প্রসাদে তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক এবং তোমাদের কল্যাণ হউক; তোমরা একত্র হইয়া ধর্ম্ম পালন কর।"

পালয়স্তং যুবাম্ ॥ ২৫৫ ॥ তত আচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ সম্প্রদাতা সুমঙ্গলৈঃ। পরস্পরশুভালোকং কারয়েদ্বর-কন্যয়োঃ ॥ ২৫৬ ॥ ততো হিরণ্যরত্নানি যথাশক্ত্যনুসারতঃ জামাত্রে দক্ষিণাং দদ্যাদচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ২৫৭ ॥ বরস্তু ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তদ্রাত্রৌ দিবসেঽপি বা। কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ॥ ২৫৮ ॥ যোজকাখ্যঃ পাবকোঽত্র প্রাজাপত্যশ্চরুঃ স্মৃত। ধারান্তং কর্ম্ম সম্পাদ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীর্বরঃ ॥ ২৫৯ ॥ শিবং দুর্গাং তথা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্। ধ্যাত্বৈকৈকং সমুদ্দিশ্য জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ২৬০ ॥

অনন্তর সম্প্রদাতা মঙ্গল-গীত-বাদ্য শঙ্খ প্রভৃতি ধ্বনিপূর্ব্বক কন্যা ও বরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের শুভদৃষ্টি করাইবেন। পরে যথাশক্তি জামাতাকে কাঞ্চন ও রত্ন দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। পরে সেই রাত্রিতে বা তৎপর দিবসে বর, ভার্য্যার সহিত একত্র হইয়া কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানানুসারে বহ্নি স্থাপন করিবে। এই কুশণ্ডিকা স্থলে যোজক নামক বহ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চরু নির্দ্দিষ্ট আছে। বর ধারাহোম পর্য্যন্ত সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া (নিম্নলিখিত-মতে) পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও চন্দ্র,—এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে এক এক আহুতি সংস্কৃত হুতাশনে দিবে। ২৫৫—২৬০। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ

ভার্য্যায়াঃ পাণিযুগলং গৃহ্ণীয়াদিত্যুদীরয়ন্। পাণিং গৃহ্ণামি সুভগে গুরুদেবরতা ভব। গার্হস্থ্যং কর্ম্ম ধর্ম্মেণ যথাবদনুশীলয় ॥ ২৬১ ॥ ঘৃতেন স্বামিদত্তেন লাজৈর্ভ্রাতৃহুতৈঃ শিবে। প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্বেদাহুতীর্বধূঃ ॥ ২৬২ ॥ প্রদক্ষিণীকৃত্য বহ্নিমুত্থায় ভার্য্যয়া সহ। দুর্গাং শিবং রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ। যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্দিশ্য ত্রিস্ত্রিধা হবনং চরেৎ ॥ ২৬৩ ॥ অশ্মমণ্ডলিকাসপ্তারোহৌ কুর্য্যাদমন্ত্রকম্। নিশায়াঞ্চেৎ তদা স্ত্রীভিঃ পশ্যেদ্‌ধ্রুবমরুন্ধতীম্ ॥ ২৬৪ ॥ প্রত্যা-

করত বর, ভার্য্যার পাণিযুগল গ্রহণ করিবে;—"হে সুভগে! আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি; তুমি গুরুভক্তি ও দেবতা-ভক্তি-পরায়ণা হইয়া, ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে গৃহস্থ-কর্ম্মের আচরণ কর।" মন্ত্র যথা;—পাণিং—শীলয়্। হে শিবে! পরে বধূ, স্বামিদত্ত ঘৃত এবং ভ্রাতৃদত্ত লাজ দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে। পরে বর, ভার্য্যার সহিত উত্থানপূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, দুর্গা, লক্ষ্মী, শিব, বিষ্ণু, ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মা,—ইহাদের যুগ্ম যুগ্ম উদ্দেশ করিয়া, অর্থাৎ প্রত্যেক দম্পতীর উদ্দেশে তিন তিনবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর মন্ত্র পাঠ না করিয়া, শিলারোহণ ও সপ্তপদী গমন করিবে। যদি বিবাহ-রাত্রিতেই কুশণ্ডিকা হয়, তাহা হইলে বর ও বধূ, পুরস্ত্রীগণের সহিত মিলিত হইয়া অরুন্ধতী

বৃত্যাসনে সম্যগুপবিশ্য বরস্ততঃ। স্বিষ্টিকৃদ্ধোমতঃ পূর্ণাহুত্যন্তেন সমাপয়েৎ ॥ ২৬৫ ॥ ব্রাহ্মো বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সবর্ণয়া। কুলধর্ম্মানুসারেণ গোত্রভিন্নাসপিণ্ডয়া ॥২৬৬॥ ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী। তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ পুনঃ॥ ২৬৭ ॥ তস্যা অপত্যে তদ্বংশে বিদ্যমানে কুলেশ্বরি। শৈবোত্তবাস্তপত্যানি দায়ার্হাণি ভবন্তি ন ॥ ২৬৮ ॥ শৈবাস্তদন্বয়াশ্চৈব লভেরন্ ধনভাজিনঃ। যথাবিভবমাচ্ছাদ্যং গ্রাসঞ্চ পরমেশ্বরি ॥ ২৬৯ ॥ শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে। চক্রস্য নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি২৭০ চক্রানুষ্ঠানসময়ে স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ। পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহং কুর্য্যাদ্বীরঃ সমাহিতঃ ॥ ২৭১ ॥ ভৈরবীবীরবৃন্দেষু স্বাভিপ্রায়ং নিবেদয়েৎ। আবয়োঃ শাম্ভবোদ্বাহে ভবন্তিরনুমন্যতাম্ ॥ ২৭২ ॥ তেষামনুজ্ঞামাদায় জপ্ত্বা সপ্তাক্ষরং মনুম্। অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা প্রণমেৎ কালিকাং পরাম্ ॥ ২৭৩ ॥ ততো বদেৎ তাং রমণীং কৌলানাং সন্নিধৌ শিবে। অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু ॥ ২৭৪ ॥ গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্বৃত্বা সা কৌলা

দর্শন করিবে। পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আসনে যথারীতি উপবেশনপূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম অবধি পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত সকল কার্য্য সমাপন করিবে। ২৬১—২৬৫। ভিন্ন-গোত্রা অসপিণ্ডা সবর্ণার সহিত কুল-ধর্ম্মানুসারে বিহিত ব্রাহ্ম-বিবাহ নির্দ্দোষ। যে ভার্য্যা ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা পরিগৃহীত হয়, সেই ভার্য্যাই গৃহেশ্বরী হইয়া থাকেন। এই পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বার ব্রাহ্ম-বিবাহ করিতে পারিবে না। হে কুলেশ্বরি! ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত পত্নীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অথবা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান থাকিতে, শৈব-বিবাহে বিবাহিত ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে পারে না। হে পরমেশ্বরি! শৈব-বিবাহ দ্বারা বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অথবা তদ্বংশীয় সন্তানগণ, ধনাধিকারী ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৬৬—২৬৯। শৈব-বিবাহ দুই প্রকার। কুল-চক্রেই এরূপ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে। চক্রের নিয়মানুসারে এক প্রকার; যাবজ্জীবন-স্থায়ী দ্বিতীয় প্রকার। চক্রানুষ্ঠান সময়ে বীরাচারী একাগ্রচিত্তে শাক্ত-সাধক স্বজনবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া, পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে বিবাহ করিবে। ভৈরবী এবং বীরাচারিগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিবে,—"আমাদের উভয়ের শৈব-বিবাহ বিষয়ে আপনারা অনুমতি করুন।" তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, সপ্তাক্ষর মন্ত্র অর্থাৎ "পরমেশ্বরি স্বাহা" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া, পরমা কালিকাকে প্রণাম করিবে। হে শিবে! অনন্তর কৌলবর্গের নিকটে সেই রমণীকে বলিবে যে, "আমাকে অকপট-চিত্তে পতিভাবে বরণ কর।" হে

দম্বিতং তুতঃ। সুশ্রদ্দধানা দেবেশি করৌ দদ্যাৎ করোপরি ॥ ২৭৫ ॥ ততোঽভিষিঞ্চে-চ্চক্রেশো মন্ত্রেণানেন দম্পতী। তদা চক্রস্থিতাঃ কৌলা ব্রূয়ুঃ স্বস্তীতি সাদরম্ ॥২৭৬॥ রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী। বগলা কমলা নিত্যা যুবাং রক্ষন্তু ভৈরবী ॥ ২৭৭॥ অভিষিঞ্চেদ্দ্বাদশধা মধুনা বার্ঘ্যপাথসা। ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্ শ্রাবয়েদ্বাগ্‌ভবং রমাম্ ॥ ২৭৮ ॥ যদ্যদঙ্গীকৃতং তত্র তাভ্যাং পাল্যং প্রযত্নতঃ। শাম্ভবোক্তবিধানেন কুলীনাভ্যাং কুলেশ্বরি ॥ ২৭৯ ॥ বয়োবর্ণবিচারো-ঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনামুদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ ॥ ২৮০ ॥ পরিণীতা শৈবধর্ম্মে চক্রনির্দ্ধারণেন যা। অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্ট্বা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ২৮১॥ শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যমনুলোমেন মাতৃবৎ। সমাচরেদ্বিলোমেন তত্তু সামান্যজাতিবৎ ॥ ২৮২ ॥ এষাং সঙ্করজাতীনাং সর্ব্বত্র পিতৃকর্ম্মসু। ভোজ্যপ্রদানং কৌলানাং ভোজনং বিহিতং ভবেৎ ॥ ২৮৩ ॥ নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন-মৈথুনম্।

দেবেশি! পরে সেই কৌলা-কামিনী, অতিশয় শ্রদ্ধান্বিতা হইয়া, গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা প্রিয়তম পতিকে বরণ করিয়া তাঁহার হস্তের উপর হস্ত প্রদান করিবে। অনন্তর চক্রেশ্বর, এই মন্ত্র দ্বারা সেই দম্পতীকে অভিষেক করিবেন। সেই সময়ে চক্রস্থিত সমুদায় বীরগণ আদর-সহকারে "স্বস্তি" এই বাক্য বলিবেন। ২৭০—২৭৬ "রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, কমলা, নিত্যা ও ভৈরবী—ইহাঁরা তোমাদের উভয়কে রক্ষা করুন (ইহা অর্থ; মন্ত্র যথা;—রাজ—ভৈরবী)" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মদ্য অথবা অর্ঘ্যজল দ্বারা দ্বাদশবার উভয়ের অভিষেক করিবেন। পরে সেই দম্পতী প্রণাম করিলে, জ্ঞানী চক্রেশ্বর, তাঁহাদিগকে বাগ্‌ভব, রমা অর্থাৎ "ঐং শ্রীং" এই বীজদ্বয় শ্রবণ করাইবেন। হে কুলেশ্বরি! সেই কুলীন দম্পতী, সেই শৈব-বিবাহ-স্থলে যাহা যাহা অঙ্গীকার করিবেন, তাহা শিবোক্ত-বিধানানুসারে তাঁহাদিগকে প্রযত্ন দ্বারা পালন করিতে হইবে। এই শৈব বিবাহ-স্থলে বয়স ও বর্ণ-বিচার নাই। শম্ভুর আদেশক্রমে ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই বিবাহ করিবে। যে স্ত্রী শৈবধর্ম্ম-চক্র-নিয়মানুসারে বিবাহিতা, সন্তানার্থী বীর তাহার নিয়মিত ঋতুকাল দেখিয়া চক্র-নিবৃত্তি কালে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। অনুলোম-ক্রমে অর্থাৎ বর উচ্চ জাতীয়, কন্যা নীচ-জাতীয়া —এমন স্থলে ঐ কন্যার গর্ভজ সন্তানকে মাতার যে জাতি, সেই জাতিবৎ ব্যবহার করিবে। বিলোমক্রমে অর্থাৎ পাত্র নীচ-জাতীয় ও কন্যা উচ্চ-জাতীয়া হইলে, তদ্গর্ভ-সমুৎপন্ন অপত্যকে সামান্য জাতির ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই সমুদায় সঙ্কর-জাতির পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কৌল ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য-দ্রব্য-প্রদান ও ভোজন করাইতে হইবে।

সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্ ॥ ২৮৪ ॥ অতএব মহেশানি শৈবধর্ম্মনিষেবণাৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভুর্ভবতি নান্যথা ॥ ২৮৫

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে কুশণ্ডিকা-দশবিধ-সংস্কারবিধির্নাম নবম উল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

দশম উল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ। কুশণ্ডিকাবিধির্নাথ সংস্কারাশ্চ দশ শ্রুতাঃ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১ ॥ কস্মিন্ কস্মিংশ্চ সংস্কারে প্রতিষ্ঠাসু চ কাস্বপি। কুশণ্ডিকাবিধানঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ শঙ্কর ॥ ২ ॥ কর্ত্তব্যং বা ন কর্ত্তব্যং তন্মমাচক্ষ তত্ত্বতঃ। মৎপ্রীতয়ে মহেশান জীবানাং মঙ্গলায় চ ॥ ৩ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। জীবসেকাদিবিবাহান্তদশসংস্কারকর্ম্মসু। যত্র যদ্‌বিহিতং ভদ্রে সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪ ॥ তদেব কার্য্যং মনুজৈস্তত্ত্বজ্ঞৈর্হিতমিচ্ছুভিঃ। অন্যত্র যদ্বিধাতব্যং তচ্ছৃণুষ্ব বরাননে ॥ ৫ ॥ বাপী-কূপ-তড়াগানাং দেবপ্রতিকৃতেস্তথা। গৃহারাম-ব্রতাদীনাং প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসু প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ সর্ব্বত্র পঞ্চদেবানাং মাতৃণামপি পূজনম্।

হে দেবি! ভোজন ও মৈথুন মানবগণের স্বভাবতই প্রিয়। অতএব তাহার সংক্ষেপের নিমিত্ত এবং হিতসাধনের নিমিত্ত শৈবধর্ম্মে তাহার সীমা নিরূপিত হইল। অতএব হে মহেশ্বরি! শিবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সেবন হেতু মানব,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়—সন্দেহ নাই। ২৭৭—২৮৫।

নবম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম উল্লাস।

দেবী কহিলেন,—হে নাথ! তোমার নিকট দশবিধ সংস্কার ও কুশণ্ডিকা-বিধি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকট বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বিধান প্রকাশ কর। হে শঙ্কর! কোন্ সংস্কারে অথবা কোন্ প্রতিষ্ঠাতে কুশণ্ডিকা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, তাহা আমার প্রীতির নিমিত্ত এবং জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত যথার্থরূপে আমার নিকট বল। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে ভদ্রে! গর্ভাধান অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে যে কার্য্যে যাহা বিহিত আছে, তাহা আমি সবিশেষ বলিয়াছি। হে বরাননে! আমি উক্ত প্রকারে যে স্থলে যাদৃশ বিধান করিয়াছি, হিতাকাঙ্ক্ষী তত্ত্বজ্ঞ মানবগণ, সেই রূপই অনুষ্ঠান করিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে যেরূপ বিধান হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৫। হে প্রিয়ে! সকল বাপী, কূপ, তড়াগ, দেব-প্রতিমা, গৃহ, উদ্যান, ব্রত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে পঞ্চ-

বসোর্ধারা চ কর্ত্তব্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-কুশণ্ডিকে ॥৭॥ স্ত্রীণাং বিধেয়কৃত্যেষু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে। দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যমেকং সমুৎ-সৃজেৎ ॥ ৮ ॥ দেবমাত্রার্চ্চনং তত্র বসুধারা কুশণ্ডিকা। ভক্ত্যা স্ত্রিয়া বিধাতব্যা ঋত্বিজা কমলাননে ॥ ৯ ॥ পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো জ্ঞাতয়ো ভগিনীসুতঃ। জামাতর্ত্বিগ্‌দৈব-পিত্রে শস্তাঃ প্রতিনিধৌ শিবে ॥ ১০ ॥ বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥১১॥ কৃত্বা নিত্যোদিতং কর্ম্ম মানবঃ সুসমাহিতঃ গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্তীশং ভূপতিং যজেৎ ॥ ১২ ॥ ততো দর্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্পয়েৎ প্রণবং স্মরন্। পঞ্চভির্নবভির্বাপি সপ্তভিস্ত্রিভিরেব বা ॥ ১৩ ॥ নির্গর্ভৈশ্চ কুশৈঃ সাগ্রৈর্দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ। সার্দ্ধদ্বয়া-বর্ত্তনেন উর্দ্ধাগ্রৈ রচয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ১৪ ॥ বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধে পার্ব্বণাদৌ ষড়্‌বিপ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। একোদ্দিষ্টে তু কথিত এক এব দ্বিজঃ শিবে ॥ ১৫ ॥ ততো বিপ্রান্ কুশময়ানেকস্মিন্নেব ভাজনে। কৌবেরাভিমুখান্ কৃত্বা স্নাপয়েদ-মুনা সুধীঃ ॥ ১৬ ॥ হ্রীং শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ১৭ ॥ ততস্তু গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ কুশ-

---

দেবতার পূজা, মাতৃগণের পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকা কর্ত্তব্য। যে কর্ম্ম স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইবে, তাহাতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নাই; কেবল দেবগণের ও পিতৃ-গণের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে। হে কমলাননে! স্ত্রীলোক পুরো-হিত দ্বারা ভক্তি-সহকারে দেব ও ষোড়শ-মাতৃকার অর্চ্চনা, বসুধারা-দান এবং কুশ-ণ্ডিকা করিবে। হে শিবে! প্রতিনিধি পক্ষে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, জ্ঞাতি, ভাগিনেয়, জামাতা ও পুরোহিত,—দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে প্রশস্ত। হে কালিকে! যথাযথরূপে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ বলিতেছি, শ্রবণ কর। মানব, নিত্য-কর্ম্ম সমাধান করিয়া, অতীব একাগ্রতা সহকারে গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাস্তুদেব ও ভূস্বামীর অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর প্রণব স্মরণ করত দর্ভময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিবে। পাঁচ গাছ, নয় গাছ, সাত গাছ, বা তিন গাছ গর্ভশূন্য সাগ্র কুশপত্র দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্ত-যোগে সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টন করিয়া, অর্থাৎ আড়াই পেঁচ দিয়া, উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিবে। হে শিবে! বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এবং পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধে ছয়টী ব্রাহ্মণ কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটীমাত্র ব্রাহ্মণ কথিত হইয়াছে। ৬—১৫। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি, কুশময় ব্রাহ্মণগণকে একপাত্রে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক এই অর্থাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—"শন্নো—নঃ", অর্থাৎ জলদেবতা আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গল-বিধান করুন। জলদেবতা আমাদের পানের নিমিত্ত মঙ্গল বিধান করুন। জলদেবতা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ বর্ষণ করুন। অনন্তর ঐ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি

ভূসুরান্ ॥ ১৮ ॥ পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্ম-যুগ্মক্রমাৎ সুধীঃ। ষট্‌ পাত্রাণি সদর্ভাণি স্থাপয়েৎ তুলসীতিলৈঃ ॥ ১৯ ॥ পাত্রদ্বয়ং পশ্চিমায়াং যাম্যে পাত্রচতুষ্টয়ম্। পূর্ব্বাস্যানুত্তরমুখান্ ষড্ বিপ্রানুপবেশয়েৎ ॥ ২০ ॥ দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামযাম্যয়োঃ। পিতৃর্মাতামহস্যাপি পক্ষৌ তৌ বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥ ২১ ॥ নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখ্যশ্চ মাতরঃ। মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ। শ্রাদ্ধে নাম্নাভ্যুদয়িকে সমুল্লেখ্যা বরাননে ॥ ২২ ॥ দক্ষাবর্ত্তেনোত্তরাস্যো দৈবং কর্ম্ম সমাচরেৎ। বামাবর্ত্তেন দক্ষাস্যঃ পিতৃকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৩ ॥ সর্ব্বং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবে। লঙ্ঘনাম্মাতৃমাতৃণাং শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ কৌবেরাভিমুখে হ্যনুজ্ঞাবাক্যং দৈবে প্রকল্পয়েৎ। যাম্যাস্যঃ কল্পয়েদ্বাক্যং পিত্র্যে মাতামহেঽপি চ। তত্রাদৌ দৈবপক্ষে তু বাক্যং শৃণু শুচিস্মিতে ॥ ২৫ ॥ কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্। উত্তরং কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমুক্ত্বা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৬ ॥ পিত্রাদীনাং ত্রয়াণাঞ্চ মাত্রাদীনাং তথৈব চ। মাতামহা-

পশ্চিমদিকে ও দক্ষিণদিকে তুলসীপত্র ও তিলের সহিত দুইটী দুইটী একত্র করিয়া, সদর্ভ ছয়টী পাত্র স্থাপন করিবে। পশ্চিমদিকে স্থাপিত দুইটী পাত্রে ও দক্ষিণদিকে স্থাপিত পাত্র-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে পূর্ব্বাস্য ও উত্তরাস্য ছয়টী ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে স্থাপিত পাত্রদ্বয়ে দুইটী ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং দক্ষিণদিকে স্থাপিত পাত্র-চতুষ্টয়ে চারিটী ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে। ১৬—২০। হে পার্ব্বতি! পশ্চিমদিকে দেবপক্ষ, দক্ষিণদিকের বামভাগে পিতৃপক্ষ এবং দক্ষিণভাগে মাতামহ-পক্ষ জানিবে। হে বরাননে! আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে 'নান্দীমুখ' এবং মাতৃগণকে 'নান্দীমুখী' পদে বিশেষিত করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। মাতামহ প্রভৃতি ও মাতামহী প্রভৃতিরও এইরূপ উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা উত্তরমুখ হইয়া দৈবকর্ম্ম করিবে এবং বামাবর্ত্ত দ্বারা দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃকর্ম্ম সাধন করিবে। হে শিবে! এইরূপ দৈবাদি ক্রমে সমুদায় কর্ম্ম করিবে। মাতার মাতাপিতাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, পিতৃকর্ম্মে দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা দক্ষিণাস্য হইবে না। দৈবকর্ম্মের সময় উত্তরাভিমুখ হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য পাঠ করিবে এবং পৈত্র ও মাতামহাদির কর্ম্মকালে দক্ষিণাস্য হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে। হে শুচিস্মিতে! প্রথমে দৈবপক্ষের বাক্য শ্রবণ কর। ২১—২৫। হে প্রিয়ে! সাধক-শ্রেষ্ঠ, প্রথমতঃ কাল ও নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ "উত্তরং কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং" এই কথা বলিয়া পিতৃপ্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—মাতৃপ্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী,—

নাঞ্চ মাতামহাদীনামপি প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥ ষষ্ঠ্যন্তং কীর্ত্তয়েন্নাম গোত্রোচ্চারণপূর্ব্বকম্। বিশ্বেষাঞ্চৈব দেবানাং শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥ ২৮ ॥ কুশনির্ম্মিতয়োঃ পশ্চাদ্বিপ্রয়োরহমিত্যপি। করিষ্যে পরমেশানীত্যনুজ্ঞাবাক্যমারিতম্ ॥ ২৯ ॥ বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য পিতৃপক্ষে তু পার্ব্বতি। তথা মাতামহস্যাপি পক্ষেঽনুজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩০ ॥ ততো জপেদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবে ॥ ৩১ ॥ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি ॥ ৩২ ॥ পঠিত্বৈনং ত্রিধা হস্তে জলমাদায় সত্তমঃ। বং হুং ফড়িতি মন্ত্রেণ শ্রাদ্ধদ্রব্যাণি শোধয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ আগ্নেয্যাং পাত্রমেকন্তু সংস্থাপ্য কুলনায়িকে। রক্ষোঘ্নমমৃতং প্রোচ্য যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ মে ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভাজনে তস্মিংস্তুলসীদলসংযুতম্। নিধায় সলিলং দেবি দেবাদিক্রমতঃ সুধীঃ। বিপ্রেভ্যো জলগণ্ডূষং দত্ত্বা দদ্যাৎ কুশাসনম্ ॥ ৩৫ ॥ তত আবাহয়েদ্বিদ্বান্ বিশ্বান্ দেবান্ পিতৄংস্তথা। মাতৄর্মাতামহাংশ্চাপি তথা মাতামহীঃ শিবে ॥ ৩৬ ॥ আবাহ্য পূজয়েদাদৌ বিশ্বান্

মাতামহপ্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং মাতামহী প্রভৃতি তিনজনের * অর্থাৎ মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর গোত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত নাম কীর্ত্তন করিবে। ইহার পর "বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং" এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। হে পরমেশ্বরি! পরে, "কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং", অনন্তর "করিষ্যে" ইহা বলিবে। ইহার নাম অনুজ্ঞাবাক্য। হে পার্ব্বতি! পিতৃপক্ষে এবং মাতামহ-পক্ষে "বিশ্বেষাং দেবানাং" এই পদ পরিত্যাগ করিয়া অনুজ্ঞাবাক্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৭—৩০ হে শিবে! অনন্তর দশবার ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী জপ করিবে। "দেবতাগণকে, পিতৃগণকে, মহাযোগিগণকে, পুষ্টিকে এবং স্বাহাকে নমস্কার। এইরূপ অভ্যুদয়িক-কার্য্য নিত্য হউক (ইহা মন্ত্রার্থ। মন্ত্র যথা;—দেব—ভবন্ত্বিতি)" সাধু ব্যক্তি, এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক "বং হুং ফট্‌" এই মন্ত্র দ্বারা শ্রাদ্ধদ্রব্য সকল শোধন করিবে, অর্থাৎ সেই মন্ত্রপূত-জলে শোধিত করিবে। হে কুলনায়িকে! পরে অগ্নিকোণে একটী পাত্র স্থাপন করিয়া "রক্ষোঘ্নমমৃতং" বলিয়া "মম যজ্ঞরক্ষাং কুরুষ" ইহা বলিয়া, সেই পাত্রে তুলসীপত্র-যুক্ত জল রাখিয়া, হে দেবি! সুবুদ্ধি শ্রাদ্ধকর্ত্তা, দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে দেবাদি ক্রমে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া কুশাসন প্রদান করিবে। ৩১—৩৫। হে শিবে! অনন্তর বিদ্বান্ ব্যক্তি,—বিশ্বদেবগণকে, পিতৃত্রয়কে, মাতৃত্রয়কে, মাতামহত্রয়কে এবং মাতামহীত্রয়কে

---

* ইহারা যথাক্রমে পিতৃত্রয়, মাতৃত্রয়, মাতামহত্রয় এবং মাতামহীত্রয় নামে কোন কোন স্থলে উল্লিখিত হন।

দেবাংস্ততো যজেৎ। পিতৃত্রয়ং তথা মাতৃত্রয়ং মাতামহত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ মাতামহীত্রয়ঞ্চাপি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ। ধূপৈর্দীপৈশ্চ বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে। পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং কুর্য্যাদ্দৈবক্রমাচ্ছিবে ॥ ৩৮ ॥ মণ্ডলং রচয়েদেকং মায়য়া চতুরস্রকম্। দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে কুর্য্যাৎ তদ্বৎ পক্ষদ্বয়োরপি ॥ ৩৯ ॥ বারুণপ্রোক্ষিতেষ্বেষু পাত্রাণ্যাসাদ্য সাধকঃ। তেন ক্ষালিতপাত্রেষু সর্ব্বোপকরণৈঃ সহ। পানার্থপাথসান্নানি ক্রমেণ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥ ততো মধুযবান্ দত্ত্বা

আবাহন করিবে। আবাহন করিয়া প্রথমতঃ বিশ্বদেবগণের পূজা করিবে; পরে পিতৃত্রয়, মাতৃত্রয়, মাতামহত্রয় ও মাতামহীত্রয়কে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, ধূপ, দীপ, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে হে বরাননে! হে শিবে! পূজা করিয়া দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পাত্র-পাতন প্রশ্ন করিবে। অনন্তর মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চারণ করিয়া দেবপক্ষে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিবে। পরে পিতৃপক্ষে এবং মাতামহ-পক্ষে ঐরূপ হ্রীং উচ্চারণপূর্ব্বক দুই দুইটী মণ্ডল রচনা করিবে। সাধক বরুণবীজ অর্থাৎ বং মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত ঐ মণ্ডলে ক্রমশঃ পাত্র সমুদায় স্থাপিত করিয়া, বীজ দ্বারা প্রক্ষালিত পাত্রে সমুদায়ে উপকরণের সহিত ও পানার্থ জলের সহিত ক্রমশঃ অন্ন পরিবেশন করিবে। ৩৭—৪০। পরে অন্ন সমুদায়ে মধু এবং যব প্রদান করিয়া "হ্রাং হ্রুং ফট্"

হ্রাংহ্রুংফড়িতিমন্ত্রকৈঃ। সংপ্রোক্ষ্যান্নানি সর্ব্বাণি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৄন্ ॥ ৪১ ॥ মাতৄর্মাতামহান্ মাতামহীরুল্লিখ্য তত্ত্ববিৎ। নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিধা পঠেৎ ॥ ৪২ ॥ শেষান্ন-পিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ কুর্য্যাদাদ্যে ততঃ পরম্ ॥ ৪৩ ॥ দত্তশেষৈরক্ষতাদ্যৈর্ম্মলুরফলসন্নিভান্। দ্বিজাৎপ্রাপ্তোত্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥ অন্যন্তু কল্পয়েদেকং পিণ্ডং তৎসমমম্বিকে। আস্তরেন্নৈর্ঋতে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুতান্ ॥ ॥ ৪৫ ॥ যে যে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে বেহপি ব্যালব্যাঘ্রহতাশ্চ যে ॥ ৪৬॥ যেহবান্ধবা বান্ধবা বা

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সমুদায় অন্ন প্রোক্ষিত অর্থাৎ জল-সিক্ত করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, বিশ্বদেবগণকে, পিতৃগণকে, মাতৃগণকে, মাতামহগণকে, মাতামহীগণকে উল্লেখ করিয়া সমুদায় অন্ন ক্রমশঃ নিবেদন করিবেন। পরে গায়ত্রী ও 'দেবতাভ্যঃ' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। হে আদ্যে! তৎপরে শেষান্ন-প্রশ্ন ও পিণ্ড প্রশ্ন করিবে। হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দত্তাবশিষ্ট অক্ষতাদি দ্বারা বিল্বসদৃশ দ্বাদশটী পিণ্ড রচনা করিবে। হে অম্বিকে! তাদৃশ অপর একটী পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। পরে নৈর্ঋত-কোণে মণ্ডলোপরি যবসংযুক্ত দর্ভ বিছাইবে। "যাঁহাদের পিণ্ড লোপ হইয়াছে, আমার বংশে যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-রহিত, যাঁহারা অগ্নি-

যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। মদ্দত্তপিণ্ডতোয়াভ্যাং তে যান্তু তৃপ্তিমক্ষয়াম্ ॥ ৪৭ ॥ দত্ত্বা পিণ্ডম-পিণ্ডেভ্যো মন্ত্রাভ্যাং সুরবন্দিতে। প্রক্ষাল্য হস্তাবাচান্তঃ সাবিত্রীং প্রজপংস্ততঃ। দেবতা-ভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ উচ্ছিষ্টপাত্রপুরতঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ। দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৯ ॥ পূর্ব্বমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য কুশাংস্তেষাস্তরেৎ কৃতী। অভ্যুক্ষ্য বায়ুনা দর্ভান্ পিতৃদর্ভক্রমাচ্ছিবে। ঊর্দ্ধে মূলে চ মধ্যে চ ত্রীংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৫০ ॥ আমন্ত্রণেন প্রত্যেকং নাম্নে চোচ্চার্য্য মহেশ্বরি। স্বধয়া বিতরেৎ পিণ্ডং যবমধ্বাকসংযুতম্ ॥ ৫১ ॥ পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষঞ্চ বিকীর্য্য লেপ-ভাজিনঃ। প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকো-দ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৫২ ॥ দেবতাপিতৃ-তৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং দশধা জপেৎ। দেব-তাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা পিণ্ডান্ সংপূজয়েৎ ততঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রজ্বাল্য ধূপং দীপঞ্চ নিমীল্য নয়ন-দ্বয়ম্। দিব্যদেহধরান্ পিতৄনশ্নতঃ কব্য-

দগ্ধ, অথবা যাঁহারা সর্প-ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক নিহত, যাঁহারা আমার অবান্ধব, বান্ধব বা যাঁহারা অন্যজন্মে আমার বান্ধব, তাঁহারা আমাকর্ত্তৃক দত্ত এই পিণ্ড ও জল দ্বারা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করুন।” ৪১—৪৭। হে সুরবন্দিতে! এই (যে মে—ক্ষয়াম্) মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত অপিণ্ডদিগকে পিণ্ড দান করিয়া, হস্ত প্রক্ষালনানন্তর কৃতাচমন হইয়া গায়ত্রী জপ ও 'দেবতাভ্যঃ' এই মন্ত্র তিন-বার জপ করিয়া মণ্ডল রচনা করিবে। হে দেবি! প্রাজ্ঞ শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পিতৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্ছিষ্ট-পাত্রের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে দুইটী দুইটী মণ্ডল রচনা করিবেন। হে শিবে! বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বমন্ত্র অর্থাৎ বং বীজ দ্বারা ঐ সকল মণ্ডল প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে কুশ আস্তীর্ণ করিবে। পরে বায়ুবীজ (যং) দ্বারা দর্ভ সকল অভ্যুক্ষিত করিয়া পিতৃদর্ভ-ক্রমে অর্থাৎ তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভের মূলে, মধ্যে এবং ঊর্দ্ধে (পিতৃত্রয়, মাতৃত্রয়, মাতামহত্রয়, মাতামহীত্রয়কে) তিন তিন টী পিণ্ড প্রদান করিবে। হে মহেশ্বরি! প্রত্যেকের সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া স্বধা পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে যব-মধু সংযুক্ত পিণ্ড প্রদান করিবে। এইরূপে পিণ্ডদানান্তে পিণ্ড-শেষ ছড়াইয়া করলেপ দ্বারা অর্থাৎ অন্নযুক্ত হস্ত কুশে ঘর্ষণ করিয়া লেপভোজী অর্থাৎ চতুর্থ হইতে সপ্তম পুরুষকে প্রীতি-যুক্ত করিবে। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এই বিধি অর্থাৎ লেপভোজি-পিতৃগণ-প্রীণন-বিধি নাই। দেবতাদিগের ও পিতৃগণের পরি-তৃপ্তির নিমিত্ত দশবার গায়ত্রী জপ ও তিন-বার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডের পূজা করিবে; তৎপরে ধূপদীপ প্রজ্বালনান্তে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া “দিব্যদেহধারী পিতৃগণ যজ্ঞস্থলে কব্য অর্থাৎ স্ব-উদ্দেশে দত্তদ্রব্য ভোজন করিতেছেন” ভাবনা করিয়া পরে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই

মধ্বরে। বিভাব্য প্রণমেত্তাযানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ। স্বর্গঃ পিতা মে তত্তৃপ্তৌ তৃপ্তমস্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৫৫॥ ততো নির্ম্মাল্যমাদায় প্রার্থয়েদাশিষঃ পিতৄন্ ॥ ৫৬ ॥ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবা মম ॥ ৫৭ ॥ দাতারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহুন্নান্নানি সন্তু মে। যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ যাচামি কঞ্চন ॥ ৫৮ ॥ দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিণ্ডান্ বিসৃজেৎ তদনন্তরম্ তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ পক্ষেষু ত্রিষু তত্ত্ববিৎ ॥ ৫৯ ॥ গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্যোঽপি পঞ্চধা দৃষ্ট্বা বহ্নিং রবিং বিপ্রমিদং পৃচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬০ ॥ ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমুদীরয়েৎ। দ্বিজো বদেৎ সম্যগেব সাঙ্গং জাতং বিধানতঃ ॥ ৬১ ॥ অঙ্গবৈগুণ্যশান্ত্যর্থং প্রণবং দশধা জপন্। অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ ॥ ৬২ ॥ পাত্রীয়ান্নানি পিণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ। বিপ্রাভাবে গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬৩ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমিদং প্রোক্তং নিত্যসংস্কারকর্ম্মণি।

অর্থাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণকে প্রণাম করিবে। "পিতাই আমার পরম ধর্ম্ম, পিতাই আমার পরম তপস্যা, পিতাই আমার স্বর্গ; পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত হয়।" (মন্ত্র যথা;—পিতা—জগৎ)। ৪৮—৫৫। পরে নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া পিতৃগণের নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে;—করুণাময় পিতৃগণ! আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। আমার সর্ব্ব বেদজ্ঞান, সন্তান ও বান্ধবগণ নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। আমাকে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। আমার বহু অন্ন হউক; আমার নিকট সর্ব্বদা যাচ্ঞা করুন। আমি যেন কোন ব্যক্তির নিকট যাচ্ঞা না করি।" (মন্ত্র যথা আশিষো—কঞ্চন)। অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ও পিণ্ড-সকলকে বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি,—দেবপক্ষে, পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে দক্ষিণা প্রদান করিবে। পরে দশবার গায়ত্রী ও পাঁচবার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' এই মন্ত্র জপ করিয়া অগ্নি ও সূর্য্য দর্শনানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে;—"ইদং শ্রাদ্ধং" ইহা উচ্চারণ করিয়া "সাঙ্গং জাতম্?" ইহা বলিবে, অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধ সকল অঙ্গ-কার্য্যের সহিত কৃত হইয়াছে? ব্রাহ্মণ বলিবেন যে, "বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতম্।" অর্থাৎ যথাবিধানে সম্পূর্ণরূপে সকল কার্য্যের সহিত কৃত হইয়াছে। পরে অঙ্গবৈগুণ্য-শান্তির নিমিত্ত দশবার প্রণব জপ করিয়া, অচ্ছিদ্রাভিবিধান দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে পাত্রীয় অন্ন এবং পিণ্ড ব্রাহ্মণকে দিবে। ব্রাহ্মণ না পাওয়া যাইলে গো কিংবা ছাগগণকে প্রদান করিবে, অথবা উহা জলে নিক্ষেপ করিবে। নিত্য অর্থাৎ অবশ্য-

শ্রাদ্ধে পর্ব্বণি কর্ত্তব্যে পার্ব্বণত্বেন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবেশয়োঃ। পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ নৈতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৃন্ নান্দীমুখান্ বদেৎ। নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈস্থিত্যত্র স্বধায়ৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬ ॥ পিত্রাদিত্রয়মধ্যে তু যো জীবতি বরাননে। তস্যোর্দ্ধ্বতনমুল্লিখ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৬৭ ॥ জনকাদিষু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ। তেষু প্রীতেষু দেবেশি শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৬৮ ॥ জীবৎপিতরি কল্যাণি নাস্ত্যশ্রাদ্ধাধিকারিতা। মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পত্ন্যাস্তথা নান্দীমুখং বিনা ॥ ৬৯ ॥ একোদ্দিষ্টে তু কৌলেশি বিশ্বদেবান্ ন পূজয়েৎ। একমেব সমুদ্দিশ্য নুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০ ॥ দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাদন্নং পিণ্ডঞ্চ মানবঃ। যবস্থানে তিলা দেয়াঃ সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭১ ॥ প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষোঽয়ং গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ। মৃতং সমুল্লিখেৎ প্রেতং বাক্যেদানেঽন্নপিণ্ডয়োঃ ॥ ৭২ ॥ একমুদ্দিশ্য যচ্ছ্রাদ্ধমেকোদ্দিষ্টং তদুচ্যতে। প্রেতস্যান্নে চ পিণ্ডে চ মৎস্যং মাংসং নিযোজয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ যৎ

কর্ত্তব্য সংস্কারে এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কথিত হইল। অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধকে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। ৫৬—৬৪। দেবতাদি-প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা এবং তীর্থপ্রাপ্তিতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। এই সমস্ত শ্রাদ্ধ-কার্য্যে পিতৃগণকে "নান্দীমুখ" বিশেষণে বিশেষিত করিবে না এবং "নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ" এই স্থলে "নমঃ স্বধায়ৈ" এই পদ উচ্চারণ করিবে। হে বরাননে! পিতা প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষের উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন (তাঁহার উল্লেখ করিবেন না)। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ,—এই তিন পুরুষই জীবিত থাকিলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। হে দেবেশি! তাঁহারা প্রীত হইলেই শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞফল লাভ করিতে পারিবে। হে কল্যাণি! পিতা জীবিত থাকিতে মাতার শ্রাদ্ধ, পত্নীর শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোন শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার নাই। হে কুলেশ্বরি! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার সময় বিশ্বদেবগণের পূজা করিবে না। সেস্থলে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা-বাক্য কল্পনা করিবে। ৬৫—৭০। মানব দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অন্ন ও পিণ্ডদান করিবে। ইহাতে যব স্থানে তিল দিতে হইবে; অপর সমুদায়ই পূর্ব্ববৎ। প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলে বিশেষ এই যে, ইহাতে গঙ্গাদির পূজা করিবে না এবং বাক্য-রচনা, অন্নদান ও পিণ্ডদানাদির সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ করিবে। এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ, তাহা একোদ্দিষ্ট নামে কথিত হয়। প্রেতশ্রাদ্ধে প্রেতের অন্নে ও পিণ্ডে মৎস্য ও মাংস প্রদান করিবে। হে কুলনায়িকে!

কুরুতে নরঃ। প্রেতশ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুলনায়িকে ॥ ৭৪ ॥ গর্ভস্রাবাজ্জাতমৃতাদন্যত্র মৃতজাতয়োঃ। কুলাচারানুসারেণ মানবোহশৌচমাচরেৎ ॥ ৭৫ ॥ দ্বিজাতীনাং দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ। শূদ্রসামান্যয়োর্দেবি মাসেনাশৌচকল্পনা ॥ ৭৬ ॥ অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে। শৃণ্বতোঽপি গতাশৌচে সপিণ্ডস্য মৃতিং শিবে ॥ ৭৭ ॥ অশুচির্নাধিকারী স্যাদ্দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি। ঋতে কুলার্চ্চনাদাদ্যে তথা প্রারব্ধকর্ম্মণঃ ॥ ৭৮ ॥ পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে। ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ ॥ ৭৯ ॥ তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা। মোহাদ্ভর্ত্তুশ্চিতারোহাদ্ভবেন্নরকগামিনী ॥৮০॥ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকাস্তু তেষামাজ্ঞানুসারতঃ। প্রবাহয়েদ্বা নিখনেদ্দাহয়েদ্বাপি কালিকে ॥৮১॥ পুণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ পার্শ্বে বিশেষতঃ। কুলীনানাং সমীপে বা মরণং শস্তমম্বিকে ॥৮২॥ বিভাবয়ন্ সত্যমেকং বিস্মরন্ জগতাং ত্রয়ম্। পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৩ ॥ প্রেত-

---

মানবগণ অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিবসে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবে। যে স্থলে গর্ভস্রাব হয়, অথবা বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত হয়, তদতিরিক্ত স্থলে সন্তান জন্মিলে বা মরিলে মানবগণ কুলাচারানুসারে অশৌচ গ্রহণ করিবে। (অশৌচ-কুলাচার যথা) হে দেবি!—ব্রাহ্মণগণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগের পঞ্চদশ দিন, শূদ্র ও সামান্য জাতির একমাস অশৌচ-কল্পনা হইয়াছে। হে শিবে! অসপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে এবং সপিণ্ডের মৃত্যু, অশৌচ-কালের পর (অথচ এক বৎসরের মধ্যে) শ্রবণ করিলে, তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। ৭১—৭৭। হে আদ্যে! অশৌচযুক্ত ব্যক্তি কুলপূজা ও প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে না। হে কুলেশ্বরি! পঞ্চ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম মৃত মানুষকে শ্মশানে দগ্ধ করিবে। কুলকামিনীকে ভর্ত্তার সহিত দগ্ধ করিবে না; যেহেতু ঐ রমণী তোমার স্বরূপা, কিন্তু জগতে প্রকাশিত-শরীরা। মোহ বশতঃ ভর্ত্তার চিতারোহণ করিলেও নিরয়গামিনী হইয়া থাকে। হে কালিকে! যাঁহারা ব্রহ্ম-মন্ত্রোপাসক, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের মৃত শরীর জলে ভাসাইয়া দিবে বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে, অথবা দগ্ধ করিবে। হে অম্বিকে! পুণ্যক্ষেত্রে, তীর্থে, বিশেষতঃ দেবীর সমীপে অথবা কৌলিকদিগের সমীপে মরণই প্রশস্ত। যে ব্যক্তি মরণকালে জগত্রয় বিস্মৃত হইয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি স্বরূপ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সম্বন্ধ পরিহারপূর্ব্বক নির্লেপ, নির্গুণ, নিত্যবুদ্ধ ইত্যাদি নিজ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ৭৮—৮৩। প্রেতভূমিতে শব লইয়া তাহাকে ঘৃতাক্ত করিয়া

ভূয়ো শবং নীত্বা স্নাপয়িত্বা ঘৃতোক্ষিতম্। উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়য়েৎ তং চিতোপরি ॥৮৪॥ সম্বোধনান্তং তদ্গোত্রং প্রেতাখ্যানং সমুচ্চরন্। দত্বা পিণ্ডং প্রেতমুখে দহেদ্বহ্নিমনুং স্মরন্ ॥৮৫॥ পিণ্ডন্তু রচয়েৎ তত্র সিদ্ধান্নৈস্তণ্ডুলৈশ্চ বা। যবগোধূমচূর্ণৈর্ব্বা ধাত্রীফলসমং প্রিয়ে ॥৮৬॥ স্থিতেষু প্রেতপুত্রেষু জ্যেষ্ঠে শ্রাদ্ধাধিকারিতা। তদভাবেহন্যপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠানুক্রমতো ভবেৎ ॥৮৭॥ অশৌচান্তান্তদিবসে কৃতস্নানো নরঃ শুচিঃ। মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থমুৎসৃজেৎ তিলকাঞ্চনম্ ॥৮৮॥ গাং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতুবিনির্ম্মিতম্। ভোজ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রেতস্বর্গায় তৎসুতঃ ॥৮৯॥ গন্ধং মাল্যং ফলং তোয়ং শয্যাং প্রিয়করীং তথা। যদ্যৎ প্রেতপ্রিয়ং দ্রব্যং তৎ স্বর্গায় সমুৎসৃজেৎ ॥৯০॥ ততস্তু বৃষভঞ্চৈকং ত্রিশূলাঙ্কেন লাঞ্ছিতম্। স্বর্ণেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বর্গাপ্তয়ে ॥৯১॥ প্রেতশ্রাদ্ধোক্তবিধিনা শ্রাদ্ধং কৃত্বাতিভক্তিতঃ। ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রাহ্মণান্ কৌলান্ ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ ॥৯২॥ দানেষ্বশক্তো মনুজঃ কুর্ব্বন্ শ্রাদ্ধং স্বশক্তিতঃ। বুভুক্ষিতান্ ভোজয়িত্বা প্রেতত্বং মোচয়েৎ পিতুঃ ॥৯৩॥ আদ্যৈকোদ্দিষ্টমেতত্তু প্রেতত্বমুক্তিকারণম্। বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাদন্নং গতা-

স্নান করাইয়া উত্তরাভিমুখ করিয়া চিতার উপর শয়ন করাইবে। পরে প্রেত-গোত্র ও সম্বোধনান্ত প্রেত-নাম উল্লেখ করত প্রেত-মুখে পিণ্ড প্রদানপূর্ব্বক বহ্নিবীজ (রং) স্মরণ করত দাহ করিবে। হে প্রিয়ে! এই স্থলে সিদ্ধান্ন বা তণ্ডুল বা যবচূর্ণ বা গোধূমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল-সদৃশ পিণ্ড করিবে। প্রেতের বহু পুত্র থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রাদ্ধে অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অন্যান্য পুত্রের শ্রাদ্ধাধিকার আছে। মনুষ্য অশৌচান্তের পর-দিবসে কৃতস্নান ও শুচি হইয়া মৃত-ব্যক্তির প্রেতত্ব-বিমুক্তির নিমিত্ত তিল-কাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। সৎপুত্র মৃতের অর্থাৎ মৃত পিতার স্বর্গলাভের নিমিত্ত গো, ভূমি, বসন, যান, ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য দান করিবে। গন্ধ, মাল্য, ফল, জল, প্রিয়করী শয্যা এবং যে যে দ্রব্য (জীবিতাবস্থায়) প্রেত-ব্যক্তির প্রিয় ছিল, তৎসমস্ত প্রেতের স্বর্গলাভের নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে। ৮৪—৯০। অনন্তর তাহার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত একটী বৃষভকে ত্রিশূল-চিহ্নে চিহ্নিত ও সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া উৎসর্গ করিবে। অতীব ভক্তি-সহকারে প্রেত-শ্রাদ্ধোক্ত বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ,—কৌল ও অন্যান্য ক্ষুধিত-গণকে ভোজন করাইবে। গো প্রভৃতি দানে অসমর্থ মনুষ্য, স্বশক্তি অনুসারে, শ্রাদ্ধ করিয়া ক্ষুধিতগণকে ভোজন করাইয়া পিতার প্রেতত্ব মোচন করিবে। ইহা আদ্য একোদ্দিষ্ট ও প্রেতত্ব হইতে বিমুক্তির কারণ। অতঃপর বৎসর বৎসর মৃততিথিতে মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিতে

সবে ॥ ৯৪ ॥ বহুভির্বিবিধৈঃ কিংবা কর্ম্মভি-র্বহুভিশ্চ কিম্। সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥ ৯৫ ॥ বিনা হোমাজ্জপা-চ্ছ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কর্ম্মসু। সম্পূর্ণকার্য্য-সিদ্ধিঃ স্যাদেকয়া কৌলিকার্চ্চয়া ॥ ৯৬ ॥ শুক্লাৎ চতুর্থীমারভ্য শুভকর্ম্মাণি কারয়েৎ। অসিতাং পঞ্চমীং যাবদ্বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ৯৭ ॥ অন্যত্রাপি বিরুদ্ধেহহ্নি গুর্ব্বৃত্বিক্-কৌলিকাজ্ঞয়া। কর্ম্মাণ্যপরিহার্য্যাণি কর্ম্মার্থী কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৯৮ ॥ গৃহারম্ভঃ প্রবেশশ্চ যাত্রা রত্নাদিধারণম্। সংপূজ্যাদ্যাং পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুর্য্যাদেতানি কৌলিকঃ ॥ ৯৯ ॥ সংক্ষেপ-যাত্রামথবা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। ধ্যায়ন্ দেবীং জপন্ মন্ত্রং নত্বা গচ্ছেদ্যথামতি ॥ ১০০ ॥ সর্ব্বাসু দেবতার্চ্চাসু শারদীয়োৎ-সবাদিষু। তত্তৎকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজাং সমাচরেৎ ॥ ১০১ ॥ আদ্যাপূজোক্তবিধিনা বলিহোমং প্রযোজয়েৎ। কৌলার্চ্চনং দক্ষি-ণাঞ্চ কৃত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১০২ ॥ গঙ্গাং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ। উদ্দেশ্যমর্চ্চয়েদ্দেবং সামান্যো বিধিরীরিতঃ ॥ ১০৩ ॥ কৌলিকঃ পরমো ধর্ম্মঃ কৌলিকঃ পরদেবতা। কৌলিকঃ পরমং তীর্থং তস্মাৎ কৌলং সদার্চ্চয়েৎ ॥ ১০৪ ॥ সার্দ্ধত্রিকোটি-তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। বসন্তি

হইবে। বহুবিধানে কি ফল, বহু কর্ম্মানু-ষ্ঠানেই বা কি ফল! মানব, কৌলিক সাধকগণের অর্চ্চনা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধি লাভ করে। হোম, জপ, শ্রাদ্ধ ব্যতীতও সংস্কার বা অন্য কর্ম্মে একমাত্র কৌলিক সাধকের অর্চ্চনা করিলে সম্পূর্ণরূপে কার্য্য-সিদ্ধি হয়। ৯১—৯৬। শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত শুভকর্ম্ম সমুদায় করিবে, ইহা শিবোক্ত বিধি। কর্ম্মার্থী ব্যক্তি, গুরু, ঋত্বিক্ ও কৌলিক ব্যক্তির অনুমতি-ক্রমে অন্য বিরুদ্ধ দিনেও অপরিহার্য্য কর্ম্ম সকল করিতে পারে। কৌলিক ব্যক্তি, পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আদ্যাদেবীর পূজা করিয়া গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, যাত্রা, শঙ্খরত্ন প্রভৃতি ধারণ,—এই সকল কার্য্য করিবে। অথবা সাধক-সত্তম সংক্ষেপ-যাত্রা করিবে। সংক্ষেপযাত্রা যথা;—দেবীকে ধ্যান করত মন্ত্র-জপ ও নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবে। শারদীয় উৎসব প্রভৃতি সকল দেবতাপূজায় তত্তৎকল্পোক্ত বিধি অনুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে। আদ্যা-কালিকার পূজাস্থলে উক্ত বিধান অনুসারে বলিদান ও হোম করিতে হইবে; শেষে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা ও দক্ষিণান্ত করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে। ৯৭—১০২। গঙ্গা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিবে; ইহা সামান্য বিধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কৌলিকই পরম ধর্ম্ম, কৌলিকই পরম দেবতা, কৌলিকই পরম তীর্থ; অতএব সর্ব্বদা কৌলিক সাধকের অর্চ্চনা করিবে। সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মাদি সকল দেবতা,

কৌলিকে দেহে কিং ন স্যাৎ কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥ ১০৫ ॥ পূর্ণাভিষিক্তঃ সৎকৌলো যস্মিন্ দেশে বিরাজতে। ধন্যো মান্যঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে সুরৈঃ ॥১০৬॥ কৃতপূর্ণাভিষেকস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ। পুণ্যপাপবিহীনস্য প্রভাবং বেত্তি কো ভুবি ॥১০৭ কেবলং নররূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ। শিক্ষয়ঁল্লোকযাত্রাঞ্চ কৌলো বিহরতি ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো। বিধানমভিষেকস্য কৃপয়া শ্রাবয়স্ব মাম্ ॥১০৯॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে। গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা ॥ ১১০ ॥ প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ। নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্ ॥১১১ নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ। পূর্ণাভিষেকাৎ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥ ১১২ ॥ তত্রাভিষেকপূর্ব্বেহহ্নি সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে। যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজয়েদ্গুরুঃ ॥ ১১৩ ॥ গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাচ্ছুভপূর্ণাভিষেচনে। তদাভিষিক্তকৌলেন সংস্কারং স ধরেৎ প্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥ খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১৫ ॥ গণকে হস্য

কৌলিক-শরীরে বাস করেন, অতএব কৌলিক সাধকের পূজা করিলে কি না হয়? পূর্ণাভিষিক্ত সৎকৌলিক যে দেশে বিরাজ করেন,—ধন্য মান্য পুণ্যতম সেই দেশ দেবগণের প্রার্থনীয় হয়। পূর্ণাভিষিক্ত সুতরাং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ পাপ-পুণ্য-রহিত সাধকের পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি প্রভাব জানেন? অর্থাৎ কেহই জানেন না। কৌল ব্যক্তি, কেবল নররূপে নিখিল জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত এবং লোকযাত্রা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত ভূমণ্ডলে বিহার করেন। শ্রীদেবী কহিলেন,—হে প্রভো! পূর্ণাভিষিক্ত কৌল সাধকের মাহাত্ম্য কথিত হইল; অধুনা কৃপা করিয়া আমাকে উক্ত অভিষেকের বিধান শ্রবণ করান। ১০৩—১০৯। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—যুগত্রয়ে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই বিধান গুপ্ত ছিল। পূর্ব্বকালে গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। প্রবল কলিকালে প্রকাশ্যস্থলে কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকালে অথবা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবেন। বিনা অভিষেকে কেবল মদ্য সেবন করিলেই কৌল হয় না; যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কৌল, কুলার্চ্চক ও চক্রাধীশ্বর হইবেন। অভিষেকের পূর্ব্বদিন গুরু, সর্ব্ববিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের অর্থাৎ গণপতির পূজা করিবেন। হে প্রিয়ে! যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার করাইবেন। খান্তবর্ণের অন্তিমবর্ণ অনুস্বার-যুক্ত অর্থাৎ "গং" ইহা গণপতির

ঋষিশ্ছন্দো নীবৃদ্‌বিঘ্নস্তু দেবতা। কর্ত্তব্য-কর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা ॥ ১১৬ ॥ ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্গণপতিং শিবে ॥ ১১৭ ॥ সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর-জঠরং হস্তপদ্মৈর্দ্দধানং শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্। বালেন্দু-দীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপুরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্ত-বস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ১১৮ ॥ ধ্যাত্বৈবং মানসৈরিষ্ট্বা পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ। তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী ॥ ১১৯ ॥ উগ্রা তেজস্বিনী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী। পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলা-সনম্ ॥১২০॥ পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বো-পচারকৈঃ। অভ্যর্চ্চ তচ্চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কম্ ॥ ১২১॥ গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিকসত্তমঃ। একদন্তং রক্ততুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ। মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্ ॥ ১২২ ॥ ততো ব্রাহ্মী-মুখাঃ শক্তীর্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্। তেষামস্ত্রাণি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৩ ॥ এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমা-চরেৎ। ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈর্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুল-

বীজ। এই গণপতি-মন্ত্রের ঋষি—গণক; ছন্দঃ নীবৃৎ; দেবতা—বিঘ্ন; কর্ত্তব্য-কর্ম্মের বিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ। ছয়টী দীর্ঘস্বর-যুক্ত মূলমন্ত্র (গাং গীং ইত্যাদি) দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। হে শিবে! অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া গণপতির ধ্যান করিবে। ১১৩—১১৭। "সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, অতি স্থূলোদর, করকমল-চতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ পাশ অঙ্কুশ ও বর ধারী, বিশাল শুণ্ড-বিরাজিত-বারুণীপূর্ণ-কুম্ভ, নব-শশিকলা দ্বারা শোভমান-মৌলি, গজরাজ-বদন, বীজপুরের ন্যায় আর্দ্র গণ্ডদ্বয়, সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, রক্তবস্ত্র ও রক্ত-অঙ্গরাগ-যুক্ত গণপতিকে ভজনা কর।" এইরূপ ধ্যান-করণান্তে মানস-উপচার দ্বারা পূজা করিয়া পীঠ-শক্তিদিগের পূজা করিবে। পীঠশক্তি যথা;—তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বিনী ও সত্যা। পূর্ব্বাদিক্রমে এই অষ্ট পীঠশক্তির ও মধ্যদেশে বিঘ্ন-বিনাশিনীর পূজা করিয়া কমলাসনের পূজা করিবে। কৌলিকশ্রেষ্ঠ, পুনর্ব্বার, গণপতির ধ্যান করিয়া, মন্ত্র-শোধিত পঞ্চতত্ত্ব রূপ উপচার দ্বারা গণেশের পূজা করিয়া, পরে তাঁহার চতুর্দ্দিকে গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও বিঘ্ননাশনের পূজা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং দশদিক্‌পালের পূজা করণানন্তর তাঁহাদিগের অস্ত্র সকলের পূজা করিয়া বিঘ্নরাজকে বিসর্জ্জিত করিবে। এইরূপে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা বিঘ্ন-রাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন

সাধকান্ ॥১২৪॥ ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃত-নিত্যোদিতক্রিয়ঃ। আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্। উৎসৃজেৎ কৌল-তৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যঞ্চৈকমপি প্রিয়ে ॥ ১২৫ ॥ অর্ঘং দত্ত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবগ্রহান্। অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২৬ ॥ কর্ম্মণোঽভ্যুদয়ার্থায়, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। ততো গত্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১২৭ ॥ ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ। ত্বৎপাদাম্ভোরুহ-চ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে ॥ ১২৮ ॥

করাইবে। ১১৮—১২৪। অনন্তর পর-দিনে স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয় হইয়া জন্মাবধি-কৃত পাপরাশি-ক্ষয়ের নিমিত্ত তিল-কাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। হে প্রিয়ে! কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্যও উৎসর্গ করিবে। পরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও মাতৃগণের পূজা করিয়া, বসুধারা দিবে। পরে কর্ম্মের অভ্যুদয়-কামনায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। তাহার পর গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক ইহা প্রার্থনা করিবে;—"হে নাথ! হে কুলাচাররূপ পদ্মবনের বল্লভ! হে কৃপা-নিধে! এক্ষণে আমার মস্তকে পাদ-পদ্মের ছায়া প্রদান করুন। হে মহাভাগ! আমার শুভ পূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি লাভ করি।"

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎপ্রসা-দতঃ ॥ ১২৯ ॥ শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্। মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ ॥ ১৩০ ॥ ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে। আয়ুর্লক্ষ্মী-বলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ১৩১ ॥ ততস্তু কৃতসঙ্কল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ। কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্‌গুরুম্ ॥ ১৩২ ॥ গুরুর্ম্মনোহরে গেহে গৈরিকাদি-বিচিত্রিতে। চিত্রধ্বজ-পতাকাভিঃ ফলপল্লব-শোভিতে ॥ ১৩৩ ॥ কিঙ্কিণীজালমালাভি-শ্চন্দ্রাতপবিভূষিতে। ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্ত-মোলেশবিবর্জ্জিতে ॥ ১৩৪ ॥ কর্পূরসহিতৈ-

"হে বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেক কর। শিবের আদেশে তোমার ইচ্ছানুরূপ সিদ্ধি হউক" গুরুর নিকট এইরূপ আজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া সকল উপদ্রব-শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ু, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে। ১২৫—১৩১। অনন্তর কৃত-সঙ্কল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে। গুরু,—গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত, বিচিত্র ধ্বজ-পতাকাযুক্ত, ফল-পল্লবে শোভিত, মালাকৃতি-কিঙ্কিণী-সমূহ-যুক্ত, বিচিত্র চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত, প্রজ্বলিত-ঘৃতপ্রদীপ-শ্রেণী-প্রভাবে অন্ধকারের লেশ মাত্রেও বর্জ্জিত, কর্পূর সহিত ধূপ ও

ধূ পৈর্যক্ষধূপৈঃ সুবাসিতে। ব্যজনৈশ্চামরৈ-র্বর্হৈর্দ্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে॥ ১৩৫॥ সার্দ্ধহস্ত-মিতাং বেদীমুচ্চকৈশ্চতুরঙ্গুলাম্। রচয়েন্মৃন্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ॥১৩৬॥ পীত-রক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরম্ মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ॥১৩৭॥ স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চ্চাবধি ক্রিয়াম্। কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ॥ ১৩৮॥ সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পুরঃকল্পিত-মণ্ডলে। স্বার্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃন্ময়ং ঘটমেব বা॥ ১৩৯॥ ক্ষালিতঞ্চাস্ত্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্। স্থাপয়েদ্ব্রহ্মবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ শ্রিয়া॥ ১৪০॥ ক্ষকারাদ্যৈ-রকারান্তৈর্বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ। মূলমন্ত্র-ত্রিজাপেন পূরয়েৎ কারণেন তম্॥ ১৪১॥ অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপি বা। নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ॥ ১৪২॥ পনসোডুম্বরাশ্বত্থ-বকুলাম্রসমুদ্ভবম্। পল্লবং তন্মুখে দদ্যাদ্বাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ॥ ১৪৩॥ শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলাক্ষত-সমন্বিতম্। রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি॥ ১৪৪॥ বস্ত্রদ্বয়যুগেণ গ্রীবাং তস্য বরাননে। শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ

যক্ষধূপ অর্থাৎ ধুনা দ্বারা সুবাসিত এবং তালবৃন্ত, চামর, ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সুসজ্জিত মনোহর গৃহে চারি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ্ধহস্ত-পরিমিত মৃন্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর ঐ গৃহে পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও শ্যামল-বর্ণ অক্ষত-চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিবেন। ১৩২—১৩৭। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধি অনুসারে মানস-পূজা অবধি কার্য্য-কলাপ সমাপন করিয়া পূর্ব্ব-কথিত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করি-বেন। পঞ্চতত্ত্ব শোধনান্তে অগ্রে অস্ত্র অর্থাৎ "ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালিত, দধি ও অক্ষত দ্বারা লিপ্ত, সুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে প্রণব উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্ব-কল্পিত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি স্থাপন করিবে। পরে শ্রী অর্থাৎ "শ্রীং" এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দূর দ্বারা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর অনুস্বার-বিভূষিত 'ক্ষ' অবধি অকারান্ত পঞ্চাশৎবর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ অর্থাৎ মদিরা অথবা তীর্থজল কিংবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা তাহা অর্থাৎ ঘট পূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ নবরত্ন বা সুবর্ণ ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর কৃপানিধি গুরু বাগ্‌ভব (ঐঁ) বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক ঘটমুখে পনস, উডুম্বর, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র বৃক্ষের পল্লব স্থাপন করিবে। পরে রমা, মায়া অর্থাৎ "শ্রীং হ্রীং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফল ও আতপতণ্ডুল-সমন্বিত সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় বা মৃন্ময় শরাব পল্লবোপরি রাখিবে। হে বরাননে! বস্ত্রদ্বয় দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবা বন্ধন করিবে। হে শিবে! শক্তিমন্ত্রে ও

শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৫ ॥ স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে। নিক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নব পাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ১৪৬ ॥ রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাদ্‌গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্‌ শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥ পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ। শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৮ ॥ পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরূন্‌ দেবীং প্রতর্পয়েৎ। ততস্ত্বমৃতসম্পূর্ণঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৪৯ ॥ দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্ব ভূতবলিং হরেৎ। পীঠদেবান্‌ পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ১৫০ ॥ প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য মহেশ্বরীম্‌। স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৫১॥ হোমান্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারী-শক্তিসাধকান্‌। পুষ্পচন্দনবাসোভিরর্চ্চয়েৎ সদ্‌গুরুঃ শিবে ॥ ১৫২ ॥ অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতি কুলব্রতাঃ। পূর্ণাভিষেক-সংস্কারে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্‌ ॥ ১৫৩ ॥ এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তং ব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ ॥১৫৪॥ মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।

বিষ্ণুমন্ত্রে রক্ত ও শ্বেতবস্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরে "স্থাং স্থীং" পরে মায়া রমা অর্থাৎ "হ্রীং শ্রীং" "স্থিরীভব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থিরীকৃত ঘটান্তরে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক নয়টী পাত্র বিন্যাস করিবে। ১৩৮—১৪৬। রজত দ্বারা শক্তিপাত্র, স্বর্ণ দ্বারা গুরুপাত্র, মহাশঙ্খ অর্থাৎ নর-কপাল দ্বারা শ্রীপাত্র নির্ম্মিত এবং অন্য পাত্র সকল তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। মহাদেবীর পূজাতে পাষাণ, কাষ্ঠ ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিবে; সামর্থ্যানুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র করিবে। পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের, ভগবতীর ও আনন্দভৈরবাদির তর্পণানন্তর সুধী, অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবে। পরে ধূপ-দীপ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বভূতকে বলি প্রদান করিবে। তাহার পর পীঠদেবতাদিগের পূজাপূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরীর ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক নিজের সামর্থ্যানুসারে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। পূজাকালীন বিত্তশাঠ্য (অর্থাৎ নিজের যে প্রকার ধনাদি আছে, তাহা লুকাইয়া কার্পণ্য প্রযুক্ত কিংবা মান প্রত্যাশায় অল্প বা বেশী জাঁক-জমক) পরিত্যাগ করিবে। হে শিবে! সদ্‌গুরু, হোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পাদনান্তে পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারী, শক্তি ও সাধকদিগের অর্চ্চনা করিবেন। ১৪৭—১৫২। অনন্তর "হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের উপর অনুগ্রহ করুন এবং পূর্ণাভিষেক-সংস্কারে অনুমতি করুন" চক্রেশ্বর এই প্রকার প্রশ্ন করিলে, কৌলগণ আদরের সহিত সেই চক্রেশ্বর গুরুকে কহিবেন যে, "মহামায়ার প্রসাদে

শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ ॥ ১৫৫
শিষ্যেণ চ গুরুর্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে।
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্বিমলং
ঘটম্ ॥ ১৫৬ ॥ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ দেবতা-
ত্মক সিদ্ধিদ। ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো
ব্রহ্মরতোহস্তু মে ॥ ১৫৭ ॥ ইত্থং সঞ্চাল্য
কলশমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ। মন্ত্রৈরেতৈর্বক্ষ্য-
মাণৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ ॥ ১৫৮ ॥ শুভ-
পূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
ছন্দোহনুষ্টুব্দেবতাদ্যা প্রণবং বীজমীরিতম্।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকী-
র্ত্তিতঃ ॥ ১৫৯ ॥ গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-
বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ। দুর্গা-লক্ষ্মী-ভবান্যস্ত্বামভি-
ষিঞ্চন্তু মাতরঃ ॥ ১৬০ ॥ ষোড়শী তারিণী
নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী। এতাস্ত্বামভি-
ষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৬১ ॥
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা ॥ ১৬২॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ ॥
১৬৩ ॥ ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা
ক্ষমা। শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু
তে সদা ॥ ১৬৪ ॥ মহাকালী মহালক্ষ্মী-
র্মহানীলসরস্বতী। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বাম-
ভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৫ ॥ মৎস্যঃ কূর্ম্মো
বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা। রামো

এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনার শিষ্য পরমব্রহ্মতৎপর হইয়া পূর্ণ হউন।" অনন্তর গুরু, শিষ্য দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করাইয়া অর্চ্চিত ঘটোপরি কাম, মায়া ও রমা অর্থাৎ "ক্লীং হ্রীং শ্রীং" এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই বিমল ঘট চালনা করিবেন। ঘট-চালনার মন্ত্র ;—"উত্তিষ্ঠ—মে"। অর্থাৎ হে সিদ্ধিপ্রদ দেবতাস্বরূপ ব্রহ্মকলশ! তুমি উত্থান কর। ত্বদীয় জল ও পল্লব দ্বারা সিক্ত হইয়া মদীয় শিষ্য ব্রহ্মনিরত হউক।" অনন্তর কৃপাবান্ গুরু এই প্রকার কলস সঞ্চালন করিয়া উত্তরা-ভিমুখ শিষ্যকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল দ্বারা অভিষিক্ত করিবেন। শুভ পূর্ণাভিষেকের সদাশিব ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, আদ্যা দেবতা, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকরূপ কার্য্যে বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৫৩—১৫৯। (১) "গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী ও মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন।" (২) "মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী, তোমাকে অভিষিক্ত করুন।" (৩) "জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, বগলা, বরদা ও শিবা—ইহাঁরা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।" (৪) 'নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী ও রৌদ্রী—এই সকল শক্তিগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন।" (৫) "ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া ও শান্তি—ইহাঁরা সর্ব্ব সময়ে তোমাকে অভিষিক্ত করুন।" (৬) "মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীল-সরস্বতী, উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা, সর্ব্বদা তোমকে অভি-ষিক্ত করুন।" (৭) "মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ,

ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৬ ॥ অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ। কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৭ ॥ কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী। বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৮ ॥ ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা। ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ ১৬৯ ॥ রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ। রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ ॥ ১৭০ ॥ নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ। ঋতুর্মাসো হায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৭১ ॥ লবণেক্ষু-সুরা-সর্পির্দধিদুগ্ধ-জলান্তকাঃ। সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৭২ ॥ গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥১৭৩॥ অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ। তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং মহীধরাঃ ॥ ১৭৪॥পাতালভূতল-ব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পাথসা ॥১৭৫॥ দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্ম্মনস্যং তথা শুচঃ। বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ পরমব্রহ্মতেজসা ॥ ১৭৬॥ অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো

নৃসিংহ, বামন, রাম এবং ভার্গব-রাম, সর্ব্বদা তোমাকে জল দ্বারা অভিষিক্ত করুন।” (৮) “অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী ও ভীষণ, জল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন” ১৬০—১৬৬। (৯) “কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা ও মহোগ্রা, সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।” (১০) “ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের ও মহেশ্বর—এই অষ্ট দিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন।” (১১) “রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—তোমা নক্ষত্রের সহ এই সকল গ্রহ তোমাকে অভিষিক্ত করুন।” (১২) নক্ষত্র, করণ (বব আদি), যোগ (বিষ্কুম্ভাদি), বারগণ (রবি প্রভৃতি), শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ, ছয় ঋতু, মাস ও বর্ষ, সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।” (১৩) লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জলান্তক নামে সমুদ্র, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।” (১৪) “গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযূ গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।”১৬৭—১৭৩। (১৫) “অনন্তাদি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষী সকল, কল্পবৃক্ষ-আদি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন।” (১৬) ‘পূর্ণাভিষেক দর্শনে তুষ্ট পাতাল, ভূতল ও ব্যোমচারী মঙ্গলকারী জীব সকল, তোমাকে বারি দ্বারা অভিষিক্ত করুন।” (১৭) পূর্ণাভিষেক-লব্ধ পরব্রহ্মের তেজ দ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অযশ, রোগ, দৌর্ম্মনস্য ও শোক সমুদায় বিনষ্ট হউক।” (১৮)

যোগিনীগণাঃ। বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালী-বীজেন তাড়িতাঃ॥ ১৭৭॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽরিষ্টকারকাঃ। বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥১৭৮॥ অভিচারকৃত দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে। মনোবাক্কায়জা দোষা বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥১৭৯॥ নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ। অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ॥ ১৮০॥ ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্। পশোর্মুখলব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ॥ ১৮১॥ পূর্ব্বোক্তনাম্না সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্। দদ্যাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ॥ ১৮২॥ শ্রুতমন্ত্রো গুরোর্মন্ত্রে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্। পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েৎ ততঃ॥ ১৮৩॥ গোভূহিরণ্যবাসাংসি পানালঙ্করণানি চ। গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্॥১৮৪॥ কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শান্তোঽতিবিনয়ান্বিতঃ। শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ॥১৮৫॥ শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে। পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্॥ ১৮৬॥ আজ্ঞা মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ। সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্॥১৮৭

"অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ ও যোগিনীগণ—ইহারা কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া অভিষেক দ্বারা বিনষ্ট হউক।" (১৯) "অনিষ্টকারী ভূত, প্রেত ও পিশাচ সকল, রমাবীজ-তাড়িত ও প্রক্রত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক।" (২০) "অভিচার জন্য, বৈর-মন্ত্র-সমুৎপন্ন, মানসিক, বাচনিক এবং কায়িক দোষ সকল তোমার অভিষেক-প্রভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হউক।" (২১) "এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা তোমার বিপদ্ নষ্ট হউক, সম্পদ্ সুস্থিরা হউক।" এই একবিংশতি মন্ত্রাভিষিক্ত সাধক যদি পশুর নিকট পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কৌল-গুরু পুনর্ব্বার তাঁহাকে সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। ১৭৪—১৮১। অনন্তর কৌলিক গুরু, পূর্ব্বোক্ত-নাম দ্বারা শিষ্যকে সম্বোধনান্তে শক্তি-সাধক সকলকে জ্ঞাপনপূর্ব্বক আনন্দ-নাথান্ত নাম প্রদান করিবেন। গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণান্তে শিষ্য, মন্ত্রে নিজ দেবতার পূজা করিয়া, পঞ্চতত্ত্বোপচারে গুরুর পূজা করিবে। অনন্তর শিষ্য, গুরুকে গো, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, পান (অর্থাৎ সুধা) ও অলঙ্কার—এই সকল দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক শিবস্বরূপ কৌলদিগের পূজা করিবেন। পরে শিষ্য, কৌলদিগের অর্চ্চনানন্তর শান্ত ও বিনয়ান্বিত হইয়া, ভক্তিসহ শ্রীগুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া নমস্কারান্তে ইহা প্রার্থনা করিবেন;—"হে শ্রীনাথ! হে জগতের নাথ! হে আমার নাথ! হে করুণানিধে! আপনার পরমামৃত প্রদান করিয়া, আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করুন।" "হে শিবস্বরূপ কৌলগণ! মদীয় শিষ্যকে আমি পরমামৃত দিতেছি, আপনারা সকলে আজ্ঞা

চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর। কৃতার্থং কুরু সচ্ছিষ্যং দেহ্যস্মৈ কুলামৃতম্ ॥ ১৮৮ ॥ আজ্ঞামাদায় কৌলানাং পরমামৃতপূরিতম্। সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা গুরুর্দ্দেবীং ক্রবসংলগ্নভস্মনা। স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ ॥ ১৯০ ॥ ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্। চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥ ১৯১ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্। ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥ ১৯২ ॥ নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্। অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥ ১৯৩ ॥ সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নবরাত্রে বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৯৪ ॥ নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে। ত্রিরাত্রে চৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥ ১৯৫ ॥ মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ। স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসঙ্খ্যকাঃ ॥ ১৯৬ ॥ নলিনেঽষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ ॥ ১৯৭ ॥ পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্। দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ঘ্রাণাদ্দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১৯৮ ॥

করুন”—ইহা কৌলগণের নিকট গুরু বলিবেন। কৌলগণ বলিবেন,—হে চক্রেশ্বর! হে পরমেশান! হে কৌলকমল-দিনকর। আপনি এই সৎ শিষ্যকে কৃতার্থ করুন এবং ইহাকে কুলামৃত প্রদান করুন।” ১৮২—১৮৮। অনন্তর কৌলদিগের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধিসম্পন্ন পরমামৃত-পূর্ণ পানপাত্র শিষ্যহস্তে গুরু সমর্পণ করিবেন। পরে গুরু, দেবীকে স্বহৃদয়ে ধ্যানপূর্ব্বক স্রুব-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা শিষ্যের ও কৌলদিগের ভ্রূমধ্যে তিলক দিবেন। তৎপরে প্রসাদতত্ত্ব সকল কৌলগণকে পরিবেশন করিয়া, চক্রানুষ্ঠানের বিধি অনুসারে পান ও ভোজন করিবে। হে দেবি! এই তোমার নিকট আমাকর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র কারণ ও শিবত্ব লাভের উপায় শুভ পূর্ণাভিষেক কথিত হইল। নবরাত্র, সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র, অথবা একরাত্রে পূর্ণাভিষেক করিবে। হে কুলেশ্বরি! এই সংস্কারে পাঁচটী কল্প কথিত আছে। নবরাত্র-বিহিত অভিষেকে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল, হে প্রিয়ে! সপ্তরাত্র-বিহিত অভিষেকে নবনাভ মণ্ডল, পঞ্চরাত্র-বিহিত অভিষেকে পঞ্চাব্জ মণ্ডল, ত্রিরাত্র ও একরাত্র-বিহিত অভিষেকে অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে। ১৮৯—১৯৫। সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে এবং নবনাভ মণ্ডলে নয়টী ঘট এবং পঞ্চাব্জ মণ্ডলে পাঁচটী ঘট স্থাপন করিবে। হে দেবি! অষ্টদল পদ্মে একটিমাত্র ঘট কথিত হইয়াছে। কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাদিগের পূজা করিবে। পূর্ণাভিষেকে সিদ্ধ নির্ম্মলচেতা কৌলদিগের দর্শন, স্পর্শ

৯.৷ স্তর্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গাণপতৈ-রপি। কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়ো-ঽতিযত্নতঃ ॥ ১৯৯ ॥ শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ। বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ ॥২০০॥ গাণপে গাণপশ্চৈব কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরুঃ। অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমা-চরেৎ ॥ ২০১ ॥ পঞ্চতত্ত্বেন যত্নেন ভক্ত্যা কৌলান্ যজন্তি যে। উদ্ধৃত্য পুরুষান্ সর্ব্বাংস্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০২ ॥ পশোর্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ। বীরাল্লব্ধমনুর্বীরঃ কৌলাদ্ভবতি ব্রহ্মবিৎ ॥

২০৩ ॥ শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্যাৎ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ। স্বেষ্টপূজাবিধাবেব ন তু চক্রে-শ্বরো ভবেৎ ॥ ২০৪ ॥ বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা। স্তেয়ী মহাপাতকিন-স্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ২০৫ ॥ কুলবর্ত্ম কুলদ্রব্যং কুলসাধকমেব চ। যে নিন্দন্তি দুরাত্মানস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০৬ ॥ নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিন্যো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ। মাংসাস্থিচর্ব্বণানন্দাঃ সুরাঃ কৌলদ্বিষাং নৃণাম্ ॥ ২০৭ ॥ দয়ালবঃ সত্যশীলাঃ সদা পরহিতৈষিণঃ। তান্ গর্হয়ন্তো নরকান্নিষ্কৃতিং

এবং ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি বিহিত হইয়াছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর কিংবা গাণপত সকল উপাসক কর্ত্তৃক অতি যত্ন দ্বারা কুল-ধর্ম্মাশ্রিত সাধু পূজনীয়। শাক্তদিগের শাক্ত গুরু, শৈবদিগের শৈব গুরু, বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণব গুরু, সৌরদিগের সৌর গুরু, গাণপত-দিগের গাণপত গুরুই প্রশস্ত। কৌল, সকলেরই প্রশস্ত গুরু। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৌলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ১৯৬—২০১। যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কৌলদিগের পূজা করেন, তাঁহারা আপনার সকল অর্থাৎ পূর্ব্বাপর পূরুষদিগকে উদ্ধার করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। পশুর মুখ হইতে লব্ধমন্ত্র ব্যক্তি পশুই, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। যিনি বীরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বীর এবং যিনি কৌলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হন। যাহার শাক্তাভিষেক হইয়াছে, তিনি বীর। স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা-বিধিতেই পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু চক্রেশ্বর হইতে পারিবেন না। বীর-হত্যা-কারী, বৃথা অর্থাৎ অবৈধ মদ্য-পায়ী, বীর-পত্নী গামী এবং চৌর অর্থাৎ বিপ্রস্বামিক অশীতিরক্তিকাপরিমিত সুবর্ণ-চৌর,—ইহারা মহাপাতকী এবং এই চতুর্ব্বিধ মহাপাতকীর সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তিও পঞ্চম মহা-পাতকী। যে দুরাত্মারা কুলমার্গ, কুলদ্রব্য ও কুলসাধকের নিন্দা করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। রুদ্র, ডাকিনীগণ ও রুদ্রভৈরব দেবগণ, কৌলদ্বেষী মনুষ্যগণের মাংস ও অস্থি চর্ব্বণে আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ও সর্ব্বদা পর-হিতৈষী ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের অর্থাৎ কৌলদিগের নিন্দা করিলে, কোনরূপে নরক

যান্তি ন ক্বচিৎ ॥ ২০৮ ॥ উক্তাঃ প্রয়োগা বহবঃ কর্ম্মাণি বিবিধানি চ। ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ-কৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্ ॥ ২০৯ ॥ একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি। বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাদ্ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্ ॥ ২১০ ॥ ফলাসক্তাঃ কামপরাঃ কর্ম্মকাণ্ডরতাঃ প্রিয়ে। পৃথক্ত্বেন যজন্তোঽপি তৎ প্রয়ান্তি বিশন্তি চ ॥২১১॥ সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি। জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২ ॥

ইতি-বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিমৃতক্রিয়া-পূর্ণাভিষেক-কথনং নাম দশম উল্লাসঃ ॥ ১০ ॥

হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন না। ২০২—২০৮। বহুবিধ প্রয়োগ ও বিবিধ কর্ম্ম বলিয়াছি; একমাত্র ব্রহ্মপরায়ণ কৌলের কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান—উভয়েই সমান ফল। একমাত্র পরমব্রহ্ম, ত্রিভুবনকে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব বিশ্বের অর্চ্চনা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়; কারণ, সকল বস্তুই ব্রহ্মের সহিত অন্বিত অর্থাৎ অভিন্ন। হে প্রিয়ে! ফলে আসক্ত, কাম-পরায়ণ ও কর্ম্মকাণ্ডে নিরত ব্যক্তিগণ পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ও ব্রহ্মে মিলিত হন। যিনি সকল বস্তুই ব্রহ্মে এবং সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম অবলোকন করেন, তাঁহাকেই সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত জানিবে—সন্দেহ নাই। ২০৯—২১২।

দশম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ উল্লাসঃ।

শ্রুত্বা শাম্ভবধর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ। অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ॥ ১ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে। কথিতাঃ কৃপয়া মহ্যং সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২ ॥ কলৌ দুর্ব্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ। নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ ॥ ৩ ॥ ভবন্নিগদিতং বর্ত্ম নানুষ্ঠাস্যন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ। তেষাং কা গতিরীশান বিশেষা-দ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিত-

একাদশ উল্লাস।

অপর্ণা দেবী বর্ণাশ্রম-বিভেদে শৈব-ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! তুমি সর্ব্বজ্ঞ। লোকযাত্রা-সিদ্ধির জন্য তুমি কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণ এবং আশ্রমের আচার, ধর্ম্ম ও সংস্কার—সমুদায় কহিলে। কলিকালের মনুষ্যগণ,—দুর্ব্বৃত্ত, কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মূঢ়চেতা, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী। হে ঈশান! সেই সকল দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা তোমার কথিত পথের অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে না; তাহাদিগের গতি কি, বিশেষ রূপে বল। ১—৪। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে দেবি! হে লোকের হিতকারিণি!

কারিণি। ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসার-
মোচনী ॥ ৫ ॥ ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পাল-
য়িত্রী পরাৎপরা। ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি
বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৬ ॥ ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং
বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ। ত্বং বিয়ৎ
ত্বমহঙ্কারস্ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী ॥ ৭ ॥ ত্বমেব
জীবো লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধির্বিশেষাং ত্বং গতিঃ
স্থিতিঃ ॥ ৮ ॥ ত্বমেব বেদাঃ প্রণবঃ স্মৃতয়-
স্ত্বং হি সংহিতাঃ। নিগমাগমতন্ত্রাণি সর্ব্ব-
শাস্ত্রময়ী শিবা ॥ ৯ ॥ মহাকালী মহালক্ষ্মী-
র্মহানীলসরস্বতী। মহোদরী মহামায়া মহা-
রৌদ্রী মহেশ্বরী ॥ ১০ ॥ সর্ব্বজ্ঞা ত্বং জ্ঞান-
ময়ী নাস্ত্যবেদ্যং তবান্তিকে। তথাপি
পৃচ্ছসি প্রাজ্ঞে প্রীতয়ে কথয়ামি তে ॥ ১১ ॥
সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং বিচেষ্টিতম্।
জানন্তোঽপি হিতং মর্ত্ত্যাঃ পাপেষ্বাপাতসুখ-
প্রদৈঃ ॥ ১২ ॥ নাচরিষ্যন্তি সদ্বর্ত্ম হিতা-
হিতবহিষ্কৃতাঃ। তেষাং নিঃশ্রেয়সার্থায়
কর্ত্তব্যং যৎ তদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ অনুষ্ঠানং
নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ। নৃণাং জন-
য়তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৪ ॥
স্বানিষ্টমাত্রজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥
১৫ ॥ পরানিষ্টকরাৎ পাপান্মুচ্যতে রাজ-

তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি জগতের
জননী, জন্ম ও সংসার-বন্ধন-মোচনা দুর্গা।
হে দেবি! তুমি আদ্যা, জগতের ধাত্রী,
পালয়িত্রী ও পরাৎপরা। এই চরাচর
বিশ্বকে তুমিই বিদ্যমান রাখিতেছ। তুমি
পৃথিবী, তুমিই জল, তুমিই বায়ু, তুমিই
হুতাশন, তুমি আকাশ, তুমি অহঙ্কার, তুমি
মহত্তত্ত্বরূপা। এই লোকে তুমিই সকল
জীব, তুমি বিদ্যা, তুমি পরমদেবতা, তুমি
ইন্দ্রিয়-সমুদায়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি
জগতের গতি ও স্থিতি। তুমিই বেদ সকল,
তুমিই প্রণব, তুমি স্মৃতি-সমুদায়, তুমি
মহাভারতাদি সংহিতা-সমুদায়, তুমি নিগম,
তুমি আগম, তুমি তন্ত্র, (অধিক কি) তুমি
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শিবা। তুমি মহাকালী, মহা-
লক্ষ্মী, মহানীল-সরস্বতী, মহোদরী, মহামায়া,
মহারৌদ্রী এবং মহেশ্বরী। তুমি সর্ব্বজ্ঞা,
জ্ঞানময়ী, সুতরাং তোমার নিকটে অবেদ্য
কিছুই নাই। হে প্রাজ্ঞে! তথাপি তুমি
যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার
প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি। হে দেবি!
কলিযুগের মানবগণের আচরণ তুমি যথার্থ
রূপেই বলিয়াছ। তাহারা,—হিত বিষয়
জ্ঞাত থাকিয়াও আশু সুখপ্রদ পাপে মত্ত
হইয়া হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া সৎ-
পথের অনুগমন করিবে না। তাহাদিগের
মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কথিত
হইতেছে। ৫—১৩। নিষিদ্ধ-কর্ম্মের অনু-
ষ্ঠান এবং বিহিত-কর্ম্মের ত্যাগ—এতদুভয়
মনুষ্যের দুঃখ শোক-রোগ-জনক পাপ
জন্মাইয়া দেয়। হে কুলনায়িকে! এই
পাপ দ্বিবিধ;—একটী কেবল নিজের অনিষ্ট-
জনক (যথা;—সন্ধ্যা-আহ্নিক না করা

শাসনাৎ। অন্তন্যামুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬ ॥ প্রায়শ্চিত্তাথবা দণ্ডৈর্ন শুতা যে কৃতাংহসঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭ ॥ তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্। যল্লঙ্ঘনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥ ভৃত্যান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাপ্রিয়ান্। শাসনে চ তথা ন্যায়ে সমদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯ ॥ স্বয়ং চেৎ কৃতপাপঃ স্যাৎ পীড়য়েদকৃতাংহসঃ। উপবাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥ ২০ ॥ বধার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ। ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ২১ ॥ গুরুদণ্ডং নৈব রাজা বিদধ্যাল্লঘুপাপিষু। ন লঘুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুং বিপর্য্যয়ে ॥ ২২ ॥ তস্মিন্ যচ্ছাসনে শাস্তা অনেকোন্মার্গবর্ত্তিনঃ। পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তো লঘুপাপে গুরুর্দমঃ ॥ ২৩ ॥ সকৃৎকৃতাপরাধেন সত্রপে বহুমানিনি। পাপান্তীরৌ প্রশস্তঃ স্যাদ্গুরুপাপে লঘুর্দমঃ ॥ ২৪ ॥ স্বল্পাপরাধী কৌলশ্চেদ্‌ব্রাহ্মণে লঘুপাপকৃৎ। বহুমান্যোঽপি দণ্ড্যঃ স্যাদ্-

ইত্যাদি) এবং অপরটী পরেরও অনিষ্টজনক (যথা;—ব্রহ্মহত্যাদি)। রাজদণ্ড দ্বারা পরানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত ও সমাধি দ্বারা অন্তবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে সকল পাপী প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড দ্বারা পবিত্র হয় নাই, তাহারা ইহলোকে নিন্দনীয় হইয়া পরলোকে নরক হইতে নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ চির-নরক-বাসী হয়। হে আদ্যে! প্রথমতঃ রাজশাসনের নির্ণয় বলিতেছি; হে মহেশ্বরি! রাজা যাহা লঙ্ঘন করিলে অধমা গতি প্রাপ্ত হন। রাজা,—শাসনে ও ন্যায়ে ভৃত্য, পুত্র, উদাসীন, প্রিয় বা অপ্রিয়—সকলকেই সমদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবেন। রাজা যদি স্বয়ং পাপাচরণ করেন, তাহা হইলে উপবাস ও দান দ্বারা শুদ্ধ লাভ করিবেন। যদি রাজা, নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের দণ্ড দেন, তাহা হইলে দান দ্বারা সেই সকল নিরপরাধ ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিয়া উপবাস ও দান দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ১৪—২০। রাজা যদি এরূপ পাপ করেন যে, যদ্দ্বারা আপনাকে আপনি বধার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন। রাজা, বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড অথবা লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিবেন না। যাহাকে শাসন করিলে বহুসংখ্য কুপথগামী ব্যক্তি শাসিত হইতে পারে, তাহার ও পাপভীতিশূন্য ব্যক্তির লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রশস্ত। একবারমাত্র কৃত অপরাধেই লজ্জাযুক্ত বহুমানী এবং পাপভীরু ব্যক্তির গুরুপাপে লঘুদণ্ডই প্রশস্ত হইবে। যদি বহুমান্য কৌল ব্যক্তি অল্প অপরাধে অপরাধী হন, বা তাদৃশ ব্রাহ্মণ লঘুপাপ করেন, তাহা

বচোভিরবনীভৃতা ॥ ২৫ ॥ ন্যায়ং দণ্ডং প্রসাদঞ্চ বিচার্য্য সচিবৈঃ সহ। যো ন কুর্য্যান্মহীপালঃ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥২৬॥ ন ত্যজেৎ পিতরৌ পুত্রো ন ত্যজেয়ুর্নৃপং প্রজাঃ। ন ত্যজেৎ স্বামিনং ভার্য্যা বিনা তানতিপাপিনঃ ॥ ২৭ ॥ রাজ্যং ধনং জীবনঞ্চ ধার্ম্মিকস্য মহীপতেঃ। সংরক্ষেয়ুঃ প্রজা যত্নৈরন্যথা যান্ত্যধোগতিম্ ॥ ২৮ ॥ মাতরং ভগিনীঞ্চাপি তথা দুহিতরং শিবে। গন্তারো জ্ঞানতো যে চ মহাগুরুনিঘাতকাঃ ॥২৯॥ কুলধর্ম্মং সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়াঃ। বিশ্বাসঘাতিনো লোকা অতিপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ॥৩০॥ মাতাপিতৃস্বসুস্তল্পং স্নুষাং শ্বশ্রূং গুরুস্ত্রিয়ম্। পিতামহস্য বনিতাং তথা মাতামহস্য চ ॥৩১॥ মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ। তাসামপি সকামানাং তদেব বিহিতং শিবে ॥৩২॥ পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং জায়াং ভ্রাতুঃ পত্নীং সুতামপি। ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্নীং তনয়াঞ্চ কুমারিকাম্। গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে ॥ ৩৩ ॥ আসামপি সকামানাং দমো নাসানিকৃন্তনম্। গৃহান্নির্যাপণঞ্চৈব পাপাদস্মাদ্বিমুক্তয়ে ॥৩৪॥ সপিণ্ডদারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশ্বাসিনামপি। সর্ব্বস্বহরণং কেশবপনং গচ্ছতো দমঃ ॥ ৩৫ ॥ স্ত্রীভরেতাভিরজ্ঞানাদ্ভবেৎ পরিণয়ো যদি।

হইলে রাজা তাঁহাদিগেরও বাগদণ্ড করিবেন। যে রাজা অমাত্যবর্গের সহিত বিচারপূর্ব্বক ন্যায়দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তিনি মহাপাতকী হন। পুত্র, পিতামাতাকে ত্যাগ করিবে না এবং বিনয়সম্পন্না ভার্য্যা, ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিবে না;—তাঁহারা অতি পাতকী হইলে পরিত্যাজ্য। প্রজাগণ, যত্নপূর্ব্বক ধার্ম্মিক রাজার রাজ্য, ধন ও জীবন রক্ষা করিবে। অন্যথা অর্থাৎ রক্ষা না করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। ২১—২৮। হে শিবে! যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক মাতা, ভগিনী বা কন্যাগমনকারী কিংবা মহাগুরুহত্যাকারী অথবা কুলকর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পুনর্ব্বার কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পরিত্যাগকারী এবং বিশ্বাসঘাতক লোক; তাহারা অতিপাতকী। হে শিবে! মাতৃষসা, পিতৃষসা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, গুরুপত্নী, পিতামহী, মাতামহী, মাতা, ভগিনী বা কন্যা-গমনকারীর মৃত্যুদণ্ড বিহিত; ঐ কার্য্যে ইচ্ছাবতী মাতৃষসা, পিতৃষসা, পুত্রবধূ প্রভৃতিরও সেই দণ্ড। পিতৃব্যকন্যা, মাতুলকন্যা, পিতৃব্য স্ত্রী, মাতুলপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনেয়পত্নী, প্রভুপত্নী, প্রভুকন্যা বা কুমারী-গমনকারী পাপীদিগের লিঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিহিত হইয়াছে। দুষ্কার্য্যে স্পৃহাযুক্ত ঐ সকল কামিনীদিগের এই পাপ হইতে মোচনের নিমিত্ত নাসিকাচ্ছেদন এবং গৃহ হইতে বহিষ্করণই দণ্ড। সপিণ্ডের পত্নী বা কন্যাগামী এবং বিশ্বাসী লোকের পত্নী-গমনকারীর সর্ব্বস্বহরণ ও মস্তক-মুণ্ডনই দণ্ড। যদি অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বোক্ত কোন নারীর সহিত ব্রাহ্ম বা শৈব-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়, তাহা হইলে (এই অকার্য্য) জানিয়া তৎক্ষণাৎ

ব্রাহ্মেণ বাপি শৈবেন জাত্বা তাস্তৎক্ষণং ত্যজেৎ ॥৩৬॥ সবর্ণাং যো গচ্ছেদনুলোমপরস্ত্রিয়ম্। দমস্তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনম্ ৩৭ রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং সামান্যানাং বরাননে। ব্রাহ্মীং গচ্ছতং অজ্ঞানাল্লিঙ্গচ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্মীং বিকৃতাং কৃত্বা দেশান্নির্বাপয়েন্নৃপঃ। বীরস্ত্রীগামিনাং তাসামেবমেব দমো বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥ দুরাত্মা যস্তু রমতে প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া। দণ্ডস্তস্য ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনম্ ॥ ৪০ ॥ সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চাপি দণ্ডস্বর্দ্ধং বিধীয়তে। বলাৎকারগতা ভার্য্যা ত্যাজ্যা পাল্যা ভবেচ্ছিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মী ভার্য্যাথবা শৈবী কামতো বাপ্যকামতঃ। সর্ব্বথা হি পরিত্যাজ্যা স্যাচ্চেৎ পরগতা সকৃৎ ॥৪২ ॥গচ্ছতাং বারনারীষু গবাদিপশুযোনিষু। শুদ্ধির্ভবতি দেবেশি ত্রিরাত্রং কণভোজনাৎ ॥ ৪৩ ॥ গচ্ছতাং কামতঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং দুরাত্মনাম্। বধ এব বিধাতব্যো ভূভৃতা শম্ভুশাসনাৎ ॥ ৪৪ ॥ বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদপি

সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। ২৯—৩৬। যে ব্যক্তি সজাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, অথবা যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা হীনজাতীয় পরস্ত্রীতে অর্থাৎ চাণ্ডালাদি অপকৃষ্টজাতি ভিন্ন হীনবর্ণ পরস্ত্রীতে গমন করিবে, তাহার দণ্ড যথাসম্ভব ধনগ্রহণ ও একমাস কণভোজন। হে বরাননে! জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণী-গমনকারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা সামান্যজাতির লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড স্মৃত হইয়াছে। রাজা, ঐ কর্ম্মে ইচ্ছাযুক্তা ঐ ব্রাহ্মণীকে বিকৃতা অর্থাৎ অঙ্গহীনা করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন এবং যাহারা বীরাচারীদিগের পত্নী গমন করে, তাহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদ ও কুক্রিয়াসক্ত বীরপত্নীদিগকে বিকৃতা করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন—ইহাই দণ্ড। যে দুরাত্মা প্রতিলোম অর্থাৎ উচ্চজাতীয় পরস্ত্রীর সহিত কুক্রিয়াসক্ত হয়, তাহার সর্ব্বস্ব-হরণ, তিন মাস কণভোজনই দণ্ড। * সকামা ঐ সকল রমণীরও ঐরূপ দণ্ড হইবে। হে শিবে! যদি ভার্য্যাকে অন্যে বলাৎকার করে, তাহা হইলে, স্বামী ঐ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে বটে; কিন্তু তাহার ভরণ-পোষণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মী-ভার্য্যা বা শৈবী-ভার্য্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, যদি একবার পরপুরুষ-গতা হয়, তাহা হইলে সে সর্ব্বথা ত্যাগযোগ্যা হইবে। হে দেবেশি! বারাঙ্গনা বা গো-প্রভৃতি পশুযোনিতে গমনকারীদিগের ত্রিরাত্র কণভোজনে শুদ্ধি হয়।৩৭—৪৩। যে সকল দুরাত্মা, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশে গমন করে, শম্ভু-শাসন-ক্রমে রাজা তাহাদিগকে বধদণ্ড করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি

* ৩৮ শ্লোকে ব্রাহ্মণী-গমনে অপরাপর জাতির দণ্ড বিহিত হইয়াছে। এই শ্লোকে শূদ্রাগমনে সামান্য জাতির, বৈশ্যাগমনে শূদ্রের ও ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যের দণ্ড উক্ত হইল।

চাণ্ডালযোষিতম্। বধদণ্ডস্তু বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ॥ ৪৫॥ পরিণীতাস্তু যা নার্য্যো ব্রাহ্মৈর্বা শৈববত্মভিঃ। তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অন্যাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ঃ॥ ৪৬॥ কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্। পরিষজ্যোপবাসেন বিশুধ্যেদ্ দ্বিগুণক্রমাৎ॥ ৪৭॥ কুর্ব্বন্তোবং সকামা যা পরপুংসা কুলাঙ্গনা। উক্তোপবাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ॥ ৪৮॥ ব্রুবন্ নিন্দ্যং বচঃ স্ত্রীষু পশ্যন্ গুহ্যং পরস্ত্রিয়াঃ। হসন্ গুরুতরং মর্ত্ত্যঃ শুধ্যেদ্দ্বিরুপবাসতঃ॥ ৪৯॥ দর্শয়ন্ নগ্নমাত্মানং কুর্ব্বন্ নগ্নং তথাপরম্। ত্রিরাত্রমশনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ॥ ৫০॥ পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি চেৎ পতিঃ। নৃপস্তদা তাং মজ্জারং শাস্যাচ্ছাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৫১॥ প্রমাণে যদ্যশক্তঃ স্যাদ্দারিতোপপত্তেঃ পতিঃ। ত্যক্ত্বা তাং পোষয়েদ্গ্রাসৈস্তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে॥ ৫২॥ রমমাণা-

বলাৎকার দ্বারা চাণ্ডালকন্যাও গমন করে, তাহা হইলে তাহার বধ-দণ্ড করিবে। (বলাৎকার-স্থলে নীচজাতীয়া বলিয়া) কদাপি কর্ত্তাকে ক্ষমা করিবে না। যে সকল কন্যা, ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা বা শৈব-বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই ভার্য্যা; তদ্ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীই পরস্ত্রী। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রী দর্শন করিবে, সে একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবে, সেই ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিয়া; যে ব্যক্তি পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে, সেই-ব্যক্তি চারি দিন উপবাস করিয়া এবং যে ব্যক্তি পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তি আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যে কুলাঙ্গনা সকামা হইয়া, পরপুরুষের সহিত ঐরূপ করে, সে কথিত উপবাস-বিধি অনুসারে (অর্থাৎ যে কার্য্যে যেরূপ উপবাস উক্ত হইয়াছে, যথা;—দর্শনে এক দিন, কথোপকথনে দুই দিন ইত্যাদি,—তদনুসারে) আপনাকে শুদ্ধ করিতে পারিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কুৎসিত-বাক্য প্রয়োগ করিলে, স্ত্রীলোকের গোপনীয় স্থান অবলোকন করিলে, স্ত্রীলোক দেখিয়া গুরুতর হাস্য করিলে, দুই দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। যে ব্যক্তি আপনাকে নগ্ন দর্শন করায় এবং যে ব্যক্তি পরকে নগ্ন করে, তাহারা ত্রিরাত্র আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৪৪—৫০। যদি পতি নিজপত্নীর পরপুরুষ-সংসর্গ প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে এবং তাহার উপপতিকে শাস্ত্রানুসারে শাসন করিবেন। যদি স্বামী, পত্নীর উপপতি-সংসর্গ প্রমাণ করিয়া দিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ভরণ-পোষণ করিবে,—যদি ঐ স্ত্রী, পতির আদেশে অবস্থিতি করে। স্বামী, পত্নীকে উপপতিতে রত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ

মুপপতৌ পশ্যন্ পত্নীং পতিস্তদা। নিঘ্নন্ বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ ভর্ত্তুর্নিবারণং যত্র গমনে যেন ভাষণে। প্রয়াণাস্তাষণাং তত্র ত্যাগার্হা স্যাৎ কুলাঙ্গনা ॥ ৫৪ ॥ মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা। অভাবে পিতৃবন্ধুনাং তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ৫৫ ॥ দ্বির্ভোজনং পরান্নঞ্চ মৈথুনামিষভূষণম্। পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েন্নারী গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ। দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা ॥ ৫৭ ॥ ন বিদ্যতে পিতা যস্য শিশোর্ম্মাতা পিতামহঃ। নিয়তং পালনে তস্য মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে ॥ ৫৮ ॥ মাতুর্ম্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতৃভ্রাতুঃ সুতাস্তথা। মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯ ॥ পিতুর্ম্মাতা পিতা ভ্রাতা পিতুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। পিতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥ পত্যুর্ম্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্যুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ। পত্যুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পতিবান্ধবাঃ ॥ ৬১ ॥ পিত্রে মাত্রে পিতুঃ পিত্রে পিতামহ্যৈ তথা স্ত্রিয়ৈ। অযোগ্যসূনবে পুত্রহীনমাতামহায় চ ॥ ৬২ ॥ মাতামহ্যৈ দরিদ্রেভ্য এভ্যো বাসস্তথাশনম্। দাপয়েন্ন পতিঃ পুংসা যথাবিভবমন্বিকে ॥ ৬৩ ॥ দুর্ব্বাচ্যং কথয়ন্ পত্নীমেকাহমশনং ত্যজেৎ

স্ত্রীর সহিত উপপতিকে বিনষ্ট করিলে রাজার নিকট বধার্হ হইবে না, অর্থাৎ রাজা তাহার কোন দণ্ড করিবেন না। যেখানে গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে ভর্ত্তার নিষেধ থাকে, কুলকামিনী সেই স্থানে গমন বা তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে ভর্ত্তার পরিত্যাজ্যা। স্বামীর মৃত্যু হইলে পতিবন্ধুদিগের অথবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃকুলের বশে থাকিয়া নিজ ধর্ম্ম পালন করিলে, স্বামীর সমুদায় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। বিধবা দুই বার ভোজন, পরান্ন-ভোজন, মৈথুন, আমিষ-ভোজন, ভূষণ, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করিবে। বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবে না; গ্রাম্য আলাপ পরিত্যাগ করিবে; সর্ব্বদা দেবপূজা-নিরতা হইয়া কালক্ষেপ করিবে। ৫১—৫৭। যে বালকের পিতা, মাতা বা পিতামহ নাই, মাতৃকুলে মাতৃবন্ধু তাহার পালন বিষয়ে নিয়ত প্রশস্ত হইতেছে। মাতামহী, মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র এবং মাতামহ-সহোদর মাতৃবন্ধু বলিয়া জ্ঞাতব্য পিতামহী, পিতামহ, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র, পিতৃস্বসেয় এবং পিতামহসহোদর পিতৃবন্ধু বলিয়া জ্ঞাতব্য। শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবরপুত্র, ভর্ত্তৃ-ভগিনীপুত্র এবং শ্বশুর-সহোদর পতিবান্ধব বলিয়া জ্ঞাতব্য। পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্যপুত্র কিংবা পুত্রহীন মাতামহ, মাতামহী,— ইহারা দরিদ্র হইলে রাজা বিভব অনুসারে ইহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেওয়াইবেন। নিজ পত্নীকে দুর্ব্বাক্য বলিলে একদিন, পত্নীকে

ত্র্যহং সন্তাড়য়ন্ রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরান্॥ ৬৪॥ ক্রোধাদ্বা মোহতো ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাম্। বদন্ পোষ্যসপ্তাহং বিশুধ্যেচ্ছিবশাসনাৎ॥৬৫॥ ষণ্ডেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালাতীতেঽপি পার্থিবঃ। জ্ঞানন্নুদ্বাহয়েদ্ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ৬৬॥ পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ। সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষয়ং বিধিঃ॥ ৬৭॥ উদ্বাহাদ্দ্বাদশে পক্ষে পত্যুস্তাদৃগতস্য চ। প্রসূতে তনয়ং যোগ্যাং ন সা পত্নী ন বা সুতঃ॥ ৬৮॥ আ গর্ভাৎ পঞ্চমাসান্তগর্ভং বা স্রাবয়েৎস্ত্রিয়া। তমুপায়কৃতং তাঞ্চ যাতয়েৎ তীব্রতাড়নৈঃ॥ ৬৯॥ পঞ্চমাৎ পরতো মাসাদ্যা স্ত্রী ভ্রূণং প্রপাতয়েৎ। তৎপ্রয়োক্তুশ্চ তস্যাশ্চ পাতকং স্যাদ্বধোদ্ভবম্॥ ৭০॥ যো হন্তি জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মানবঃ ক্রূরচেষ্টিতঃ। বধস্তস্য বিধাতব্যঃ সর্ব্বথা ধরণীভৃতা॥ ৭১॥ প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্ঘ্নন্তং নরমরিন্দমঃ। দ্রবিণাদানতস্তীব্রতাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ॥ ৭২॥ স্বতো বা পরতো বাপি বধোপায়ং প্রকুর্ব্বতঃ। অজ্ঞানবধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্য পাপিনঃ॥ ৭৩॥ মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারমাত্তায়িনমাগতম্।

প্রহার করিলে ত্রিরাত্র এবং প্রহার করিয়া পত্নীর রক্তপাত করিলে সপ্তরাত্র ভোজন ত্যাগ করিবে। ক্রোধ বা মোহ বশতঃ ভার্য্যাকে মাতা কিংবা ভগিনী বা কন্যা বলিলে সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া শিবের আজ্ঞা-প্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিবে। কন্যা নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছে—বহুকাল অতীত হইলেও তাহা জানিতে পারিলে, রাজা পুনর্ব্বার সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াইবেন—ইহা শিবোদিত বিধি। যদি কন্যা পরিণীতা হইয়া পতি-সহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবে—শৈবধর্ম্মে এইরূপ বিধি আছে। ৫৮—৬৭। বিবাহের পর দ্বাদশ পক্ষ অর্থাৎ ছয় মাসে অথবা স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে, যে নারী যে পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করে, উক্ত স্বামীর সে নারী—পত্নীও নহে, সে পুত্র—পুত্রও নহে। গর্ভাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে যে নারী জ্ঞানপূর্ব্বক গর্ভস্রাব করিবে, সেই নারীকে এবং যে ব্যক্তি সেই গর্ভপাতের উপায় করিয়া দেয়, তাহাকে রাজা তীব্র তাড়ন দ্বারা যন্ত্রণাযুক্ত করিবেন। পঞ্চম মাসের পর যে নারী গর্ভপাত করিবে, তাহার এবং যে ব্যক্তি তাহার উপায় করিয়া দিবে, তাহার, বধ-জনিত পাতক হইবে। যে ক্রূরকর্ম্মা মনুষ্য জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা করে, রাজা তাহার অবশ্য বধদণ্ড করিবেন। প্রমাদ বা ভ্রম বশতঃ অজ্ঞানপূর্ব্বক মনুষ্যহত্যাকারী ব্যক্তিকে অরিন্দম রাজা অর্থগ্রহণ এবং কঠিন তাড়না দ্বারা শুদ্ধ করিবেন। যে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা অন্যের বধোপায় করে, সেই পাপীর—অজ্ঞানপূর্ব্বক নর-ঘাতকদিগের যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই দণ্ড হইবে। হে পরমেশ্বরি!

নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪ ॥ অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূভৃতাঙ্গনিকৃন্তনম্। প্রহারে চ প্রহরণং নৃষু পাপং চিকীর্ষুষু ॥ ৭৫ ॥ বিপ্রান্ গুরূনবগুরেৎ প্রগৃহ্য দৃপ্তো দুরাসদঃ। ধনাদানাক্তদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ শস্ত্রাদিক্ষতকায়স্ত ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ। প্রহর্ত্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্ বধার্হো ন হি ভূভৃতঃ ॥ ৭৭ ॥ রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীর্ষূন্ নৃপবৈরিণাম্। রহো হিতৈষিণো ভৃত্যান্ ভেদকান্ নৃপসৈন্যয়োঃ ॥ ৭৮ ॥ যোদ্ধুমিচ্ছূঃ প্রজা রাজ্ঞা শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্। হত্বা নরপতিস্তেতান্ নৈব কিল্বিষভাগ্ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ যো হন্তা মানবং ভর্ত্তুরাজ্ঞয়াহপরিহার্য্যয়া। ভর্ত্তুরেব বধস্তত্র প্রহর্ত্তুর্ন শিবাজ্ঞয়া ॥ ৮০ ॥ অনবধানপুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্বা ম্রিয়তে নরঃ। ধনদণ্ডেন বা কায়দমেনাস্য বিশোধনম্ ॥ ৮১ ॥ বহির্মুখান্ নৃপাজ্ঞাসু নৃপাগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ। দূষকান্ কুলধর্ম্মাণাং শাস্তা রাজা বিগর্হিতান্ ॥ ৮২॥ স্বাপ্যাপহারিণং ক্রূরং বঞ্চকং ভেদকারিণম্। বিবাদয়ন্তং লোকাংশ্চ দেশান্নির্বা-

---

পরস্পরে যুদ্ধ করিতেছে—তাহার মধ্যে এক জনকে একজন মরিলে বা আততায়ী ব্যক্তিকে মারিলে ঘাতক-মনুষ্য পাপভাগী হইবে না। পাপ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করিলে রাজা তাহার অঙ্গচ্ছেদন ও অন্যকে প্রহার করিলে রাজাও তাহাকে প্রহার করিবেন। ৭৪—৭৫। যে পাপাত্মা ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতি বা গুরুর প্রতি প্রহারের জন্য দণ্ড প্রভৃতি উত্তোলন বা প্রহার করিবে, রাজা যথাক্রমে তাহার ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং হস্ত-দাহন দ্বারা বিশুদ্ধ করিবেন অর্থাৎ প্রহার জন্য দণ্ড-প্রভৃতি উত্তোলন করিলে ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং প্রহার করিলে হস্তদাহন করিবেন। শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত-শরীর ব্যক্তির ছয় মাসের পর মৃত্যু হইলে প্রহারকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইবে বটে, কিন্তু বধার্হ হইবে না। রাজ্য-বিপ্লাবক, রাজ্যহরণে অভিলাষী, গোপনে রাজশত্রুদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী, রাজার সহিত সৈন্যের ভেদকারী, রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী প্রজা ও শস্ত্রধারী হইয়া পথিকদিগের পীড়ক,—রাজা এই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে পাপভাগী হইবেন না। যে ব্যক্তি প্রভুর অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞানুসারে নরহত্যা করিবে, সেই স্থলে ঐ ব্যক্তির প্রভুরই বধদণ্ড হইবে; সেই প্রহারকর্ত্তার বধদণ্ড হইবে না। অসাবধান পুরুষের অস্ত্র দ্বারা বা পশু দ্বারা অপরের মৃত্যু হইলে, অর্থদণ্ড দ্বারা তাহার বিশেষরূপে শুদ্ধি লাভ হইবে। রাজার আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ, রাজার সম্মুখে প্রৌঢ়বাদ-কারী, কুলধর্ম্ম-দূষক,—রাজা এই সকল গর্হিত ব্যক্তিকে শাসন করিবেন। ৭৬—৮২। গচ্ছিত-ধনাপহারী, ক্রূর, বঞ্চক, ভেদক এবং লোকদিগের পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিতে তৎপর,—রাজা ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত

পয়েন্নৃপঃ ॥ ৮৩ ॥ শুল্কেন কন্যাং দাতৃংশ্চ
পুত্রং ষণ্ঢে প্রযচ্ছতঃ। দেশান্নির্বাপয়েদ্রাজা
পতিতান্ দুষ্টচেতসঃ ॥ ৮৪ ॥ মিথ্যাপবাদ-
ব্যাজেন পরানিষ্টং চিকীর্ষবঃ। যথাপরাধং
তে শাস্যা ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভৃতা ॥ ৮৫ ॥ যো
যৎপরিমিতানিষ্টং কুর্য্যাৎ তৎসম্মিতং
ধনম্। নৃপস্তদ্দাপয়েৎ তেন জনায়ানিষ্ট-
ভাগিনে ॥ ৮৬ ॥ মণিমুক্তাহিরণ্যাদিধাতূনাং
স্তেয়কারিণঃ। করস্য বাহ্বোশ্ছেদং বা
কুর্য্যান্মূল্যং বিচারয়ন্ ॥ ৮৭ ॥ মহিষাশ্ব-
গবাদীনাং রত্নাদীনাং তথা শিশোঃ। বলে-
নাপহৃতাং নৃণাং স্তেয়িবদ্বিহিতো দমঃ ॥
৮৮ ॥ অন্নানামল্পমূল্যস্য বস্তুনঃ স্তেয়িনং
নৃপঃ। বিশোধয়েৎ তং পক্ষৈকং সপ্তাহং
বাশয়ন্ কণম্ ॥ ৮৯ ॥ বিশ্বাসঘাতকে পুংসি
কৃতঘ্নে সুরবন্দিতে। যজ্ঞৈর্ব্রতৈস্তপোদানৈঃ
প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯০ ॥ যে কূট-
সাক্ষিণো মর্ত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ।
শাস্যাৎ তাংস্তীব্রদণ্ডেন দেশান্নির্বাপয়েন্নৃ-
নৃপঃ ॥৯১॥ ষট্ সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুশ্চত্বারস্ত্রয়
এব বা। অভাবে দ্বাবপি শিবে প্রসিদ্ধৌ যদি
ধার্ম্মিকৌ ॥ ৯২ ॥ দেশতঃ কালতো বাপি
তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে। পরস্পরমযুক্তঞ্চেদ-
গ্রাহ্যং সাক্ষিণাং বচঃ ॥ ৯৩ ॥ অন্ধানাং
বাক্ প্রমাণং স্যাদ্বধিরাণাং তথা প্রিয়ে।

করিবেন। যাহারা শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা
বা পুত্র দান করে, অথবা (জ্ঞানপূর্ব্বক)
ষণ্ঢকে পুত্র দান করে, রাজা সেই পাপাত্মা-
দিগকে এবং পতিতদিগকেও দেশ হইতে
বহিষ্কৃত করিবেন। মিথ্যাপবাদচ্ছলে পরের
অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ,
ধর্ম্মজ্ঞ রাজা কর্ত্তৃক অপরাধ অনুসারে দণ্ডনীয়
হইবে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অনিষ্ট
করিবে, তাহার সেই পরিমাণে অর্থদণ্ড করিয়া
অনিষ্টভাগী ব্যক্তিকে রাজা তাহা প্রদান
করাইবেন। মণি, মুক্তা বা সুবর্ণ প্রভৃতি
ধাতুর মূল্য বিচার করিয়া চৌরের হস্ত বা
বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। যাহারা
বলপূর্ব্বক মহিষ, অশ্ব, গো প্রভৃতি পশু,
রত্নাদি বা শিশু-সন্তান অপহরণকারী,
তাহাদিগের চৌরের ন্যায় দণ্ড বিহিত
হইয়াছে। অন্ন বা অল্পমূল্য-দ্রব্য-চৌরকে
রাজা একপক্ষ বা সপ্তাহ কণভোজন
করাইয়া বিশোধিত করিবেন। হে সুর-
পূজিতে! বিশ্বাসঘাতক বা কৃতঘ্নদিগের
যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা ও দান প্রভৃতি কোন
প্রায়শ্চিত্তেই নিষ্কৃতি নাই। ৮৩—৯০।
যে সকল মনুষ্য কূটসাক্ষী, যাহারা মধ্যস্থ
হইয়া পক্ষপাত করে,—রাজা তীব্র দণ্ড
দ্বারা তাহাদিগকে শাসিত করিবেন এবং
দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। ছয়
জন, বা চারি জন, অথবা তিন জন সাক্ষী
প্রমাণ হইবে। হে শিবে! অভাব-পক্ষে
দুই জন সাক্ষীও প্রমাণ হইবে,—যদি
তাঁহারা প্রসিদ্ধ ও ধার্ম্মিক হন। হে প্রিয়ে!
দেশ, কাল ও বিষয়-বিশেষে পরস্পর-বিরুদ্ধ
বাক্য বলিলে, সেই সাক্ষীদিগের বাক্য
অগ্রাহ্য হইবে। হে প্রিয়ে! অন্ধ ও

মূকানামেড়মূকানাং শিরসাঙ্গীকৃতির্লিপিঃ ॥ ৯৪ ॥ লিপিঃ প্রমাণং সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে। বিশেষাদ্ব্যবহারেষু ন বিনশ্যেচ্চিরং যতঃ ॥ ৯৫ ॥ স্বীয়ার্থমপরার্থং কেৎ কুর্ব্বতঃ কল্পিতাং লিপিম্। দণ্ডস্তস্য বিধাতব্যো দ্বিপাদ্ কূটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥ অভ্রমস্যাপ্রমত্তস্য যদঙ্গীকরণং সকৃৎ। স্বীয়ার্থে তৎপ্রমাণং স্যাদ্বচসা বহুসাক্ষিণাম্ ॥ ৯৭ ॥ যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি। তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি ॥ ৯৮ ॥ অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ। তাড়নাদ্দমনাদ্রাজা ন পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া ॥ ৯৯ ॥ সত্যং ব্রবীমি সঙ্কল্প্য স্পৃষ্ট্বা কৌলং গুরুং দ্বিজম্। গঙ্গাতোয়ং দেবমূর্ত্তিং কুলশাস্ত্রং কুলামৃতম্ ॥ ১০০ ॥ দেবনির্ম্মাল্যমথবা কথনং শপথো ভবেৎ। তত্রানৃতং বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥ অপাপজনিকার্য্যাণাং ত্যাগে বা গ্রহণেঽপি বা। তৎকার্য্যং সর্ব্বথা মর্ত্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ ॥ ১০২ ॥ স্বীকারোল্লঙ্ঘনাচ্ছুধ্যেৎ পক্ষমেকমভোজনৈঃ। ভ্রমেণাপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ ॥ ১০৩ ॥ কুলধর্ম্মোঽপি

বধিরদিগের বাক্য প্রমাণ হইবে। যাহারা মূক (বোবা) বা এড়মূক (কালাবোবা), তাহাদিগের মস্তক সঞ্চালন দ্বারা স্বীকার ও লিপি, প্রমাণস্থলে গৃহীত হইবে। সকল স্থানে সকলের পক্ষেই লিপি-প্রমাণ প্রশস্ত, বিশেষতঃ ব্যবহার স্থলে; যেহেতু, ইহা বহুকালেও নষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত বা পরের নিমিত্ত কল্পিত-লিপি (জাল) করিবে, তাহার—কূটসাক্ষীর যে দণ্ড, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ভ্রমরহিত ও প্রমাদরহিত ব্যক্তি একবারমাত্র স্বীকার করিলে, তাহা নিজ বিষয়ে বহুসাক্ষীর বাক্য হইতেও প্রবল প্রমাণ হইবে। হে পার্ব্বতি! যেমন সত্য আশ্রয় করিয়া সকল পুণ্য অবস্থান করেন, তাহার ন্যায় একমাত্র মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া সকল পাতক অবস্থান করিতেছে। অতএব যে ব্যক্তি সত্যহীন, সেই ব্যক্তি সমুদায় পাপের আশ্রয়। তাদৃশ পাপাত্মার তাড়ন ও দমন করিলে, শিবের আজ্ঞানুসারে রাজা পাপভাগী হন না। ৯১—৯৯। "আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, কৌলগুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত, দেবনির্ম্মাল্য—এই সমুদায় স্পর্শ করিয়া যাহা কথিত হইবে, তাহার নাম শপথ। এই শপথ করিয়া মিথ্যাবাক্য বলিলে, এক কল্প পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে। যে কার্য্য পাপজনক নহে, তাহার ত্যাগ বা গ্রহণ বিষয়ে যাহা শপথপূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। স্বীকৃত বিষয়ের (ইচ্ছাপূর্ব্বক) লঙ্ঘন করিলে, একপক্ষ অনাহার দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ভ্রমক্রমেও তাহা লঙ্ঘন করিলে, দ্বাদশাহ কণভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যদি কুলধর্ম্মও সত্য-বিধি অনুসারে সেবিত

সত্যেন বিধিনা চেন্ন সেবিতঃ। মোক্ষায় শ্রেয়সে স স্যাৎ কৌলে পাপায় কেবলম্ ॥ ১০৪ ॥ সুরা দ্রবময়ী তারা জীব-নিস্তারকারিণী। জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাম্ ॥ ১০৫ ॥ দাহিনী পাপসংঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞান-বুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী ॥ ১০৬ ॥ মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ। সেব্যতে সর্ব্বদা দেবৈ-রাদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১০৭ ॥ সম্যগ্বিধ-বিধানেন সুসমাহিতচেতসা। পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥ প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাদ্বিধিনা স্যাচ্ছিবো নরঃ। ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥ ইয়ঞ্চেদ্বারুণী দেবী পীতা বিধিবিবর্জ্জিতা। নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্ব্বং বুদ্ধিমায়ুর্যশো ধনম্ ॥ ১১০ ॥ অত্যন্তপানা-মদ্যস্য চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী। বুদ্ধির্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্ ॥ ১১১ ॥ বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। স্বানিষ্টঞ্চ পরানিষ্টং জায়তেহস্মাৎ পদে পদে ॥ ১১২ । অতো নৃপে বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু। অত্যাসক্তজনান্ কায়-ধন দণ্ডেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ সুরাভেদাদ্-

---

না হয়, তাহা হইলে মোক্ষ এবং মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না; কেবল কৌল ব্যক্তির পাপজনক হয়। সুরা—দ্রবময়ী তারা, অর্থাৎ দ্রব-পদার্থরূপে পরিণতা তারা। সুতরাং জীবগণের নিস্তারকারিণী, ভোগ মোক্ষের কারণ এবং রোগ ও বিপদ্-নাশিনী। হে প্রিয়ে! সুরা, পাপ সকলকে দগ্ধ করে, সুরা দ্বারা জগৎ পবিত্র, সুরা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি বিতরণ করে এবং সুরা,—জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যার বর্দ্ধন করে। হে আদ্যে! মুক্ত, মুমুক্ষু ও সিদ্ধগণ, সাধকগণ, রাজগণ এবং দেবগণ স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা এই সুরার সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শাস্ত্রবিহিত নিয়মে ও সমাহিত-চিত্তে সুরাপান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পৃথিবীতে মর্ত্ত্য হইয়াও অমর্ত্ত্য অর্থাৎ দেবতুল্য হন। ১০০—১০৮। এই পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্ব, বিধি দ্বারা সেবন করিলেই লোক শিবস্বরূপ হয়; জানি না, যে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্বই সেবন করেন, তিনি কতই ফল লাভ করিয়া থাকেন! যদি বিধি ব্যতিরেকে এই বারুণীদেবীকে কেহ পান করেন, তাহা হইলে ইনি পান-কর্ত্তার বুদ্ধি, আয়ুঃ, যশঃ ও ধন—সমুদায় বিনষ্ট করেন। যাহারা প্রমত্তচিত্তে অত্যন্ত সুরা সেবন করে, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-সাধক জ্ঞান নষ্ট হয়। অতি মদ্যপ কার্য্যাকার্য্য-বিচার-হীন, বিভ্রান্তবুদ্ধি মনুষ্য প্রতিপদে নিজের এবং পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। অতএব মদ্যে বা মাদক-বস্তুতে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদিগকে রাজা অথবা চক্রেশ্বর, শারীরিক দণ্ড দ্বারা বা অর্থদণ্ড দ্বারা শোধন করিবেন। সুরা অধিক পরি-মাণে পীত বা অল্প পরিমাণেই পীত হউক, সুরাভেদে, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে এবং

ব্যক্তিভেদান্নানেনাপ্যধিকেন বা। দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেন্নৃণাম্ ॥১১৪
অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে। স্খলদ্বাক্‌পাণিপাদদৃষ্টিভিরতিপানং বিচারয়েৎ ॥ ১১৫ ॥ নেন্দ্রিয়াণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ। দেবতা-গুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো ভয়প্রদিনঃ ॥ ১১৬॥ নিখিলানর্থযোগ্যস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ। দেহাজ্জিহ্বাং হরেদর্থং-স্তাড়য়েৎ তঞ্চ পার্থিবঃ ॥ ১১৭ ॥ বিচলৎ-পাদবাক্‌পাণিং ভ্রান্তমুন্মত্তমুদ্ধতম্। তমুগ্রং যাতয়েদ্রাজা দ্রবিণঞ্চ হরেৎ ততঃ ॥ ১১৮ ॥ অপবাগ্বাদিনং মত্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতম্। ধনাদানেন তং শাস্যাৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥ শক্তাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেদতিপানাৎ কুলেশ্বরি। পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ১২০ ॥ পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্। ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োঽপি ভূভৃতঃ ॥ ১২১॥ ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং সুরাং মত্তাঃ পায়য়ন্তো দ্বিজাতয়ঃ। শুধ্যেয়ুর্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাৎ ॥ ১২২ ॥ অসংস্কৃতসুরাপানাচ্ছুধ্যেত্তুপবসংস্ত্র্যহম্। ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসমুপবাসদ্বয়ং চরেৎ ॥ ১২৩ ॥ অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদন্নুপবসেদহঃ।

কালভেদে মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া থাকে। অতএব স্খলিত-বাক্য, স্খলিতপাণি, স্খলিত পদ ও স্খলিত-দৃষ্টি দ্বারা অতিরিক্ত পান বিচার করিবে; যেহেতু সুরার পরিমাণ দ্বারা অতিপান লক্ষ্য করা যায় না ১০১—১১৫। রাজা,—অবশেন্দ্রিয়, মদ-বিহ্বলচিত্ত, দেবতা ও গুরুর-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী ভয়প্রদ, সকল অনর্থের যোগ্য, শিবঘাতী পাপীর জিহ্বা দগ্ধ করিবেন, অর্থ হরণ করিবেন এবং তাড়না করিবেন। যাহার চরণ, বাক্য ও হস্ত বিচলিত হয়, যে ব্যক্তি ভ্রমযুক্ত, উন্মত্ত ও উদ্ধত, সেই উগ্র ব্যক্তির রাজা দণ্ডবিধান পূর্ব্বক তাহার ধন গ্রহণ করিবেন। যে ব্যক্তি মত্ত, অশ্লীল-বাক্য-উচ্চারণকারী এবং লজ্জাভয়-বিহীন,—প্রজা-প্রীতিকারক রাজা ধন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে শাসন করিবেন। হে কুলেশ্বরি! শক্তাভিষিক্ত কৌল যদি অতিপান করেন, তাহা হইলে তিনিও কুলধর্ম্ম-বহিষ্কৃত এবং পশু বলিয়াই গণ্য হন। মদ্য শোধিতই হউক অথবা অশোধিতই হউক, যে ব্যক্তি উহা অতিশয় পান করে, সে কৌলগণের ত্যাজ্য ও রাজার দণ্ডনীয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, মত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধানানুসারে পরিণীতা পত্নীকে মদ্য পান করায়, তাহা হইলে ঐ ভার্য্যার সহিত পঞ্চ দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। অসংস্কৃত-সুরাপায়ী তিনদিন উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অপরিশোধিত মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহাকে দুই দিন উপবাস করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত মৎস্য ও মুদ্রা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার এক দিবস উপবাস কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি বিধি

অবৈধং পঞ্চমং কুর্ব্বন্ রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ১২৪ ॥ ভুঞ্জানো মানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে। উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১২৫ ॥ নরাকৃতিপশোর্মাংসং মাংসং মাংসাদনস্য চ। অত্ত্বা শুধ্যেন্নরঃ পাপাদুপবাসৈস্ত্রিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥ ম্লেচ্ছানাং শ্বপচানাঞ্চ পশূনাং কুলবৈরিণাম্। খাদন্নন্নং বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পক্ষমেকমুপোষিতঃ ॥ ১২৭ ॥ উচ্ছিষ্টং যদি ভুঞ্জীত জ্ঞানাদেষাং কুলেশ্বরি। শুধ্যেন্মাসোপবাসেনাজ্ঞানাৎ পক্ষোপবাসতঃ ॥১২৮॥

অনুলোমেন বর্ণানামন্নং ভুক্ত্বা সকৃৎ প্রিয়ে। দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্যান্মমাজ্ঞয়া ॥ ১২৯ ॥ পশু-শ্বপচ-ম্লেচ্ছানামন্নং চক্রার্পিতং যদি। বীরহস্তার্পিতং বাপি ভক্ষন্ নৈব পাপভাক্ ॥ ১৩০ ॥ অন্নাভাবে চ দৌর্ভিক্ষ্যে বিপদি প্রাণসঙ্কটে। নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ ন পাতকী ॥ ১৩১ ॥ করিপৃষ্ঠে তথানেকোদ্বাহ্যপাষাণদারুষু। অলক্ষিতেঽপি দুষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥ পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিমুক্তানপি প্রিয়ে।

লঙ্ঘনপূর্ব্বক পঞ্চম তত্ত্বের সেবা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজদণ্ড দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ১১৬—১২৪। হে শিবে! যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক মনুষ্যমাংস বা গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এক পক্ষ উপবাস করিয়া সে ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে, —এই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। হে প্রিয়ে! যে, মনুষ্যাকৃতি পশুর মাংস বা মাংসাশী জীবের মাংস ভক্ষণ করিবে, তিন দিন উপবাস করিলে তাহার শুদ্ধিলাভ হইবে। যে, ম্লেচ্ছ, যবন, চণ্ডাল, অথবা কুলাচার-বিরোধী পশুর অন্ন ভোজন করিবে, সে একপক্ষ উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে। হে কুলেশ্বরি! যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানে ঐ সকল (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, সে ব্যক্তি এক পক্ষ উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে, এক মাস উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। হে প্রিয়ে! যদি কোন ব্যক্তি একবার অনুলোম জাতির অর্থাৎ যথাক্রমে নীচজাতির অন্ন ভোজন করে (যথা;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজন করে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যান্ন ভোজন করে; ইত্যাদি।) তবে আমার আজ্ঞা অনুসারে তিন দিন উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি পশু চণ্ডাল অথবা ম্লেচ্ছের অন্ন, চক্রে অর্পিত হয়, কিংবা বীর ব্যক্তি হস্তে করিয়া তাহা প্রদান করেন, তবে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপভাগী হইবে না। অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, বিপদ্‌কাল অথবা প্রাণসঙ্কটের সময় উপস্থিত হইলে, যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন দ্বারা প্রাণরক্ষা করে, তবে সে পাপভাগী হইবে না। ১২৫—১৩১। হস্তিপৃষ্ঠে, অনেক লোক দ্বারা বহনীয় প্রস্তর বা কাষ্ঠাসনে এবং দুষ্য-পদার্থের লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে, ভক্ষ্য-দোষ হয় না। হে প্রিয়ে!

ন হন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥ কৃচ্ছ্রব্রতং নরঃ কুর্য্যাদ্গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে। অজ্ঞানাদাচরেদর্দ্ধং ব্রতং শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১৩৪ ॥ ন কেশবপনং কুর্য্যান্ন নখচ্ছেদনং তথা। ন ক্ষারযোগং বসনে যাবন্ন ব্রতমাচরেৎ ॥ ১৩৫ ॥ উপবাসৈর্নয়েন্মাসং মাসমেকং কণাশনৈঃ। মাসং ভৈক্ষান্নমশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে ॥ ১৩৬ ॥ ব্রতান্তে বাপিতশিরাঃ কৌলান্ জ্ঞাতীংশ্চ বান্ধবান্। ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্যাজ্জ্ঞানগোবধপাতকাৎ ॥ ১৩৭ ॥ অপালনবধাদ্গোশ্চ শুধ্যেদষ্টোপবাসতঃ। বাহুজাদ্যা বিশুধ্যেয়ুঃ পদন্যূনক্রমাচ্ছিবে ॥ ১৩৮ ॥ গজোষ্ট্রমহিষাশ্বাংশ্চ হত্বা কৌলিনি কামতঃ। উপবাসৈস্ত্রিভিঃ শুধ্যেন্মানবঃ কৃতকিল্বিষঃ ॥ ১৩৯ ॥ মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ নিঘ্নন্নুপবসেদহঃ। ময়ূরশুকহংসাংশ্চ সজ্যোতিরশনং ত্যজেৎ ॥ ১৪০ ॥ নিহত্য সাস্থিজন্তূংশ্চ নক্তমদ্যান্নিরামিষম্। নিরস্থিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১ ॥ পশুমীনাণ্ডজান্ নিঘ্নন্ মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ। ন পাপার্হো ভবেদ্দেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৪২ ॥ দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র

যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য, যে সকল পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু হনন করিবে না ; হনন করিলে পাতকী হইবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে, কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। অজ্ঞান বশতঃ গোহত্যা করিলে, শঙ্করের শাসন অনুসারে অর্দ্ধকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। যে পর্য্যন্ত ঐ ব্রত-আচরণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষৌরকর্ম্ম, নখচ্ছেদ এবং বস্ত্রে ক্ষারসংযোগ করিবে না। হে শিবে! এক মাস উপবাস করিয়া যাপন, এক মাস কণভক্ষণ দ্বারা অতিবাহন ও একমাস ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া যাপন করার নাম কৃচ্ছ্রব্রত। ব্রত শেষ হইলে, মস্তক মুণ্ডন করিয়া কৌল-জ্ঞাতি এবং বন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া জ্ঞানকৃত গোবধ-জনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে। হে শিবে! অপালনকৃত গোবধ-জনিত পাতকী হইলে আট দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ক্ষত্রিয়—ছয় দিন, বৈশ্য—চারি দিন এবং শূদ্র—দুই দিন উপবাস করিয়া উক্ত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১৩২—১৩৮। হে কৌলিনি! ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব—এই সমুদায় জীব-হত্যা দ্বারা পাপী মানব, তিন দিন উপবাস করিলে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে। মৃগ, মেষ, ছাগ ও মার্জ্জার বধ করিলে, এক দিন উপবাস করিবে এবং ময়ূর, শুক বা হংস বধ করিলে সূর্য্যের উদয়াবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিবে। অস্থিযুক্ত-জীব-হত্যা করিলে, এক রাত্রি নিরামিষ ভোজন করিবে। অস্থিহীন জীব-হত্যা করিলে, অনুতাপ দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। হে দেবি! রাজা, মৃগয়াকালে পশু, মীন বা অণ্ডজ জীব-হত্যা করিলে পাপী হইবেন না, যেহেতু ইহা রাজাদিগের নিত্যধর্ম্ম।

বর্জ্জয়েৎ। কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥ সঙ্কল্পিতব্রতাপূর্ত্তৌ দেবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনে। অশুচৌ দেবতাস্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥ মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ। নিন্দয়েতান্ বদন্ ক্রূরং শুধ্যেৎ পঞ্চোপবাসতঃ ॥ ১৪৫ ॥ এতস্মান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রান্ গর্হন্নপি প্রিয়ে। সার্দ্ধদ্বয়োপবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাৎ ॥ ১৪৬ ॥ বিত্তার্থী মানবো দেশানখিলান্ গন্তুমর্হতি। নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥ গচ্ছংস্ত স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি। কুলধর্ম্মাৎ পতেদ্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ ॥ ১৪৮॥ উপনোদয়মারভ্য যামাষ্টকমভোজনম্। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তে বিধীয়তে ॥ ১৪৯ ॥ পিবংস্তোয়াঞ্জলিকৈকং ভক্ষন্নপি সমীরণম্। মানবঃ প্রাণরক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেদুপবাসতঃ ॥ ১৫০ ॥ উপবাসাসমর্থশ্চেদ্বৃদ্ধো বা জরয়াপি বা। তদা প্রত্যুপবাসঞ্চ ভোজয়েদ্দ্বাদশ দ্বিজান্ ॥ ১৫১॥ পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষং বাসনাযুক্তভাষণম্। অযুক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি ॥ ১৫২ ॥ অজ্ঞান যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতান্যপি। নশ্যন্তি জপনাদ্দেব্যাঃ সাবিত্র্যাঃ

হে ভদ্রে! দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে সকল কর্ম্মেই হিংসা বর্জ্জনীয়। বৈধ হিংসা করিলে, মনুষ্য পাপে লিপ্ত হইবে না। সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে, দেবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিলে বা অশৌচকালের মধ্যে দেবপ্রতিমা স্পর্শ করিলে, গায়ত্রী জপ করিবে। মাতা, পিতা ও ব্রহ্মদাতা,—ইঁহারা মহাগুরু। যে ব্যক্তি ইঁহাদিগের নিন্দা করিবে, বা নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে, সে পঞ্চ দিবস উপবাস করিয়া করিয়া শুদ্ধ হইবে। হে প্রিয়ে! যে এইরূপ অন্য কোন গুরু, কৌল বা ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিবে, বা কটু বলিবে, সে সার্দ্ধদ্বয় দিবস উপবাস করিয়া পাতক হইতে মুক্ত হইবে। ধনার্থী মানবগণ সকল দেশেই গমন করিবে পারিবে; কিন্তু যে দেশে বা যে শাস্ত্রে কৌলাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশ ও সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে।১৩৯—১৪৭। যে দেশে কৌলিকাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে গমন করিলে, কুলধর্ম্ম হইতে পতিত হইবেন; তিনি পুনর্ব্বার পূর্ণাভিষেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন। সূর্য্যোদয় অবধি অষ্টপ্রহর অনাহারের নাম উপবাস। প্রায়শ্চিত্তে তাহাই বিহিত। প্রাণধারণের নিমিত্ত এক অঞ্জলি জল পান অথবা বায়ু ভক্ষণ করিলে, উপবাস হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। বার্দ্ধক্য বা শারীরিক পীড়া নিবন্ধন উপবাস করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্প দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরের নিন্দা, নিজের প্রশংসা, অথবা দুঃখজনক অযুক্ত বাক্য-কথন, কিংবা অবৈধ কার্য্য করিলে, কেবল অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞান বা অজ্ঞান-

কৌলভোজনাৎ ॥ ১৫৩ ॥ সামান্তনিয়মান্ পুংসাং স্ত্রীষু ষণ্ডেষু যোজয়েৎ। যোষিতাঞ্চ বিশেষোঽয়ং পতিরেকো মহাগুরুঃ ॥ ১৫৪ ॥ মহারোগান্বিতা যে চ যে নরাশ্চিররোগিণঃ। স্বর্ণদানেন পূতাঃ স্যুর্দৈবে পিত্র্যেঽধিকারিণঃ ॥১৫৫ ॥ অপঘাতমৃতেনাপি দূষিতং বিদ্যুদগ্নিনা। গৃহং বিশোধয়েন্মন্ত্রৈর্ব্যাহৃত্যা শতসংখ্যকৈঃ ॥ ১৫৬ ॥ বাপীকূপতড়াগেষু সাম্বাং শবনিরীক্ষণাৎ। উদ্ধৃত্য কুণপং তেভ্যস্তত্তান্ পরিশোধয়েৎ ॥১৫৭॥ পূর্ণাভিষেকমনুভির্মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ। পূর্ণৈঃস্ত্রিসপ্তকুম্ভৈস্তান্ প্লাবয়েদিতি শোধনম্ ॥১৫৮॥ যদি স্বল্পজলাস্তে স্যুঃ শবদুর্গন্ধদূষিতাঃ। সপঙ্কং সলিলং সর্ব্বমুদ্ধৃত্য প্লাবয়েৎ তু তান্ ॥ ১৫৯ ॥ সন্তি ভূরীণি তোয়ানি গজদঘ্নানি তেষু চেৎ। শতকুম্ভজলোদ্ধারৈরভিষেকেণ শোধয়েৎ ॥ ১৬০ ॥ যদ্যেবং শোধিতা ন স্যুর্ম্ম তস্পৃষ্টজলাশয়াঃ। অপেয়সলিলাস্তেষাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ ॥ ১৬১ ॥ স্নানমেষু জলৈরেষাং কুর্ব্বন্ কর্ম্ম বৃথা ভবেৎ। দিনমেকং নিরাহারঃ শুধ্যেৎ পঞ্চামৃতাশনাৎ ॥ ১৬২ ॥ যাচকং ধনিনং দৃষ্ট্বা বীরং যুদ্ধ-

কৃত সকল পাপই গায়ত্রীদেবীর উপাসনা ও কৌলভোজন দ্বারা বিনষ্ট হয়। পুরুষের প্রতি যে সমুদায় সাধারণ নিয়ম বিহিত হইল, তাহা স্ত্রীলোক ও নপুংসকদিগের প্রতি যোগ করিবে। কিন্তু স্ত্রীজাতির বিশেষ এই যে, তাহাদের ভর্ত্তাই মহাগুরু। যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত ও যাহারা চিররোগী, তাহারা সুবর্ণ দান দ্বারা পবিত্র হইয়া দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী হইবে। কোন গৃহ—অপমৃত ব্যক্তি দ্বারা অথবা বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দূষিত হইলে "ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা" এই ব্যাহৃতি দ্বারা শতসংখ্যক হোম করিয়া সেই গৃহ শোধন করিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতিতে অস্থিযুক্ত শব দেখা যাইলে সেই শব উত্তোলনান্তে বাপী কূপ প্রভৃতি শোধন করিবে। (উহা শোধন করিবার বিধি এইরূপ যথা,) একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ জল, পূর্ণাভিষেক-মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ বাপী প্রভৃতিকে প্লাবন করিবে। যদি ঐ বাপী প্রভৃতিতে জল অল্প থাকে এবং শবের দুর্গন্ধে তাহা দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহার সমুদায় জল পঙ্কের সহিত উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহাদিগকে আপ্লাবন করিবে। ১৫৮—১৫৯। উক্ত জলাশয়ে যদি হস্তি-প্রমাণ বহু জল থাকে, তাহা হইলে একশত কুম্ভ জল উত্তোলনপূর্ব্বক উক্ত অভিষেক-মন্ত্রপূত একবিংশতি কুম্ভসলিল দ্বারা প্লাবিত করিয়া তাহাকে শোধন করিবে। শবস্পৃষ্ট জলাশয় যদি এরূপে শোধিত না হয়, তবে তাহার জলপান কর্ত্তব্য নহে এবং তাদৃশ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠাও করিবে না। এই জলে স্নান বা ইহা দ্বারা কোন কর্ম্ম করিলে তাহা বৃথা হয়। এই জলে স্নান করিলে বা জল দ্বারা কোন কর্ম্ম করিলে, তাহারা একদিন নিরা-

পরাঙ্মুখম্। দূষকং কুলধর্ম্মাণাং মদ্যপাঞ্চ কুলস্ত্রিয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥ মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতং বুধম্। পশ্যন্ সূর্য্যং স্মরন্ বিষ্ণুং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ ॥ ১৬৪ ॥ খর-কুক্কুটকোলাংশ্চ বিক্রীণন্তো দ্বিজাতয়ঃ। নীচবৃত্তিং চরন্তোঽপি শুধ্যেয়ুস্ত্রিদিনব্রতাৎ ॥ ১৬৫ ॥ দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণ-ভোজনঃ। অপরন্তু নয়েদদ্ভিস্ত্রিদিনব্রত-মম্বিকে ॥১৬৬॥ গৃহে হন্যদ্যাটিতদ্বারেঽনাহূতঃ প্রবিশন্ নরঃ। বারিতার্থপ্রবক্তাপি পঞ্চাহ-মশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥ আগচ্ছন্তো গুরূন্ দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠেদ্যো মদান্বিতঃ। তথৈব কুল-শাস্ত্রাণি শুধ্যেদেকোপবাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥ এত-স্মিন্ শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদযুক্তিতে। কুটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্ ॥ ১৬৯ ॥ ইদং তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্। ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্ম্যং পাবনং হিতকারকম্ ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বানিষ্ট-জনকপাপপ্রায়শ্চিত্তকথনং নামৈকাদশ উল্লাসঃ ॥ ১১ ॥

হারে থাকিয়া পঞ্চামৃত পান করণানন্তর শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ধনবান্ হইয়া যাচ্ঞা করে, বীর হইয়া সংগ্রাম হইতে পরাঙ্মুখ হয়, যে কুলধর্ম্মের দূষক, যে কুল-কামিনী হইয়া সুরাপান করে, যে মিত্রদ্রোহ করে বা যে পণ্ডিত হইয়া স্বয়ং পাপাচরণে রত হয়, তাহাদিগের অন্যতমকে যে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি সূর্য্য দর্শনপূর্ব্বক বিষ্ণু-স্মরণান্তে সেই বস্ত্রের সহ স্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে দ্বিজাতি হইয়া গর্দ্দভ, কুক্কুট অথবা শূকর বিক্রয় করে কিংবা অন্য নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তিন দিন ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহার শুদ্ধি-লাভ হইবে। হে অম্বিকে! তিন দিন ব্রত করিবার রীতি এই যে, একদিন অনাহার, একদিন কণভোজন ও একদিন জল পান করিবে। দ্বাররুদ্ধ গৃহে যদি কেহ আহূত না হইয়া প্রবেশ করে, অথবা যে কথা বলিতে বারণ আছে, সেই কথা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে পাঁচ দিন আহার ত্যাগ করিতে হইবে। যে গর্ব্বযুক্ত হইয়া, আগমনকারী গুরুজনকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে, অথবা কুলশাস্ত্র আনিতে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করে, সেই ব্যক্তি এক দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। সুব্যক্ত অর্থ-যুক্ত শিবপ্রণীত এই শাস্ত্রে যাহারা কূট অর্থ করিবে, তাহারা পতিত হইয়া অধোগতি লাভ করিবে। হে দেবি! তোমার নিকট যাহা কথিত হইল, ইহা সার হইতে সার, উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ধর্ম্ম্য, পবিত্রতা কারক, হিতকারক এবং ইহলোকে ও পর-লোকে পরমার্থপ্রদ। ১৬০—১৭০।

একাদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ উল্লাসঃ

শ্রীসদাশিব উবাচ। ভূয়স্তে কথয়াম্যাদ্যে ব্যবহারান্ সনাতনান্। যান্ রক্ষন্ প্রবিদন্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ ॥১॥ নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ। মিথস্তে বিবদিষ্যন্তি গুরু-স্বজন-বন্ধুভিঃ ॥২॥ ব্যতিঘ্নন্তি তদা দেবি স্বার্থিনো বিত্তহেতবে। পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়া চ জিহীর্ষয়া ॥৩॥ অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্ম্মসম্মতঃ। নিবোধ্যতে যমাশ্রিত্য ন ভ্রশ্যেয়ুঃ শুভান্নরাঃ ॥৪॥ দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপনুত্তয়ে। তথৈব বিভজেদ্দায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধভেদতঃ ॥৫॥ সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বিবাহাজ্জন্মনস্তথা। তত্রোদ্বাহিকসম্বন্ধাদপরো বলবত্তরঃ ॥৬॥ দায়ে তূর্দ্ধতনাজ্জ্যায়ান্ সম্বন্ধোহধস্তনঃ শিবে। অধউর্দ্ধক্রমাৎ স্ত্রীতঃ পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥৭॥ তত্রাপি সন্নিকর্ষেণ সম্বন্ধী দায়মর্হতি। অনেন বিধিনা ধীরা বিভজেযুঃ ক্রমাদ্ধনম্ ॥৮॥ মৃতস্য পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি স্থিতে। ভার্য্যায়ামপি দায়ার্হঃ পুত্র এব ন চাপরঃ ॥৯॥ বহবস্তনয়া যত্র সর্ব্বে তত্র সমাংশিনঃ। জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তৎ তু বংশানু-

দ্বাদশ উল্লাস।

শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে আদ্যে! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সনাতন ব্যবহার বলিতেছি; রাজা যে ব্যবহার রক্ষা করিলে এবং বিদিত হইলে স্বচ্ছন্দে প্রজা পালন করিতে পারেন। রাজার নিয়ম ব্যতিরেকে মানবগণ ধনলোলুপ হইয়া গুরুজন, স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সহিত পরস্পর বিবাদ করিবে। হে দেবি! ধনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং তাহারা,—হিংসা ও ধনহরণেচ্ছা দ্বারা পাপাবলম্বী হইবে। অতএব আমি মনুষ্যদিগের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মসম্মত রাজনিয়ম নিবদ্ধ করিতেছি। মানবগণ এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলে কখনও মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। রাজা পাপ-খণ্ডনের নিমিত্ত যেমন পাপীদিগের দণ্ডবিধান করিবেন, সেইপ্রকার মনুষ্যদিগের সম্বন্ধভেদে দায় বিভাগ করিয়া দিবেন। বিবাহ ও জন্মভেদে সম্বন্ধ দুই প্রকার। ইহার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধ অতিশয় বলবান্। হে শিবে! ধনাধিকার বিষয়ে উর্দ্ধতন সম্বন্ধ অপেক্ষা অধস্তন সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ অধ-উর্দ্ধ ক্রমে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে অধিকতর নিকট সম্বন্ধক্রমে দায়াধিকারী হইবে। পণ্ডিতগণ এই বিধানানুসারে যথাক্রমে ধনবিভাগ করিবেন। ১—৮। মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পিতা ও ভার্য্যা প্রভৃতি জীবিত থাকে, তাহা হইলে পুত্রই ধনাধিকারী হইবে, অন্য কেহ হইবে না। যে স্থলে বহু সন্তান আছে, সে স্থলে সকল পুত্রই সমান অংশ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রই

সারতঃ ॥ ১০ ॥ ঋণং যৎ পৈতৃকং তচ্চ শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্ধনৈঃ। তস্মিন্ স্থিতে বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বসু ॥ ১১ ॥ বিভজ্য যদি গৃহ্নীয়ুর্বিভবং পৈতৃকং নরাঃ। তেভ্যস্তদ্ধনমাহৃত্য পিতৃণং দাপয়েন্নৃপঃ ॥ ১২ ॥ যথা স্বকৃতপাপেন নিরয়ং যান্তি মানবাঃ। ঋণেনাপি তথা বদ্ধঃ স্বয়মেব ন চাপরঃ ॥ ১৩ ॥ সাধারণং ধনং যচ্চ স্থাবরং স্থাবরেতরম্। অংশিনঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি স্বং স্বমংশং বিভাগতঃ ॥ ১৪ ॥ অংশিনাং সম্মতাবেব বিভাগঃ পরিসিধ্যতি। তেষামসম্মতৌ রাজা সমদৃষ্ট্যাংশমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

রাজ্যাধিকারী হইবে। যদি পৈতৃক ঋণ থাকে, তবে পৈতৃক ধন হইতেই তাহা শোধ করিতে হইবে, যেহেতু পৈতৃক ঋণ থাকিলে পৈতৃক ধন বিভাগযোগ্য হয় না। যদি পৈতৃক ঋণ থাকিতে পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের নিকট সেই ধন গ্রহণ করিয়া পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করাইবেন। আপনি পাপ করিলে যেমন আপনাকেই নরকে যাইতে হয়, সেইরূপ নিজকৃত ঋণে নিজকেই বদ্ধ হইতে হয়; অপর কেহই বদ্ধ হয় না। স্থাবর বা অস্থাবর যাহা কিছু সাধারণ ধন, অংশীরা বিভাগানুসারে তাহা হইতে আপন আপন অংশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অংশীদিগের সম্মতি হইলেই বিভাগ সিদ্ধ হইবে; তাহাদিগের অসম্মতি হইলে রাজা পক্ষপাত-শূন্য দৃষ্টিতে অংশ করিয়া

স্থাবরস্য চরস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনঃ। মূল্যং বা তদুপস্বত্বমংশিনাং বিভজেন্নৃপঃ ॥ ১৬ ॥ বিভক্তেঽপি ধনে যস্তু স্বীয়াংশং প্রতিপাদয়েৎ। পুনর্বিভজ্য তদ্দ্রব্যমপ্রাপ্তাংশায় দাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥ কৃতে বিভাগে দ্রব্যাণামংশিনাং সম্মতৌ শিবে। পুনর্বিবাদকৃৎতত্র শাস্যো ভবতি ভূভৃতঃ ॥ ১৮ ॥ স্থিতে প্রেতস্য পৌত্রে চ ভার্য্যায়াঞ্চ পিতর্য্যপি। পৌত্র এব ধনার্হঃ স্যাদধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥ অপুত্রস্য স্থিতে তাতে সোদরে চ পিতামহে। জন্মতঃ সন্নিকর্ষেণ পিতৈবাস্য ধনং

দিবেন। যে স্থাবর অস্থাবর বিভাগ করিতে পারা যায় না, রাজা তাহার মূল্য বা উপস্বত্ব অংশীদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন। ধন বিভক্ত হইবার পরেও যে ব্যক্তি ঐ ধনে আপন অংশ প্রমাণিত করে, রাজা সেই ধন পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া সেই অলব্ধ-অংশ ব্যক্তিকে দেওয়াইবেন। হে শিবে! সমুদায় অংশীর সম্মতি-ক্রমে ধন বিভাগ করিবার পর (পূর্ব্বকৃত বিভাগ অস্বীকারপূর্ব্বক) ঐ বিভাগে পুনর্ব্বার বিবাদকারী ব্যক্তি, রাজার নিকটে দণ্ডনীয় হইবে। মৃত ব্যক্তির পৌত্র, ভার্য্যা ও পিতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ পৌত্রই অধস্তনত্বরূপ গৌরব নিবন্ধন ধনাধিকারী হইবে। ৯—১৯। অপুত্র মৃত ব্যক্তির পিতা, সহোদর ও পিতামহ থাকিলে, জন্ম অনুসারে নৈকট্য বশতঃ পিতাই তাহার ধনাধিকারী হইবে। হে

হরেৎ ॥ ২০ ॥ বিদ্যমানাসু কন্যাসু সন্নিকৃষ্টাস্বপি প্রিয়ে। মৃতস্য পৌত্রো ধনভাগ্‌ যতোমুখ্যতরঃ পুমান্‌ ॥ ২১ ॥ ধনং মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি পিতামহাৎ। অতোহত্র গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা ॥ ২২॥ ঔদ্বাহিকেহপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা বরীয়সী। অপুত্রস্য হরেদ্‌রিক্থং পত্যুর্দেহার্দ্ধহারিণী ॥ ২৩ ॥ পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধনম্‌। নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং সমর্থা স্বধনং বিনা ॥ ২৪ ॥ পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্বাপি দত্তং যদ্ধর্ম্মসংযতম্‌। স্বকৃত্যোপার্জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ২৫ ॥ তস্যাং মৃতায়াম্‌রিক্থং তৎ পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেৎ। তদাসন্নতরো রিক্থমধ-উর্দ্ধক্রমাদ্ধরেৎ ॥ ২৬ ॥ মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা। তদভাবে পিতৃবন্ধোস্তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ২৭ ॥ শঙ্কিতব্যভিচারাপি ন পত্যুর্দায়ভাগিনী। লভতে জীবনং মাত্রং ভর্ত্তৃবিভবহারিণঃ ॥ ২৮ ॥ বহ্ব্যশ্চেদ্‌ নিতাম্বস্য স্বর্যাতুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ। ভজেরন্‌ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন শুচিস্মিতে ॥ ২৯ ॥ পত্ন্যর্ধনহরায়াশ্চ মৃতৌ ভর্তৃসুতাস্থিতৌ পুনঃ স্বামিপদং গত্বা ধনং দুহিতরং

প্রিয়ে! কন্যা অতি সন্নিকৃষ্টা হইলেও মৃত ব্যক্তির ঐ কন্যা বিদ্যমান থাকিতে পৌত্র ধনাধিকারী হইবে; যেহেতু স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষই মুখ্যতর। মৃত পুত্র সোপান করিয়া ধন পিতামহ হইতে পৌত্রে গমন করিবে। এইজন্য লোকে কীর্ত্তিত হয় যে, পিতা স্বয়ংই পুত্রস্বরূপ। ঔদ্বাহিক সম্বন্ধে ব্রাহ্ম বিধি অনুসারে বিবাহিতা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা। ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সেই ব্রাহ্মী ভার্য্যাই অপুত্র স্বামীর ধনাধিকারিণী হইবে। পতি-পুত্র-বিহীনা নারী স্বামিধন প্রাপ্ত হইলেও দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; কেবল স্ত্রীধন দান-বিক্রয় করিতে পারিবে। পিতৃকুলের বা শ্বশুর-কুলের দত্ত ধন অথবা ধর্ম্মানুসারে নিজ কার্য্য দ্বারা উপার্জ্জিত যে ধন তাহা "স্ত্রীধন" বলিয়া কথিত। ঐ নারীর মৃত্যু হইলে প্রাপ্ত স্বামি-ধন পুনর্ব্বার স্বামি-ধন-স্থানীয় হইবে, অর্থাৎ ঐ স্ত্রীর অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেইরূপ হইবে, (কিন্তু সে স্বামী না থাকায়) ঊর্দ্ধতন অনুসারে অতি নিকটবর্ত্তী ব্যক্তি ঐ ধন প্রাপ্ত হইবে। ২০—২৬। স্বামীর মৃত্যুর পর নারী স্বধর্ম্ম অনুসারে থাকিয়া পতি-বন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, তদভাবে পিতৃ-বন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থান করিলে, ধনাধিকারিণী হইবে। যে রমণীর প্রতি ব্যভিচারের শঙ্কাও হইবে, সে ভর্তৃধন প্রাপ্ত হইবে না; যে ব্যক্তি তাহার স্বামি-ধনে অধিকারী হইবে, তাহার নিকট বিভব অনুসারে জীবিকামাত্র প্রাপ্ত হইবে। হে শুচিস্মিতে! যদি স্বর্গপ্রাপ্ত ব্যক্তির বহু পত্নী থাকে, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সমান অংশ করিয়া সেই ভর্তৃধন লইবে। স্বামি-ধন-ভাগিনী পত্নীর মৃত্যু হইলে এবং ভর্ত্তার কন্যা বিদ্যমান থাকিলে, সেই ধন

ব্রজেৎ ॥ ৩০ ॥ এবং দ্বিতীয়াং কন্যায়া-মৃক্থং পুত্রবধূগতম্। তস্য়াং তৌ স্বামিনং প্রাপ্য শ্বশুরাৎ তৎসুতামিয়াৎ ॥ ৩১ ॥ তথা পিতামহে সত্বে বিত্তং মাতৃগতং শিবে। তস্যাং মৃতায়াং পুত্রেণ ভর্ত্রা শ্বশুরগং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ মৃতস্যোর্দ্ধগতং বিত্তং যথা প্রাপ্নোতি তৎপিতা। জনন্যপি তথ প্নোতি পতিহীনা বরবর্ণিনি ॥ ৩৩ ॥ অতঃ সত্যাং জনন্যান্তু বিমাতা ন ধনং হরেৎ। মৃতে জনন্যান্তং প্রাপ্য পিত্রা গচ্ছেদ্বিমাতরম্ ॥ ৩৪ ॥ অধস্তনানাং বিরহাদৃক্থং রিকথং ন যাত্যধঃ। যেনৈবাধস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোর্দ্ধং তদা ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥ অতঃ স্থিতৌ পিতৃব্যস্য ধনং স্বস্গতঞ্চ সৎ। পত্যৌ স্থিতেঽনপত্যায়া মৃতৌ পিতৃব্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ ঊর্দ্ধাদ্বিত্তমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে। অতঃ সত্যাং সোদরায়াং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতায়াং সোদরায়াঞ্চ বিমাতুঃ পুত্রসন্ততৌ। বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং বৈমাত্রেয়ান্বয়ো ভজেৎ ॥ ৩৮ ॥ মৃতস্য সোদরো ভ্রাতা বৈমাত্রেয়স্তথা শিবে। ধনং পিতৃগতত্বেন বিভজেতাং সমাংশিনৌ ॥ ৩৯ ॥ কন্যায়াং জীবিতায়াঞ্চ তদ-

---

পুনর্ব্বার ভর্তৃধন-স্থানীয় হইয়া দুহিতৃগামী হইবে। এইরূপ কন্যা বর্ত্তমানে পুত্রবধূগতধন পুত্রবধূর মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার স্বামীকে প্রাপ্ত হইয়া শ্বশুরগত, শ্বশুর হইতে সেই ধন কন্যা প্রাপ্ত হয়। হে শিবে! এইরূপ পিতামহ বিদ্যমান থাকিতে যদি ধন মাতৃগামী হয়, মাতার মৃত্যুর পর সেই ধন মাতার ভর্ত্তা, অথচ পিতামহের পুত্রের ধনস্থানীয় হইয়া পিতামহগামী হইবে। মৃত ব্যক্তির ঊর্দ্ধগত ধন যেমন পিতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পতিহীনা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জননী বর্ত্তমান থাকিতে বিমাতা ধনভাগিনী হইবে না। জননীর মৃত্যু হইলে, পুত্রকে আশ্রয় করিয়া পিতা দ্বারা বিমাতাও ধন-ভাগিনী হইবে। অধস্তন অধিকারীর অভাব হইলে, ধন অধোগামী হয় না, পরন্তু সেই ধন যে ক্রমে অধোগামী হইয়াছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, সেই ক্রমেই ঊর্দ্ধগামী হইবে। ২৭—৩৫। অতএব পিতৃব্য থাকিতে ধন ভগিনীগামী হইলেও কন্যা-পুত্র-রহিতা ঐ ভগিনীর পতি বিদ্যমান থাকিতে মৃত্যু হইবার পর সেই ধন পিতৃব্যই প্রাপ্ত হইবে। ধন ঊর্দ্ধ হইতে অধোগামী হইয়া, প্রথমে পুরুষকে আশ্রয় করে; অতএব সহোদরা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিতেও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিকারী হইবে। সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সন্তান বিদ্যমান থাকিলেও বৈমাত্রেয়-ভ্রাতৃগত ধন বৈমাত্র ভ্রাতার সন্তানই প্রাপ্ত হইবে। হে শিবে! মৃত ব্যক্তির ধন সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয় সমান বিভাগ করিয়া লইবে; কারণ, ঐ ধন, মৃত ব্যক্তির পিতৃ-ধন-স্থানীয় হয়। কন্যা জীবিত থাকিতে তাহার পুত্র ধনাধিকারী হইবে না। যে স্থলে যে ধনাধি-

পত্যং ন দায়ভাক্। যত্র যদ্ধাধিত্বে বিত্তং তস্য তাবপরং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥ বিত্তজেযূঢ় হিতঃ পুত্রাভাবে পিতুর্ধনম্। উদ্বাহয়ন্ত্যোঽনূঢ়াস্ত পিতুঃ সাধারণৈর্ধনৈঃ ॥৪১॥ অসন্ততায়াঃ মৃতায়াশ্চ স্ত্রীধনং স্বামিনং ব্রজেৎ। অন্যং তু রবিণং যস্মাদাপ্তং তৎপদমাশ্রয়েৎ ॥৪২॥ প্রেতলব্ধধনৈর্নারী বিদধ্যাদাত্মপোষণম্। পুণ্যঞ্চ তদুপস্বত্বৈর্ন শক্তা দানবিক্রয়ে ॥৪৩॥ পিতামহস্য ভার্য্যাঞ্চ সত্যাং তাতবিমাতরি। পিতামহগতং রিক্থং তৎপুত্রেণ স্নুষাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥ পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি। অধোত্তবানাং মুখ্যত্বাদ্ভ্রাতৈব ধনভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষেঽত্র তুল্যৌ ভ্রাতৃপিতামহৌ। ধনং পিতৃপদং গত্বা প্রাপ্নুযুর্ভ্রাতরং ব্রজেৎ ॥৪৬॥ স্থিতেঽপ্যপত্যে দুহিতুঃ প্রেতস্য পিতরি স্থিতে। দুহিত্রপত্যং ধনভাক্তনং যস্মাদধোমুখম্ ॥ ৪৭ ॥ স্বঃপ্রয়াতুঃ স্থিতে তাতে তথা মাতরি কালিকে। পুংসো মুখ্যতরত্বেন ধনহারী ভবেৎ পিতা ॥ ৪৮ ॥ স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ড্যো বর্ত্তমানেঽপি মাতুলে। প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯ ॥ অধস্তাদগমনাভাবে ধনমূর্দ্ধভবং গতম্।

ধারের বাধক, সেই স্থলে তাহার মৃত্যুর পর অপরকে আশ্রয় করিবে, (এখানে কন্যা, দৌহিত্রের ধনাধিকারের বাধক, সুতরাং কন্যার মৃত্যুর পর দৌহিত্র অধিকারী) অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ, সাধারণ পৈতৃক ধন দ্বারা দিয়া, পুত্র না থাকিলে কন্যারা পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবে। সন্ততি-রহিতা মৃত নারীর স্ত্রীধন স্বামী প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীধন ভিন্ন অন্য ধন যাহার উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তাহা প্রাপ্ত হইবে। নারী, উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে যে ধন প্রেত হইতে প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে আপনার ভরণপোষণ করিবে এবং তাহার উপস্বত্ব দ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিবে, কিন্তু দান-বিক্রয় করিতে পারিবে না। পিতৃব্য-পত্নী ও পিতৃ-বিমাতা বিদ্যমান থাকিলে, ধন পিতামহগামী হইয়া পশ্চাৎ পিতৃব্য দ্বারা পিতৃব্য-পত্নীকেই আশ্রয় করিবে। পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকিলে, অধ ন পুরুষের প্রধানতা হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে। পিতৃব্য অপেক্ষা ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান সন্নিকৃষ্ট, ঈদৃশ স্থলে মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃধন-স্থানীয় হইয়া ভ্রাতৃগামী হইবে। ৩৬—৪৬। মৃত ব[illegible]র দৌহিত্র ও পিতা বর্ত্তমান থা[illegible]ে, দৌহিত্রই ধনাধিকারী হইবে, যেহেতু ধন স্বভাবতই অধোগামী। হে কালিকে! স্বর্গগত ব্যক্তির পিতা ও মাতা বিদ্যমান থাকিলে পুরুষের মুখ্যতরত্ব হেতু পিতাই ধনাধিকারী হইবে। মৃত ব্যক্তির মাতুল জীবিত থাকিলেও পিতৃসম্বন্ধের গৌরব হেতু পিতৃসপিণ্ড ব্যক্তিই ধন প্রাপ্ত হইবে। হে শিবে! ধন অধোগামী হইতে না পারিলে, ঊর্দ্ধতন পুরুষকে

তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বাদিতং পিতৃকুলং শিবে। অতোঽত্র সন্নিকৃষ্টোঽপি মাতুলো নাপ্নুয়াদ্ধনম্ ॥ ৫০ ॥ অজীবৎপিতৃকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সহ পার্ব্বতি। পিতামহস্য দ্রবিণাৎ স্বপিতুর্ভাগমর্হতি ॥ ৫১ ॥ ভ্রাতৃহীনা তথা পৌত্রী পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী। পিতামহধনং সৌম্যা হরেচ্চেন্মৃতমাতৃকা ॥ ৫২ ॥ সত্যাং পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি। বিত্তে পিতৃগতে দেবি পৌত্রী তত্রাধিকারিণী ॥ ৫৩ ॥ অধোগামিষু বিত্তেষু পুমান্ জ্যায়ানধস্তনঃ। উর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানূর্দ্ধোস্তবো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ অতঃ স্নুষায়াং পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং দুহিতরি প্রিয়ে। প্রেতস্য বিত্তবং হর্ত্তুং নৈব শক্নোতি তৎপিতা ॥ ৫৫ ॥ যদা পিতৃকুলে ন স্যাৎ তস্য ধনভাজনম্। পূর্ব্বোক্তবিধিনা রিক্থং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬ ॥ মাতামহগতং বিত্তং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভিঃ। অধঃউর্দ্ধক্রমেণৈবং পুমাংসং স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭॥ ব্রাহ্ম্যন্বয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সাপিণ্ডনে স্থিতে। মৃতস্য শৈবীতনয়ো ন পিতুর্ভাগভাগ্ ভবেৎ ॥৫৮॥ শৈবী পত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্ ধনভাগিনঃ। গ্রাসযাচ্ছাদনং ভদ্রে স্বঃপ্রয়াতুর্যথাধনম্ ॥ ৫৯ ॥ শৈবোদ্বাহং

প্রাপ্ত হয়; তন্মধ্যে পুরুষদিগের প্রধানতা প্রযুক্ত অগ্রে ধন পিতৃকুলেই গমন করে; এই কারণে এ স্থলে মাতুল সন্নিকৃষ্ট হইলেও ধনভাগী হন না। হে পার্ব্বতি! মৃতপিতৃক পৌত্র ও পুত্র বিদ্যমান থাকিলে মৃতপিতৃক পৌত্র পিতামহের ধন হইতে পিতার প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইবে। পৌত্রী যদি ভ্রাতৃহীনা, পিতৃমাতৃহীনা ও স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পিতামহধনে পিতৃব্যের সহিত সমভাগিনী হইবে। হে দেবি! পৌত্রীর পিতামহী ও পিতৃষসা জীবিত থাকিলেও পিতৃগত ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী হইবে অর্থাৎ ধনীর কন্যা, জননী, ভগিনীর মধ্যে কন্যাই উত্তরাধিকারিণী। অধোগামী ধনে অধস্তন পুরুষেরই প্রাধান্য এবং উর্দ্ধগামী ধনে উর্দ্ধতন পুরুষেরই প্রাধান্য হইবে। হে প্রিয়ে! এই কারণে পুত্রবধূ, পৌত্রী বা কন্যা জীবিত থাকিতে মৃত ব্যক্তির ধন মৃত ব্যক্তির পিতা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সেই ধন মাতামহ-কুলকে আশ্রয় করিবে। মাতামহ-কুলগত ধন মাতুল, মাতুলপুত্র প্রভৃতি দ্বারা প্রথমতঃ অধস্তন, তদভাবে উর্দ্ধতন এবং পুরুষজাতি, তদভাবে নারীজাতিকে আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিতা পত্নীর সন্তান বিদ্যমান থাকিতে এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড থাকিতে, শৈব বিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার সন্তান, মৃত ব্যক্তির ধনভাগী হইবে না। হে ভদ্রে! শৈব বিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা ও তাহার পুত্রগণ ধনাধিকারীর নিকট মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে। ৫৭—৫৯। হে প্রিয়ে! শৈব

শৈবভর্ত্রৈব পালয়েৎ। সৌম্যাকেন্নাধিকারো-হস্যাঃ পিত্রাদীনাং ধনে প্রিয়ে ॥ ৬০ ॥ অতঃ সংকুলজাং কন্যাং শৈবৈরুদ্বাহয়ন্ পিতা। ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি স ভবেল্লোক-গর্হিতঃ ॥ ৬১ ॥ শৈবী-তদ্বংশাভাবে সোদকো ব্রহ্মদো নৃপঃ। হরেয়ুঃ ক্রমতো বিত্তং মৃতস্য শিবশাসনাৎ ॥ ৬২ ॥ পিণ্ডদাং সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ প্রিয়ে। সোদকা দশমান্তাঃ স্যুস্ততঃ কেবলগোত্রজঃ ॥ ৬৩ ॥ বিভক্তং দ্রবিণং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ। অবিভক্তবিধানেন ভজেরংস্তদ্ধনং পুনঃ ॥৬৪॥ অবিভক্তে বিভক্তে বা যস্য যাদৃগ্বিভাগিতা। মৃতেহপি তস্য দায়াদাস্তাদৃগ্বিত্তবিভাগিনঃ ॥৬৫॥ যে যস্য ধনহর্ত্তারো অবেয়ুর্জীবনাবধি। দদ্যুঃ পিণ্ডং তু এবাস্য শৈবভার্য্যাসুতং বিনা ॥ ৬৬ ॥ লোকেহস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাদ্যথাশৌচং বিধীয়তে। ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিতং তথা ॥৬৭॥ পূর্ণেহশৌচেহথবাহপূর্ণে তৎকালাভ্যন্তরে শ্রুতে। শ্রবণাচ্ছেষদিবসৈ-র্বিশুধ্যেয়ুর্দ্বিজাদয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে খণ্ডাশৌচং ন বিদ্যতে। পূর্ণে ত্রিরাত্রং বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥ ৬৯ ॥

বিবাহে বিবাহিত ভার্য্যাকে শৈব ভর্ত্তাই পালন করিবে,—সে যদি ব্যভিচারিণী না হয়। এই শৈবী ভার্য্যা,—পিতা মাতা প্রভৃতির ধনে অধিকারিণী হয় না। পিতা ক্রোধ হেতু বা লোভ হেতু সংকুলসম্ভূতা কন্যার শৈব বিবাহ দিলে লোক-সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন। শৈবী ভার্য্যা ও তাহার বংশ না থাকিলে শিবের শাসন-হেতু ক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্বা-ভাবে সমানোদক, আচার্য্য ও রাজা মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন। হে প্রিয়ে! পিণ্ডদাতা হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডশব্দে কথিত। অষ্টম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক। অনন্তর কেবল গোত্রজ বলা যায়। যে ধন একবার বিভাগ করিয়া তাহা যদি পশ্চাৎ স্বেচ্ছা-ক্রমে মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে সেই ধন অবিভক্ত নিয়মানুসারে পুনর্ব্বার বিভাগ করিবে। অবিভক্ত বা বিভক্ত ধনে যাহার যেরূপ অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ সেইরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবে। যাহারা যাহার ধনে অধিকারী হইবে, তাহারা যাবজ্জীবন তাহার পিণ্ডদান করিবে ;—শৈব-ভার্য্যার পুত্র ব্যতীত। এই লোকের জন্মসম্বন্ধহেতু যেমন অশৌচ বিহিত হয়, সেইরূপ উত্তরা-ধিকারিত্ব সম্বন্ধেও ত্রিরাত্র অশৌচ বিহিত আছে। পূর্ণাশৌচ অথবা খণ্ডাশৌচ, নির্দ্দিষ্ট অশৌচ-কালের মধ্যে শ্রুত হইলে অশৌচ-কালের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকিবে, দ্বিজাদি সকল বর্ণই সেই কয়েক দিনেই শুদ্ধ হইবে। অশৌচকাল অতীত হইলে পর খণ্ডাশৌচ শ্রুত হইলে অশৌচ হইবে না; কিন্তু পূর্ণাশৌচ শ্রুত হইলে তিন দিন অশৌচ হইবে—যদি এক বৎসরের পর না হয়। এক বৎসর

জাতীতেঽপি চৈৎশ্রুতঃ পিতুর্বা মরণক্রতৌ।
ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রস্তথা ভর্তুঃ পতিব্রতা ॥৭০॥
অশৌচাভ্যন্তরে যস্মিন্নশৌচান্তরমাপতেৎ।
গুর্ব্বশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে ॥
৭১॥ অশৌচানাং গুরুত্বঞ্চ কালব্যাপিত্ব-
গৌরবাৎ। ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীয়ো
ব্যাপকং স্মৃতম্ ॥ ৭২ ॥ যদ্যশৌচান্তদিবসে
পতেদপরসূতকম্। পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ
স্যাদাদ্যবৃদ্ধ্যা দিনদ্বয়ম্ ॥ ৭৩ ॥ তাবৎ পিতৃ-
কুলাশৌচং যাবন্নোদ্বহনং স্ত্রিয়াঃ জাতে
পরিণয়ে পিত্রোর্মৃতৌ ত্র্যহমুদাহৃতম্ ॥ ৭৪ ॥
বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী।
তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ দত্তপুত্রস্য গোত্রিতা ॥
৭৫ ॥ সুতমাদায় সম্যত্যা জনন্যা জনকস্য
চ। স্বগোত্রনামান্যুল্লিখ্য সংস্কুর্য্যাৎ স্বজনৈঃ
সহ ॥ ৭৬ ॥ ঔরসেঽপি যথা পিত্রোর্ধনে
পিণ্ডেঽধিকারিতা। আদাত্রোদত্তকে তদ্বদ্-
যতোঽস্য পিতরৌ হি তৌ ॥৭৭॥ আপঞ্চাব্দং
শিশুং গৃহ্ণন্ সবর্ণাৎ পরিপালয়েৎ। পঞ্চ-
বর্ষাধিকে বালো দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥৭৮॥
ভ্রাতৃপুত্রেঽপি দত্তশ্চেদ্ গ্রহীতৈব ভবেৎ
পিতা। উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্যাৎ সর্ব্ব-

অতীত হইলে পুত্র—পিতার বা মাতার এবং পতিব্রতা পত্নী—ভর্ত্তার মরণ শ্রবণ করিলে ত্রিরাত্র অশুচি হইবে। যেস্থলে এক অশৌচের মধ্যে অন্য একটী অশৌচ হয়, সেই স্থলে গুরু অশৌচ দ্বারা মানবদিগের শুদ্ধি বিহিত আছে।৭০—৭১ দীর্ঘকাল-ব্যাপিত্বরূপ গৌরব হেতুই অশৌচের গুরুত্ব। ব্যাপ্য-অশৌচ ও ব্যাপক-অশৌচের মধ্যে ব্যাপক-অশৌচই গুরুতর। যদি মরণা-শৌচের বা জননাশৌচের শেষ দিবসে অহোরাত্র মধ্যে অপর কোন মরণ-জনিত বা জন্ম-জনিত খণ্ডাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচ দ্বারাই সেই অশৌচ যাইবে অর্থাৎ খণ্ডাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে না। যদি পূর্ণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের পর দুই দিন অশৌচবৃদ্ধি হইবে। স্ত্রীলোকের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতৃকুলে অশৌচ হইবে। বিবাহ হইলে পর পিতা-মাতার মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। বিবাহের পর নারী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ দত্তকপুত্র, দত্তকগ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত হইবে। জননী ও জনক—উভয়ের সম্মতি-ক্রমে পুত্র গ্রহণ করিয়া গ্রহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া স্বজনবর্গের সহিত ঐ দত্তকপুত্রের সংস্কার করিবে। যেরূপ ঔরস পুত্রে পিতামাতার ধন এবং পিণ্ডাধিকার আছে, সেইরূপ দত্তক পুত্রেও দত্তক-গ্রহীতা স্ত্রী-পুরুষের ধন ও পিণ্ডাধি-কার আছে; কারণ, তাহারাই ঐ দত্তকের পিতামাতা। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক বালককে সবর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিবে। দত্তক-গ্রহণ-বিষয়ে পঞ্চম-বর্ষাধিক-বয়স্ক বালক প্রশস্ত নহে। হে কালিকে! ভ্রাতৃপুত্রও যদি দত্তক হয়, তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতাই ঐ দত্তক-

কর্ম্মসু কালিকে ॥৭৯॥ যো যস্য ধনহর্ত্তা স্যাৎ স তদ্ধর্ম্মাণি পালয়েৎ। সংরক্ষেন্নিয়মাংস্তস্য তদ্বন্ধূন্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥ কানীনা গোলকাঃ কুণ্ডা অতিপাতকিনশ্চ যে নাশৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥ ৮১ ॥ লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনম্। মহাপাতকিনাঞ্চাপি মৃতৌ নাশৌচমাচরেৎ ॥ ৮২ ॥ নৃণামুদ্দেশহীনানাং পরিবারান্ ধনান্যপি। পালয়েদ্রক্ষয়েদ্রাজা তান্ দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৮৩ ॥ দ্বাদশাব্দে গতে তেষাং সর্ব্বদেহান্ বিদাহয়েৎ। ত্রিরাত্রান্তে তৎসুতাদ্যৈঃ প্রেতত্বং প্রবিমোচয়েৎ ॥ ৮৪ ॥ ততস্তৎপরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্। বিভজ্য নৃপতির্দদ্যাদন্যথা পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥ ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ। তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজাপ্রভুঃ ॥ ৮৬ ॥ যদ্যাগচ্ছেদনুদ্দিষ্টো বিভাগান্তেঽপি কালিকে। তস্যৈব দারাঃ পুত্রাশ্চ ধনং তস্যৈব নান্যথা ॥ ৮৭ ॥ ন সমর্থঃ পুমান্ দাতুং পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যৎ স্বজনায়াথবান্যস্মৈ দায়াদানুমতিং বিনা ॥৮৮॥ যৎ তু

পুত্রের পিতা হইবে এবং তাহার জন্মদাতা সকল কার্য্যেই পিতৃব্য হইবে। যে ব্যক্তি যাহার ধনাধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম পালন করিবে ও নিয়ম রক্ষা করিবে এবং তাহার বন্ধুদিগকে পরিতুষ্ট করিবে। ৭২—৮০। যাহারা কানীন, গোলক, কুণ্ড * ও অতিপাতকী, তাহাদের মরণে অশৌচ হইবে না এবং তাহাদিগের ধনাধিকারিতাও হইবে না। যে সকল পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড হইয়াছে, অথবা যে সকল নারীর রাজদণ্ড দ্বারা নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছে, অথবা যাহারা মহাপাতকী; তাহাদের মরণে অশৌচ গ্রহণ করিবে না। যে সকল ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছে, রাজা তাহাদের পরিবার এবং ধন দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের কুশময় দেহ দাহ করাইবেন। ত্রিরাত্রের পর ঐ ব্যক্তির পুত্রাদি দ্বারা প্রেতত্ব মোচন করাইবেন। অনন্তর নৃপতি, ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন বিভাগ করিয়া, পুত্রাদিক্রমে যথাসম্ভব তাহার পরিবারদিগকে প্রদান করিবেন; অন্যথা তিনি পাপী হইবেন। যাহার কেহ রক্ষক নাই, তাহার এবং দীন, বিপদ্গ্রস্তদিগের রাজাই রক্ষাকর্ত্তা হইবেন; কারণ, রাজাই প্রজাগণের প্রভু। হে কালিকে! অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি বিভাগের পরেও আগমন করে, তাহা হইলে তাহারই স্ত্রী-পুত্র, তাহারই ধন; ইহার অন্যথা হইবে না। অংশিগণের সম্মতি ব্যতীত পুরুষ জাতিও পৈতৃক স্থাবর ধন স্বজনকে অথবা অন্য ব্যক্তিকে দান করিবে

* কন্যাকালে উৎপন্ন পুত্র "কানীন।" উপপতি কর্ত্তৃক বিধবার গর্ভে উৎপাদিত পুত্র "গোলক।" উপপতি কর্ত্তৃক সধবার গর্ভে উৎপাদিত পুত্র "কুণ্ড"।

স্বোপার্জ্জিতং রিক্থং স্থাবরং স্থাবরেতরং। অস্থাবরং পৈতৃকঞ্চ স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি॥ ৮৯॥ স্থিতে পুত্রেঽথবা পত্ন্যাং কন্যায়াং তৎসুতেঽপি বা। জনকে চ জনন্যাং বা ভ্রাত্রর্য্যেবং স্বসর্য্যপি॥৯০॥ স্বার্জ্জিতং স্থাবরধনমস্থাবরধনঞ্চ যৎ। অস্থাবরং পৈতৃকঞ্চ দাতুং সর্ব্বং ক্ষমো ভবেৎ॥ ৯১॥ ধনমেবংবিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মসাৎ কৃতম্। পুংসা তদন্যথা কর্ত্তুং পুত্রাদ্যৈর্নৈব শক্যতে॥৯২॥ ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং রিক্থং দাতা রক্ষিতুমর্হতি। ন প্রভুঃ পুনরাদাতুং ধর্ম্মো হ্যস্য যতঃ প্রভুঃ॥ ৯৩॥ মূলং বা তদুপস্বত্বং যথাসঙ্কল্পমন্বিকে। স্বয়ং ব তৎপ্রতিনিধিধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ॥ ৯৪॥ স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদায়াপি চৈকনী। দদ্যাৎ স্নেহেন তচ্চান্যো নান্যথাকর্ত্তুমর্হতি॥ ৯৫॥ যদি স্বোপার্জ্জিতস্যার্দ্ধমেকস্মৈ ধনহারিণাম্। দদাত্যন্যৈশ্চ দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন শক্যতে॥ ৯৬॥ একেন পিতৃবিত্তেন যত্র বিত্তমুপার্জ্জিতম্। পিত্র্যে সমাংশা দায়াদা ন লাভার্হা বিনার্জ্জকম্॥ ৯৭॥ পৈতৃকাণি চ বিত্তানি নষ্টেঽপ্যুদ্ধারয়েৎ তু যঃ। দায়াদানাং তদ্ধনেভ্য উদ্ধর্ত্তা দ্ব্যংশমর্হতি॥ ৯৮॥ পুণ্যং বিত্তঞ্চ বিদ্যা চ নাশ্রয়েদশরীরিণম্। শরীরস্থ পিতুর্যস্মাৎ কিং ন

পারিবে না॥ যে স্থাবর বা অস্থাবর ধন স্বোপার্জ্জিত, তাহা এবং পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছামত দান করিতে পারিবে। পুত্র অথবা পত্নী; কিংবা কন্যা, দৌহিত্র; অথবা জনক, জননী; কিংবা ভ্রাতা বা ভগিনী, বর্ত্তমান থাকিলেও যে স্থাবর ও অস্থাবর ধন স্বোপার্জ্জিত এবং পৈতৃক সকল অস্থাবর ধন, তাহা দান করিতে পারিবে। এইরূপ ধন, পুরুষ এইরূপে দান বা অন্য কোন ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করিলে তদীয় পুত্রাদি তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত স্থাপিত ধনের দাতাই রক্ষা করিবে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না; কারণ, ধর্ম্মই সেই ধনের প্রভু। হে অম্বিকে! স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা সঙ্কল্প অনুসারে মূলধন বা উপস্বত্ব ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত করিবে। ৮৯—৯৪। ধনী যদি স্নেহ বশতঃ কোন উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। যদি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকেই স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অন্য উত্তরাধিকারীরা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। যেস্থলে বহু ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা, পৈতৃক ধন দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছে, সেইস্থলে ঐ পৈতৃক ধনেই সকল ভ্রাতাই সমভাগী; উপার্জ্জক ব্যতীত উপার্জ্জিত ধন অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না; যে ভ্রাতা, পৈতৃক নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করে, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি দুই অংশ গ্রহণ করিবে। শরীরযুক্ত ব্যক্তিকে পুণ্য, ধন এবং

স্যাৎ পৈতৃকং বসু ॥ ৯৯ ॥ পৃথগ্যত্নৈঃ পৃথক্‌চিত্তৈর্যত্নৈর্জনৈর্যত্নু পার্জ্জিতম্। সর্ব্বং তৎ পিতৃসংক্রান্তং তদা স্বোপার্জ্জিতং কুতঃ ॥ ১০০ ॥ অতো মহেশি স্বায়াসৈর্যেন যত্নেনমর্জ্জিতম্। স্বোপার্জ্জিতং তদেব স্যাৎ স তৎস্বামী ন চাপরঃ ॥ ১০১ ॥ মাতরং পিতরং দেবি গুরুঞ্চৈব পিতামহান্। মাতামহান্ করেণাপি প্রহরন্নেব দায়ভাক্ ॥ ১০২ ॥ নিঘ্নন্ন্যানপি প্রাণৈর্ন তেষাং ধনমাপ্নুয়াৎ। হতানামন্তরায়াদা ভবেয়ুর্ধনভাগিনঃ ॥ ১০৩ ॥ নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমর্হিকে। যাবজ্জীবনমর্হন্তি ন তে স্যুর্দায়ভাগিনঃ ॥ ১০৪ ॥ অস্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্র কুত্রচিৎ। নৃপস্তৎস্বামিনে প্রাপ্ত্রা দাপয়েৎ সুবিচারকৃৎ ॥ ১০৫ ॥ অস্বামিকানাং জীবানামস্বামিকধনস্য চ। প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং নৃপেঽর্পয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ স্থাবরং ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্ত্তিনি। যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ ॥ ১০৭ ॥ সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং জ্ঞাতিঃ সবর্ণো বা বিশিষ্যতে। তয়োরভাবে সুহৃদো বিক্রেত্রিচ্ছা গরীয়সী ॥ ১০৮ ॥ নির্ণীতমূল্যেঽপ্যন্যেন স্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে। তন্মূল্যং চেৎ সমী-

বিদ্যা আশ্রয় করে না। এই শরীর যেহেতু পিতৃ-সম্বন্ধী, সুতরাং কোন্ ধন পৈতৃক না হইবে? মানবগণ পৃথগন্ন ও পৃথক্মন হইয়াও যাহা উপার্জ্জন করিবে, তৎসমস্তই পিতৃসংক্রান্ত; স্বোপার্জ্জিত ধন কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম দ্বারা যে ধন উপার্জ্জন করিবে, তাহা তাহারই স্বোপার্জ্জিত—সেই ব্যক্তি সেই ধনের স্বামী, অন্য কেহ নহে। হে দেবি! মাতা, পিতা, গুরু, পিতামহ বা মাতামহকে কর দ্বারাও প্রহার করিলে, সে তাহাদিগের ধনভাগী হইবে না। অন্য কোন সম্বন্ধী ব্যক্তিকেও প্রাণে বিনষ্ট করিলে, বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত হইবে না। অপর কোন উত্তরাধিকারী সেই ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবে। হে অম্বিকে! নপুংসক ও পঙ্গু, যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে, ধনভাগী হইবে না। পথে বা অন্য কোন স্থানে কেহ অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে, রাজা সুবিচারপূর্ব্বক সেই ধন গ্রহীতা দ্বারা ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। অস্বামিক জীব বা অস্বামিক ধন প্রাপ্ত হইলে, সেই ব্যক্তি তাহার অধিকারী হইবে, রাজাকে তাহার দশমাংশ অর্পণ করিবে। ৯৫—১০৬। নিকটে যোগ্য ক্রেতা উপস্থিত থাকিতে স্থাবর-স্বামী স্থাবর ধন অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবে না। নিকটস্থ ক্রেতাগণের মধ্যে জ্ঞাতি অথবা সবর্ণ প্রশস্ত; তদভাবে বন্ধু। বহু বন্ধু ক্রয়েচ্ছু থাকিলে, বিক্রেতার ইচ্ছাই গরীয়সী, অর্থাৎ ইচ্ছামত বিক্রয় করিবে। অপর ব্যক্তি স্থাবর ধনের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, নিকটস্থ ব্যক্তি যদি সেই মূল্য দেয়, তাহা হইলে এই

পশ্চো রাতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥১০৯॥ মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রয়েঽপি বা। সন্নিধিস্থস্তদান্যস্মৈ গৃহী শক্তোঽতিবিক্রয়ে ॥ ১১০॥ ক্রীতং চেৎ স্থাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ। শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্ত্বাসৌ প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ১১১ ॥ ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্ম্মাতি ভনক্তি বা। মূল্যং দত্ত্বাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সন্নিধিস্থিতঃ ॥ ১১২ ॥ করহীনাপ্রতিহতো বন্যা রণ্যাতিদুর্গমা। অনাদিষ্টেঽপি তাং ভূমিং সম্পন্নাং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১১৩ ॥ বহুপ্রয়াস-সাধ্যায়াস্তস্যা ভূমের্মহীভৃতে। দত্ত্বা দশাংশং

ব্যক্তিই ক্রেতা হইবে, অপর ব্যক্তি হইবে না। যদি নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্যদানে অসমর্থ অথবা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকটেও বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। হে দেবি! প্রতিবাসীর অজ্ঞাতসারে অপরে যদি স্থাবর-সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ প্রতিবাসী শ্রবণ করিয়াই সেই মূল্য দিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু ক্রেতা যদি তাহাতে গৃহ বা উপবন নির্ম্মাণ করে কিংবা ভগ্ন করে, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিলেও স্থাবর ধন প্রাপ্ত হইবে না। জল অথবা বন হইতে উত্থিত, অতি দুর্গম, অনিবারিত-ভোগ এবং রাজস্ব-শূন্য ভূমিকে রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও উর্ব্বরা করিতে পারিবে। সেই ভূমি যদিও বহু, প্রয়াস-সাধ্য তথাপি তাহা হইতে

াং ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ ॥ ১১৪ ॥ বাপী-কূপ-তড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্। পরানিষ্টকরে দেশে ন গৃহং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১১৫ ॥ দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে। পানাধিকারিণঃ সর্ব্বে সেচনেঽন্তিকবাসিনঃ ॥ ১১৬ ॥ যত্তোয়সেচনাল্লোকা ভবেয়ুর্জলকাতরাঃ। ন সিঞ্চেয়ুর্জলং তস্মাদপি সন্নিধিবর্ত্তিনঃ ॥ ১১৭ ॥ ধনানামবিভক্তানামংশিনাং সম্মতিং বিনা। তথানির্ণীতবিত্তানামসিদ্ধৌ ন্যাসবিক্রয়ৌ ॥১১৮॥ স্থাপ্যানাং বন্ধবিত্তানাং জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নতঃ। তন্মূল্যং

উৎপন্ন বস্তুর দশমাংশ রাজাকে প্রদান করিয়া ভোগ করিবে; কারণ, রাজাই সমুদায় ভূমির স্বামী। যে স্থানে পরের অনিষ্ট হইতে পারে, সে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ-খনন, বৃক্ষ-রোপণ অথবা গৃহ করিতে পারিবে না। দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট কূপাদি ও নদীর জল সকলেই পান করিতে অধিকারী এবং ঐ জলাশয়ের নিকটস্থ ব্যক্তিগণ সেচন করিতে অধিকারী। যে জলাশয়ের জল সেচন করিলে লোকেরা জলের জন্য কাতর হইবে, নিকটস্থ লোকেরাও তাহা হইতে জল সেচন করিতে পারিবে না। ১০৭—১১৭। অংশীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে অবিভক্ত সম্পত্তি,—গচ্ছিত রাখা ও বিক্রয় করা অসিদ্ধ এবং যে সম্পত্তির অধিকারিতা অথবা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার বিক্রয় বা বন্ধক অসিদ্ধ হইবে। গচ্ছিত বা বন্ধকি বস্তু জ্ঞানপূর্ব্বক অযত্ন

দাপয়েৎ তেন স্বামিনে সর্ব্বথা নৃপঃ ॥ ১১৯॥ অভিমত্যা স্থাপকস্য পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাম্। ব্যবহারে কৃতে তত্র ধার্ত্তা সম্পোষয়েৎ পশূন্॥ ১২০॥ লাভে নিযোজযেদ্যত্র স্থাবরাদীনি মানবঃ। নিয়মেন বিনা কাল-লাভয়োরন্যথা ভবেৎ ॥ ১২১ ॥ সাধারণানি বস্তূনি লাভার্থং নৈব যোজয়েৎ। মৃতে পিতরি সর্ব্বেষামংশিনাং সম্মতিং বিনা ॥১২২॥ ক্রমব্যত্যয়-মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি। নৃপস্তদন্যথা কর্ত্তুং ক্ষমো ভবতি পার্ব্বতি ॥ ১২৩ ॥ জননঞ্চাপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ১২৪ ॥ নৈকপুত্রঃ সুতং দদ্যান্নৈকস্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্। নৈককন্যঃ সুতাং শৈবোদ্বাহে পিতৃহিতঃ পুমান্ ॥ ১২৫ ॥ দৈবে পিত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ। যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিস্তন্নিয়োক্তুঃ কৃতির্ভবেৎ ॥ ১২৬ ॥ ন দণ্ডার্হঃ প্রতিনিধিস্তথা দূতোঽপি সুব্রতে। নিযোক্তৃকৃতদোষেণ বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১২৭ ॥ ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু। যদ্যদঙ্গীকৃতং লোকৈস্তৎ কার্য্যং ধর্ম্মসম্মতম্ ॥ ১২৮ ॥ অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনঙ্ক্ষবঃ।

বশতঃ নষ্ট হইলে, রাজা ঐ নষ্টকারী ব্যক্তি হইতে ধনস্বামীকে তাহার মূল্য সর্ব্বতোভাবে দেওয়াইবেন। ন্যাসকর্ত্তার সম্মতিক্রমে স্থাপ্য পশু প্রভৃতি বস্তুর ব্যবহার করিলে ব্যবহর্ত্তাই পশুদিগকে পোষণ করিবেন। যেস্থলে মানব,—কাল ও লাভের নিয়ম ব্যতীত লাভের নিমিত্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি বিনিযুক্ত করিবে, সেই-স্থলে সেই লাভ অন্যথা হইবে। পিতার মৃত্যু হইলে সকল অংশীর সম্মতি ব্যতিরেকে সাধারণ সম্পত্তি, লাভার্থ বিনিযুক্ত করিতে পারিবে না। হে পার্ব্বতি! যদি বহুমূল্য বস্তু অল্পমূল্যে বা অল্পমূল্য বস্তু বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্যথা করিতে সক্ষম হইবেন। যেরূপ জন্ম ও মৃত্যু, শরীরের একবারমাত্র, সেইরূপ দান ও কন্যার ব্রাহ্ম বিবাহ একবারই হইবে। যাহার একটীমাত্র পুত্র আছে, সে পুত্র-দান করিতে পারিবে না; যাহার একটীমাত্র স্ত্রী আছে, সে স্ত্রী-দান করিতে সমর্থ হইবে না; যিনি পিতৃলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন, তাঁহার যদি একটীমাত্র কন্যা থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যার শৈব বিবাহ দিতে পারিবেন না। দৈবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে, বাণিজ্যে, বিশেষতঃ রাজদ্বারে প্রতিনিধি যাহা করিবেন, তাহা সেই নিয়োগ-কর্ত্তারই করা হইবে। হে সুব্রতে! প্রতিনিধি-নিয়োগকর্ত্তার দোষে প্রতিনিধি বা দূত দণ্ডার্হ হইবে না, ইহা নিত্য বিধি। ঋণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অন্যান্য সকল কার্য্যে ধর্ম্ম-সম্মত যাহা অঙ্গীকার করিবে, তাহা করিতে হইবে। জগদীশ্বর জগৎ রক্ষা করিতেছেন; যাহারা এই জগৎ নাশ করিতে অভিলাষী, তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরপালিত-জগৎ-রক্ষক-

তৎ পাত্রন্ন পাতি বিশেশতস্মাল্লোকহিতো ভবেৎ ॥ ১২৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সনাতনব্যবহার-কথনং নাম দ্বাদশ উল্লাসঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ উল্লাসঃ।

ইতি নিগদিতবন্তং দেবদেবং মহেশং নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোক্ষৈকবীজম্। কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিন্তা ত্রিভুবন-জনমাতা পার্ব্বতী প্রাহ ভক্ত্যা ॥১॥ শ্রীদেব্যুবাচ। মহদ্‌যোনেরাদিশক্তের্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্ ॥ ২ ॥ রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা। এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে। গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥ ৪ ॥ শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে। প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫ ॥ অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ। হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ৬ ॥ নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।

দিগকে জগদীশ্বর রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বদা জগতের হিতসাধনে তৎপর হইবে। ১১৮—১২৯।

দ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ উল্লাস

দেবদেব মহেশ্বর,—সকল নিগমের সার এবং স্বর্গ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ-স্বরূপ এই বাক্য কহিলে পর, কলিমল-সংযুক্ত জীবগণের পবিত্রতার জন্য একাগ্রচিন্তা ত্রিভুবন-জনমাতা পার্ব্বতী ভক্তি-সহকারে কহিতে লাগিলেন,—মহদ্‌যোনি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের উৎপাদিকা, আদিশক্তি অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, মহাদ্যুতি এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অর্থাৎ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়া মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে হইবে? হে দেব! প্রকৃতি-কার্য্যের অর্থাৎ ঘট পট প্রভৃতিরই রূপ আছে; কিন্তু মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা অর্থাৎ প্রকৃতিরূপা, সুতরাং রূপ থাকা অসম্ভব। আমার এই বিষয়ে বিশেষরূপ সংশয় আছে, হে দেব! আপনি আমার এই সংশয় বিশেষরূপে ছেদন করুন। শ্রীসদাশিব কহিলেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে। হে শৈলজে! শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণসমুদায় যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সর্ব্বভূতই কালীতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, এই হেতু সেই নির্গুণা, নিরাকারা যোগিগণের হিতকারিণী কালশক্তির বর্ণ 'কৃষ্ণ' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণরূপা

অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥ ৭ ॥ শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ। সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ ৮ ॥ গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ। তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাবিতম্ ॥ ৯ ॥ সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে। প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥ ১০ ॥ রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি। অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥ ১১ ॥ ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্। পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥ এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥ ১৩ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। ধ্যানং যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে। তস্যানুরূপতো মূর্ত্তিং মৃন্ময়ীং বা শিলাময়ীম্ ॥ ১৪ ॥ দারু-ধাতুময়ীং বাপি নির্ম্মায় যদি সাধকঃ। বিচিত্রভবনং কৃত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্। স্থাপয়েৎ ভদ্রে দেবেশীং কিং ফলং তস্য জায়তে ॥ ১৫ ॥ প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তস্যাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো। কর্ত্তব্যা তদশেষেণ কৃপয়া মে প্রকাশ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥ বাপী-কূপ-গৃহারাম-দেবপ্রতিকৃতেস্তথা। প্রতিষ্ঠা সূচিতা

এই কালীর ললাটে চন্দ্রকলা চিহ্ন, অমৃত প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। যেহেতু নিত্যস্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন, এই কারণে তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে। সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া সর্ব্বপ্রাণীর রুধির-সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্তবসনরূপে কথিত হইয়াছে। হে শিবে! সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীবকে রক্ষা করা এবং নিজ নিজ কার্য্যে জীবগণকে প্রেরণ করা, তাঁহার বর ও অভয়রূপে কথিত হইয়াছে। ১—১০। হে ভদ্রে! তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই কারণে কথিত হইয়াছে যে, তিনি রক্ত-কমলাসন-স্থিতা। জ্ঞানস্বরূপা, সর্ব্বজনের সাক্ষি-স্বরূপিণী সেই দেবী, মোহময়ী সুরা পান করিয়া, ক্রীড়াকারী কাল-সম্ভূত জগৎকে দেখিতেছেন। অল্পবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে। শ্রীদেবী কহিলেন,—জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত আপনি যে আদ্যা কালিকার ধ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, যদি সেই ধ্যানানুসারে মৃন্ময়ী, শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী বা ধাতুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, সাধক ব্যক্তি,—বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা দেবেশীর ঐ মূর্ত্তিকে, বিচিত্র রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে? হে প্রভো! কিরূপ বিধি অনুসারে সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা কৃপা করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট ব্যক্ত কর। তুমি পূর্ব্বে বাপী, কূপ, গৃহ, উপবন ও দেব-প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার

পূর্ব্বং গদিতা ন বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥ তদ্বিধানমপি শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বন্মুখাম্বুজাৎ। কথ্যতাং পরমেশান কৃপয়া যদি রোচতে ॥ ১৮ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। গুহ্যমেতৎ পরং তত্ত্বং যৎ পৃষ্টং পরমেশ্বরি। কথয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥ সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ। অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ যো যদ্দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে। স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্ ॥ ২১ ॥ মৃন্ময়ে প্রতিবিম্বে তু বসেৎ কল্পাযুতং দিবি। দারু-পাষাণ-ধাতূনাং ক্রমাদ্দশগুণাধিকম্ ॥২২॥ তৃণ-কাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজ-বাহনসংযুতম্। মন্দিরং দেবমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য বা নরঃ। সংস্কুর্য্যাদুৎসৃজেদ্বাপি তস্য পুণ্যাং নিশাময় ॥ ২৩ ॥ তৃণাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বরি। বর্ষকোটিসহস্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি ॥ ২৪ ॥ ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্। ততোঽযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ ॥ ২৫ ॥ সেতুসংক্রমদাতাদৌ যমলোকং ন পশ্যতি। সুখং সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ ॥২৬॥

সূচনা করিয়াছ, কিন্তু বিশেষরূপে বল নাই। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার মুখারবিন্দ হইতে তাহার বিধানও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। যদি তোমার অভিরুচি হয়, ত কৃপা করিয়া বল। ১১—১৮। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে পরমেশ্বরি! তুমি যে সমুদায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতিশয় গোপনীয়। তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত আমি বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডল মধ্যে মানব দ্বিবিধ,—সকাম ও নিষ্কাম। নিষ্কামদিগের মোক্ষপদ। কামিগণের যেরূপ ফল, তাহা কথিত হইতেছে। হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, সেই ব্যক্তি সেই দেবলোক এবং তল্লোকভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিলে, দশ সহস্র কল্প স্বর্গে বাস করে। দারুময়ী, পাষাণময়ী ও ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে ক্রমে দশ দশ গুণ অধিক ফল হয়, অর্থাৎ দারুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় লক্ষ কল্প স্বর্গবাস ইত্যাদি। যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে অথবা কোন কামনা করিয়া ধ্বজ ও বাহনের সহিত তৃণ-কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত গৃহ উৎসর্গ করিবে, বা ঐরূপ উৎসৃষ্ট গৃহের সংস্কার করিয়া দিবে, তাহার পুণ্য শ্রবণ কর। হে পরমেশ্বরি! যে-ব্যক্তি তৃণাদি-নির্ম্মিত গৃহ দান করিবে, সেই ব্যক্তি বহুসহস্র কোটি বৎসর দেবলোকে বাস করিবে। ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহদানে ইহা হইতে শতগুণ ফল। প্রস্তর-নির্ম্মিত-গৃহ-প্রদানে উহা হইতে অযুত-গুণ পুণ্য। হে আদ্যে! সেতু এবং সংক্রম অর্থাৎ সেতু-বিশেষের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে, যমলোক দর্শন করিতে হয় না; পরমসুখে সুরালয় লাভ করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সহিত আমোদ করে। বৃক্ষ ও উপবন-প্রতিষ্ঠা-

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্। কল্প-পাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি। ভুঙ্ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীপ্সিতান্॥ ২৭॥ প্রীতয়ে সর্ব্বসত্ত্বানাং যে প্রদদ্যুর্জলাশয়ম্ বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্। নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষানম্ভসাং প্রতিশীকরম্॥ ২৮॥ যো দদ্যাদ্বাহনং দেবি দেবতাপ্রীতি-কারকম্। স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লোকে-নিবসেচ্চিরম্॥ ২৯॥ মৃন্ময়ে বাহনে দত্তে যৎ ফলং জায়তে ভুবি। দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকম্॥৩০॥ রিত্তিকা-কাংস্য-তাম্রাদিনির্ম্মিতে দেববাহনে। দত্ত্বে ফল-মবাপ্নোতি ক্রমাচ্ছতগুণাধিকম্॥৩১॥ দেব্যা-গারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে। গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥ ৩২॥ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালাস্যঃ শটাশোভিতকন্ধরঃ। চতুষ্পাদ্ বজ্রনখো মহাসিংহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৩৩॥ শৃঙ্গযুধঃ শুভ্রকায়শ্চতুষ্পাদসিতক্ষুরঃ। বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪॥ গরুড়ঃ পক্ষিজঙ্ঘস্তু নরাস্যো দীর্ঘ-নাসিকঃ পদসঙ্কে চসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৫॥ পতাকাধ্বজদানেন দেব-

কর্ত্তা, দেবলোকে গমন করিয়া কল্পপাদপ-বৃন্দ-সন্নিহিত দিব্যগৃহে বাস করিয়া, যে সকল মনের অভিলষিত, সেই সমস্ত মনোরম ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতির নিমিত্ত যাহারা জলাশয় উৎসর্গ করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং সেই জলাশয় মধ্যে যতগুলি জলকণা থাকিবে, তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করিবে। হে দেবি! যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতিকারক কোন বাহন প্রদান করিবে, সে সেই বাহনকর্ত্তৃক নিয়ত পরিরক্ষিত হইয়া সেই দেবলোকে চিরকাল বাস করিবে। এই ভূমণ্ডলে মৃন্ময় বাহন দান করিলে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন-দানে তাহার দশগুণ ফল হইয়া থাকে এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত বাহন দান করিলে তাহা হইতেও দশগুণ অধিক ফল লাভ হয়। পিত্তল, কাংস্য ও তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত দেববাহন দান করিলে ক্রমে শতগুণ করিয়া অধিক ফল হয় অর্থাৎ প্রস্তর হইতে পিত্তলে শত-গুণ, পিত্তল হইতে কাংস্যে শতগুণ ইত্যাদি। সাধকশ্রেষ্ঠ, ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড় নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন। ১৯—৩২। যাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণ, যাহার বদনমণ্ডল ভীষণ, যাহার কন্ধর কেশর-সমূহ দ্বারা সুশোভিত, যে চতুষ্পদ এবং যাহার নখ বজ্রসদৃশ, সে মহাসিংহ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শৃঙ্গদ্বয়ই যাহার অস্ত্র, যাহার শরীর শুভ্রবর্ণ, যে চতুষ্পদ, যাহার খুর কৃষ্ণবর্ণ, যাহার বৃহৎ ককুদ্ আছে, যাহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, যাহার স্কন্ধদেশ শ্যামবর্ণ, সে বৃষভ বলিয়া-স্মৃত হইয়াছে। যাহার জঙ্ঘা পক্ষীর ন্যায়, বদনমণ্ডল মনুষ্যের ন্যায়, নাসিকা সুদীর্ঘ এবং যে পক্ষদ্বয়-যুক্ত, কৃতাঞ্জলি ও

প্রীতিঃ শতং সমাঃ। ধ্বজদণ্ডস্তু কর্ত্তব্যো দ্বাত্রিংশদ্ধস্তসম্মিতঃ ॥ ৩৬ ॥ সুদৃঢ়শ্ছিদ্র-রহিতঃ সবলঃ শুভদর্শনঃ। বেষ্টিতো রক্ত-বস্ত্রেণ কোটৌ চক্রসমন্বিতঃ। পতাকা তত্র সংযোজ্যা তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা ॥৩৭॥ প্রশস্তমূলা সূক্ষ্মাগ্রা দিব্যবস্ত্রবিনির্ম্মিতা। শোভমানা ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥ বাসোভূষণপর্য্যঙ্কযানসিংহাসনানি চ। পান-প্রাশন-তাম্বূলভাজনানি পতদ্গ্রহম্ ॥ ৩৯ ॥ মণিমুক্তাপ্রবালাদিরত্নান্যাত্মপ্রিয়ঞ্চ যৎ। যো দদ্যাদ্দেবমুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ। স

পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া উপবিষ্ট, সে কুক্কুড় হইবে। দেবালয়ে ধ্বজ-পতাকা দান করিলে দেবতার শতবর্ষ-ব্যাপিনী প্রীতি হয়। (উচ্চে) দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত চিত্র-বিচিত্র, সুদৃঢ়, ছিদ্ররহিত, সুদৃশ্য, রক্ত-বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত ও অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্রযুক্ত ধ্বজদণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। তাহাতে অর্থাৎ ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগে তত্তৎ-দেবতার বাহন-চিহ্নে পতাকা সংযুক্ত করিতে হইবে। যাহার মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, যাহা রমণীয় বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত ও ধ্বজাগ্রে শোভমানা হইবে, তাহাই পতাকা বলিয়া কথিত হইয়াছে। যিনি,—বস্ত্র, অলঙ্কার, পর্য্যঙ্ক, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, ভোজন-পাত্র, তাম্বূলপাত্র, পিকদান, মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি রত্ন ও অন্যান্য নিজপ্রিয় বস্তু দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমন্বিত হইয়া দান করিবেন, তিনি সেই দেবতার

তল্লোকং সমাসাদ্য তত্তৎ কোটিগুণং লভেৎ ॥ ৪০ ॥ কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নরাজ্যবৎ। নিষ্কামাণান্তু নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪১ ॥ জলাশয়গৃহা-রাম-সেতুসংক্রমশাখিনাম্। দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥ অনর্চ্চয়িত্বা যো বাস্তুং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ। বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবার-গণৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥ কপিলাস্যঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ। কোটরাক্ষো লম্বকর্ণো দীর্ঘজঙ্ঘো মহোদরঃ ॥ ৪৪ ॥ অশ্বতুণ্ডঃ কাককণ্ঠো বজ্রবাহুর্ব্রতান্তকঃ। এতে পরি-করা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥৪৫॥ মণ্ডলং শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

স্থানে গমন করিয়া সেই দত্ত বস্তুর কোটী-গুণ লাভ করিবেন। কামীদিগের ফল, স্বপ্নলব্ধ রাজ্যসদৃশ ক্ষয়শীল, ইহা কথিত হইয়াছে। নিষ্কামদিগের পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিত নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুদৈত্যের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি বাস্তু-পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে, বাস্তুদেব পরিবারগণের সহিত তাহার তৎকর্ম্মে বিঘ্ন করিয়া দিবেন। কপিলাস্য, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন, কোটরাক্ষ, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজঙ্ঘ, মহোদর, অশ্বতুণ্ড, কাককণ্ঠ, বজ্রবাহু এবং ব্রতান্তক—এই সকল বাস্তুদেবতার পরিবার যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়। ৩৬—৪৫। যে মণ্ডলে বা

বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্তান্তিরূপলেপিতে। বায়ীশকোণয়োর্মধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ। সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং প্রকল্পয়েৎ॥ ৪৭॥ ঈশানাদগ্নিপর্য্যন্তমপরং রচয়েৎ তথা। অগ্নের্নৈর্ঋতং যাবন্নৈর্ঋতা-দ্বায়বাবধি॥ ৪৮॥ দত্ত্বা রেখাং চতুষ্কোণমেকং মণ্ডলমালিখেৎ॥ ৪৯॥ কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেৎ তু তৎ। যথা তত্র ভবেদ্দেবি মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ম্॥ ৫০॥ ততো ভিত্ত্বা মুচ্ছমূলং বারুণাদ্বাসবাবধি। কৌবেরাদ্ যাম্যপর্য্যন্তং দদ্যাদ্রেখাদ্বয়ং সুধীঃ॥ ৫১॥ ততশ্চতুর্ষু কোণেষু কোণরেখান্বিতেষ্বপি। কর্ণকর্ণিপ্রয়োগেণ ন্যসেদ্রেখাচতুষ্টয়ম্॥ ৫২॥ এবং সঙ্কেতবিধিনা কোষ্ঠানাং ষোড়শং লিখন্। পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচয়েদ্-যন্ত্রমুত্তমম্॥ ৫৩॥ চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু পদ্মং কুর্য্যান্মনোহরম্। চতুর্দ্দলং পীতরক্তকর্ণিকং রক্তকেশরম্॥ ৫৪॥ দলানি শুক্লবর্ণানি যদ্বা পীতানি কল্পয়েৎ। যথেষ্টং পূরয়েৎ পদ্মসন্ধিস্থানানি বর্ণকৈঃ॥ ৫৫॥ শাম্ভবং কোষ্ঠমারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশ ক্রমাৎ। শ্বেত-কৃষ্ণ-পীত-রক্তৈশ্চতুর্ব্বর্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ॥ ৫৬॥

দেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। বেদী বা প্রশস্ত জল দ্বারা উপলেপিত কোন সমতল ভূমিতে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত এক হস্ত পরিমিত একটী সূত্রপাত ক্রমে অর্থাৎ সরল রেখা করিবে। ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আর একটী রেখা করিবে। পরে অগ্নিকোণ অবধি নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত এবং নৈর্ঋতকোণ অবধি বায়ুকোণ পর্য্যন্ত রেখাদ্বয় করিয়া একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। হে দেবি! ঐ মণ্ডলের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত রেখা দুইটী টানিয়া সেই মণ্ডলকে এরূপে চারিভাগে বিভক্ত করিবে যে, যাহাতে সেইস্থলে চারিটী মৎস্যপুচ্ছের আকার হইয়া উঠে। অনন্তর সুধী ব্যক্তি উক্ত পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিক্ পর্য্যন্ত এবং উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা দিবে। অনন্তর কোণ-রেখাযুক্ত চতুষ্কোণে কর্ণাকর্ণি চারিটী রেখা এবং মধ্যস্থলে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুইটী ও উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা করিবে। এইরূপে সঙ্কেত অনুসারে ঐ মণ্ডলে ষোলটী কোষ্ঠ লিখিয়া পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দ্বারা উত্তম যন্ত্র রচনা করিবে। অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টয়ে একটী সুমনোহর চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার কর্ণিকা পীত ও রক্তবর্ণ এবং কেশর রক্তবর্ণ করিবে। তৎপরে পদ্মের দল সকল শুক্লবর্ণ বা পীতবর্ণ করিবে। তৎপরে পদ্মের সন্ধিস্থান ইচ্ছামত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। অনন্তর ঈশানকোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ কোষ্ঠ ক্রমান্বয়ে শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, রক্ত,—এই চতুর্ব্বর্ণ দ্বারা পূরিত করিবে।

দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে। বামাবর্ত্তেন দেবানাং পূজনং তেষু সাধয়েৎ॥ ৫৭॥ পদ্মে সমর্চ্চয়েদ্বাস্তুদৈত্যং বিঘ্নোপশান্তয়ে। ঈশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্যাদিদানবান্॥ ৫৮॥ কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা কুর্ব্বন্নলসংস্কৃতিম্। যথাশক্ত্যাহুতিং দত্ত্বা বাস্তুযজ্ঞং সমাপয়েৎ॥ ৫৯॥ ইতি তে কথিতা দেবি বাস্তুপূজা শুভপ্রদা। যাং সাধয়ন্ নরঃ ক্বাপি বাস্তুবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে॥ ৬০॥ শ্রীদেব্যুবাচ। মণ্ডলং কথিতং বাস্তোর্বিধানমপি পূজনে। ধ্যানং ন গদিতং নাথ তদিদানীং প্রকাশয়॥ ৬১॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। ধ্যানং বচ্মি মহেশানি শ্রূয়তাং বাস্তুরক্ষসঃ। যস্যানুশীলনাৎ সদ্যো নশ্যন্তি সকলাপদঃ॥ ৬২॥ চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকম্। ত্রিলোচনং করালাস্যং হার-কুণ্ডলশোভিতম্॥ ৬৩॥ লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্। গদা-ত্রিশূল-পরশু-খট্টাঙ্গং দধতং করৈঃ॥ ৬৪॥ অসিচর্ম্মধরৈর্বীরৈঃ কপিলাস্যাদিভির্বৃতম্। শত্রুণামন্তকং সাক্ষাদুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥ ৬৫॥ ধ্যায়েদেবং বাস্তুপতিং কূর্ম্মপদ্মাসনস্থিতম্। মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদিভয়ে তথা॥ ৬৬॥ ঔৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালরক্ষোভয়েঽপি চ। ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্বাস্তুং পরিবারসমন্বিতম্। তিলাজ্য-

হে প্রিয়ে! দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সমুদায় কোষ্ঠ পূরণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে বামাবর্ত্তযোগে দেবগণের পূজা করিবে। ৪৬—৫৭। প্রথমতঃ বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত পদ্মে বাস্তুদৈত্যের এবং ঈশানকোণাবধি আরম্ভ করিয়া (বামাবর্ত্তে) দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্য প্রভৃতি দানবগণের পূজা করিবে। পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নি সংস্কার করিয়া যথাশক্তি আহুতি প্রদান পূর্ব্বক বাস্তুযজ্ঞ সমাপন করিবে। হে দেবি! তোমার নিকট এই মঙ্গলদায়িনী বাস্তুপূজা কথিত হইল; মনুষ্য যাহা করিলে বাস্তুবিঘ্নে পীড়িত হন না। দেবী কহিলেন,—হে নাথ! বাস্তুদেবের মণ্ডল ও বাস্তুপূজার বিধান কথিত হইলে বটে, কিন্তু বাস্তুদেবের ধ্যান কথিত হয় নাই, এক্ষণে তাহা প্রকাশ কর। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে মহেশ্বরি! বাস্তু-রাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি,—শ্রবণ কর। যাহার অনুশীলনে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ নষ্ট হয়। "চতুর্ভুজ, মহাকায়, জটাজূট দ্বারা বিভূষিত-মস্তক, ত্রিনয়ন, করাল-বদন, হার কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত, লম্বোদর, দীর্ঘকর্ণ, লোমশ, পরিধানে পীতবস্ত্র, ভুজ-চতুষ্টয় দ্বারা গদা ত্রিশূল পরশু ও খট্টাঙ্গ-ধারী, খড়্গাচর্ম্মধারী কপিলাস্য প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত, শত্রুসংহারকারী, সাক্ষাৎ উদয়-কালীন সূর্য্যসদৃশ, কূর্ম্মোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট বাস্তুপতি দেবকে ধ্যান করিবে।" মারীভয়, রোগভয়, ডাকিনীভয়, ঔৎপাতিক ভয়, সন্তানের দোষ, সর্পভয় বা রাক্ষসভয় উপস্থিত হইলে এইরূপে ধ্যান করিয়া পরিবার-সমন্বিত বাস্তুদেবের পূজা করিবে। পরে তিল, ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিয়া

পায়সৈস্তথা সর্ব্বশান্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥ যথা বাস্তুঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্ম্মসু সুব্রতে। গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যা দশদিক্‌পতিভির্যুতাঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শঙ্করী। মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্যা বসবস্তথা ॥ ৬৯ ॥ পিতরো যদাতৃপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মস্বেতেষু কালিকে। সর্ব্বং তস্য ভবেদ্ব্যর্থং বিঘ্নশ্চাপি পদে পদে ॥ ৭০ ॥ অতো মহেশি যত্নেন প্রোক্তসংস্কারকর্ম্মসু। পিতৄণাং তৃপ্তয়েহভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৭১ ॥ গ্রহযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশান্তিবিধায়কম্। যত্র সংপূজিতাঃ সেন্দ্রা গ্রহা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭২ ॥ ত্রিত্রিকোণৈর্লিখেদ্‌যন্ত্রং তদ্বহির্বৃত্তমালিখেৎ। বিদধ্যাদ্‌বৃত্তসংলগ্নানি দলান্যষ্টৌ চ তদ্বহিঃ। চতুর্দ্বারান্বিতং কুর্য্যাদ্‌ভূপুরং সুমনোহরম্ ॥ ৭৩ ॥ বাসবেশানয়োর্মধ্যে ভূপুরস্থ বহিঃস্থলে। বৃত্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপরিমাণকম্ ॥ ৭৪ ॥ রক্ষোবারুণয়োর্মধ্যে চাপরং কল্পয়েৎ তথা ॥ ৭৫ ॥ নবগ্রহাণাং বর্ণেন নব কোণানি পূরয়েৎ। মধ্যত্রিকোণৌ দ্বৌ পার্শ্বৌ সব্যদক্ষিণভেদতঃ ॥ ৭৬ ॥ শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ। অষ্টদিক্‌পতিবর্ণেন পত্রাণ্যষ্টৌ প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ সিতরক্তাসিতৈশ্চূর্ণৈঃ পুরঃপ্রাকারমাচরেৎ। পুরো বাহ্যস্থে দ্বে বৃত্তে দেবি প্রাদেশ-

---

সর্ব্ব বিষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে। ৫৮—৬৭। হে সুব্রতে! পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহে যেমন বাস্তুপুরুষ পূজ্য, সেইরূপ দশদিক্‌পাল-সহিত নবগ্রহও পূজ্য এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, বাগ্দেবী, লক্ষ্মী, শঙ্করী, মাতৃগণ, গণেশ ও বসুগণও পূজনীয়। হে কালিকে! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মে যদি পিতৃগণ তৃপ্ত না হন, তাহা হইলে কর্ত্তার সকলই ব্যর্থ হয় এবং পদে পদে তাঁহার বিঘ্ন হয়; অতএব হে মহেশ্বরি! যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সংস্কার-কর্ম্মে এবং ইহাতে পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। এক্ষণে সর্ব্বশান্তিবিধায়ক গ্রহযন্ত্র বলিতেছি। যাহাতে গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ পূজিত হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন। ৬৮—৭২। তিনটী ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে একটী গোলাকার মণ্ডল লিখিবে। সেই মণ্ডলের বহির্দ্দেশে তৎসংলগ্ন আটটী দল করিবে। তদ্বহির্দ্দেশে চতুর্দ্বারযুক্ত একটী মনোহর ভূপুর করিবে। ভূপুরের বহির্দ্দেশে, পূর্ব্বদিকে ও ঈশানকোণের মধ্যে প্রাদেশ-পরিমিত একটী বৃত্ত রচনা করিবে। পরে পশ্চিমদিক্ ও নৈঋতকোণের মধ্যে ঐরূপ আর একটী মণ্ডল প্রস্তুত করিবে। পরে নবগ্রহের বর্ণ দ্বারা ঐ যন্ত্রের নব কোণ প্রপূরিত করিবে। মধ্যস্থিত ত্রিকোণের দক্ষিণ ও বাম দুই পার্শ্ব শ্বেত ও পীতবর্ণ করিবে। তাহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ করিবে। অষ্টদিক্‌পালের বর্ণ দ্বারা অষ্টদল পূরণ করিবে। শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর করিবে। হে দেবি!

সন্নিভে ॥ ৭৮ ॥ উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্ত-শ্বেতে বিধায় চ। সন্ধিস্থানানি যন্ত্রস্য স্বেচ্ছয়া রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭৯ ॥ যৎকোষ্ঠে যো গ্রহঃ পূজ্যো যৎপত্রে যশ্চ দিক্‌পতিঃ। যদ্দ্বারেঽবস্থিতো যে চ তৎক্রমং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৮০ ॥ মধ্যকোণে যজেৎ সূর্য্যং পার্শ্বয়োররুণং শিখাঃ। পশ্চাৎ প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ডৌ পূজয়েদ্ অংশুমালিনঃ ॥৮১॥ ঊর্দ্ধকোণে পূর্বস্যামর্চ্চয়েদ্দ্বিজনীকরম্। আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাম্যে বুধং নৈর্ঋতকোণকে ॥ ৮২ ॥ বৃহস্পতিং বারুণে চ দৈত্যাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ। শনৈশ্চরস্তু বায়ব্যে কৌবেরেশানয়োঃ ক্রমাৎ। রাহুং কেতুং যজেচ্চন্দ্রং পরিতস্তারকাগণান্ ॥ ৮৩ ॥ সূর্য্যো রক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোঽরুণবিগ্রহঃ। বুধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোঽসিতঃ শনিঃ। রাহুকেতু বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ চতুর্ভুজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ। চিন্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রা হস্তকরাম্বুজম্ ॥ ৮৫ ॥ কুব্জমীষৎ কুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্। ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভালশোভিতকুন্তলম্ ॥ ৮৬ ॥ যজ্ঞসূত্রান্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুম্। এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি

ভূপুরের বহির্দ্দেশস্থিত প্রাদেশপরিমিত বৃত্তদ্বয় উপরিভাগ ও অধোভাগ ক্রমে রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ করিয়া অর্থাৎ উপরিভাগ রক্তবর্ণ ও অধোভাগ শ্বেতবর্ণ করিয়া সুধী-ব্যক্তি সন্ধিস্থান সমুদায় স্বেচ্ছামত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবেন। যে প্রকোষ্ঠে যে গ্রহের ও যে দলে যে দিক্‌পালের পূজা করিতে হইবে, যে দ্বারে যে দেবতা অবস্থিতি হইবে, তাহার ক্রম এক্ষণে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। মধ্যকোণে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে। সূর্য্যের পশ্চাদ্দেশে প্রচণ্ড ও দোর্দ্দণ্ডের অর্চ্চনা করিতে হইবে। ৭৩—৮২। সূর্য্যের ঊর্দ্ধকোণে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রের পূজা করিবে। পরে অগ্নিকোণে মঙ্গলের, দক্ষিণদিকে বুধের, নৈর্ঋতকোণে বৃহস্পতির, পশ্চিমদিকে শুক্রের পূজা করিবে। বায়ুকোণে শনির, উত্তরদিকে ও ঈশানকোণে যথাক্রমে রাহু কেতুর এবং চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে নক্ষত্র-মণ্ডলের পূজা করিবে। সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, মঙ্গল অরুণদেহ, বুধ পাণ্ডুবর্ণ, বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শুক্লবর্ণ, শনি কৃষ্ণবর্ণ, রাহু এবং কেতু নানাবর্ণ,—এই গ্রহগণের বর্ণ কীর্ত্তিত হইল। দুই হস্তে পদ্মদ্বয় এবং দুই হস্তে বর ও অভয়, এই ভুজচতুষ্টয়ান্বিত রবিকে ভাবনা করিবে *। করকমলদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অমৃতধারী চন্দ্রকে চিন্তা করিবে। ঈষৎ কুব্জদেহ ও হস্তদ্বয় দ্বারা দণ্ডধারী মঙ্গলকে চিন্তা করিবে বালক এবং ললাট-বিলম্বিত-কুন্তল বুধকে ধ্যান করিবে। যজ্ঞোপবীত-যুক্ত এবং হস্তদ্বয় দ্বারা পুস্তক ও অক্ষমালাধারী বৃহস্পতিকে ধ্যান করিবে। শুক্রকেও

* রবি প্রভৃতির বিশেষণগুলি নির্ব্বাচনার্থ।

কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরম্ ॥ ৮৭ ॥ রাহুকেতু শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রূরচেষ্টিতৌ। স্বৈঃ স্বৈর্ধ্যানৈগ্রহানিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্ ॥ ৮৮ ॥ দলেষষ্টসু পূর্ব্বাদিক্রমতঃ সাধকোত্তমঃ। সহস্রাক্ষং যজেদাদৌ পীতকৌষেয়বাসসম্ ॥ ৮৯ ॥ বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি। রক্তাঙ্গং ছাগবাহস্থং শক্তিহস্তং হুতাশনম্ ॥ ৯০ ॥ ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহম্। নির্ঋতিং খড়্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজিবাহনম্ ॥ ৯১ ॥ বরুণং মকরারূঢ়ং পাশহস্তং সিতপ্রভম্। ধ্যায়েৎ কৃষ্ণত্বিষং বায়ুং মৃগস্থমঙ্কুশায়ুধম্ ॥ ৯২ ॥ কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্। স্তুতং যক্ষগণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্বুজম্ ॥ ৯৩ ॥ ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্ ॥ ৯৪ ॥ ধ্যাত্বা চৈতান্ ক্রমাদিষ্ট্বা ব্রহ্মানন্তৌ পুরো বহিঃ। ঊর্দ্ধাধো বৃত্তয়োরর্চ্চ্যৌ ততোঽর্চ্চ্যা দ্বারদেবতাঃ ॥ ৯৫ ॥ উগ্রো ভীমঃ প্রচণ্ডেশৌ পূর্ব্বদ্বাঃস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহচ্ছিরাঃ। যাম্যদ্বারে পশ্চিমে চ বৃকাশ্বানন্দদুর্জ্জয়াঃ ॥ ৯৬ ॥ ত্রিশিরাঃ পুরুজিচ্চৈব ভীমনাদো মহোদরঃ। উত্তরদ্বারপার্শ্বে চৈতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ শৃণুত্বাং ব্রহ্মণো

এইরূপ ধ্যান করিবে। কাণ ও খঞ্জ শনিকে ভাবিবে। ৮৩—৮৮। বিকৃত, ক্রূরকর্ম্মা, মস্তকাকার রাহুকে এবং বিকৃত, ক্রূরকর্ম্মা, দেহরূপী কেতুকে ধ্যান করিবে। সাধকোত্তম, নিজ নিজ ধ্যান দ্বারা গ্রহগণের পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্টদলে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের পূজা করিবে। প্রথমে পীতক্ষৌমবস্ত্র-পরিধান, বজ্রহস্ত, পীতবর্ণ, ঐরাবতারূঢ় সহস্রাক্ষের (ধ্যানপূর্ব্বক) পূজা করিবে। রক্তবর্ণ, ছাগবাহনে আরূঢ়, শক্তিহস্ত হুতাশনকে এবং মহিষবাহন, দণ্ডধারী, কৃষ্ণদেহ যমকে ধ্যান করিবে; খড়্গধারী, শ্যামবর্ণ, অশ্বারূঢ় নির্ঋতিকে; মকরবাহন, পাশধারী, শুক্লবর্ণ বরুণকে; কৃষ্ণবর্ণ, মৃগবাহন, অঙ্কুশধারী—এইরূপে বায়ুকে; স্বর্ণকান্তি, রত্নসিংহাসনারূঢ়, সকল যক্ষগণের স্তুত, করকমলদ্বয় দ্বারা পাশাঙ্কুশধারী কুবেরকে এবং বৃষারূঢ়, ত্রিশূলবরধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ ঈশানকে ধ্যান করিবে। এই সকল দিক্‌পালকে ধ্যানপূর্ব্বক যথাক্রমে পূজা করিয়া ভূপুরের বহির্দ্দেশে ঊর্দ্ধ ও অধোবৃত্তদ্বয়ে ব্রহ্মা ও অনন্তকে পূজা করিবে। তদনন্তর দ্বারদেবতাগণ পূজনীয়। ৮৯—৯৬। দ্বারদেবতাগণ যথা;—উগ্র, ভীম, প্রচণ্ড এবং ঈশ—এই চারিজন পূর্ব্বদ্বারী বলিয়া কীর্ত্তিত। জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ এবং বৃহৎশিরাঃ—ইহাঁরা দক্ষিণদ্বারী; বৃক, অশ্ব, আনন্দ এবং দুর্জ্জয়,—পশ্চিমদ্বারী। ত্রিশিরাঃ, পুরুজিৎ, ভীমনাদ এবং মহোদর—উত্তরদ্বারী; ইহাঁরা সকলেই শস্ত্রধারী। হে সুব্রতে! ব্রহ্মা এবং অনন্তের ধ্যান শ্রবণ কর।

ধ্যানমনন্তস্যাপি সুব্রতে ॥ ৯৮ ॥ রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ। হংসারূঢ়া বরাভীতি-মালা-পুস্তকপাণিকঃ ॥ ৯৯ ॥ হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১০০ ॥ ধ্যানং পূজাক্রমশ্চাপি যন্ত্রঞ্চ কথিতং প্রিয়ে। বাস্ত্বাদিক্রমতো দেবং মন্ত্রানপি শৃণু প্রিয়ে ॥১০১॥ ক্ষকারো হব্যবাহস্থঃ ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতঃ। ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাং বাস্তুমন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ ॥ ১০২ ॥ তারং মায়াং তিগ্মাংশো ঙেঽন্তমারোগ্যদং বদেৎ। বহ্নি-

"ব্রহ্মা,—রক্তপদ্মের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ, হংসবাহন এবং তাঁহার চতুর্হস্তে বর, অভয়, অক্ষমালা ও পুস্তক বর্ত্তমান রহিয়াছে।" "হিম কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, সহস্রচরণ, সহস্রহস্ত, সহস্রমুখ, অনন্ত সুরাসুরগণের ধ্যেয়।" হে প্রিয়ে! ধ্যান, পূজা-পরিপাটী এবং যন্ত্র কথিত হইয়াছে। এক্ষণে বাস্তুপ্রভৃতি অনন্ত পর্যান্ত সকল দেবতার মন্ত্রও শ্রবণ কর। ছয়টী দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অঃ) যুক্ত হব্যবাহে (রেফে) স্থিত ক্ষকার, নাদ (চন্দ্রবিন্দু) এবং বিন্দু (অনুস্বার) ভূষিত হইলে ষড়ক্ষর (ক্ষ্রাঁং ক্ষ্রীঁং ইত্যাদি) বাস্তু মন্ত্র হইবে। তার (ওঁ) মায়া (হ্রীং) "তিগ্মাংশো" (অনন্তর) চতুর্থী-বিভক্তির একবচনান্ত আরোগ্যদ অর্থাৎ "আরোগ্যদায়" বলিবে। অনন্তর বহ্নিজায়া (স্বাহা) দিয়া সূর্য্যমন্ত্র উদ্ধৃত

জায়াং ততো নত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১০৩ ॥ কামো মায়া চ বাণী চ ততোঽমৃতকরেতি চ। অমৃতং প্লাবয়দ্বন্দ্বং স্বাহা সোমমনুর্মতঃ ॥ ১০৪ ॥ ঐং হ্রাং হ্রীং সর্ব্বপদাদ্দুষ্টান্ নাশয় নাশয়। স্বাহাবসানো মন্ত্রোঽয়ং মঙ্গলস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৫ ॥ হ্রীং শ্রীং সৌম্যপদোক্তোক্ত্বা সর্ব্বান্ কামাংস্ততো বদেৎ। পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তামেষ সোমাত্মজে মনুঃ ॥ ১০৬ ॥ তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ সুরগুরোঃ পদম্। অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি স্বাহা মন্ত্রো বৃহস্পতেঃ ॥১০৭॥ শাং শীং শূং শৈং ততঃ শৌং শঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ ॥ ১০৮ ॥ হ্রুং হ্রুং হ্রীং হ্রীং সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয়পদদ্বয়ম্। মার্ত্তণ্ডসূনবে

করিবে। কাম (ক্লীং), মায়া (হ্রীং), বাণী (ঐং), অনন্তর "অমৃতকর" এই পদ, পরে "অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা" ইহা সোমমন্ত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছে। ৯৭—১০৪। "ঐং হ্রাং হ্রীং সর্ব্ব, পদের পর "দুষ্টান্ নাশয় নাশয়", অন্তে "স্বাহা" এই মঙ্গলের মন্ত্র কীর্ত্তিত হইল। "হ্রীং শ্রীং সৌম্য" এই পদ বলিয়া অনন্তর "সর্ব্বান্ কামান্" বলিলে, পরে "পূরয়", অন্তে বহ্নিকান্তা (স্বাহা) বলিবে, ইহা বুধের মন্ত্র। তার দ্বারা আচ্ছাদিত বাণী অর্থাৎ "ওঁ ঐং ওঁ" অনন্তর "সুরগুরো" এই পদ, পরে "অভীষ্টং" যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা" ইহা বৃহস্পতির মন্ত্র। "শাং শীং শূং শৈং" অনন্তর "শৌং শঃ" এই শুক্রমন্ত্র কথিত হইল। "হ্রাং হ্রাং হ্রু

পশ্চান্নমোমন্ত্রঃ শনৈশ্চরে ॥ ১০৯ ॥ রাং হ্রোং ভ্রৈং হ্রীং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় দ্বয়ম্। রাহবে নম ইত্যেষ রাহোর্মনুরুদাহৃতঃ ॥ ১১০ ॥ ক্রূং হ্রূং ক্রৈং কেতবে স্বাহা কেতোর্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১১ ॥ লং রং মৃং স্রূং বং যামিতি ক্ষং হৌং ব্রীমমিতি ক্রমাৎ। ইন্দ্রাদ্যনন্তদিক্‌পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১১২ ॥ অন্যেষাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। অমুকমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১৩ ॥ নমোঽন্তমন্ত্রে দেবেশি ন নমো যোজয়েদ্ বুধঃ। স্বাহান্তেঽপি তথা মন্ত্রে ন বহ্নিজায়াম্ ॥ ১১৪ ॥ গ্রহাদিভ্যঃ প্রদাতব্যং পুষ্পং বাসশ্চ ভূষণম্। তেষাং বর্ণানুরূপেণ নান্যথা প্রীতয়ে ভবেৎ ॥ ১১৫ ॥ কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিং সংস্থাপয়ন্ সুধীঃ। পুষ্পৈরুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ সমিদ্ভির্হোমমাচরেৎ ॥ ১১৬ ॥ শান্তিকর্ম্মণি পুষ্টৌ চ বরদো হব্যবাহনঃ। প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাক্ষঃ শত্রুহা ক্রূরকর্ম্মণি ॥ ১১৭ ॥ শান্তৌ পুষ্টৌ মহেশানি তথা ক্রূরেঽপি কর্ম্মণি। গ্রহযাগং প্রকুর্ব্বাণো বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৮ ॥ যথা প্রতিষ্ঠাকার্য্যেষু দেবার্চ্চা পিতৃতর্পণম্।

হ্রীং সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডসূনবে" পরে "নমঃ" ইহা শনৈশ্চরের মন্ত্র। "রাং হ্রোং ভ্রৈং হ্রাং সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ" এই রাহুর মন্ত্র কথিত হইল। "ক্রূং হ্রূং ক্রৈং কেতবে স্বাহা" এই কেতুর মন্ত্র কীর্ত্তিত হইল। ১০৯—১১১ (১) 'লং', (২) 'রং', (৩) 'মৃং', (৪) 'স্রূং', (৫) 'বং', (৬) 'যং', (৭) 'ক্ষং', (৮) 'হৌং', (৯) 'ব্রীং' (১০) 'অং' এই দশটী মন্ত্র যথাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি অনন্ত পর্য্যন্ত দশদিক্‌পালের কথিত হইয়াছে। (দশদিক্‌পালগণের নাম যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যথা—ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত)। অন্য সকল পরিবারের নামই মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে যে স্থলে মন্ত্র উক্ত হয় নাই, সেই সকল স্থানেই এই বিধি অর্থাৎ নামই মন্ত্র, শিব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' শব্দ আছে, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার সহিত 'নমঃ' শব্দ যোজিত করিবে না। এইরূপ স্বাহান্ত মন্ত্রে বহ্নিবল্লভা (স্বাহা) শব্দ দিবে না। গ্রহাদিকে অর্থাৎ নবগ্রহ ও দশদিক্‌পালকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ পুষ্প, বস্ত্র এবং ভূষণ দিবে। অন্যথা তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত হইবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসারে বহ্নিস্থাপন করিয়া নানাবিধ পুষ্প ও সামিধ্ দ্বারা হোম করিবে। শান্তিকার্য্য ও পুষ্টিকার্য্যে বরদনামা অগ্নি। প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে লোহিতাক্ষনামা; ক্রূরকর্ম্মে অর্থাৎ অভিচারাদি কার্য্যে শত্রুহানামা। হে মহেশানি! শান্তিকর্ম্ম, পুষ্টিকার্য্য এবং ক্রূরকর্ম্মে গ্রহযাগ করিলে অভীষ্টার্থ লাভ করিবে। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যেরূপ দেবপূজা এবং পিতৃতর্পণ অর্থাৎ

বাস্তোর্যাগে গ্রহযাগঞ্চ তদ্বদেব হি দ্বীয়তে ॥ ১১৯ ॥ যদ্যেকস্মিন্ দিনে দ্বিস্ত্রিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম্ম চ। যন্ত্রেণ তত্র দেবার্চ্চাপিতৃ-শ্রাদ্ধাগ্নিসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ১২০ ॥ জলাশয়-গৃহা-রাম-সেতু-সংক্রম-শাখিনঃ। বাহনাসন-যানানি বাসোঽলঙ্করণানি চ ॥ ১২১ ॥ পানা-শনীয়পাত্রাণি দেয়বস্তূনি যান্যপি। অসংস্কৃতানি দেবায় ন প্রদদ্যাঃ ফলেপ্সবঃ ॥ ১২২ ॥ কাম্যে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র বুধঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ। বিধিবাক্যানুসারেণ সম্পূর্ণফলাপ্তয়ে ॥১২৩॥ সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং দ্রব্যং নামোচ্চারণ-পূর্ব্বকম্। সম্প্রদানাভিধাকে ক্কা দত্ত্বা সম্যক্ ফলং লভেৎ ॥ ১২৪ ॥ জলাশয়গৃহারাম-সেতু-সংক্রমশাখিনাম্। কথ্যন্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিদ্যয়া ॥ ১২৫ ॥ জীবনাধার জীবানাং জীবনপ্রদ বারুণ। প্রোক্ষণে তব তৃপ্যন্তু জল-ভূচর খেচরাঃ ॥ ১২৬ ॥ তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত বাসেয় ব্রহ্মণঃ প্রিয়। ত্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েন প্রীতয়ে ভব সর্ব্বদা ॥ ১২৭ ॥ ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত বক্তব্যস্ত্বিষ্টকাময়ে ॥ ১২৮ ॥ ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈশ্ছায়াভিশ্চ প্রিয়ঙ্করাঃ। যচ্ছন্তু মেহখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থ-

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, বাস্তুযোগ ও গ্রহযাগে সেইরূপই দেবপূজাদি করিতে হইবে। যদি একদিনে দুই তিনটী প্রতিষ্ঠা ও বাস্তুযাগাদি হয়, তাহা হইলে সেই সকল কার্য্যে তন্ত্রতঃ অর্থাৎ একবার দেবপূজন, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নিসংস্কার করিলেই হইবে। ১১২—১২০। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ,—জলাশয়, গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন ও অন্যান্য যে সকল দেয় বস্তু, তাহা প্রোক্ষণ না করিয়া দেবতাকে দিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি সকল কাম্য কর্ম্মে সম্পূর্ণ ফললাভের জন্য বিধিবাক্য অনুসারে সঙ্কল্প করিবে। শোধিত ও অর্চ্চিত দ্রব্য নামোল্লেখপূর্ব্বক সম্প্রদানের অর্থাৎ যদুদ্দেশে দান করিবে, তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া, দান করিলে, সম্যক্ ফল লাভ করিবে। জলাশয়, গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম অর্থাৎ সেতু-বিশেষ ও বৃক্ষের প্রোক্ষণে মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে ; ঐ সকল মন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ গায়ত্রীর সহিত প্রয়োগ করিবে। জলাশয় প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(মূল,—জীব—চরাঃ) হে জলাধার! হে প্রাণিগণের জীবন-দাতা! হে বারুণ! তোমার প্রোক্ষণে জলচর, ভূচর এবং খেচর সকলে তৃপ্তিলাভ করুক। গৃহ-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(মূল,—তৃণ—সর্ব্বদা), হে তৃণকাষ্ঠাদি-সম্ভূত! হে বাসযোগ্য! তুমি ব্রহ্মার প্রিয়, তোমাকে তোয় দ্বারা প্রোক্ষিত করিতেছি, সর্ব্বদা আমার প্রীতির নিমিত্ত হও। ইষ্টকাময় গৃহ হইলে, ('তৃণ-কাষ্ঠাদি সম্ভূত' এই পদের পরিবর্ত্তে) 'ইষ্টকাদি-সমুদ্ভূত' অর্থাৎ ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত—এই কথা বলিবে। আরাম-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(ফলৈঃ—বারিভিঃ) ফল, পত্র, শাখাদি এবং ছায়া দ্বারা প্রিয়-

বারিভিঃ ॥ ১২৯ ॥ সেতুস্ত্বং ভব সিন্ধুনাং পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ। ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ সেতো যথোক্তফলদোভব ॥ ১৩০ ॥ সংক্রম ত্বাং প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা। দদাসীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়তাম্ ॥ ১৩১ ॥ আরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো য এব কথিতঃ প্রিয়ে। স এব শাখিসংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩২ ॥ প্রণবো বারুণশ্চাস্ত্রং বীজত্রিতয়মম্বিকে। সর্ব্বসাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥ স্নাপনার্হং বাহনঞ্চেৎ স্নাপয়েদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া। অশক্তৈর্বার্ঘ্যতোয়েন কুশাগ্রেণ বিশোধয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচার্য্য তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া। পূজিতোঽলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো ভবতি দৈবতে ॥ ১৩৫ ॥ জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণো যাদসাম্পতিঃ। গৃহে প্রজাপতির্ব্রহ্মারামে সেতৌ চ সংক্রমে। পূজ্যো বিষ্ণুর্জগৎপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥ ১৩৬ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। বিবিধানি বিধানানি কথিতান্যুক্তকর্ম্মসু। ক্রমো ন দর্শিতো যেন মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥ ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্বায়াসকৃতান্যপি। ন যচ্ছন্তি ফলং সম্যক্ নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্ ॥ ১৩৮ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। যদুক্তং পরমেশানি

কারকগণ তীর্থজল দ্বারা প্রোক্ষিত হইয়া আমাকে সকল অভীষ্ট প্রদান করুন। সেতু-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(সেতুঃ—ভব) হে সেতু! তুমি ভবসিন্ধুর পারদাতা, সেতু পথিকদিগের প্রিয় ; তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রোক্ষিত হইয়া যথোক্ত ফলদাতা হও। সংক্রম-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(সংক্রম—প্রদীয়তাম্) হে সংক্রম! আমি তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি, ইহলোকে যেরূপ সকল লোককে সঞ্চরণ করিতে দাও, সেইরূপ স্বর্গে আমার গতিশক্তি প্রদান কর। ১২১—১৩১। হে প্রিয়ে! আরাম-প্রোক্ষণে যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ বৃক্ষ-সংস্কারে সেই মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন। হে অম্বিকে! সর্ব্বসাধারণ দ্রব্য প্রোক্ষণে প্রণব (ওঁ), বারুণ (বং), অস্ত্র (ফট্), এই তিন বীজ প্রয়োগ করিবে। বাহন যদি স্নান করাইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে ঐ বাহনকে গায়ত্রী দ্বারা স্নান করাইবে,—অশক্ত অর্থাৎ স্নান করাইবার যোগ্য না হইলে কুশাগ্র-গৃহীত অর্ঘ্য-জল দ্বারা শোধিত করিবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তত্তদ্বাহনের নামোল্লেখপূর্ব্বক পূজিত ও অলঙ্কৃত বাহন, দেবতাকে প্রদান করিবে। জলাশয়-প্রতিষ্ঠাতে জলজন্তুদিগের অধিপতি বরুণ—(প্রধানভাবে) পূজনীয়। গৃহপ্রতিষ্ঠাতে ব্রহ্মা প্রজাপতি; আরাম, সেতু এবং সংক্রম-প্রতিষ্ঠাতে ত্রিভুবন-রক্ষক সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বিষ্ণু, পূজনীয়। দেবী বলিলেন,—নানাবিধ বিধান বলিলে বটে, কিন্তু উক্ত কর্ম্মসমূহে ক্রম ত বলিলে না যে, মনুষ্যগণ কর্ম্ম আচরণ করিবে? ক্রমরহিত কর্ম্ম বহু-আয়াসপূর্ব্বক করিলেও কর্ম্মফলেচ্ছু মানবগণের সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় না। ১৩২—১৩৮।

মাতেব হিতকারিণি। নিঃশ্রেয়সং তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতসাম্ ॥১৩৯॥ এতেষামুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্ বাস্তুযাগক্রমাদ্দেবি কথয়াম্যবধীয়তাম্ ॥ ১৪০ ॥ পূর্ব্বেহহ্নি নিয়তাহারঃ শ্বঃপ্রাতঃ স্নানমাচরেৎ। কৃত্বা পূর্ব্বাহ্নিকং কর্ম্ম গুরুং নারায়ণং যজেৎ ॥ ১৪১ ॥ ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য বিধিদর্শিতবর্ত্মনা কৃতসঙ্কল্পকো মন্ত্রী গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪২ ॥ বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমলজলরুহং হস্তপদ্মৈর্দধানম্। উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিং দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভম্। নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্ ॥ ১৪৩ ॥ এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্। ব্রহ্মাণঞ্চ ততো বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৪ ॥ শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি তথা ষোড়শমাতৃকাঃ। ঘৃতধারাস্বপি বসূনিষ্ট্বা কুর্য্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৫ ॥ ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তুরক্ষসঃ। নির্ম্মায় পূজয়েৎ তত্র বাস্তুদেবং গণৈঃ সহ ॥১৪৬॥ ততস্তু স্থণ্ডিলং কৃত্বা বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ব্ববৎ। ধারাহোমান্তমাচর্য্য বাস্তুহোমং সমারভেৎ ॥ ১৪৭ ॥ যথাশক্ত্যাহুতীস্তস্মৈ পরিবারগণায়

শ্রীসদাশিব বলিলেন,—হে পরমেশ্বরি! মাতৃবৎ হিতকারিণি! তুমি যাহা অর্থাৎ ক্রমানুসারে কার্য্য করা বিহিত, এই কথা বলিয়াছ, ফলাসক্তচিত্ত লোকদিগের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর। হে দেবি! এই সকল উক্ত কার্য্যের পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান বাস্তুযাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছি, মনোযোগ কর পূর্ব্বদিন আহারের সংযম করিয়া পরদিন প্রাতঃস্নান করিবে, অনন্তর পৌর্ব্বাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গুরু ও নারায়ণের পূজা করিবে। অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা নিজ কামনা উল্লেখপূর্ব্বক বিধিনির্দ্দিষ্ট সঙ্গতিক্রমে সঙ্কল্প করিয়া গণেশাদির পূজা করিবে। ১৩৯—১৪২। "বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, গজেন্দ্রবদন, সর্পময়যজ্ঞোপবীত-ধারী, করকমল-চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, অসি এবং প্রফুল্ল-পদ্ম-ধারী, উদয়কালীন নব-শশি শোভিত-মৌলি, দিবাকর-কিরণবৎ অত্যুজ্জ্বল-বস্ত্র এবং অত্যুজ্জ্বল-দেহকান্তি, নানালঙ্কার-ভূষিত, রক্ত-পদ্মে উপবিষ্ট গণপতিকে ভজনা কর।" এই গণপতির ধ্যান করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে, অনন্তর ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা করিবে। শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, ষোড়শমাতৃকা এবং ঘৃতধারাতে বসুগণের পূজা করিয়া, আভ্যুদয়িক করিবে। অনন্তর উক্ত বিধি অনুসারে বাস্তু-রাক্ষসের মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে সপরিবার বাস্তুদেবের পূজা করিবে। তদনন্তর স্থণ্ডিল করিয়া, পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কুশণ্ডিকোক্ত-বিধি অনুসারে বহ্নিসংস্কার ও ধারাহোমান্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক বাস্তু-হোম আরম্ভ করিবে। তাঁহাকে অর্থাৎ বাস্তুকে, বাস্তুপরিবারগণকে এবং পূজিত দেবতাদিগকে যথাশক্তি

চ। তথা পূজিতদেবেভ্যো দত্ত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥ বাস্তুযাগে পৃথক্ কার্য্যো এব তে কথিতঃ ক্রমঃ। অনেনৈব গ্রহাণাঞ্চ যজ্ঞোঽপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥১৪৯॥ গ্রহাণামত্র মুখত্বান্নাঙ্গত্বেন প্রপূজনম্।' সঙ্কল্পানন্তরং কার্য্যং বাস্ত্বর্চ্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫০ ॥ গণেশাদর্চ্চনং সর্ব্বং বাস্তুযাগবিধানবৎ। গ্রহাণাং যন্ত্রমন্ত্রৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫১ ॥ প্রসঙ্গাৎ কথিতৌ ভদ্রে গ্রহবাস্তুক্রতুক্রমৌ। অথ প্রস্তুতকৃত্যানামুচ্যতে কূপসংস্ক্রিয়া ॥ ১৫২ ॥ সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা বাস্তুপূজনমাচরেৎ। মণ্ডলে কলসে বাপি শালগ্রামে যথামতি ॥ ১৫৩ ॥ ততঃ পূজ্যো গণপতির্ব্রহ্মা বাণী হরী রমা। শিবো দুর্গা গ্রহাশ্চাপি পূজ্যা দিক্পতয়স্তথা ॥ ১৫৪ ॥ মাতরো বসবোঽষ্টৌ চ ততঃ কার্য্যা পিতৃক্রিয়া। প্রাধান্যং বরুণস্যাত্র স হি পূজ্যো বিশেষতঃ ১৫৫ ॥ নানোপহারৈর্বরুণমর্চ্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ। বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ বারুণং হোমমাচরেৎ ॥১৫৬॥ পূজিতেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দত্ত্বা প্রত্যেকমাহুতিম্। পূর্ণাহুত্যন্তকৃত্যেন হোমকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥ ততো ধ্বজপতাকাস্রগ্‌গন্ধসিন্দূরচর্চ্চিতম্। উক্তপ্রোক্ষণমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ কূপমুত্তমম্ ॥ ১৫৮ ॥ ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য দেবমুদ্দিশ্য বা নরঃ। সর্ব্বভূত-

---

আহুতি দিয়া, কর্ম্ম সমাপন করিবে। পৃথক্‌ভাগে কর্ত্তব্য বাস্তুযাগে এই ক্রম তোমার নিকট কথিত হইল। হে প্রিয়ে! গ্রহযজ্ঞও এই ক্রমানুসারে বিহিত। ইহাতে অর্থাৎ গ্রহযাগে, গ্রহদিগের প্রাধান্য হেতু অঙ্গভাবে পূজা নিষিদ্ধ এবং সঙ্কল্পের পর অঙ্গভাবে বাস্তুদৈত্যের পূজা কর্ত্তব্য। ইহা (বিশেষ) ক্রম। গণেশাদি দেবপূজাদি সমস্ত কার্য্যই বাস্তুযাগ বিধানানুসারে হইবে। গ্রহদিগের যন্ত্র, মন্ত্র এবং ধ্যান পূর্ব্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে ভদ্রে! প্রসঙ্গক্রমে গ্রহযাগ ও বাস্তুযাগের ক্রম কথিত হইল। অনন্তর পূর্ব্বপ্রস্তাবিত কর্ম্মসমুদায়ের মধ্যে কূপসংস্কারবিধি বলিতেছি। যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া, মণ্ডল-স্থাপিত ঘট কিংবা শালগ্রাম (ইহার মধ্যে) যাহাতে অভিরুচি হয়, তাহাতে বাস্তুপূজা করিবে ১৪৩—১৫৩। তদনন্তর গণপতি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, হরি, লক্ষ্মী, শিব ও দুর্গার পূজা করিবে। আর নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, মাতৃগণ এবং অষ্টবসুও পূজনীয়। অনন্তর পিতৃকার্য্য করিবে। ইহাতে অর্থাৎ কূপসংস্কারে বরুণের প্রাধান্য, সুতরাং বরুণদেবের বিশেষরূপ পূজা করিবে। নিজ শক্তি অনুসারে বিবিধ উপহার দ্বারা বরুণকে পূজা করিয়া, যথাবিধি সংস্কৃত অনলে বরুণদেবতোদ্দেশে হোম করিবে। পূজিত দেবগণের প্রত্যেককে আহুতি দিয়া, পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম হইলে, হোমকার্য্য সমাপিত করিবে। অনন্তর ধ্বজ-পতাকা-মাল্য-চন্দন-সিন্দূর-চর্চ্চিত উত্তম জলাশয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রোক্ষণ-মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর নিজ কামনা উদ্দেশ করিয়া কিংবা দেবতা-প্রীতি উদ্দেশ করিয়া, সর্ব্বকাল প্রাণিগণের

প্রীণনায়োৎসৃজেৎ কূপজলাশয়ম্ ॥ ১৫৯ ॥ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১৬০ ॥ সুপ্রীয়ন্তাং সর্ব্বভূতা নভোভূতোয়বাসিনঃ। উৎসৃষ্টং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়ৈতজ্জলমুত্তমম্ ॥ ১৬১ ॥ তৃপ্যন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ। সামান্যং সর্ব্বজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্ ॥ ১৬২ ॥ যে চ কেচিদ্বিপদ্যন্তে স্বস্বকর্ম্মবিপাকতঃ। তৎপাপৈর্ন প্রলিপ্যেঽহং সফলাস্তু মম ক্রিয়াঃ ॥ ১৬৩ ॥ ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা কৃতশান্ত্যা দিক্‌ক্রিয়ঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ কৌলান্ দীনানপি বুভুক্ষিতান্ ॥ ১৬৪ ॥ জলাশয়প্রতিষ্ঠাসু সর্ব্বত্রৈষ ক্রমঃ শিবে। তড়াগাদৌ চ কর্ত্তব্যা নাগস্তম্ভজলেচরাঃ ॥ ১৬৫ ॥ মীন-মণ্ডূক-মকর-কূর্ম্মাশ্চ জলজন্তবঃ। কার্য্যা ধাতুময়াশ্চৈতে কর্ত্তৃবিত্তানুসারতঃ ॥ ১৬৬ ॥ মৎস্যৌ স্বর্ণময়ৌ কুর্য্যান্মণ্ডুকাবপি হেমজৌ। রাজতৌ মকরৌ কূর্ম্মমিথুনং তাম্ররিত্তিকম্ ॥ ১৬৭ ॥ এতৈর্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্। সাগরঞ্চ সমুৎসৃজ্য প্রার্থয়ন্ নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৮ অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ। কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খঃ পাথসাং রক্ষকা ইমে ॥ ১৬৯ ॥ ইত্যষ্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বত্থপল্লবে। স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ ঘটমধ্যে

প্রীতির জন্য কূপাদি জলাশয় উৎসর্গ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া প্রার্থনা করিবে যে, (প্রার্থনামন্ত্র,— সুপ্রী—ক্রিয়াঃ তাহার অর্থ) "খেচর, ভূচর, জলচর, সকল প্রাণীই সুপ্রীত হউক, সকল প্রাণীর উদ্দেশে আমি এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম। সকল প্রাণীই স্নান, অঙ্গ-প্রক্ষালনাদি, পান এবং অবগাহন দ্বারা তৃপ্ত হউন। আমি এই জল সামান্যতঃ সর্ব্বজীব উদ্দেশে দান করিলাম, অর্থাৎ আমি এমন ভাবে দান করিলাম যে, ইহাতে সকল জীবের সমান অধিকার হইল। নিজ নিজ কর্ম্মফলে যে কোন ব্যক্তি (ইহাতে) দেহত্যাগ করিবে, আমি সে পাপে লিপ্ত হইব না, আমার ক্রিয়া সফলা হউক।" অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া, শান্তিকর্ম্ম করিবার পর ব্রাহ্মণ, কৌল এবং ক্ষুধিত দরিদ্রগণকে ভোজন করাইবে। হে শিবে! সকল জলাশয়-প্রতিষ্ঠাতেই এই ক্রম। তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠাতে (বিশেষ এই) নাগ, স্তম্ভ এবং জলচর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। মৎস্য, মণ্ডূক, মকর ও কূর্ম্ম,—এই সকল জলজন্তু বা জলচর, কর্ত্তার সম্পত্তি-অনুসারে ধাতুময় করিবে। মৎস্য-মিথুন সুবর্ণময়, মণ্ডুক-মিথুনও সুবর্ণময়, মকর-মিথুন রজতময়, কূর্ম্ম মিথুন তাম্র বা পিত্তলময় করিবে। ১৬৪—১৬৭। এই সকল জলচরের সহিত তড়াগ, দীর্ঘিকা, বা সাগর উৎসর্গ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত (সুপ্রীয়ন্তাং—ক্রিয়াঃ) কতিপয় মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবার পর নাগ-পূজা করিবে। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ এই সকল নাগ জলরক্ষক। (আটটী) অশ্বত্থ পল্লবে এই নাগগণের আটটী নাম

বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৭০ ॥ চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা বিলোড্যৈকং সমুদ্ধরেৎ। তত্রোত্তিষ্ঠতি যো নাগস্তং কুর্য্যাৎ তোয়রক্ষকম্ ॥ ১৭১ ॥ স্তম্ভমেকং সমানীয় বিংশহস্তমিতং শুভম্। সরলং দারুজং তৈলৈরুক্ষিতঞ্চ হরিদ্রয়া ॥ ১৭২ ॥ স্নাপয়েৎ তীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্যা প্রণবেন চ। তত্র হ্রীশ্রীক্ষমাশান্তিসহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥১৭৩॥ নাগ ত্বং বিষ্ণুশয্যাদি মহাদেববিভূষণ। স্তম্ভমেনমধিষ্ঠায় জলরক্ষাং কুরুষ মে ॥১৭৪॥ ইতি প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভং মধ্যেজলাশয়ম্। সমারোপ্য তড়াগঞ্চ কর্ত্তা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥১৭৫॥ যূপশ্চেৎ স্থাপিতঃ পূর্ব্বং তদা নাগা ঘটেঽর্চ্চয়ন্। তজ্জলং তত্র নিক্ষিপ্য শিষ্টং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৬ ॥ এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতসঙ্কল্পো বুধঃ। বাস্ত্বাদিবসুপূজান্তং শিত্রাং কর্ম্ম চ কূপবৎ ॥ ১৭৭ ॥ বিধায়াত্র বিশেষে। যজেদ্দেবং প্রজাপতিম্। প্রাজাপত্যঞ্চ হবনং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১৭৮ ॥ গৃহং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়ন্। ঈশানাভিমুখো ভূত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭৯ ॥ প্রজাপতিপতে গেহ পুষ্পমাল্যাদিভূষিতঃ। অস্মাকং শুভবাসায় সর্ব্বথা সুখদো ভব ॥ ১৮০ ॥ ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদ-

লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ-পূর্ব্বক (সেই সকল পল্লব) ঘটমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঘটমধ্যে বিলোড়নপূর্ব্বক একটী পল্লব উদ্ধৃত করিবে, তাহাতে যে নাগ অর্থাৎ যে নাগনামযুক্ত পল্লব উঠিবে, তাহাকে জলাধ্যক্ষ করিবে। তৈল-হরিদ্রা দ্বারা লিপ্ত, দারুসম্ভূত, সরল, বিংশতিহস্ত একটী শুভস্তম্ভ আনয়ন করিয়া ব্যাহৃতি ও প্রণব পাদপূর্ব্বক তীর্থজল দ্বারা স্নান করাইবে; সেই স্থাপিত স্তম্ভে হ্রী, শ্রী, ক্ষমা ও শান্তির সহিত নাগকে পূজা করিবে। "হে নাগ! তুমি বিষ্ণুর শয্যা এবং মহাদেবর অলঙ্কার; এই স্তম্ভ অধিষ্ঠান করিয়া আমার জল রক্ষা কর" (ইহা অর্থ। মন্ত্র যথা;—নাগ—মে)। এই মন্ত্রপাঠ করত প্রার্থনা করিয়া অনন্তর সেই নাগাধিষ্ঠিত স্তম্ভ জলাশয় মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তা তড়াগ প্রদক্ষিণ করিবে। স্তম্ভ যদি পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, নাগকে ঘটে পূজা করিয়া সেই ঘটের জল তড়াগে নিক্ষেপ করিয়া, অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ গৃহপ্রতিষ্ঠাতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়া কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায় বাস্তুপূজা হইতে বসুধারা-দান ও আভ্যুদয়িক কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক এই কর্ম্মে (বরুণের পরিবর্ত্তে) প্রজাপতিদেবকে বিশেষরূপে পূজা করিবে এবং সাধকশ্রেষ্ঠ প্রাজাপত্য হোম করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা গৃহকে প্রোক্ষিত ও গন্ধাদ দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে,—"হে প্রজাপতি-স্বামিক গৃহ! তুমি পুষ্পমাল্যাদ দ্বারা ভূষিত হইয়া আমাদিগের শুভকর বাসের জন্য সর্ব্বতোভাবে সুখদাত

মাচরেৎ। বিপ্রান্ কুলানান্ দীনাংশ্চ ভোজয়েদ্ স্বশক্তিতঃ ॥ ১৮১ ॥ অন্যার্থন্তু প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়াত্র যোজয়েৎ। দেবতাকৃতগেহস্য বিধানং শৃণু শৈলজে ॥ ১৮২ ॥ ইত্থং সংস্কৃত্য ভবনং শঙ্খতূর্য্যাদিনিস্বনৈঃ। দেবতাসন্নিধিং গত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮৩ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদ। আগত্য জন্মসাফল্যং কুরু মে করুণানিধে ॥ ১৮৪ ॥ ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে দেবমানীয় সাধকঃ। উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং ন্যসেৎ ॥ ১৮৫ ॥ ত্রিশূলমথবা চক্রং ন্যস্য ভবনোপরি। রোপয়েন্মন্দিরেশানে সপতাকং ধ্বজং সুধীঃ ॥ ১৮৬ ॥ চন্দ্রাতপৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ পুষ্পস্রক্চূতপল্লবৈঃ। শোভয়িত্বা গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্দিব্যবাসসা ॥ ১৮৭ ॥ উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ। স্নাপয়েদ্বিহিতৈর্দ্রব্যৈস্তৎক্রমং বচ্মি তে শৃণু ॥ ১৮৮ ॥ ঐং হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয় ॥ ১৮৯ ॥ প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে

হও"। ১৬৮—১৮০। অনন্তর দক্ষিণা দান করিয়া শান্তি ও আশীর্ব্বাদ করিবে। স্বশক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, কৌল ও দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইবে। হে শৈলজে! যদি অপরের জন্য গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এই গৃহপ্রতিষ্ঠা-সঙ্কল্পে তাহার নামোল্লেখপূর্ব্বক "অমুকস্য বাসায়" অর্থাৎ অমুকের বাসের জন্য এই কথাটী যোজিত করিবে। দেবতার নিমিত্ত নির্ম্মিত গৃহপ্রতিষ্ঠার বিধান শ্রবণ কর। এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ গৃহ-সংস্কার করিয়া শঙ্খতূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনি পুরঃসর দেবতার নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে,—"হে দেবদেবেশ! হে ভক্তবাঞ্ছিতপ্রদ! হে করুণানিধে! উত্থান করুন, আমার ভবনে আগমন করত মদীয় জন্ম সফল করুন।" সাধক, এইরূপে অভ্যর্থনা করিয়া, গৃহ-সমীপে দেবতানয়ন করত স্থাপনপূর্ব্বক দেবতার পুরোভাগে বাহন স্থাপন করিবেন। সুধী, ত্রিশূল কিংবা চক্র, গৃহোপরি স্থাপনপূর্ব্বক মন্দিরের ঈশানকোণে পতাকাযুক্ত ধ্বজ রোপণ করিবেন। চন্দ্রাতপ, ক্ষুদ্র ঘণ্টা, পুষ্পমাল্য ও আম্রপল্লব দ্বারা গৃহকে সম্যক্ প্রকারে শোভিত করিয়া দিব্য-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন। বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে বিহিত দ্রব্য সকল দ্বারা উত্তরাভিমুখে স্থাপিত দেবকে স্নান করাইবে; তাহার ক্রম তোমাকে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। (১) "ঐং হ্রীং শ্রীং" মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "দুগ্ধ দ্বারা তোমায় স্নান করাইতেছি; জননীর ন্যায় তুমি রক্ষা কর" এতদর্থক 'দুগ্ধেন—পালয়" মন্ত্র পাঠ করত দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে। (২) পূর্ব্বোক্ত বীজত্রয়ের অন্তে মূলমন্ত্র যোগ করিয়া, "তোমাকে অদ্য দধি দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি ভবতাপহর হও" এতদর্থক "দধ্না—ভব মন্ত্রে" দধি দ্বারা স্নান করাইবে। (৩) পূর্ব্ববৎ বীজত্রয় মূল-

তথা মূলং নিযোজয়ন্। দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব ॥ ১১০ ॥ পুনর্বীজত্রয়ং মূলং সর্ব্বানন্দকরেতি চ। মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ॥ ১১১ ॥ প্রাগ্বন্মূলং সমুচ্চার্য্য সাবিত্রীং প্রণবং স্মরন্। দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা। স্নানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগিং সদা কুরু ॥ ১১২ ॥ তদ্বন্মূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহৃতিং সমুদীরয়ন্। দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতম্ ॥ ১১৩ ॥ তথা মূলং সমুচ্চার্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্। বিধাত্রা নির্ম্মিতৈর্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ। নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ১১৪ । গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ দিক্কুম্ভৈ রসৈঃ ॥ ১১৫ ॥ কামবীজং তথা তারং সাবিত্রীং মূলমীরয়ন্। কর্পূরাগুরু-কাশ্মীর-কস্তুরীচন্দনোদকৈঃ সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ১১৬ ॥ ইত্যষ্টকলসৈঃ স্নানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্। গৃহাভ্যন্তরমানীয় স্থাপয়েদাসনোপরি ॥ ১১৭ ॥ স্নাপনার্হা ন চেদর্চ্চা তদ্‌যন্ত্রে বাপি তন্মনৌ। শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ অশক্তৌ মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্ছুদ্ধ-

---

মন্ত্র উচ্চারণ করত "হে সর্ব্বানন্দকর! তুমি মধু দ্বারা স্নাপিত ও প্রীত হইয়া আমাকে আনন্দময় কর" এতদর্থক "সর্ব্ব—কুরু" মন্ত্র বলিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইবে। ১৮১—১৯১। (৪) পূর্ব্ববৎ মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও প্রণব স্মরণান্তে "হে ঈশ! দেবপ্রিয়, আয়ুঃ শুক্র ও তেজঃস্বরূপ ঘৃত দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, আমাকে সর্ব্বদা নীরোগ কর" এতদর্থক "দেব—কুরু" মন্ত্র পাঠান্তে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। (৫) পূর্ব্ববৎ মূলমন্ত্র, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক "হে দেবেশ! শর্করাজল দ্বারা স্নাত হইয়া আমায় বাঞ্ছিত প্রদান কর" এতদর্থক "দেবেশ—বাঞ্ছিতম্" মন্ত্রে শর্করোদক দ্বারা স্নান করাইবে। (৬) পূর্ব্ববৎ মূলমন্ত্র, গায়ত্রী ও বারুণ বীজ অর্থাৎ "বং" এই মন্ত্র সমুচ্চারণ করত বিধাতৃ-নির্ম্মিত, দিব্য, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং অলৌকিক নারিকেল-জল দ্বারা তোমায় স্নান করাইতেছি, তোমায় নমস্কার" এতদর্থক "বি[illegible]—তে" মন্ত্রে নারিকেলজল দ্বারা স্নান করাইবে। (৭) গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করত কুম্ভরস দ্বারা স্নান করাইবে। (৮) কা[illegible] (ক্লীং), তার (ওঁ) গায়ত্রী ও মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কর্পূর, অগুরু, কাশ্মীর (কুঙ্কুম), কস্তুরী ও চন্দনের জল দ্বারা সুস্নাত হইয়া সুপ্রীত হও; আমায় ভোগ ও মোক্ষ প্রদান কর" এতদর্থক "কর্পূরা—মে" মন্ত্রে উক্ত কর্পূরাদিজল দ্বারা স্নান করাইবে। এইরূপে অষ্ট কলস দ্বারা স্নান করাইয়া, জগৎপতিকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করত আসনের উপর স্থাপন করিবে। দেবপ্রতিমা যদি স্নান করাইবার উপযুক্ত না হন, তাহা হইলে যন্ত্রে অথবা দেবতার মূলমন্ত্রে অথবা শালগ্রাম শিলাতে স্নান করাইয়া [illegible] করিবে। শুদ্ধাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত

পাথসাম্। অষ্টভিঃ কলসৈর্যদ্বা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্যথা ॥ ১৯৯ ॥ ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতং চক্রপূজনে। সর্ব্বত্রাগমকৃত্যেষু স এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০০ ॥ ততো যজেন্মহাদেবং স্বস্বপূজাবিধানতঃ। তত্রোপচারান্ বক্ষ্যামি শৃণু দেবি পরাৎপরে ॥২০১॥ আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচনীয়কম্। মধুপর্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে ॥২০২॥ গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা। দেবার্চ্চনাসু নির্দ্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥ ২০৩॥ পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কাচমৌ তথা। গন্ধাদিপঞ্চকঞ্চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥ ২০৪ ॥ গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চাপি কালিকে। পঞ্চোপচারাঃ কথিতা দেবতায়াঃ প্রপূজনে ॥ ২০৫ ॥ অস্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্। সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাখ্যানং সমুল্লিখেৎ ॥২০৬॥ বক্ষ্যমাণমনুং স্মৃত্বা মূলঞ্চ দেবতাভিধাম্ স চতুর্থীং সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনংপঠেৎ॥২০৭ নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্তুষু। অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দ্রব্যং দদ্যাদ্দিবৌকসে ॥ ২০৮ ॥ আদ্যার্চ্চনবিধৌ পূর্ব্বং পাদ্যার্ঘ্যাদিনিবেদনম্। অর্পণং কারণাদীনাং সর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২০৯ ॥ অনুক্তমন্ত্রা যে তত্র তানেবাত্র শৃণু প্রিয়ে। আসনাদ্যুপচারাণাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ ॥২১০॥

প্রকারে স্নান করাইতে অশক্ত হইলে যথাশক্তি শুদ্ধবারিপূর্ণ অষ্ট, সপ্ত কিংবা পঞ্চ কলস দ্বারা স্নান করাইবে। পূর্ব্বেই চক্র পূজন স্থলে ঘট-পরিমাণ কথিত হইয়াছে, আগমোক্ত সকল প্রকার কর্ম্মেই সেই প্রকার ঘট বিহিত। তাহার পর স্ব স্ব পূজা-বিধানানুসারে সেই মহাদেবকে পূজা করিবে, তাহাতে যথাবিধি উপচার সকল বলিতেছি, হে পরাৎপরে! তুমি শ্রবণ কর। ১৯৯—২০১। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন,—এই ষোড়শ প্রকার উপচার দেবপূজাতে কথিত হইয়াছে। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, ইহাই দশোপচার বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য,—দেবতাপূজনে ইহাই পঞ্চোপচার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "ফট্" এই মন্ত্র অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল দ্বারা অভিষেক করত ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনান্তে, গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দেয়-দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র স্মরণ-পূর্ব্বক চতুর্থী-বিভক্তিযুক্ত দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া ত্যাগার্থ বচন পাঠ করিবে। দেব-উদ্দেশে দেয়-বস্তু সকলের নিবেদন-বিধি উক্ত হইল। এই বিধি দ্বারা বিদ্বান্, দেবতাকে দ্রব্য প্রদান করিবে। পূর্ব্বে আদ্যা-পূজার বিধান কালে, পাদ্য-অর্ঘ্যাদির নিবেদন-বিধি ও কারণাদির অর্পণ-প্রকার সকলই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই স্থলে যে সকল মন্ত্র অনুক্ত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। এই সকল মন্ত্র আসনাদ্যুপচার প্রদানে প্রয়োগ

সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে। কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনং তে নমো নমঃ ॥ ২১১॥ উক্তক্রমেণ দেবেশি প্রদায়াসনমুত্তমম্। কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্বাগতং প্রার্থয়েৎ ততঃ ॥ ২১২ ॥ দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্য বাঞ্ছন্তি দর্শনম্। সুস্বাগতং স্বাগতং মে তস্মৈ তে পরমাত্মনে ॥ ২১৩ ॥ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ। স্বাগতং যৎ ত্বয়া তস্মে তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ২১৪ ॥ দেবমামন্ত্র্য সংপ্রার্থ্য স্বাগতপ্রশ্নমম্বিকে। বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১৫ ॥ যৎপাদজলসংস্পর্শাচ্ছুদ্ধিমাপ জগত্রয়ম্। তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যং তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ ২১৬ ॥ পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ। তস্মৈ সর্ব্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে ॥ ২১৭ ॥ জাতীলবঙ্গককোলৈর্জলং কেবলমেব বা। প্রোক্ষিতার্চ্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ২১৮ ॥ যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচমং কল্পয়ামি তে ॥ ২১৯ ॥ মধুপর্কং সমাদায় ভক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২০ ॥ তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে। মধুপর্কং দদা-

করিবে। ‘সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ তোমার উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করিতেছি; তোমায় বারংবার নমস্কার” (মন্ত্র যথা ;—সর্ব্ব—নমঃ)। হে দেবেশি! উক্ত ক্রমে উত্তম আসন প্রদানান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বাগত প্রার্থনা করিবে,—“দেবতা সকল স্বকীয় ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যাঁহার দর্শন প্রার্থনা করেন, সেই পরমাত্মা স্বরূপ তোমাকে আমার স্বাগত সুস্বাগত। অদ্য আমার জন্ম, জীবন ও ক্রিয়া সকল সফল; যেহেতু তোমার স্বাগত স্বরূপ আমার কৃত তপস্যার ফল আগত হইয়াছে” (মন্ত্র যথা ;—দেবাঃ—গতম্)। হে অম্বিকে! এইরূপে দেবতাকে আমন্ত্রণ এবং স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বিহিত পাদ্য গ্রহণ করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ২০২—২১৫। “যে চরণের জলস্পর্শে ত্রিজগৎ পবিত্র হইয়াছে, তোমার সেই পাদপদ্মাভিষেক নিমিত্ত আমি পাদ্য প্রদান করিতেছি” (মন্ত্র যথা ;—যৎ—হম্)। “যাঁহার প্রসাদাৎ পরমানন্দ-পরম্পরা হয়, সকলের আত্মস্বরূপী তাঁহাকে আমি অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি” এই বলিয়া অর্ঘ্য দিবে (মন্ত্র যথা ;—পর—র্পয়ে)। জাতীলবঙ্গ ককোল-যুক্ত কিংবা শুদ্ধ, প্রোক্ষিত ও আর্চ্চিত জল গ্রহণ করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিবে,—“যাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শে অখিল জগৎ শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমার সেই মুখ-পদ্মে আচমন প্রদান করিতেছি” (মন্ত্র যথা ;—যদুচ্ছিষ্ট—তে)। মধুপর্ক গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিবে,—“ত্রিবিধ-তাপ-বিনাশার্থ অখণ্ডানন্দের কারণ-স্বরূপী তোমাকে মধুপর্ক দান করিতেছি।

মাদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২২১ ॥ অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ। অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২২২॥ স্নানার্থং জলমাদায় প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিত-মর্চ্চিতম্। নিধায় দেবপুরতো মন্ত্রমেন-মুদীরয়েৎ ॥ ২২৩॥ যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ। তস্মৈ তে জগদা-ধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে ॥ ২২৪ ॥ স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্। অন্যদ্রব্যপ্রদানান্তে দদ্যাৎ তোয়ং সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২২৫ ॥ বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং পূর্ব্ববত্ত্বনা। ধৃত্বা করাভ্যামুত্তোল্য পঠে-দেনং মনুং সুধীঃ ॥ ২২৬ ॥ সর্ব্বাবরণ-হীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে। বাসসী পরি-ধানায় কল্পয়ামি নমোহস্ত তে ॥ ২২৭ ॥ নানাভরণমাদায় স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিতম্। প্রোক্ষ্যার্চ্চয়িত্বা দেবায় দদ্যাদেনং সমু-চ্চরন্ ॥ ২২৮ ॥ বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্ব-শোভৈকযোনয়ে। মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষ-ণানি সমর্পয়ে ॥ ২২৯ ॥ গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধধরা ধরা। তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩০ ॥ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩১ ॥ ধন-

হে পরমেশ্বর! প্রসন্ন হও" (মন্ত্র যথা;—তাপ—শ্বর)। "যাহার স্পৃষ্ট স্পর্শমাত্রে অশুচিও শুচি হয়, তোমার তাদৃশ এই বদনাম্বুজে পুনরাচমনীয় অর্পিত হইল" এই বলিয়া পুনরাচমনীয় দিবে, (মন্ত্র যথা;—অশুচিঃ—য়কম্)। পূর্ব্ববৎ প্রোক্ষিত ও আর্চ্চিত স্নানীয় জল লইয়া দেবতার অগ্রভাগে রাখিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—"যাঁহার তেজ দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত এবং যাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, হে জগদাধার! সেই তোমাকে স্নানের জন্য জল প্রদান করিতেছি" (মন্ত্র যথা;—যত্তেজসা—র্পয়ে)। স্নান, বস্ত্র এবং নৈবেদ্য প্রদানান্তে আচমনীয় দিবে; এতদ্ভিন্ন দ্রব্য প্রদানান্তে এক একবার জল দিবে। দেবাগ্রে পূর্ব্ব-রীতিতে শোধিত বস্ত্র আনয়ন করিয়া, হস্তদ্বয় দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক ধারণ করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ করিবে,—"সর্ব্ব প্রকার আবরণ-বিহীন অবিদ্যা-প্রচ্ছন্নতেজঃ-স্বরূপ তোমার পরিধান জন্য সোত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিতেছি; তোমাকে নমস্কার" (মন্ত্র যথা;—সর্ব্বা—তে)। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্ম্মিত নানা প্রকার আভরণ গ্রহণ করিয়া, প্রোক্ষণ ও অর্চ্চনান্তে এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। (১৬—২২৮)। "বিশ্বের আভরণ স্বরূপ ও বিশ্বশোভার একমাত্র কারণীভূত তোমাকে, তোমার মায়াময় শরীর ভূষণ জন্য ভূষণসমূহ অর্পণ করিতেছি" (মন্ত্র যথা;—বিশ্বা—র্পয়ে)। "যৎ-কর্তৃক গন্ধতন্মাত্র দ্বারা গন্ধবতী পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরমাত্মস্বরূপ তোমাকে পরম গন্ধ সমর্পণ করিতেছি" এই বলিয়া গন্ধ অর্পণ করিবে (মন্ত্র যথা;—গন্ধ—

স্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ধূপো ঘ্রাণায় তেঽর্পিতে ॥২৩২॥ সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৩৩॥ নৈবেদ্যং স্বাদুসংযুক্তং নানাভক্ষ্যসমন্বিতম্। নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুষাণ পরমেশ্বর ॥ ২৩৪ ॥ পানার্থং সলিলং দেব কর্পূরাদিসুবাসিতম্। সর্ব্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছমর্পয়ামি নমোঽস্তুতে ॥ ২৩৫ ॥ ততঃ কর্পূর-খদিরলবঙ্গৈলাদিভির্যুতম্। তাম্বূলং পুনরাচমং দত্ত্বা বন্দনমাচরেৎ ॥২৩৬॥ উপাচারাধারদানে সাধারদ্রব্যমুল্লিখেৎ। দদ্যাদ্বা পৃথগাধারং তত্তন্নাম সমুচ্চরন্ ॥ ২৩৭ ॥ ইত্থমর্চ্চিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্। সাচ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৩৮ ॥ গেহ ত্বং সর্ব্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদঃ। দেবতাস্থিতিদানেন সুমেরুসদৃশো ভব ॥ ২৩৯ ॥ ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুণ্ঠস্ত্বং ব্রাহ্মভবনং গৃহ। যৎ ত্বয়া বিধৃতো দেবস্তস্মাৎ ত্বং সুরবন্দিতঃ ॥ ২৪০ ॥ যস্ম

র্পিত। "মনোহর, রম্য, সুগন্ধযুক্ত দেবনির্ম্মিত এই পুষ্প ভক্তি-সহকারে নিবেদিত হইল, ইহা তোমা কর্ত্তৃক গৃহীত হউক" এই বলিয়া পুষ্প প্রদান করিবে (মন্ত্র যথা ;—পুষ্পং—তাম্) "বনস্পতিরস, স্বর্গীয়, গন্ধযুক্ত, সুমনোহর ও সকল প্রাণীরই আঘ্রাণযোগ্য ধূপ তোমার ঘ্রাণের জন্য অর্পিত হইতেছে" এই বলিয়া ধূপ প্রদান করিবে (মন্ত্র যথা ;—বন—র্পিতে) । "সুপ্রকাশ, মহাদীপ্তিশালী, সকল দিকের অন্ধকার-নাশক, বাহ্য ও আভ্যন্তর জ্যোতিষ্মান্ এই দীপ প্রতিগৃহীত হউক" এই বলিয়া দীপ প্রদান করিবে(মন্ত্র যথা;—সুপ্র—গৃহ্যতাম্)। স্বাদুদ্রব্যযুক্ত, নানা প্রকার ভক্ষ্যসমন্বিত এই নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, হে পরমেশ্বর! গ্রহণ কর" এই বলিয়া নৈবেদ্য দিবে (মন্ত্র যথা ;—নৈবে—শ্বর)। "হে দেব! কর্পূরাদি-সুবাসিত সর্ব্বতৃপ্তিজনক, স্বচ্ছ পানীয় জল অর্পণ করিতেছি ; তোমায় নমস্কার" এই বলিয়া পানার্থ জল দিবে (মন্ত্র যথা;—পানার্থং— তে)। তাহার পর কর্পূর, খদির, লবঙ্গ ও এলাচাদি-যুক্ত তাম্বূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক বন্দনা করিবে। উপচারাধার দান কালে "সাধার" অর্থাৎ "তৈজসাধার-সহিত" ইত্যাদি যথাসম্ভব বলিয়া দ্রব্যের নাম করিবে। কিংবা সেই আধারের নামোচ্চারণ করিয়া আধার পৃথক্ প্রদান করিবে। এইরূপে পূজিত দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ প্রোক্ষণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ করিবে,—"হে গৃহ! তুমি সকল লোকের পূজ্য ; পুণ্য ও কীর্ত্তিপ্রদ ; দেবতার স্থিতি প্রদান করিয়া সুমেরু-সদৃশ হও। হে গৃহ! তুমি কৈলাস ; তুমি বৈকুণ্ঠ ; তুমি ব্রহ্মভবন। যেহেতু তুমি দেবকে ধারণ করিয়াছ ; সেই জন্য তুমি দেব-

কুক্ষৌ জগৎ সর্ব্বং বরীভর্ত্তি চরাচরম্। মায়াবিধৃতদেহস্ত তস্য মূর্ত্তের্বিধারণাৎ॥ ২৪১॥ দেবমাতৃসমত্বং হি সর্ব্বতীর্থময়স্তথা। সর্ব্বকামপ্রদো ভূত্বা শান্তিং মে কুরু তে নমঃ॥ ২৪২॥ ইত্যভ্যর্থ্য ত্রিরভ্যর্চ্য গৃহং চক্রাদিসংযুতম্। স্বমনঃ কামমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্দেবায় সাধকঃ॥ ২৪৩॥ বিশ্বাবাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবেদিতম্। অঙ্গীকুরু মহেশান কৃপয়া সন্নিধীয়তাম্॥ ২৪৪॥ ইত্যুক্ত্বার্পিতগেহায় দেবায় দত্তদক্ষিণঃ। শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষৈস্তং স্থাপয়েদ্বেদিকোপরি॥ ২৪৫॥ স্পৃষ্ট্বা দেবপদদ্বন্দ্বং মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। স্থাং স্থীং স্থিরো ভবেত্যুক্ত্বা বাসস্তে কল্পিতো ময়া॥ ইতি দেবং স্থিরীকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ পুনঃ॥ ২৪৬॥ গৃহ দেবনিবাসায় সর্ব্বথা প্রীতিদো ভব। উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে লোকাঃ স্থিরাঃ সন্তু নিরাময়াঃ॥ ২৪৭॥ ত্রিসপ্তাতীতপুরুষান্ ত্রিসপ্তানাগতানপি। মাঞ্চ মে পরিবারাংশ্চ দেবধাম্নি নিবাসয়॥ ২৪৮॥ যজনাৎ সর্ব্বযজ্ঞানাং সর্ব্বতীর্থনিষেবণাৎ। যৎ ফলং তৎ ফলং মেঽদ্য জায়তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ২৪৯॥ যাবদ্বসুন্ধরা তিষ্ঠেদ্যাবদেতে ধরাধরাঃ। যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবন্মে

গণেরও বন্দিত। যাঁহার উদরে নিখিল জগৎ ধৃত হইতেছে, মায়া-গৃহীত শরীর সেই ব্রহ্মের মূর্ত্তি ধারণ করিতেছ বলিয়া তুমি দেবমাতৃতুল্য এবং সকল তীর্থের উৎপত্তিস্থান। তুমি সর্ব্বকামপ্রদ হইয়া আমার শান্তি কর; তোমাকে নমস্কার” (মন্ত্র যথা ;—গেহ-- নমঃ) ২২৯—২৪২ এইরূপে তিনবার অভ্যর্থনান্তে সাধক আপনার অভিলাষ উদ্দেশ করিয়া সেই চক্রাদিযুক্ত গৃহ দেবকে প্রদান করিবে। “বিশ্বাবাস-স্বরূপ তোমাকে বাসের জন্য এই গৃহ বিনিবেদিত হইল। হে মহেশান! অঙ্গীকার অর্থাৎ গ্রহণ কর এবং কৃপাপূর্ব্বক ইহাতে সন্নিহিত হও” (মন্ত্র যথা ;—বিশ্বা —ধীয়তাম্) এই মন্ত্র পাঠান্তে গৃহার্পণ হইলে দেবোদ্দেশে দক্ষিণা প্রদান করিয়া শঙ্খতূর্য্যাদি শব্দ পুরঃসর বেদিকার উপর দেবকে স্থাপন করিবে। দেবতার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত “স্থাং স্থীং স্থিরো ভব” অর্থাৎ স্থির হও, এই বলিয়া তোমার বাস আমা কর্ত্তৃক কল্পিত হইল” (বাস—ময়া) এই মন্ত্রে দেবতাকে স্থির করিয়া পুনর্ব্বার ভবনের নিকট প্রার্থনা করিবে, “হে গৃহ! দেবনিবাসের জন্য সর্ব্বপ্রকারে প্রীতিপ্রদ হও। তুমি উৎসৃষ্ট হইলে আমার লোক সকল নিরাময় হউক। আমার অতীত চতুর্দ্দশ পুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষকে আমাকে এবং মদীয় পরিবারবর্গকে দেবধামবাসী কর। সর্ব্বযজ্ঞ ও সর্ব্বতীর্থ নিষেবণ করিলে যে ফল হয়, তোমার অনুগ্রহে আমার অদ্য সেই ফল হউক। যতকাল পৃথিবী থাকিবে, যতকাল এই পর্ব্বত সকল থাকিবে ও যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে; তত-

বৰ্ত্ততাং কুলম্ ॥ ২৫০ ॥ ইতি প্রার্থ্য গৃহং প্রাজ্ঞঃ পুনর্দেবং সমর্চ্চয়ন্। দর্পণাদ্যন্ত বস্তূনি ধ্বজঞ্চাপি নিবেদয়েৎ ॥ ৫১॥ ততস্তু বাহনং দদ্যাদ্ যস্মিন্ দেবে যথোদিতম্। শিবায় বৃষভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫২ ॥ বৃষভ ত্বং মহাকায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গ হরিঘাতকঃ। পৃষ্ঠে বহসি দেবেশং পূজ্যোঽসি ত্রিদশৈরপি ॥ ২৫৩ ॥ ক্ষুরেষু সর্ব্বতীর্থানি রোম্নি বেদাঃ সনাতনাঃ। নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৪ ॥ ত্বয়ি দত্তে মহাভাগ সুপ্রীতঃ পার্ব্বতীপতিঃ। বাসং দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা ॥ ২৫৫ ॥ সিংহং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ গরুড়ং বিষ্ণবে তথা। যথা স্তুয়াম্মহেশানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৫৬ ॥ সুরাসুরনিযুদ্ধেষু মহাবলপরাক্রমঃ। দেবানাং জয়দো ভীমো দনুজানাং বিনাশকৃৎ ॥ ২৫৭ ॥ সদা দেবীপ্রিয়োঽসি ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রিয়ঃ। দেব্যৈ সমর্পিতো ভক্ত্যা জহি শত্রূন্ নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৮ ॥ গরুত্মন্ পতগশ্রেষ্ঠ শ্রীপতিপ্রীতিদায়ক। বজ্রচঞ্চো তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা হিরণ্ময়াঃ। নমস্তেঽস্তু খগেন্দ্রায় পক্ষিরাজ নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৯ ॥ যথা করপুটেন ত্বং সংস্থিতো বিষ্ণুসন্নিধৌ। তথা মামরিদর্পঘ্ন

দিন যেন আমার কুল বর্ত্তমান থাকে” (মন্ত্র যথা ;—গৃহ—কুলং)। প্রাজ্ঞ এই প্রকারে গৃহকে প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার দেবার্চ্চনপূর্ব্বক দর্পণ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু ও ধ্বজ নিবেদন করিবে। তাহার পর, যে দেবের যাহা যোগ্য, সেই প্রকার বাহন দান করিবে; তন্মধ্যে মহাদেবকে বৃষভ-দানান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। ২৪৩—২৫২। “হে বৃষভ! তুমি—মহাশরীর, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রুঘাতক। তুমি দেবেশকে পৃষ্ঠে বহন কর, অতএব দেবকর্ত্তৃকও পূজ্য। তোমার খুরসমূহে সকল তীর্থ, রোমনিবহে সনাতন বেদচতুষ্টয় ও দশনাগ্রে নিগমাগম তন্ত্র সকল বাস করিতেছে। হে মহাভাগ! তুমি দত্ত হইলে পর পার্ব্বতী-পতি সুপ্রীত হইয়া কৈলাসে আমায় বাস প্রদান করুন। তুমি সর্ব্বদা আমাকে পালন কর” (মন্ত্র যথা, বৃষভ—সর্ব্বদা)। মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড় প্রদান করিয়া যেরূপে স্তব করিবে, তাহা আমি যথাক্রমে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। “হে সিংহ! সুরাসুরযুদ্ধে তুমি মহাবলপরাক্রম, দেবদিগের জয়প্রদ, ভয়ঙ্কর ও অসুরগণের বিনাশকারী। তুমি—সর্ব্বদা দেব ও ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-প্রিয়; ভক্তিসহকারে দেবীর উদ্দেশে অর্পিত হইলে, আমার বৈরী সকল হনন কর; তোমাকে নমস্কার” (মন্ত্র যথা ;—সুরা—তে)। “হে গরুত্মন্! হে পক্ষিরাজ! হে নারায়ণ-প্রীতিপ্রদ! হে বজ্রচঞ্চো! হে তীক্ষ্ণনখ! তোমার পক্ষ সকল সুবর্ণময়। হে খগেন্দ্র! হে পক্ষিরাজ! তোমায় বারংবার নমস্কার! হে অরিদর্পঘ্ন! তুমি যে প্রকার বিষ্ণুসন্নিধানে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি কর, আমাকেও সেইরূপ বিষ্ণুর অগ্রে বাস

বিষ্ণোরগ্রে নিবাসয় ॥ ২৬০ ॥ ত্বয়ি প্রীতে জগন্নাথঃ প্রীতঃ সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ২৬১ ॥ দেবায় দত্তদ্রব্যাণাং দদ্যাদ্দেবায় দক্ষিণাম্। তথা কর্ম্মফলঞ্চাপি ভক্ত্যা তস্মৈ সমর্পয়েৎ ॥ ২৬২ ॥ নৃত্যৈর্গীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ। বেশ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বা-শয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ২৬৩ ॥ দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং য এষ কথিতঃ ক্রমঃ। আরামসেতুসংক্রম-শাখিনামীরিতোঽপি সঃ ॥ ২৬৪ ॥ বিশেষেণাত্র কৃত্যেষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ পূজাহোমৌ তথা সর্ব্বং গৃহদানবিধানবৎ ॥ ২৬৫ ॥ অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাদ্গৃহা-দিকম্। প্রতিষ্ঠিতেঽর্চ্চিতে দেবে পূজা-দানং বিধীয়তে ॥২৬৬॥ অথ তত্র শ্রীমদাদ্যা-প্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে। যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৬৭ ॥ তদ্দিনে সাধকঃ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিরুদঙ্মুখঃ। সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা যজেদ্বাস্তোষ্পতিং ততঃ ॥ ২৬৮ ॥ গ্রহ-দিক্‌পতি-হেরম্বাদ্যর্চ্চনং পিতৃ-কর্ম্ম চ বিধায় সাধকৈর্বিপ্রৈঃ প্রতিমা-সন্নিধিং ব্রজেৎ ॥ ২৬৯ ॥ প্রতিষ্ঠিতগৃহে যদ্বা কুত্রচিচ্ছোভনস্থলে। আনীয়ার্চ্চা-মর্চ্চয়িত্বা স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭০ ॥ ভস্মনা প্রথমং স্নানং ততো বল্মীকমৃৎস্নয়া। বরাহ-দন্তিদন্তোত্থ-মৃত্তিকাভিস্ততঃ পরম্।

করাও। তুমি প্রীত হইলে জগন্নাথ প্রীত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করেন" (ইহা গরুড়-স্তুতি। মন্ত্র যথা ;—গরু—তি)। দেবোদ্দেশে দত্ত দ্রব্যসমূহের দক্ষিণা দেবতাকে প্রদান করিবে। এইরূপ ভক্তি সহকারে কর্ম্মফলও দেবতাকে প্রদান করিবে। নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতে করিতে অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত গৃহ-প্রদক্ষিণান্তে দেবতাকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইবে। দেবগৃহ-প্রতিষ্ঠাতে যে এই ক্রম কথিত হইল ; উপবন, সেতু, সংক্রম অর্থাৎ সেতু-বিশেষ ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাতেও এই ক্রম বিহিত। বিশেষতঃ এই সকল কর্ম্মে সনাতন বিষ্ণু পূজ্য। পূজা, হোম ও অন্য সকল কার্য্য গৃহদানবিধি অনুসারে করিবে। ২৫৩—২৬৫। অপ্রতিষ্ঠিত দেবতাকে গৃহাদি কিছুই দিবে না ; প্রতিষ্ঠিত ও অর্চ্চিত দেবেরই পূজা ও দান বিহিত হইয়াছে। অনন্তর তাহার মধ্যে আদ্যা-প্রতিষ্ঠা-ক্রম বলিতেছি ; যে ক্রম দ্বারা দেবী প্রতিষ্ঠিতা হইলে শীঘ্র বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। সেই আদ্যা-প্রতিষ্ঠা-দিনে সাধক স্নাত ও শুচি হইয়া বিধিবৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বক বাস্তুপতির অর্চ্চনা করিবে। গ্রহ, দিক্‌পাল ও গণেশাদির পূজা এবং পিতৃকর্ম্ম (আভ্যুদয়িক) সম্পাদন করিয়া সাধক বিপ্র সকলের সহিত প্রতিমা-সন্নিধানে গমন করিবে। প্রতিষ্ঠিত গৃহে অথবা কোন শোভন স্থলে সাধকোত্তম প্রতিমাকে আনয়ন করত পূজাপূর্ব্বক স্নান করাইবে। প্রথম—ভস্ম দ্বারা, দ্বিতীয়—বল্মীক-মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপরে যথাক্রমে বরাহ-দন্ত মৃত্তিকা, হস্তিদন্ত-মৃত্তিকা বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা ও

বেশ্যাদ্বারমৃদা চাপি প্রদ্যুম্নহ্রদজাতয়া ॥২৭১॥ ততঃ পঞ্চকষায়েণ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈঃ। কারয়িত্বা গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধীঃ ॥২৭২॥ বাট্যালবদরীজম্বুবকুলাঃ শাল্মলী তথা। এতে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ পঞ্চ ভূরুহঃ ॥ ২৭৩ ॥ করবীরং তথা জাতী চম্পকং সরসীরুহম্। পাটলীকুসুমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৭৪ ॥ বর্ব্বুরা-তুলসী-বিল্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥ এতেষু প্রোক্তদ্রব্যেষু জলযোগো বিধীয়তে। পঞ্চামৃতে গন্ধতৈলে তোয়যোগং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭৬ ॥ সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং মূলমুচ্চরন্। এতদ্দ্রব্যস্য তোয়েন স্নাপয়ামি নমো বদেৎ ॥ ২৭৭ ॥ ততঃ প্রোক্তবিধিনা দুগ্ধাদ্যৈরষ্টভির্ঘটৈঃ। কবোষ্ণসলিলৈশ্চাপি স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বুধঃ ॥ ২৭৮ ॥ সিত-গোধূমচূর্ণেন তিলকল্কেন বা শিবাম্। শালীতণ্ডুলচূর্ণেন মার্জ্জয়িত্বা বিরূক্ষয়েৎ ॥২৭৯ তীর্থাম্ভসামষ্টঘটৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসসা। সম্মার্জ্জিতাঙ্গীং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমানয়েৎ ॥ ২৮০ ॥ অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ। কলসৈঃ স্নপয়েদর্চ্চাং ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৮১ ॥ স্নানে স্নানে মহাদেব্যাঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ ॥ ২৮২ ॥ ততো নিবেশ্য প্রতিমামাসনে সুপরিষ্কৃতে। পাদ্যার্ঘ্যাদ্যৈরর্চ্চয়িত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮৩ ॥ নমস্তে প্রতিমে

প্রদ্যুম্নহ্রদজাত মৃত্তিকা দ্বারা স্নান করাইবে। তাহার পর পঞ্চকষায়, পঞ্চপুষ্প ও ত্রিপত্র দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধতৈল দ্বারা স্নান করাইবে। ব্যাট্যাল, বদরী, জম্বু, বকুল ও শাল্মলী,—এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষ, স্নান-প্রকরণে পঞ্চকষায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। করবীর, জাতী, চম্পক, পদ্ম ও পাটলী পুষ্প,—ইহা পঞ্চপুষ্প প্রকীর্ত্তিত হইল। বর্ব্বুরা, তুলসী ও বিল্ব—এই পত্রত্রয় ত্রিপত্র বলিয়া উদাহৃত হইল। এই সকল পঞ্চকষায়াদি দ্রব্যে জল মিশাইয়া স্নান বিহিত; কিন্তু পঞ্চামৃত ও গন্ধ-তৈলে জল মিশাইবে না। ব্যাহৃতির সহিত প্রণব, গায়ত্রী ও মূল উচ্চারণপূর্ব্বক "অমুক দ্রব্যের জল দ্বারা তোমায় স্নান করাইতেছি; "নমস্কার" এই বলিয়া স্নান করাইবে। তদন্তে পূর্ব্ব-কথিত-বিধানানুসারে দুগ্ধাদি অষ্ট ঘট দ্বারা এবং ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা, পণ্ডিত, প্রতিমাকে স্নান করাইবে। শ্বেত গোধূম-চূর্ণ দ্বারা কিংবা তিল-কল্ক (খইল) দ্বারা বা শালি-তণ্ডুল-চূর্ণ দ্বারা মার্জ্জন করিয়া রূক্ষ করিবে। তীর্থজলপূর্ণ অষ্ট ঘট দ্বারা স্নান করাইয়া সুন্দর বস্ত্র দ্বারা সুমার্জ্জিতাঙ্গী প্রতিমাকে পূজাস্থানে লইয়া যাইবে। ২৬৬—২৮০। যদি তীর্থজল সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তবে শুদ্ধ পঞ্চবিংশতি ঘট পরিমিত জল দ্বারা ভক্তিসহকারে সাধকোত্তম প্রতিমা স্নান করাইবে। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে প্রতি স্নানান্তেই পূজা করিবে। তাহার পর সুপরিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে নিবেশিত করিয়া, পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা-

ত্বভ্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতে। নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ ॥ ২৮৪ ॥ ত্বয়ি সংপূজয়াম্যাদ্যাং পরমেশীং পরাৎপরাম্। শিল্পদোষাবশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরু তে নমঃ ॥ ২৮৫ ॥ ততস্তৎপ্রতিমামূর্দ্ধ্নি পাণিং বিন্যস্য বাগ্‌যতঃ। অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৮৬ ॥ ষড়ঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রতিমাঙ্গে প্রবিন্যসন্। ষড়্দীর্ঘভাজা মূলেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ২৮৭ ॥ তারমায়ারমাদ্যৈশ্চ নমোহন্তৈর্বিন্দুসংযুতৈঃ। অষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৮৮ ॥ মুখে স্বরান্ কবর্গঞ্চ কণ্ঠদেশে ন্যসেদ্ বুধঃ। চবর্গমুদরে দক্ষবাহৌ টাদ্যক্ষরাণি চ ॥ ২৮৯ ॥ তবর্গঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামোরুযুগ্ময়োঃ। পবর্গঞ্চ যবর্গঞ্চ শবর্গং মস্তকে ন্যসেৎ ॥২৯০॥ বর্ণন্যাসং বিধায়েত্থং তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯১ ॥ পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বং তোয়তত্ত্বঞ্চ লিঙ্গকে। তেজস্তত্ত্বং নাভিদেশে বায়ুতত্ত্বং হৃদম্বুজে ॥২৯২॥ আস্যে গগনতত্ত্বঞ্চ চক্ষুষো রূপতত্ত্বকম্। ঘ্রাণয়োর্গন্ধতত্ত্বঞ্চ শব্দতত্ত্বং শ্রুতিদ্বয়ে ॥২৯৩॥ জিহ্বায়াং রসতত্ত্বঞ্চ স্পর্শতত্ত্বঞ্চ বিন্যসেৎ। মনস্তত্ত্বং ভ্রুবোর্মধ্যে সহস্রদলপঙ্কজে ॥ ২৯৪ ॥ শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং ততোরসি জীবপ্রকৃতিতত্ত্বে চ বিন্যসেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ২৯৫ ॥ মহত্তত্ত্বমহঙ্কারতত্ত্বং সর্ব্বা-

---

পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে,—"হে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতে প্রতিমে! তোমায় নমস্কার, হে দেবতাবাসে! তোমায় নমস্কার, হে ভক্তাভীষ্টপ্রদে! তোমায় নমস্কার। তোমার উপর পরাৎপরা পরমেশী আদ্যাকে অদ্য পূজা করিতেছি, এই হেতু, শিল্পদোষ প্রযুক্ত অবশিষ্ট অঙ্গ সম্পন্ন কর; তোমাকে নমস্কার।" তৎপরে বাগ্‌যত হইয়া, প্রতিমার মস্তকে হস্ত বিন্যাস করত, অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করিয়া, প্রতিমার গাত্র সকল স্পর্শ করিবে। তৎপরে প্রতিমাঙ্গে ষড়ঙ্গ মাতৃকা ন্যাস করিয়া, আকারাদি ষড়্‌দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত মূল-মন্ত্রে, ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। 'নমঃ' পদান্ত বিন্দুযুক্ত ওঁকার, মায়াবীজ ও রমাবীজ, আদিতে যোগ করত, অষ্টবর্গ দ্বারা বর্ণ ন্যাস করিবে। মুখে স্বর সকল, কণ্ঠদেশে কবর্গ ন্যাস করিবে। পণ্ডিত, উদরে চবর্গ, দক্ষিণ-বাহুতে টাদি অক্ষর ন্যাস করিবে। বাম-বাহুতে তবর্গ, দক্ষিণ ও বাম উরুদ্বয়ে যথাক্রমে পবর্গ ও যবর্গ এবং মস্তকে শবর্গ ন্যাস করিবে ২৮১—২৯০। এইরূপে বর্ণ ন্যাস করিয়া, তত্ত্ব-ন্যাস করিবে। পাদদ্বয়ে পৃথিবী-তত্ত্ব, লিঙ্গদেশে তোয়তত্ত্ব, নাভিদেশে তেজস্তত্ত্ব, হৃদয়াম্বুজে বায়ুতত্ত্ব, মুখে গগনতত্ত্ব, চক্ষুর্দ্বয়ে রূপতত্ত্ব, ঘ্রাণদ্বয়ে গন্ধতত্ত্ব, শ্রবণদ্বয়ে শব্দতত্ত্ব, জিহ্বাতে রসতত্ত্ব ও ত্বকে স্পর্শতত্ত্ব ন্যাস করিবে এবং ভ্রূমধ্যে সহস্রদল-পদ্মে মনস্তত্ত্ব ন্যাস করিবে। এইরূপ বক্ষঃস্থলে শিবতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব, সাধকশ্রেষ্ঠ বিন্যাস করিবে। এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গে যথাক্রমে মহত্তত্ত্ব ও অহ-

ঙ্গকে ক্রমাৎ। তারমায়ারমাদ্যেন ঙে নমো-হন্তেন বিন্যসেৎ ॥ ২৯৬ ॥ সবিন্দুমাতৃকাবর্ণ পুটিতং মূলমুচ্চরন্। নমোহন্তং মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৭ ॥ সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্ব্বভূতময়ং বপুঃ। ঈদৃশং তে কল্পিতা মূর্ত্তিরত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্ ॥ ২৯৮ ॥ ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ২৯৯ ॥ দেবগেহপ্রদানে তু যে যে মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ। ত এবাত্র প্রযোক্তব্যা মন্ত্রলিঙ্গেন পূজনে ॥৩০০॥ বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নাবর্চ্চিতেভ্যোহর্চ্চিতাহুতিঃ। আবাহ্য দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্ম্মাণিসাধয়েৎ ॥৩০১॥ জাত-নাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নপ্রাশনমেব চ চূড়োপনয়নঞ্চৈতে ষট্ সংস্কারাঃ শিবোদিতাঃ ॥ ৩০২ ॥ প্রণবং ব্যাহৃতিঞ্চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্। সামন্ত্রণাভিধানং তে জাতকর্ম্মাদি নাম চ ॥ ৩০৩ ॥ সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ। পঞ্চপঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ প্রতি সংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৩০৪ ॥ দত্তনাম্নাহুতিশতং মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্। দেব্যৈ দত্ত্বাহুতে-রংশং প্রতিমামূর্দ্ধ্নি নিক্ষিপেৎ ॥ ৩০৫ ॥ প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ শেষং কর্ম্মসম্পাদয়ন্ সুধীঃ। ভোজয়েৎ সাধকান্ বিপ্রান্ দীনানাথাংশ্চ

স্কারতত্ত্ব বিন্যাস করিবে। আদিতে প্রণব, মায়া ও রমাবীজ অন্তে ঙে (চতুর্থীর একবচন) "নমঃ" যোগ করিয়া, তত্ত্ব সকল বিন্যাস করিবে, যথা:—ওঁ হ্রীং শ্রীং পৃথিবীতত্ত্বায় নমঃ, ইত্যাদি। বিন্দুসহ মাতৃকাবর্ণ-পুটিত 'নমঃ' পদান্ত মূল উচ্চারণ করত মাতৃকাস্থানে মন্ত্র-ন্যাস প্রয়োগ করিবে। ২৯১—২৯৭। "তোমার তেজঃ সর্ব্বযজ্ঞময় ও শরীর সর্ব্বভূতময়, তোমার এইরূপ মূর্ত্তি কল্পিত হইল, এইস্থলে তোমাকে স্থাপন করিতেছি" এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তৎপরে পূজাবিধানে ধ্যান আবাহনাদি ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্পাদনান্তে, পরম-দেবতাকে পূজা করিবে। দেবগৃহ-প্রদানে যে যে মন্ত্র সকল কথিত হইয়াছে, এই মন্ত্র-সম্পাদ্য পূজাস্থলে সেই সকল প্রয়োগ করিবে। বিধিবৎ সংস্কৃত বহ্নিতে অর্চ্চিত দেব সকলকে আহুতি প্রদান করত, দেবীকে আবাহন করিয়া জাতকর্ম্মাদি করিবে। জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়ন,—এই ষড়্বিধ সংস্কার শিবোক্ত প্রণব (ওঁ), ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ), গায়ত্রী, মূলমন্ত্র, সম্বোধনান্ত নাম (হে আদ্যে!) তোমার (তে) জাতকর্ম্মাদি অর্থাৎ সংস্কারবিশেষে তত্তৎ সংস্কারের নাম উল্লেখ করত "সম্পাদয়ামি স্বাহা" অর্থাৎ সম্পাদন করিতেছি বলিয়া পাঁচ পাঁচ আহুতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত নামোল্লেখ করত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবীকে আহুতি শত প্রদান করিয়া আহুতির অংশ প্রতিমামস্তকে নিক্ষেপ করিবে। সুধী প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, সাধক ও বিপ্রদিগকে ভোজন করাইবে এবং অনাথ ও দীনদিগকে

তোষয়েৎ ॥ ৩০৬ ॥ উক্তকর্ম্মস্ব শক্তশ্চেৎ পাথসং সপ্তভির্ঘটৈঃ। স্নাপয়িত্বার্চ্চয়েৎ শক্ত্যা শ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্ ॥ ৩০৬ ॥ ইতি তে শ্রীমদাদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে। এবং দুর্গাদিবিদ্যানাং মহেশাদিদিবৌকসাম্ ॥ ৩০৮ ॥ চলতঃ শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়ামযং বিধিঃ। প্রযোক্তব্যো বিধানজ্ঞৈর্ম্মন্ত্রেণামোহপূর্ব্বকম্ ॥ ৩০৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যা সদাশিব সংবাদে আদ্যাকালী প্রতিষ্ঠানুষ্ঠানে বাস্তু-গ্রহযাগ জলাশয়াদিপ্রতিষ্ঠা-দেবগৃহদানাদি-সর্ব্বদেব প্রতিষ্ঠা কথনং নাম ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

তুষ্ট করিবে। উক্ত কর্ম্মে যদি অশক্ত হয়, তবে সপ্তঘট জল দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া শক্ত্যনুসারে পূজাপূর্ব্বক দেবতাকে নাম শ্রবণ করাইবে। হে প্রিয়ে! এই শ্রীমদাদ্যার প্রতিষ্ঠা-বিধি, তোমাকে বলিলাম। এই প্রকারে দুর্গাদি বিদ্যা সকলের ও মহেশাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবে। সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতেও বিধানজ্ঞ ব্যক্তি সকল, অমোহপূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা এই বিধি প্রয়োগ করিবে। ২৯৮—৩০৯।

ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ উল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ। আদ্যশক্তেরনুষ্ঠানং কৃপয়া ভূরিসাধনম্। কথিতং মে কৃপানাথ তৃপ্তাস্মি তব ভাবতঃ ॥ ১ ॥ সচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠা-বিধিরীরিতঃ। অচলস্য প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ। কথ্যতাং জগতাং নাথ সবিশেষেণ সাম্প্রতম্ ॥ ২ ॥ ইদং হি পরমং তত্ত্বং প্রষ্টুং বদ বৃণোমি কম্। ত্বত্তঃ কো বাস্তি সর্ব্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ব্ববিদ্বিভুঃ। আশুতোষো দীননাথো মমানন্দবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৩ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। শিবলিঙ্গস্থাপনস্য

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

শ্রীদেবী কহিলেন,—হে কৃপানাথ! আদ্যাশক্তি কালিকার প্রসঙ্গে তুমি কৃপা করিয়া আমার নিকট বহুবিধ সাধন কহিলে। আমি তোমার ভাবে তৃপ্তা হইয়াছি। তোমাকর্ত্তৃক সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধান কথিত হইয়াছে; পরন্তু অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতে ফল কি এবং বিধিই বা কিরূপ, তাহা সম্প্রতি বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। হে জগতীনাথ! এই পরম তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আর কাহাকে বরণ করিব বল? তোমা অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি আছে? তুমি দয়া-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বজ্ঞ, বিভু, আশুতোষ, দীননাথ ও আমার আনন্দবর্দ্ধক। শ্রীসদা-শিব কহিলেন,—শিবলিঙ্গ-স্থাপনের মাহাত্ম্য

মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে। যৎস্থাপনান্মহাপাতৈর্ম্মুক্তো যাতি পরং পদম্ ॥ ৪ ॥ স্বর্ণপূর্ণমহীদানাশ্বাজিমেধাযুত র্জ্জলাৎ নিস্তোয়ে তোয়করণাদ্দীনার্ত্তপরিতোষণাৎ ॥ ৫ ॥ যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্ শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥৬॥ লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি কালিকে। তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ সেন্দ্রাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥ ৭ ॥ সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি চ। পুণ্যক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবসন্নিধৌ ॥ ৮ ॥ লিঙ্গরূপধরং শম্ভুং পরিতো দিগ্বিদিক্ষু চ। শতহস্ত প্রমাণেন শিবক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৯॥ ঈশক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্। যত্রামরা বিরাজন্তে সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদা ॥১০॥ ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বসেদ্ভাবতৎপরঃ। স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্ ॥ ১১ ॥ অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বল্পং বা বহুলং তথা। প্রভাবাদ্ধূর্জ্জটেস্তস্য তত্তৎ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ যত্র তত্র কৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে শিবসন্নিধৌ শৈবক্ষেত্রে কৃতং পাপং বজ্রলেপসমং প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥ পুরশ্চর্য্যাং জপং দানং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ। যৎ করোতি শিবক্ষেত্রে তদনন্তায় কল্পতে ॥ ১৪ ॥ পুরশ্চর্য্যাশতং

তোমার নিকট কি বলিব! যাঁহার স্থাপনে মনুষ্য মহাপাতক-বিমুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। স্বর্ণপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে, দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, নির্জ্জল প্রদেশে জলাশয় খনন করিলে এবং দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে পরিতোষণ নিবন্ধন মানবগণ যে ফল লাভ করে, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। হে কালিকে! যে স্থানে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থান করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবগণ সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং গুপ্ত ও প্রকাশিত পুণ্যক্ষেত্র সকল শিবসন্নিধানে বাস করেন। লিঙ্গরূপী শিবের সর্ব্বদিকে শত হস্ত পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শিবক্ষেত্র মহাপুণ্য-জনক ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, যাহাতে দেবতাগণ ও সমুদায় তীর্থ সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ক্ষণকালমাত্র শিবভাব-পরায়ণ হইয়া শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তকালে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১—১১। এই শিবক্ষেত্রে অল্প বা বহুপরিমাণে যে কর্ম্ম কৃত হয়, মহাদেবের প্রভাবে তাহা কোটিগুণ হয়। হে প্রিয়ে! যেসে-স্থানে কৃতপাপ হইতে শিবসন্নিধানে মুক্ত হয়, শিবক্ষেত্রে কৃত পাপ বজ্রলেপ-সমান হয়, অর্থাৎ তাহার মোচন হয় না। পুরশ্চরণ, জপ, দান, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম শিবক্ষেত্রে করা হয়, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হয়। চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, শিবসন্নিধানে একবার মাত্র জপ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়।

কৃত্বা গ্রহে শশিদিনেশয়োঃ। যৎ তদবাপ্নোতি সকৃজ্জপ্ত্বা শিবান্তিকে ॥ ১৫ ॥ গয়াগঙ্গাপ্রয়াগেষু কোটিপিণ্ডপ্রদো নরঃ। যৎ প্রাপ্নোতি তদত্রৈব সকৃৎ পিণ্ডপ্রদানতঃ॥১৬॥ অতিপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে। শৈবতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১৭ ॥ লিঙ্গরূপী জগন্নাথো দেব্যা শ্রীদুর্গয়া সহ। যত্রাস্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ১৮ ॥ স্থাপিতেশস্য মহাত্ম্যং কিঞ্চিদেতৎ প্রকাশিতম্। অনাদিভূতভূতেশমহিমা বাগগোচরঃ ॥ ১৯ ॥ মহাপীঠে তবার্চ্চায়ামস্পৃশ্যস্পর্শদূষণম্। বিদ্যতে সুব্রতে নৈতল্লিঙ্গরূপধরে হরে ॥ ২০ ॥ যথা চক্রার্চ্চনে দেবি কোঽপি দোষো ন বিদ্যতে। শিবক্ষেত্রে মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে ॥ ২১ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে। প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্য ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ২২ ॥ অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকয়াপি বা। সাধকঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বাভীষ্টফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বসায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ। সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥ মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বা-পুষ্প ফলং দধি। ঘৃতং স্বস্তিক-সিন্দূর-শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণম্। অধিবাসবিধৌ বিংশদ্-

গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগে কোটি পিণ্ড প্রদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। যাহারা অতিপাতকী বা যাহারা মহাপাতকী, তাহাদিগেরও এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করিলে পরমগতি লাভ হয়। লিঙ্গরূপী জগন্নাথ শ্রীদুর্গার সহিত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে চতুর্দ্দশ ভুবন বাস করেন। এই তোমার নিকট স্থাপিত মহাদেবের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম; যে মহাদেব অনাদিলিঙ্গ, তাঁহার মহিমা বাক্যেরও অগোচর। হে সুব্রতে! মহাপীঠ স্থানে ও তোমার পূজাতে অস্পৃশ্যস্পর্শ-দোষ আছে, পরন্ত লিঙ্গরূপী মহেশ্বরে ইহা নাই। হে দেবি! হে কালিকে! চক্রার্চ্চন কালে যেমন কোন দোষ হয় না, তাহার ন্যায় মহাতীর্থ স্বরূপ শিবক্ষেত্রে স্পর্শদোষ নাই জানিবে। আমি এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব! তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, শিবলিঙ্গের প্রভাব সমুদায় ব্যক্ত করিতে আমার শক্তি নাই। শিবলিঙ্গ গৌরীপট্ট-সংযুক্ত থাকুক বা নাই থাকুক, সাধক নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা ভক্তি-সহকারে পূজা করিবেন। যে সাধকশ্রেষ্ঠ, দেবতাপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে দেবতার অধিবাস করিবেন, তিনি দশসহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবেন। ১২—২৪। মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, শ্বেতসর্ষপ, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ,—এই

দ্রব্যাণ্যেতানি যোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥ প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া। অনেনামুষ্য পদতঃ শুভমস্ত্বধিবাসনম্ ॥ ২৭ ॥ ইতি স্পৃশেৎ সাধ্যভালং মহ্যাদৈঃ সর্ব্ববস্তুভিঃ। ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবমধিবাসয়েৎ ॥ ২৮ ॥ অনেন বিধিনা দেবমধিবাস্য বিধানবিৎ। গৃহদানবিধানেন দুগ্ধাদ্যৈঃ স্নাপয়েৎ ততঃ ॥ ২৯ ॥ সম্মার্জ্জ্য বাসসা লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি। পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩০ ॥ প্রণবেন করন্যাসৌ প্রাণায়ামং বিধায় চ। ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম-

পরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্। বিভূতিলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥ ধূম্রপীতারুণশ্বেত রক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ। যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজূটধরং বিভুম্ ॥ ৩৩ ॥ গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিতমস্তকম্। কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ ॥ ৩৪ ॥ বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্। বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈর্দেবৈর্মুনিবরৈঃ স্তুতম্ ॥ ৩৫ ॥ পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনম্ ॥ ৩৬ ॥ হিমকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বৃষাসনবিরাজিতম্। পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্। গীয়মানমুমাকান্তমেকান্তশরণপ্রিয়ম্ ॥ ৩৭

বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস-বিধিতে বিনিযুক্ত করিবে। এই বিংশতি দ্রব্যের মধ্যে এক এক দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক মায়া (হ্রীং) ও গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে বলিবে যে, "এই দ্রব্য দ্বারা এই দেবতার শুভাধিবাসন হউক।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবতার ললাটদেশ স্পর্শ করিবে। এইরূপে প্রশস্তিপাত্র দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে। বিধানজ্ঞ সাধক এই বিধি দ্বারা দেবতার অধিবাস করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা-বিধান-ক্রমে দুগ্ধাদি দ্বারা সেই দেবতাকে স্নান করাইবে। স্নান করাইবার পর বস্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গকে মার্জ্জিত করিয়া আসনোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজানুষ্ঠানের বিধি অনুসারে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিবে। প্রণব দ্বারা করাঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া "শান্ত ও কোটিচন্দ্রবৎ

প্রভাসম্পন্ন; ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান; নাগযজ্ঞোপবীত-বিশিষ্ট; বিভূতি-লিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ; নাগরূপ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত; ধূম্র, পীত, অরুণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ (এই পঞ্চ বর্ণের) পঞ্চ-মুখযুক্ত, ত্রিনয়ন; জটাজূটধারী; বিভু; গঙ্গাধর; দশভুজ; শশিকলা-শোভিত-মৌলি বাম-কর-পঞ্চক দ্বারা কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশুধারী; দক্ষিণ-হস্ত-পঞ্চক দ্বারা শূল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর ও বরধার; সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় মুনি-শ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক স্তুত; পরম আনন্দসন্দোহে সমুল্লসিত-কুটিল-লোচন; হিম, কুন্দ ও চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ; বৃষরূপ আসনে বিরাজিত চতুর্দিক্‌স্থিত সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান; উমাকান্ত এবং একান্ত-শরণাগত-ভক্তগণ-প্রিয় সদাশিবকে ধ্যান করিবে।" বিধানজ্ঞ ব্যক্তি মহাদেবের

ইতি ধ্যাত্বা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ। সংপূজ্যাবাহ্য তল্লিঙ্গে যজেচ্ছক্ত্যা বিধানবিৎ ॥ ৩৮ ॥ আসনাদ্যুপচারাণাং দানে মন্ত্রাঃ পুরোদিতাঃ। মূলমন্ত্রমমুং বক্ষ্যে মহেশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৯ ॥ মায়া তারঃ শক্রবীজং সন্ধ্যার্ণান্তাক্ষরান্বিতম্। অর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যং শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥ সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসাচ্ছাদ্য শঙ্করম্। নিবেশ্য দিব্যশয্যায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥ বেদ্যাং প্রপূজয়েদ্দেবীমেবমেব বিধানতঃ। মায়য়াত্র করন্যাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৪২ ॥ উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং মুক্তাযষ্টিতহেমকুণ্ডলসংস্মেরাননাম্ভোরুহাম্। হস্তাব্জৈরভয়ং বরঞ্চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়ে ॥ ৪৩ ॥ ইতি ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিতঃ। ততশ্চ দশ দিক্‌পালান্ বৃষভঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ ভগবত্যা মনুং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা জগন্ময়ী ॥ ৪৫ ॥ মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চার্য্য সান্তং ষষ্ঠস্বরান্বিতম্। বিন্দুযুক্তং তদন্তে চ যোজয়েদ্বহ্নিবল্লভাম্ ॥ ৪৬ ॥ পূর্ব্ববৎ স্থাপয়ন্ দেবীং সর্ব্বদেববলিং হরেৎ। দধিযুক্তমাষ-

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা পূজাপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের উপরি আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। আসনাদি উপচার সকল প্রদানের মন্ত্র পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে মহাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি। ২৫-৩৯। মায়া (হ্রীং), প্রণব (ওঁ), শক্রবীজ (ঔ), সন্ধ্যার্ণান্তাক্ষর (হ) এবং অর্দ্ধেন্দুবিন্দু অর্থাৎ "হ্রীং ওঁ হৌঁ" ইহা শিববীজ কথিত হইল। অনন্তর সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা শিবকে আচ্ছাদন করিয়া দিব্য শয্যায় সংস্থাপনপূর্ব্বক গৌরীপট্ট শোধন করিবে। ঐ গৌরীপট্টের উপরি এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিবে। যথা,—প্রথমতঃ হ্রীং বীজ পাঠপূর্ব্বক করন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। পরে দেবীর এইরূপ ধ্যান করিবে যে, "যাঁহার কান্তি উদয়কালীন সহস্রদিবাকরের সদৃশ; যিনি নির্ম্মলা; বহ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার ত্রিনয়ন; যাঁহার ঈষৎ-হাস্যযুক্ত বদন-কমল মুক্তারাজি-বিরাজিত হেমকুণ্ডলে শোভিত; যিনি কর-কমল-চতুষ্টয় দ্বারা চক্র, পদ্ম, বর ও অভয় ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার পয়োধর-যুগল পীন ও উত্তুঙ্গ; যিনি পীত বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশী ভয়হারিণী ভগবতীকে চিন্তা করি।" এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজশক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে। অনন্তর দশদিক্‌পাল ও বৃষভের পূজা করিবে। যে মন্ত্র দ্বারা জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। মায়া, লক্ষ্মী, ষষ্ঠস্বরযুক্ত হকারে চন্দ্রবিন্দু যোগপূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া অন্তে বহ্নিজায়া যোগ করিবে, অর্থাৎ "হ্রীং শ্রীং হূং স্বাহা"। পূর্ব্বের ন্যায় দেবীকে সংস্থাপিত করিয়া সর্ব্বদেবের উদ্দেশে শর্করাদি-সমন্বিত দধিযুক্ত মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে। ঐ

ভক্ষং শর্করাদিসমন্বিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ঐশান্যাং বলিমাদায় বারুণেন বিশোধয়েৎ। সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ। পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতাশ্চ পিতরস্তথা ॥ ৪৯ ॥ ঋষয়ো যেঽন্যদেবাশ্চ বলিং গৃহ্ণন্তু সংযতাঃ। পরিবার্য্য মহাদেবং তিষ্ঠন্তু গিরিজামপি ॥ ৫০ ॥ ততো জপেন্মহাদেব্যা মন্ত্রমেতং যথেপ্সিতম্। গীতবাদ্যাদিভিঃ সদ্ভির্বিদধ্যান্মঙ্গলক্রিয়াম্ ॥ ৫১ ॥ অধিবাসং বিধায়েত্থং পরেহ্নি বিহিতক্রিয়ঃ। সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চদেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥ মাতৃপূজাং বসোর্দ্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরন্। মহেশদ্বারপালাংশ্চ যজেদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ নন্দী মহাবলঃ কীশবদনো গণনায়কঃ। দ্বারপালাঃ শিবস্যৈতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ ততো লিঙ্গং সমানীয় বেদীরূপাঞ্চ তারিণীম্। মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা শুভাসনে ॥ ৫৫ ॥ অষ্টভিঃ কলসৈঃ শম্ভুং মনুনা ত্র্যম্বকেণ চ। স্নাপয়িত্বার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৬ ॥ বেদীঞ্চ মূলমন্ত্রেণ তন্বং সংস্থাপ্য পূজয়ন্। কৃতাঞ্জলিপুটঃ সাধুঃ প্রার্থয়েচ্ছঙ্করং শিবম্ ॥ ৫৭ ॥ আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বদেবনমস্কৃত।

বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ ঈশানকোণে স্থাপন করিয়া বরুণ-বীজ (বং) দ্বারা শোধন করিবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে,—"সমুদায় দেবগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, নাগগণ, পিশাচগণ, মাতৃগণ, যক্ষগণ, ভূতগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে সংযত হইয়া বলি গ্রহণ করুন এবং সকলে এই মহাদেবকে ও মহাদেবীকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করুন" (মন্ত্র যথা ;—সর্ব্বে—মপি)। ৪৯—৫০। অনন্তর "হ্রীং শ্রীং হূং স্বাহা" মহাদেবীর এই মন্ত্র ইচ্ছামত জপ করিবে। পরে উত্তম গীত-বাদ্যাদি দ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়া বিধান করিবে। এইরূপে অধিবাস করিয়া পরদিবস নিত্যক্রিয়া সমাধানপূর্ব্বক যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া পঞ্চদেবের পূজা করিবে। পরে মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া মহেশ্বরের এবং নন্দী প্রভৃতি দ্বারপালদিগের পূজা করিবে। নন্দী, মহাবল, কীশবদন, গণনায়ক—ইঁহারা শিবের দ্বারপাল। ইঁহারা সকলেই অস্ত্র-শস্ত্রধারী। অনন্তর বেদীরূপা তারিণী ও শিবলিঙ্গ আনয়নপূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে বা উত্তম আসনে স্থাপন করিবে। পরে "হ্রীং ওঁ হৌঁ" এই মন্ত্র এবং "ত্র্যম্বকং যজামহে" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অষ্টকলস জল দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পরে "হ্রীং শ্রীং হূং স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা বেদী সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে লিঙ্গ স্থাপিত করিয়া পূজা করিবে। পরে সাধু ভক্ত, কৃতাঞ্জলিপুটে মঙ্গলময় শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিবে,—হে ভগবন্

পিনাকপাণে সর্ব্বেশ মহাদেব নমোহস্তু তে ॥ ৫৮॥ আগচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহকারক। ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো নমঃ ॥ ৫৯ ॥ মাতর্দ্দেবি মহামায়ে সর্ব্বকল্যাণকারিণি। প্রসীদ শম্ভুনা সার্দ্ধং নমস্তেহস্তু হরপ্রিয়ে ॥৬০॥ আয়াহি বরদে দেবি ভবনেহস্মিন্ বরপ্রদে। প্রীতা ভব মহেশানি সর্ব্বসম্পৎকরী ভব ॥ ৬১ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি স্বৈঃ স্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ। সুখং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলৌ ॥ ৬২ ॥ ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বকম্। প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেশ্ম কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৩ ॥ পাষাণখনিতে গর্ত্তে ইষ্টকারচিতেহপি বা। অধস্ত্রিভাগলিঙ্গস্য রোপয়েন্মূলমুচ্চরন্ ॥ ৬৪ ॥ যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ। তাবদত্র মহাদেব স্থিরো ভব নমোহস্তু তে ॥ ৬৫ ॥ মন্ত্রেণানেন সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা সদাশিবম্। উত্তরাগ্রাং তত্র বেদীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি। যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবদত্র স্থিরা ভব ॥ ৬৭ ॥ অনেন সুদৃঢ়ীকৃত্য লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা পঠেদিমম্ ॥ ৬৮ ॥ ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধ-

শম্ভো! হে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত! হে পিনাকপাণে! হে সর্ব্বেশ! হে মহাদেব! আগমন কর;—তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি মন্দিরে আগমন কর। হে ভক্তানুগ্রহকারক! কৃপা কর,—ভগবতীর সহিত আগমন কর, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে মহামায়ে! হে সর্ব্বকল্যাণকারিণি! হে হরপ্রিয়ে! হে মাতঃ! হে দেবি! মহেশ্বরের সহিত তুমি প্রসন্না হও;—তোমাকে নমস্কার। হে বরদে! হে দেবি! এই ভবনে আগমন কর। হে বরদায়িনি! প্রীতা হও। হে মহেশ্বরি! আমার সর্ব্ব-সম্পত্তিদায়িনী হও। হে দেব! হে দেবেশি! স্ব স্ব পরিবারের সহিত উত্থিত হও। তোমরা ভক্তবৎসল। তোমরা এই গৃহে যথাসুখে অবস্থান কর; প্রীত হও (মন্ত্র যথা;—আগ—সলৌ)। মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বক তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ করাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইবে। ৫১—৬৩। পরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পাষাণ-খনিত গর্ত্তে অথবা ইষ্টকারচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের অধঃ তিনভাগ প্রোথিত করিবে। "যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী ও সাগর থাকিবে,—হে মহাদেব! তুমি সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে স্থির হইয়া থাক;—তোমাকে নমস্কার (মন্ত্র যথা;—যাব—তে)। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সদাশিবকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়া, মূলমন্ত্র পড়িয়া উত্তরমুখীকৃত গৌরীপট্ট তাহার উপর দিয়া প্রবেশিত করিবে। পরে "হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণি! হে জগদ্ধাত্রি! সুস্থিরা হও। যতকাল চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া থাক" এই মন্ত্র দ্বারা যন্ত্র সুদৃঢ় করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শপূর্ব্বক এই

চারণাঃ। যক্ষা নাগাশ্চ বেতালা লোকপালা মহর্ষয়ঃ॥ ৬৯॥ মাতরো গণনাথাশ্চ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। যস্য সিংহাসনে যুক্তা ভূচরাঃ খেচরাস্তথা॥ ৭০॥ আবাহয়ামি তং দেবং ত্র্যম্বকমীশানমব্যয়ম্। আগচ্ছ ভগবন্নত্র ব্রহ্মনির্ম্মিতযন্ত্রকে। ধ্রুবায় ভব সর্ব্বেষাং শুভায় চ সুখায় চ॥ ৭১॥ ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্তবিধিনা স্নাপয়ন্ শিবম্। প্রাগ্বদ্ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজয়েৎ প্রিয়ে॥ ৭২॥ বিশেষমর্ঘ্যং সংস্থাপ্য সমর্চ্চ্য গণদেবতাঃ। পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানং পুষ্পং লিঙ্গোপরি ন্যসেৎ॥ ৭৩॥ পাশাঙ্কুশপুটাং শক্তির্যাদিসান্তাঃ সবিন্দুকাঃ। হৌং হংস ইতি মন্ত্রেণ তত্র প্রাণান্ নিবেশয়েৎ॥ ৭৪॥ চন্দনাগুরুকাশ্মীরৈর্বিলিপ্য গিরিজাপতিম্। যজেৎ প্রাগুক্তবিধিনা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ॥ ৭৫॥ জাতনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব্ববিধানবৎ। সমাপ্য সর্ব্বং বিধিবদ্বেদ্যাং দেবীং মহেশ্বরীম্। অভ্যর্চ্চ্য তত্র দেবস্য মূর্ত্তীরষ্টৌ প্রপূজয়েৎ॥ ৭৬॥ শর্ব্বঃ ক্ষিতিঃ সমুদ্দিষ্টা ভবো জলমুদাহৃতা। রুদ্রোঽগ্নিরুগ্রো বায়ুঃ স্যাদ্ভীম আকাশবন্দিতঃ॥ ৭৭॥ পশোঃ পতির্যজমানো মহাদেবঃ সুধা-

মন্ত্র পাঠ করিবে,—"ব্যাঘ্রগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, বেতালগণ, লোকপালগণ, মহর্ষিগণ, মাতৃগণ, গণপতিগণ, ভূচরগণ, খেচরগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও বৃহস্পতি,—যাঁহার সিংহাসনে যুক্ত আছেন, সেই ত্রিনয়ন অব্যয় দেব মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি। হে ভগবন্! এই ব্রহ্মনির্ম্মিত যন্ত্রে আগমন কর। তুমি সমুদায় ভূতের স্থিরতা কর তুমি সকলের মঙ্গল ও সুখ বিধান কর" (মন্ত্র যথা;—ব্যাঘ্র—চ)। অনন্তর দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে শিবকে স্নান করাইবে। হে প্রিয়ে! পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করিয়া মানসিক উপচারে পূজা করিবে। পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া গণদেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি পুষ্প প্রদান করিবে। পাশ (আং) ও অঙ্কুশ (ক্রোং) পুটিত মায়া উচ্চারণপূর্ব্বক য অবধি স পর্য্যন্ত সাতটী অক্ষরে অনুস্বার যোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে "হৌং হংসঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই লিঙ্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পরে চন্দন, অগুরু ও কাশ্মীর (কুঙ্কুম) দ্বারা গিরিজাপতির অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান দ্বারা ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বকথিত বিধানের ন্যায় জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করত যথাবিধানে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া বেদীতে দেবী মহেশ্বরীর পূজানন্তর তাহাতে দেবদেবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। ৬৪—৭৬। অষ্টমূর্ত্তি-পূজার সময় এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, 'শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে

করঃ। ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যেতে মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ প্রণবাদিনমোঽন্তেন প্রত্যেকাহ্বানপূর্ব্বকম্। পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্ত-মষ্ট মূর্ত্তীঃ ক্রমাদ্‌যজেৎ ॥ ৭৯ ॥ ইন্দ্রাদি-দিক্‌পতীনিষ্ট্বা ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চাষ্ট মাতৃকাঃ। বৃষং বিতানং গেহাদি দদ্যাদীশায় সাধকঃ ॥ ৮০ ॥ ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভক্ত্যা প্রার্থয়েৎ পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ৮১ ॥ গৃহেঽস্মিন্ করুণা-সিন্ধো স্থাপিতোঽসি ময়া প্রভো। প্রসীদ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বকারণকারণ ॥ ৮২ ॥ যাবৎ সসাগরা পৃথ্বী যাবচ্ছশিদিবাকরৌ। তাবদ-স্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর ॥৮৩॥ গৃহে-ঽস্মিন্ যস্য কস্যাপি জীবস্য মরণং ভবেৎ। ন তৎপাপৈঃ প্রলিপ্যেঽহং প্রসাদাৎ তব ধূর্জ্জটে ॥ ৮৪ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য গৃহং ব্রজেৎ। প্রভাতে পুনরাগত্য স্নাপয়ে-চ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৮৫ ॥ শুদ্ধৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নানং প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ। ততঃ সুগন্ধিতোয়ানাং কলসৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৮৬ ॥ সংপূজ্য তং যথাশক্ত্যা প্রার্থয়েত্তু ভক্তিভাবতঃ ॥ ৮৭ ॥ বিধি-বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদ-র্চ্চিতম্। সম্পূর্ণমস্তু তৎ সর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাদুমাপতে ॥৮৮॥ যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ। তাবন্মে কীর্ত্তির-

নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।” এই প্রকার অষ্টমূর্ত্তি কথিত আছে। প্রথমে প্রণব, অন্তে নমঃ পদ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির আবাহন করিয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত যথাক্রমে উক্ত অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। পরে সাধক,—ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিয়া বৃষ বিতান গৃহ প্রভৃতি সমুদায় মহেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি-পুট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীপতি মহা-দেবের নিকট প্রার্থনা করিবে,—“হে করুণা-সিন্ধো! আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন করিলাম। প্রভো! তুমি সর্ব্বকারণের কারণ। হে ভগবন্ শম্ভো! প্রসন্ন হও। হে পরমেশ্বর! যে পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী থাকিবে, যে পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি এই গৃহে অবস্থান কর। তোমাকে নমস্কার। হে ধূর্জ্জটে! এই গৃহে যদি কাহারও অপমৃত্যু হয়, তোমার প্রসাদে আমি যেন সেই পাপে লিপ্ত না হই।” অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে। পরদিন প্রাতে সেই স্থানে আগমন করত চন্দ্রশেখরকে স্নান করাইবে। প্রথমতঃ শুদ্ধ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। পরে একশত কলস সুগন্ধি সলিল দ্বারা পরিপূরিত করিয়া তদ্দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর ভক্তিভাবে যথাশক্তি পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে,—“হে উমাপতে! এই পূজার মধ্যে যদি কিছু বিধিহীন বা ভক্তি-হীন, ক্রিয়াহীন হইয়া থাকে, তোমার প্রসাদে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ হউক। যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও সমুদ্র সকল থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে আ-

তুলা লোকে তিষ্ঠতু সর্ব্বদা ॥ ৮৯ ॥ নমস্ত্র্যক্ষায় রুদ্রায় পিনাকবরধারিণে। বিষ্ণু-ব্রহ্মেন্দ্র-সূর্য্যাদ্যৈরর্চ্চিতায় নমো নমঃ ॥৯০॥ ততস্তু দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কৌলিকান্ দ্বিজান্। ভক্ষ্যৈঃ পেয়ৈশ্চ বাসোভির্দরিদ্রান্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৯১ ॥ প্রত্যহং পূজয়েদেবং যথাবিভবমাত্মনঃ। স্থাবরং শিবলিঙ্গন্তু ন কদাপি বিচালয়েৎ ॥ ৯২ ॥ অচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে। সংক্ষেপাৎ পরমেশানি সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতা ॥ ৯৩ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। যদ্যকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিভো। বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈস্তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥ ৯৪॥ অপূজনীয়া কৈর্দোষৈর্ভবেয়ুর্দেবমূর্ত্তয়ঃ। ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তত্বপায়শ্চ তন্ময়-তাম্ ॥ ৯৫ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। একাহ-মর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ। দিন-দ্বয়ে তদ্দ্বিগুণ্যং দিনত্রয়ে ॥ ৯৬ ॥ তদ্বৈগুণ্যং ততঃ ষণ্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ। তদাষ্টকলসৈর্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ ॥ ৯৭ ॥ ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাক্সংস্কার-বিধানতঃ। পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ-সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৯৮ ॥ খণ্ডিতং স্ফুটিতং ব্যঙ্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা। পতিতং দুষ্ট-

---

অতুল কীর্ত্তি হউক। পিনাক-বরধারী, ত্রিনয়ন রুদ্রকে নমস্কার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক পূজিত মহেশ্বরকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।” ৭৭—৯০। অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া কৌলিক ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে দরিদ্রদিগকে ভক্ষ্যদ্রব্য, পেয়দ্রব্য ও বস্ত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। পরে আপনার বিভবানুসারে প্রতিদিবস মহেশ্বরের পূজা করিবে। পরন্তু স্থাবর শিবলিঙ্গ কখনই বিচালিত করিবে না। হে পরমেশ্বরি! আমি সমুদায় আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে অচল-শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধি তোমার নিকট কহিলাম। ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো! যদি অকস্মাৎ কোন দিবস দেবতার পূজা না হয়, তাহা হইলে ভক্তেরা সেস্থলে কি করিবে? আমার নিকট যথার্থ বিধান বল। কোন্ দোষ উপস্থিত হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও ত্যাজ্য হয়, তাহাও আমার নিকট বল। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—যদি এক দিবস পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে তৎপর-দিবস সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে। দুই দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ, তিন দিবস পূজাবাধ হইলে অষ্টগুণ পূজা করিবে। যদি ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী, অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবে। যদি ছয়মাস হইতে অধিক কাল পূজা না হয়, তাহা হইলে, সাধকোত্তম পূর্ব্বকথিত সংস্কার-বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তিকে পুনঃসংস্কৃত করিয়া পূজা করিবে। যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন, সচ্ছিদ্র অথবা কুষ্ঠরোগী কর্তৃক স্পৃষ্ট কিংবা অঙ্গহীন হয়; তাহাকে জলে বিসর্জ্জন করিবে। যে দেবমূর্ত্তি দূষিত ভূমিতে পতিত

ভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্‌বুধঃ ॥ ৯৯ ॥ হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ। স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥ ১০০ ॥ মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে। সর্ব্বদা পূজয়েৎ তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥১০১॥ যদ্‌যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্। নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০২॥ বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ। অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০৩ ॥ কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা। জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৪ ॥ অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্। প্রবৃত্তয়েঽপি বোধনাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১০৫ ॥ যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ। অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্ ॥ ১০৬ ॥ কর্ম্মণোঽপি শুভাদেবি ফলেবাসক্তচেতসঃ। প্রয়ান্ত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥ ১০৭ ॥ যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা। তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥১০৮॥

হইয়াছে, জ্ঞানী তাহার পূজা করিবে না। ৯১—৯৯। যে মূর্ত্তি অঙ্গহীন, সচ্ছিদ্র অথবা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জ্জন করিবে; পরন্তু যে দেবমূর্ত্তি স্পর্শাদি-দোষে দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃসংস্কার করিয়াও অর্চ্চনা করিতে পারিবে। যাহা মহাপীঠ ও অনাদি-লিঙ্গ, তাহাতে অস্পৃশ্যস্পর্শাদি দোষ হয় না, সুতরাং তাহাতে সুখলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। হে মহামায়ে! কর্ম্মানুজীবী মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে সমুদায় সবিশেষ কথিত হইল। মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণার্দ্ধকালও থাকিতে পারে না। তাহার অনিচ্ছু হইলেও বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ বায়ু-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্ম দ্বারা সুখ ভোগ করে, কর্ম্ম দ্বারা দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই জীবিত থাকে। এই কারণে আমি, অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির জন্য এবং দুষ্প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধন-সমেত বহুবিধ কর্ম্ম কহিলাম, অর্থাৎ যাহারা বহুজন্মে বহুকর্ম্ম করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে নহে; তবে যাহারা সংসারী, অবিদ্যাদি-পূর্ণ, তাহাদিগের পক্ষেই বিহিত হইল। কর্ম্ম দুই প্রকার;—শুভ ও অশুভ। অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণিগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে। হে দেবি! যাহারা ফলাসক্ত-চিত্ত হইয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ঐ কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করে। শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে, শত কল্পেও মনুষ্যের মুক্তি

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি। তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥ ১০৯॥ কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি। তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্‌জ্ঞানং ন বিন্দতি॥ ১১০॥ জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা। জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥ ১১১॥ ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ১১২॥ বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে। পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥ ১১৩॥ ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি। ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥ ১১৪॥ আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ॥ ১১৫॥ বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১৬॥ মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী। স্বপ্ন-

জন্মে না। যেমন লৌহ কিংবা স্বর্ণময় শৃঙ্খল দ্বারা প্রাণীরা বদ্ধ হয়, জীবও তদ্রূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কিংবা শত শত প্রকার কষ্ট করিয়াও মোক্ষলাভ করিতে পারে না। ক্ষীণতমাঃ নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিতগণের তত্ত্ববিচার কিংবা নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ১০০—১১১। ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মায়া দ্বারা কল্পিত এবং মিথ্যা; এক পরম ব্রহ্মই সত্য—ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী হয়। যিনি "আমার নাম অমুক, আমি গৌরবর্ণ" ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞান ত্যাগ করিয়া অবিদ্যা-শূন্য হইতে অর্থাৎ নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। যতকাল পুত্র বা দেহাদিতে 'আমিত্ব জ্ঞান' থাকে, ততদিন জপ, হোম বা শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। কিন্তু ব্রহ্মই "আমি"; পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি জড় পদার্থ "আমি" নহি,—এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে দেহী মুক্ত হয়। আত্মা—সাক্ষী অর্থাৎ শুভাশুভ-দ্রষ্টা, বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, পূর্ণ, অদ্বিতীয়, পরাৎপর ও দেহসম্বন্ধ হইয়াও দেহধর্ম্মে অলিপ্ত,—ইহা জানিলে নর মুক্তিভাগী হয়। যে ব্যক্তি নাম-রূপাদি-কল্পনাকে বাল্যক্রীড়াবৎ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনি মুক্তিলাভ করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই,—যেমন বাল্যকাল অতিক্রমপূর্ব্বক প্রবীণ হইয়া ঐ বাল্যকালের ক্রীড়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অর্থাৎ সাধনার বাল্যকালে ব্রহ্মের রূপ অর্থাৎ দশভুজাদি, নাম অর্থাৎ কালী দুর্গাদি এবং পরিচ্ছদ অর্থাৎ রক্তবস্ত্রাদির কল্পনা ও তদনুসারে (১) বাহ্য-পূজা (২) মানস-পূজা ও স্তুতি, (৩) ধ্যান—এই সকল ক্রীড়া ক্রমে ক্রমে

লব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা ॥ ১১৭॥ মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ। ক্লিশ্যন্ত-স্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ ১১৮ ॥ আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহার-তুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্ ॥ ১১৯ ॥ বায়ুপর্ণকণাতোয়-ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ। সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১২০ ॥

করিয়া ঐ সাধনা-বাল্য অতিক্রমপূর্ব্বক সাধনায় প্রবীণ হইয়া ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। পরে ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু যেমন বাল্যকাল থাকিতে থাকিতে তৎকালোচিত ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া প্রবীণোচিত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য্য হয়, সেইরূপ সাধনা-বাল্য থাকিতে থাকিতে নাম-রূপাদি-কল্পনারূপ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সাধনা-প্রবীণোচিত ব্রহ্মপরায়ণ হইতে চেষ্টা করিলেও অকৃতকার্য্য হইতে হয়; সুতরাং বুঝা গেল যে, যেমন বয়সের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে কর্ম্ম সকল বিহিত আছে, এইরূপ সাধনারও অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে কর্ত্তব্য নিরূপিত হইল। মনঃকল্পিত মূর্ত্তি অর্থাৎ মনে মনে নির্ম্মিত অশাস্ত্রীয়* মূর্ত্তি যদি মনুষ্যগণের মোক্ষ-সাধন হয়, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত রাজা হইতে পারে † ১১৩—১১৭। মৃন্ময়, প্রস্তরময়, ধাতুময় বা কাষ্ঠাদিময় মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করত ক্লেশ পায়; কেননা, তাহারা তপঃসম্ভূত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি-লাভ করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, যতদিন ঐ সকল মূর্ত্তিকে ঈশ্বর ভাবিয়া পূজাদি করিতে হয়, ততদিনই ক্লেশ পাইতে হয় অর্থাৎ পুনর্ব্বার আপাততঃ মনোহর স্বর্গাদি সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়; ক্রমে ঐ সকল সৎকর্ম্ম-জনিত তপস্যা-প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। * মানবগণ আহার সংযত করিয়া ক্লেশ ভোগ করুক বা যথেষ্ট আহার দ্বারা স্থূল হউক, তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হয়, তাহা হইলে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। যাহারা বায়ুমাত্র আহার কিংবা পর্ণ আহার, অথবা কণ-ভক্ষণ বা জলমাত্র পান-রূপ ব্রতধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ

* শাস্ত্রীয় আদ্যাপ্রভৃতির মূর্ত্তি মোক্ষ-সাধনী ;—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং মূর্ত্তিমাত্রেই যে মোক্ষসাধনী নহে, তাহা এস্থানে বলিবার যো নাই।

† এ শ্লোকের নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে; তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

* এই শ্লোকে "তে" অর্থাৎ "তাহারা" এই কথাটী আছে বলিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা ঐরূপে ক্লেশ পায় নাই, তাহা-দিগের তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ায় কোনরূপেই মুক্তি হইবে না; যাহারা ক্লেশ পাইয়াছে, তাহা-দিগেরই তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপ্রভাবে মোক্ষ হইবে। অন্যরূপ অর্থ করিলে "তে" কথাটীর কোন অর্থ থাকে না।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥
১২১॥ যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥১২২॥ ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে। কিং তস্য জপ-যজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥১২৩॥ সত্যং

হয়, তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী, জল-জন্তু—ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে। ইহার ভাবার্থ এই যে, মাত্র আহারের নিয়মরূপ সৎকর্ম্ম করিলেই যে তত্ত্বজ্ঞান এবং মোক্ষ হয়, তাহা নহে, কিন্তু নানা ব্রত, বহু উপবাস এবং বহু জন্মে আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবার পর তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপশ্চাৎ মোক্ষ হইয়া থাকে। ১১৮—১২০। "ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় মিথ্যা" ঈদৃশ ভাবই উত্তম। ধ্যানভাব মধ্যম। স্তব ও জপ-ভাব অধম। বাহ্য-পূজা অধম হইতেও অধম। ইহার তাৎপর্য্য,—যেমন বহু-ফল-শোভিত স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখাদি-সম্পন্ন বৃক্ষের গগনস্পর্শী অগ্রভাগ, এমন কি, যাহা ভূতলস্থিত ব্যক্তির দৃষ্টি-পথাতীত; তাহাতে সকল ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল থাকিলেও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন তাহার জন্য কেহ বৃক্ষে আরূঢ় হয় না; কিন্তু উহা অপরাপর ফলের জন্যই হইয়া থাকে। অপরাপর ফলের জন্য স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখাদিতে আরোহণ করিয়া যদি ঐ ফলটী দেখিতে পায় এবং তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করে, তবেই বহু চেষ্টার পর ঐ ফল লাভ করিতে পারে. অথবা যদি ভূতলে থাকিতে থাকিতেই অতি বিশ্বস্ত সূত্রে অগ্রস্থিত ফলের কথা শুনিয়া থাকে এবং ঐ ফলের প্রত্যাশায় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া স্কন্ধাদিস্থিত ফললোভে মুগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সেও ঐ ফল লাভ করিতে পারে; কিন্তু কোন ব্যক্তিই স্কন্ধ-শাখায় আরোহণ না করিয়া একেবারে উক্ত ফল পাইতে পারে না। সেইরূপ বহিঃপূজাদিরূপ-স্কন্ধাদি-শোভিত কর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের, মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধিপথাতীত তত্ত্বজ্ঞানরূপ গগনস্পর্শী অগ্রভাগে, যে মোক্ষ-ফল আছে, তাহা পাইতে হইলে প্রথমতঃ বহিঃপূজা, দ্বিতীয়তঃ মানসিক পূজা ও স্তুতি, তৃতীয়তঃ ধ্যান; ক্রমে এই সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসদ্ভাব অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্রভাগে উঠিতে হয়। এইরূপ প্রথমাশ্রয়ণীয় দ্বিতীয়াশ্রয়ণীয় উপায় প্রদর্শনের জন্য এই শ্লোকটী লিখিত হইয়াছে, সুতরাং বাহ্য-পূজাদি একেবারে না করিয়া এক লম্ফে ব্রহ্মসদ্ভাব জ্ঞান পাওয়া যায় না। জীব এবং আত্মার ঐক্যের নাম 'যোগ'। সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যের নাম 'পূজা'। যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে, সমুদায়ই ব্রহ্ম; তাঁহার যোগ বা পূজা কিছুই নাই। যাঁহার হৃদয়ে পরম জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত হইতেছে, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম, ব্রত প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই। ১২১—১২৩। যিনি—

বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ। স্বভাবাদ্‌ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা॥ ১২৪ ॥ ন পাপং নৈব সুকৃতং নস্বর্গো ন পুনর্ভবঃ। নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥ ১২৫॥ অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু। কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ॥ ১২৬॥ স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি। স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ॥১২৭॥ বহিরন্তর্যথা কাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্॥ তথৈব ভাতি তদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥ ১২৮॥ ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ। সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ॥ ১২৯॥ জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ॥ ১৩০॥ যথা শরাব-তোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা। তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে॥ ১৩১॥ যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ। তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ॥ ১৩২॥ ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্। নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে॥ ১৩৩॥ আত্মজ্ঞানমিদং দেবি

সর্ব্বত্র সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতেছেন, তিনি স্বভাবতঃ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন; তাঁহার পূজা ও ধ্যান-ধারণা কিছুই নাই। যিনি 'সমুদায়ই ব্রহ্ম' এরূপ জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই; স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই; ধ্যেয় নাই, ধ্যাতাও নাই। এই আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত। তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন। তাঁহার বন্ধন কোথায়? কিজন্যই বা দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা মুক্তি কামনা করে? এই জগৎ ব্রহ্মের মায়া দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। দেবতাগণ কর্ত্তৃক অবিতর্ক্য পরমব্রহ্ম এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় স্বয়ং বিরাজিত রহিয়াছেন। যেমন সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে আকাশ থাকে, তাহার ন্যায় সৎস্বরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র দীপ্ত রহিয়াছেন। আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থাও নাই, তিনি সর্ব্বদাই একরূপ, চিন্ময় ও বিকার-পরিবর্জ্জিত। জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—দেহেরই হয়, আত্মার হয় না। মনুষ্যগণের বুদ্ধি মায়া দ্বারা আবৃত বলিয়া তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। যেমন বহুশরাব-স্থিত সলিলে বহু সূর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় মায়া-প্রভাবে বহু শরীরে বহু আত্মা লক্ষিত হয়। যেমন সলিল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের চাঞ্চল্য বোধ হইয়া থাকে, সেই মত অজ্ঞান ব্যক্তিরা—বুদ্ধির চাঞ্চল্য হইলে আত্মাতেই তাহা দেখিতে পায়। যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থ আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃতই থাকে, সেই মত দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সর্ব্বদা সমভাবেই বিরাজমান থাকেন। হে দেবি! এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের পরম

পরং মোক্ষৈকসাধনম্‌। জ্ঞানান্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥১৩৪॥ ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা। আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩৫ ॥ প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্‌। লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাদ্বস্তুন্যেব প্রিয়াঃ শিবে ॥ ১৩৬ ॥ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া। বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ১৩৭ ॥ জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞানমাত্মৈব চিন্ময়ঃ। বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥ ১৩৮ ॥ এতৎ তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্‌। চতুর্ব্বিধাবধূতানামেতদেব পরং ধনম্‌ ॥ ১৩৯ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ। দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা। কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রমবধূতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ১৪০ ॥ শ্রুত্বা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো। চতুর্ব্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪১ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ। গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪২ ॥ পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ। শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে ॥১৪৩॥ ব্রাহ্মা-

কারণ। যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি ইহলোকেই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। ১২৪—১৩৪। মনুষ্য, কর্ম্ম দ্বারা মুক্ত হয় না, সন্তান-উৎপাদন দ্বারা মুক্ত হয় না, ধন দ্বারাও মুক্ত হয় না; পরন্তু আপনা দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়। আত্মা সকল জীবের পরম প্রিয়। আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোন বস্তুই নাই। হে শিবে! ইহলোকে অন্য ব্যক্তি আত্মসম্বন্ধ হেতু প্রিয় হইয়া থাকে। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—এই ত্রিতয় মায়া দ্বারাই প্রতিভাত হইতেছে। এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব-বিচার করিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় বস্তু এবং স্বয়ং আত্মাই জ্ঞাতা। যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই 'আত্মবিৎ'। এই আমি তোমার নিকট সাক্ষাৎ মোক্ষের কারণ জ্ঞানোপদেশ কহিলাম। ইহা চতুর্ব্বিধ অবধূতের পরম ধন। শ্রীভগবতী কহিলেন,—তুমি পূর্ব্বে গৃহস্থ ও ভিক্ষুক,—এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথা কহিয়াছ; এক্ষণে কহিতেছ,—অবধূত-আশ্রম চতুর্ব্বিধ। ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, ইহা কি? হে প্রভো! চারি প্রকার অবধূতের লক্ষণ বিশেষরূপে বল, আমি শ্রবণপূর্ব্বক তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। ১৩৫—১৪১। শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিবর্গ ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে বাস করিলেও, তাঁহাদিগকেও 'যতি' বলিয়া জানিতে হইবে। হে কুলার্চ্চিতে! যে সকল মনুষ্য পূর্ণাভিষেকের বিধানানুসারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈবাবধূত।

শধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ। বিদধ্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদুদীরিতবর্ত্মনা ॥ ১৪৪ ॥ বিনা ব্রহ্মার্পিতৈরেতে তথা চক্রার্পিতং বিনা। নিষিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্নীয়ুঃ কদাচন ॥১৪৫॥ ব্রাহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণম্। প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে ॥১৪৬ স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানঞ্চ দাররক্ষণম্। সর্ব্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ ॥১৪৭॥ উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ। পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৮ ॥ কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাজ্জ্ঞান-

দুর্ব্বলঃ। তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্নাত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি কৌলবৎ। সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েজ্জ্ঞানমুত্তমম্ ॥১৫০॥ ওঁ তৎসন্মন্ত্র-মুচ্চার্য্য সোহহমস্মীতি চিন্তয়ন্। কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ ॥১৫১॥ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ। যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ ॥১৫২ ওঁ তৎসদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ। গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্ভবেৎ ॥ ১৫৩ ॥ জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্য-

তাঁহারা সকলেরই পূজনীয়। ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূতগণ নিজ আশ্রমের ও নিজ আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া মৎকথিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম বিধান করিবেন। ব্রাহ্মাবধূত, ব্রহ্মার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে ও শৈবাধূত চক্রার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে কখনই নিষিদ্ধ অন্ন ও নিষিদ্ধ জল গ্রহণ করিবেন না। হে বরাননে! ব্রাহ্মাবধূত কৌলদিগের এবং অভিষিক্ত কৌলদিগের আচার ও ধর্ম্ম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ১৪২—১৪৬। স্নান, সন্ধ্যা, ভোজন, পান ও দাররক্ষা, এই সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতগণ আগম অনুসারে করিবেন। উক্ত শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূত দুই প্রকার;—পূর্ণ ও অপূর্ণ। প্রিয়ে! পূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরমহংস। অপূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতকে পরিব্রাট্ বলা যায়। যে মানব অবধূত-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া-

ছেন, তিনি যদি জ্ঞান বিষয়ে দুর্ব্বল হন, অর্থাৎ যদি তাঁহার পূর্ণ অদ্বৈত ভাব না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি লোকালয়ে অবস্থান করিয়া আত্ম-শোধন করিবেন ও যাহাতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই জ্ঞান জন্মে, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন। তিনি স্বজাতি-চিহ্ন শিখা সূত্র প্রভৃতি রক্ষা করিবেন এবং তিনি কৌলের ন্যায় সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। তিনি নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া জ্ঞান সাধন করিবেন। তিনি সর্ব্বদা বীতরাগ হইয়া, "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত "সোহহমস্মি" এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনার উপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্ত-হৃদয় হইয়া কর্ম্ম-সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিচার দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিতে (মোক্ষ পাইতে) যত্নবান্ হইবেন। গৃহস্থই হউন, বা উদাসীনই

খিলাঃ ক্রিয়াঃ। ওঁ তৎসম্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৫৪॥ কিমন্যৈর্বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ। ব্রাহ্মোপাসনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ১৫৫॥ সুখসাধ্যম-বাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্। নাস্তে তস্মান্মহা-মন্ত্রাদুপায়ান্তরমম্বিকে॥ ১৫৬॥ পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্। গেহং তস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ॥ ১৫৭॥ নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারং বরাননে। ওঁতৎসদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্॥ ১৫৮॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালু-শিরঃশিখাঃ। প্রাদুর্ভূতোঽয়মোং তৎসৎ সর্ব্ব-মন্ত্রোত্তমোত্তমঃ॥ ১৫৯॥ চতুর্ব্বিধানামন্নানা-মন্যেষামপি বস্তুনাম্। মন্ত্রান্তৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্ছেদেতেন শোধিতম্॥১৬০॥ পশ্যন্ সর্ব্বত্র সদ্রূপং জপংস্তৎসম্মহামনুম্। স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্॥ ১৬১॥ জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ। সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো দেহী সার্থমেনং জপন্ মনুম্॥ ১৬২॥ ত্রিপাদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্ব-

হউন, "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র দ্বারা যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা-তেই তাঁহার সেই কর্ম্ম অভীষ্ট-ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত হইবে। জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা, ও সংস্কার প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম "ওঁ তৎসৎ" মন্ত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। অন্যান্য বহুমন্ত্রে কি আবশ্যক, ভূরি সাধনেই বা কি আবশ্যক? "ওঁ তৎসৎ" এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম সাধন করিবে। এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ইহাতে কোন বাহুল্য নাই; পরন্তু ইহা সম্পূর্ণ ফলদায়ক। হে অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই। ১৪৭—১৫৬। যিনি গৃহের দ্বারে অথবা শরীরে "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিবেন, তাঁহার গৃহ মহা-তীর্থ স্বরূপ এবং দেহ পুণ্যময় হইবে। হে দেবি! আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া বলিতেছি, "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র—নিগম, আগম ও তন্ত্র সমুদায়ের মধ্যে সারাৎসার। সর্ব্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তালু, মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে যদি "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র দ্বারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, ভক্ষ্য, লেহ—এই চতুর্ব্বিধ অন্নের বা অন্য বস্তুর শোধন করা হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা শোধন করিবার আবশ্যক হয় না। যিনি সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন, যিনি "ওঁ তৎসৎ" এই মহামন্ত্র জপ করেন, যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে ও যিনি স্বেচ্ছাচারী, তিনিই পৃথিবী মধ্যে কৌল-শ্রেষ্ঠ। "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র জপ করিলে মানব সিদ্ধ হন। ইহার অর্থ চিন্তা করিলে মুক্ত হন। যিনি অর্থ-চিন্তাসহ এই মন্ত্র জপ করেন, সেই মানব শরীরী হইয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্মতুল্য হন। এই ত্রিপদ মহামন্ত্র সর্ব্ব

কারণকারণম্। সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যু-ঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥ যুগ্মং যুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা। জপেন্ত্রেতস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৬৪ ॥ শৈবাব-ধূতসংস্কারবিধূতাখিলকর্ম্মণঃ। নাপি দৈবে নবা পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেহধিকারিতা ॥ ১৬৫ ॥ চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে। ত্রয়োহন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবো-পমাঃ ॥ ১৬৬ ॥ হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্। প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরে-ন্নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬৭ ॥ ত্যজেৎ স্বজাতি-চিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্। তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ১৬৮ সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ। নি-র্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যান্নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৬৯ নার্পণং ভক্ষ্যপেয়াণাং ন তস্য ধ্যানধারণাঃ। মুক্তোহবিরক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥ ১৭০ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্। লক্ষণং সবিশেষেণ সাধুনাং মৎস্বরূপিণাম্ ॥ ১৭১ ॥ এতেষাং দর্শন-স্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ। সর্ব্বতীর্থ-ফলাবাপ্তির্জায়তে মনুজন্মনাম্ ॥ ১৭২ ॥

কারণের কারণ। এই মন্ত্র সাধন করিলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় হইবে। হে মহেশ্বরি! এই ত্রিপদ মন্ত্রের দুইটী দুইটী পদ অথবা এক একটী পদ জপ করিলে সাধক সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা শৈবাবধূত-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন কাম্য-কর্ম্ম থাকে না, সুতরাং তাঁহারা,—দৈবকর্ম্মে, আর্ষকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে অধি-কারী নহেন। চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূতকে "হংস" বলা যায়। অপর ত্রিবিধ অবধূত—যোগ ও ভোগ করিয়া থাকেন, পরন্তু চতুর্ব্বিধ অব-ধূতই মুক্ত ও শিবতুল্য। হংস অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত, স্ত্রী-সংসর্গ বা ধাতুপরিগ্রহ করিতে পারিবেন না; তিনি বিধি-নিষেধ-বর্জ্জিত হইয়া প্রারব্ধ-ভোগকারী হইয়া বিহার করিবেন। ১৫৭—১৬৭। এই তুরীয় পরমহংস স্বজাতি-চিহ্ন শিখা, সূত্র, তিলক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। তিনি গৃহ-স্থের কর্ম্মও করিবেন না; তিনি সঙ্কল্প-রহিত ও উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। তিনি সর্ব্বদা আত্ম-ভাবনাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তিনি শোক ও মোহে অভিভূত হইবেন না। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান থাকিবে না। তিনি তিতিক্ষা-যুক্ত, নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন। তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করি-বেন না। তাঁহার ধ্যান-ধারণা নাই। তিনি মুক্ত, বিরাগযুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব, হংসাচার-পরায়ণ ও যতি হইবেন। হে দেবি! এই তোমার নিকট এই চতুর্ব্বিধ কুলযোগীর লক্ষণ বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম। ইঁহারা সকলেই সাধু ও আমার স্বরূপ। মনুষ্যগণ যদি এই কুলযোগীকে দর্শন করে, স্পর্শ করে বা ইঁহাদের সহিত আলাপ করে, অথবা ইঁহা-দিগকে পরিতুষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাদের

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ। কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তিতানি সদা প্রিয়ে ॥ ১৭৩ ॥ তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ। যৈরার্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈর্মনবৈঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ অশুচির্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ। অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাদ্‌যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৭৫ ॥ কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খসাঃ। শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাৎ তান্ বিনা কোহন্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৬ ॥ কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ। যেহর্চ্চয়ন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা তেহপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৭ ॥ কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব কমলাননে। অন্ত্যজোহপি যমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ ॥ ১৭৮ ॥ করিপাদে বিলীয়ন্তে সর্ব্বপ্রাণিপদা যথা। কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে ॥ ১৭৯ ॥ অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে। যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধান্ ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্ ॥ ১৮০ ॥ গঙ্গায়াং পতিতাস্তাংসি যান্তি গাঙ্গেয়তাং যথা। কুলাচারে বিশন্তোহপি সর্ব্বে গচ্ছন্তি কৌলতাম্ ॥ ১৮১ ॥ যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্‌ভাবমাপ্নুয়াৎ। তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জনাঃ পৃথক্ ॥ ১৮২ ॥

সর্ব্বতীর্থ-দর্শনের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে প্রিয়ে! পৃথিবীতে যে সমুদায় তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, কুলসন্ন্যাসীদিগের দেহে তৎসমুদায় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। যে সকল মনুষ্য, কুলসাধুদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহারা কৃতার্থ, তাঁহারা পবিত্র ও তাঁহারা সর্ব্বযজ্ঞের ফলভোগী হন। কুলযোগীদিগের সংস্পর্শে অশুচি ব্যক্তিও শুচি হয়, অস্পৃশ্য ব্যক্তিও স্পর্শযোগ্য হয় অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষ্য হইয়া থাকে। যে কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত, পাপী, ক্রূর, পুলিন্দ, যবন ও খস, ইহারাও শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, আর কাহার অর্চ্চনা কর্ত্তব্য? যে সকল ব্যক্তি কুলযোগীদিগকে ও কৌলদিগকে কুলতত্ত্ব দ্বারা ও কুলদ্রব্য দ্বারা একবারমাত্র ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারাও পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন। হে কমলাননে! কৌলধর্ম্ম হইতে পরমশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই; কারণ, অন্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হয়। হে প্রিয়ে! যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্ন, হস্তিপদ-চিহ্নে লীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদায় ধর্ম্ম কুলধর্ম্মে বিলীন হইয়া থাকে। ১৬৮—১৭৯। হে প্রিয়ে! স্বয়ং তীর্থস্বরূপ কৌলগণ। কি আশ্চর্য্য পবিত্রতম! তাঁহারা আত্মসংসর্গে ম্লেচ্ছ, শ্বপচ ও পামরগণকেও পবিত্র করেন। যেমন গঙ্গামধ্যে পতিত অন্য জলও গঙ্গাজলরূপে পরিণত হয়, তাহার ন্যায় কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যই কৌল হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্রগত সলিল পৃথক্‌ভাব প্রাপ্ত হয় না, তাহার ন্যায় কুল-সাগরে মগ্ন কোন ব্যক্তিই পৃথক্ হইতে পারে না। এই ভূমণ্ডল

বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে। তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ ॥ ১৮৩ ॥ আহূতাঃ কুলধর্ম্মেঽস্মিন্ যে ভবন্তি পরাঙ্মুখাঃ। সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাস্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮৪॥ প্রার্থয়ন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ। তান্ বঞ্চয়ন্ কুলীনোঽপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥১৮৫॥ চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া। কৌলং ন কুর্য্যাদ্যঃ কৌলঃ সোঽধমো যাত্যধোগতিম্ ॥ ১৮৬ ॥ শতাভিষেকাদ্যৎ পুণ্যং পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যমেকস্মিন্ কৌলিকে কৃতে ॥১৮৭॥

যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্যদ্ধর্ম্মমুপাশ্রিতাঃ। কৌলা ভবন্তস্তে পাপৈর্মুক্তা যান্তি পরং পদম্ ॥১৮৮॥ শৈবধর্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ শিবাত্মকাঃ। স্নেহেন শ্রদ্ধয়া প্রেম্না পূজ্যা মান্যাঃ পরস্পরম্ ॥ ১৮৯ ॥ বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে। ভবাব্ধিতরণে সেতুঃ কুলধর্ম্মো হি নাপরঃ ॥ ১৯০ ॥ ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ সর্ব্বে ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ। দহ্যন্তে কর্ম্মজালানি কুলধর্ম্মনিষেবণাৎ ॥ ১৯১ ॥ সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠা কৃপয়াহূয় মানবান্। পাবয়ন্তি কুলাচারৈস্তে

মধ্যে ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত প্রকার দ্বিপদ জন্তু আছে, তাহারা সকলেই এই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারিবে। যাহারা কুলধর্ম্মে আহূত হইয়া পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধম গতি লাভ করে। যে কোন মনুষ্য কুলাচার প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগকে যদি কোন কৌল বঞ্চনা করেন, তাহা হইলে তিনিও রৌরব নরকে গমন করিবেন। যে কোন কৌল ব্যক্তি, কোন কৌল-ধর্ম্মাবলম্বী হইতে প্রার্থী ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক, নীচলোক, চণ্ডাল বা যবন জানিয়া অবজ্ঞা দ্বারা কৌল না করেন; তিনি কৌলের মধ্যে অধম এবং অন্তকালে তাঁহার অধোগতি হয়। একশত অভিষেকে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, শত পুরশ্চরণ করিলে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, এক ব্যক্তিকে কৌল করিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলে যে যে বর্ণ আছে এবং যতপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে যিনি কৌল হইবেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন। শিবোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী কৌলগণ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ। স্নেহ দ্বারা, শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রেম দ্বারা, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও সম্মান করিবেন। আমি আর অধিক কি বলিব! তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, এই সংসার-সাগর পার হইবার নিমিত্ত কুলধর্ম্মই সেতুস্বরূপ। তদ্ভিন্ন সংসার-সাগর পার হইবার উপায়ান্তর নাই। কুলধর্ম্ম সেবনে সমুদায় সংশয় ছেদন হয়, সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয় ও কর্ম্মসমূহ দগ্ধ হয়।১৮০—১৯১। যাঁহারা সত্যব্রত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া মানবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কুলাচার দ্বারা পবিত্র করেন; সেই সকল

তেঁহাঃ কৌলিকোত্তমাঃ ॥ ১৯২ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বকর্ম্মবিনির্ণয়ম্‌। মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং লোকপাবনম্‌ ॥১৯৩॥ ইদং শৃণুযান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবান্‌ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সোহন্তে নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৪ ॥ সর্ব্বাগমানাং তন্ত্রাণাং সারাৎসারং পরাৎপরম্‌। তন্ত্ররাজমিদং জ্ঞাত্বা জায়তে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯৫ ॥ কিং তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জপসাধনৈঃ। জানিয়েতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১৯৬ ॥ স বিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ। স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুর্যো জানাতি কালিকে ॥ ১৯৭ ॥ অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ। কিমন্যৈর্বহুভিস্তন্ত্রৈর্জ্ঞাত্বেদং সর্ব্ববিদ্ভবেৎ ॥ ১৯৮ ॥ আসীদ্‌গুহ্যতমং যন্মে সাধনং জ্ঞানমুত্তমম্‌। তব প্রশ্নেন তন্ত্রেহস্মিংস্তৎ সর্ব্বং সুপ্রকাশিতম্‌ ॥ ১৯৯ ॥ যথা ত্বং ব্রহ্মণঃ শক্তির্মম প্রাণাধিকা পরা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রং মে তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ২০০ ॥ যথা নগেষু হিমবাংস্তারকাসু যথা শশী। ভাস্বাংস্তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিদং তথা ॥ ২০১ ॥ সর্ব্বধর্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্‌। পঠিত্বা

মহাত্মাই কৌলিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট লোকপাবন সর্ব্বধর্ম্ম-বিনির্ণায়ক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ কহিলাম। যিনি নিয়ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন, অথবা মনুষ্যগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন। সমুদায় আগম ও সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে পরাৎপর ও সারাৎসার এই তন্ত্ররাজ পরিজ্ঞাত হইলে মনুষ্য সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইবে। যিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার তীর্থভ্রমণে আবশ্যক নাই, যজ্ঞে আবশ্যক নাই, জপ-সাধনাদিতেও আবশ্যক নাই; তিনি একমাত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্র-জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। হে কালিকে! যিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র জানেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ, তিনিই সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই সাধু, তিনিই জ্ঞানী ও তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতা প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহুতন্ত্র-জ্ঞানে কি আবশ্যক? এই একমাত্র মহানির্ব্বাণতন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হইবে। যে সমুদায় সাধন ও উত্তম জ্ঞান অত্যন্ত গুহ্যতম ছিল, তোমার প্রশ্ন অনুসারে তৎসমুদায় এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইল। হে সুব্রতে! তুমি যেমন ব্রহ্মশক্তি ও আমার পরম প্রাণাধিকা, এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রও সেইরূপ প্রাণাধিক জানিবে। যেমন পর্ব্বত-সমুদায়ের মধ্যে হিমালয়, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র এবং তেজঃ-পদার্থ মধ্যে সূর্য্য শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে এই তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ। এই তন্ত্র—সর্ব্বধর্ম্মময় ও ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাধন। যে নর ইহা শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি

পাঠয়িত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥ ২০২ ॥ বিদ্যতে যস্য ভবনে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্। ন তস্য বংশে দেবেশি পশুর্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ২০৩ ॥ অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি মূর্খঃ কর্ম্মজড়োঽপি বা। শৃণ্বন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২০৪ ॥ এতত্তন্ত্রস্য পঠনং শ্রবণং পূজনং তথা। বন্দনং পরমেশানি নৃণাং কৈবল্যদায়কম্ ॥ ২০৫ ॥ উক্তং বহুবিধং তন্ত্রমেকৈকাখ্যানসংযুতম্। সর্ব্বধর্ম্মান্বিতং তন্ত্রং নাতঃ পরতরং ক্বচিৎ ॥ ২০৬ ॥ পাতালচক্র-ভূচক্র-জ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্। পরার্দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ ॥ ২০৭ ॥ পরার্দ্ধসংহিতং গ্রন্থমেনং জানন্ নরো ভবেৎ। ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্যবৃত্তান্তং কথিতুং ক্ষমঃ ॥ ২০৮ ॥ সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২০৯ ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে পূর্ব্বকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপন-চতুর্ব্বিধাবধূতবিবরণ-কথনং নাম চতুর্দ্দশ উল্লাসঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন। হে দেবেশি! সমুদায় তন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এই তন্ত্র যাহার গৃহে অবস্থিত হইবে, তাহার বংশে কেহ কখন পশু হইবে না। ১৯২—২০৩। যিনি অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ, মূর্খ ও কর্ম্মসাধন-বিষয়ে জড়, তিনিও যদি এই মহানির্ব্বাণ নামক মহাতন্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হন। হে পরমেশ্বরি! এই মহাতন্ত্রের পাঠ, শ্রবণ, পূজা বা বন্দন মনুষ্যের কৈবল্য-দায়ক হয়। এক এক আখ্যান-সংযুক্ত বহুবিধ তন্ত্র বলিয়াছি এবং সর্ব্বধর্ম্মে সংযুক্ত তন্ত্রও আমাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, পরন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন তন্ত্র নাই। এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র ও জ্যোতিশ্চক্র-সমন্বিত ভূচক্র আছে, যিনি সেই উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, সন্দেহ নাই। যে নর পরার্দ্ধ-সহিত এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র জানেন, তিনি ত্রিকালবার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ হন। অনেক প্রকার তন্ত্র আছে, বহুবিধ শাস্ত্রও আছে; পরন্তু কোন শাস্ত্র বা কোন তন্ত্র, এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না। আমি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমার নিকট কি বর্ণন করিব? এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ২০৪—২১০।

চতুর্দ্দশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র সমাপ্ত